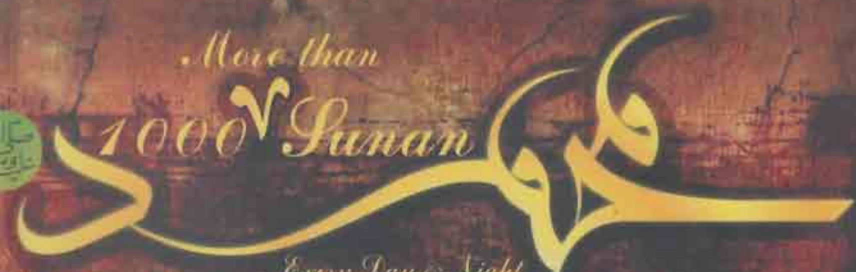




MUHAMMAD



২৪ ঘণ্টা ব্যবহারিক জীবনে আমলযোগ্য

রাসূলুল্লাহ স. এর ১০০০ সুন্নাত

শাইখ খালীল আল হোসেনান
থেকে
মাওলানা ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহীম
মোহাম্মাদ নাছের উদ্দিন

২৪ ঘণ্টা ব্যবহারিক জীবনে আমলযোগ্য

রাসূলুল্লাহ সা-এর ১০০০ সুন্নাত

মূল

শাইখ খালীল আল হোসেনান

বাংলা রূপান্তর-সম্পাদনা

মাওলানা ডক্টর শাহ মুহাম্মদ 'আবদুর রাহীম

[মুমতাযুল মুহাদ্দিসীন ও মুমতাযুল মুফাসসিরীন

মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন



সোনালী সোপান প্রকাশন

৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১২৩৭১৬, ০১৭১৫৮১৯৮৬৯

পৃষ্ঠপোষকতায়
মোসাম্মাৎ সকিনা খাতুন

প্রতিষ্ঠাতা
ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহীম

প্রকাশক
মুহাম্মাদ আবদুল জাব্বার
মোবাইল : ০১৭১৫৮১৯৮৬৯ , ০১৭৩৩১১৩৪৩৩

পরিচালক
মুহাম্মাদ আবদুস সাত্তার

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর ২০১২
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ অক্টোবর ২০১৩

বর্ণবিন্যাস
নাছের পাটওয়ারী ডিজাইন ঘর

মুদ্রণে ঃ ক্রিয়েটিভ প্রিণ্টার্স

হাদিয়া : ২৬০ টাকা মাত্র।

যাঁরা

দৈনন্দিন জীবনে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত

অনুসরণ করতে চায়

তাঁদের জন্য.............!

কেন এই
বই

এ দেশের মানুষের ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধামিশ্রিত আবেগ ও ভালোবাসার দরুণ আজ এদেশে ইসলামী প্রকাশনা শিল্প একটি বিরাট স্থান দখল করে আছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়- 'দৈনন্দিন জীবনে ২৪ ঘণ্টায় আমরা যে সকল কাজ করি, তার সুন্নাত তরীকা কী' এরকম বই আজ পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়েনি। তাই আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আমলগুলোকে সঠিক জ্ঞানের অভাবে শয়তানের অন্যতম থাবা 'বিদ'আত' এর সাথে মিশিয়ে নষ্ট করে দিচ্ছি। হঠাৎ করে এমন একটি বই পেলাম যেখানে দৈনন্দিন জীবনের আমলগুলো কুর'আন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে উল্লেখ রয়েছে। বইটি হলো: শাইখ খালীল আল হোসেনান রচিত "1000 SUNAN EVERY DAY AND NIGHT" বাংলা ভাষা-ভাষীদের কথা চিন্তা করে বইটি রূপান্তরের কাজে হাত দিই। বইটিতে কিছু অপূর্ণাঙ্গতা ছিলো। সে বিষয়গুলো আমরা এতে সংযোজন করি। বইটি 'মু'মিনের আয়না' স্বরূপ। একজন মু'মিন ২৪ ঘণ্টায় কী কী সহীহ্ আমল করতে পারে, তা তুলে আনার জন্য আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করি। দীর্ঘ পরিশ্রমের পর অবশেষে বইটি পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে।

এটি একটি অনুবাদ কাজ হলেও আমরা কিছু মৌলিক বিষয়াদি সংযোজন-সম্পাদনা করে বইটির ক্রমধারা নতুনভাবে বিন্যাস করেছি।

বইটিকে একটি মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে রূপায়ন করতে এতে 'Footnote' এর পাশাপাশি শেষে একটি 'গ্রন্থপঞ্জি' উপস্থাপন করা হয়েছে। উল্লিখিত হাদীসের রেফারেন্স বর্তমানে বহুল প্রচলিত 'মাকতাবাতুশ শামেলা' সফটওয়ার থেকে উল্লেখ করেছি।

এ অনুপম বইটির প্রথম সংস্করণ স্বল্প সময়ে শেষ হয়ে যায়। তাই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার সময়ে প্রথম প্রকাশের ত্রুটিগুলো সংশোধন এবং কিছু বিষয় সংযোজন করতে হয়েছে। ফলে কলেবরে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আল্লাহ্ আমাদের সকল কাজ সুন্নাত অনুসারে করার তাওফিক দান করুন। আমিন!

ঢাকা- অক্টোবর-২০১৩

মাওলানা ডক্টর শাহ মুহাম্মদ 'আবদুর রাহীম
মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন

প্রকাশকের কথা

শাইখ খালীল আল হোসেনান রচিত "২৪ ঘণ্টা ব্যবহারিক জীবনে আমলযোগ্য রাসূলুল্লাহ সা. এর ১০০০ সুন্নাত" (1000 SUNAN EVERY DAY AND NIGHT) গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় রূপান্তর ও সম্পাদনা করেছেন মাওলানা ডক্টর শাহ মুহাম্মদ আবদুর 'রাহীম ও মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন। বইটি প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি আল হামদু লিল্লাহ। দরূদ ও সালাম প্রেরণ করছি মানবতার মুক্তির দূত রাসূলুল্লাহ সা. এর প্রতি।

আশাকরি "২৪ ঘণ্টা ব্যবহারিক জীবনে আমলযোগ্য রাসূলুল্লাহ সা. এর ১০০০ সুন্নাত" নামক গ্রন্থটি পাঠক মহলে ব্যাপক সমাদৃত হবে। সাধারণ পাঠক, জ্ঞানপিপাসু ছাত্রসমাজ ও গবেষক মহলের ব্যবহার উপযোগী করে বইটি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য এটি একটি অতীব প্রয়োজনীয় বই। এতে কুর'আন ও সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত, সামাজিক, পারিবারিক, ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান, অযূ-গোসল, নামায-রোযা, দু'আ-দুরূদ ইত্যাদি সাবলীল ভাষায় সুচারুভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আলোচ্য বই পড়ার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাত অনুসারে ২৪ ঘণ্টা ব্যবহারিক জীবনে ইসলামের অনুসরণ ও অনুকরণ করা যাবে।

এ কাজে যারা সময়, শ্রম, ও মেধা দিয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। পাঠকদের সুচিন্তিত পরামর্শ পরবর্তী সংস্করণে প্রতিফলিত হবে বলে প্রতিশ্রুতি রইল। আল্লাহ আমাদের এই প্রয়াস কবুল করুন। আমীন!

মুহাম্মাদ আবদুল জাব্বার

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু, সর্বশক্তিমান এবং যিনি দৃশ্য-অদৃশ্য সকল কিছুই অবলোকন করেন। সকাল-সন্ধ্যা আমরা তারই নিকট প্রার্থনা করি। দুরূদ ও সালাম মহান আল্লাহ প্রেরিত শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সা. এর উপর এবং তাঁর স্ত্রী, পরিজন, সাহাবী ও কিয়ামত পর্যন্ত যাঁরা তাঁর অনুসরণ করবে তাদের উপর। আলোচ্য বইয়ের উদ্দেশ্য হলো: একজন মুসলিম তার দৈনন্দিন জীবনে রাসূলের সুন্নাত অনুসরণ করে পথ চলতে সাহায্য করা। আর রাসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাত অনুসরণের মাধ্যমেই দুনিয়ার শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা। কেননা রাসূলুল্লাহ সা. এর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে যে সকল আমল প্রমাণিত হয়েছে তা দ্বারা একজন মুসলমান সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুন্নাতী জীবন অতিবাহিত করতে পারেন।

যূননুন মিসরী রহ. বলেন: "আল্লাহকে ভালোবাসার নির্দশন হলো তাঁর রাসূলুল্লাহ সা. যা বলেছেন, যা করেছেন এবং যাতে সম্মতি দিয়েছেন তা করা আর যাতে নিষেধ করেছেন তা না করা।"

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তবে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু।"[১]

হাসান আল বসরী রহ. বলেন, 'বান্দার আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন হচ্ছে তাঁর নবী সা. এর সুন্নাহর প্রতি তাদের আমল বা অনুগামিতা।'

ঈমানদারদের মর্যাদাকে পরিমাপ করা হয় তাঁর নবীর সুন্নাহর অনুসরণ অনুযায়ী। আল্লাহর নিকট সেই অতি প্রিয় যে তাঁর রাসূলুল্লাহ সা. এর সুন্নাহ অনুসরণে যত বেশি অগ্রগামী। এই জন্যই আমি এটিকে সংকলন করেছি যাতে মুসলিমদের কাজকর্মে নবী করীম সা. এর সুন্নাহকে পুনর্জাগরিত করা যায়। তাদের দৈনন্দিন জীবন, ইবাদাত, ঘুম, পানাহার, লোকদের সাথে আচার-আচরণ, পবিত্রতা, ঘরে প্রবেশ এবং বাইরে যাওয়া, পোশাক পরিধান এবং বাকি অন্যান্য ক্ষেত্রে। এটা আশ্চর্যের বিষয় যে, যদি আমাদের কেউ কিছু অর্থ হারায় সে কত মনোযোগ দেয় এবং এই ব্যাপারে কত চিন্তিত হয় ও কত চেষ্টা করে এটাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য। অথচ কত সুন্নাহ আমাদের জীবনে আমরা হারাচ্ছি? এটা কি আমাদেরকে চিন্তিত করে? আমরা কি এগুলোকে আমাদের জীবনে ফিরিয়ে আনতে মুজাহাদা

---

[১] আল কুর'আন, সূরা আলে ইমরান ৩:৩১

বা চেষ্টা-সাধনা করি? সমস্যা হচ্ছে আমরা দিনার-দিরহাম তথা টাকা-পয়সাকে সুন্নাহর চাইতে বেশি প্রাধান্য দেই। যদি মানুষকে বলা হতো রাসূলুল্লাহ সা. এর সুন্নাতসমূহ থেকে একটি সুন্নাত অনুসরণ করলে এত পরিমাণ অর্থ দেয়া হবে, তবে দেখা যেত যে, মানুষজন সকাল-সন্ধ্যা রাসূলুল্লাহ সা. এর সুন্নাত অনুসরণ করা শুরু করে দিত। কিন্তু এই টাকা-এই সম্পদ কোনো উপকারে আসবে না যখন আমাদেরকে আমাদের কবরে শোয়ানো হবে এবং জমিনের মাটি আমাদের উপর চাপা দেয়া হবে।

মহান আল্লাহ বলেন:

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . والاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ.

"কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকেই বেশি প্রাধান্য দাও। অথচ আখিরাত হচ্ছে উত্তম এবং স্থায়ী।"[২]

এ বইয়ে এমন কতগুলো সুন্নাত সংকলন করা হয়েছে যা মানুষ সকাল-সন্ধ্যা অনুসরণের মাধ্যমে পরকালীন পুরস্কার পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত। এ সকল সুন্নাহ প্রতিটি মানুষ খুব সহজেই সকাল-সন্ধ্যা অনুসরণ ও আমল করতে পারবে। আমি লক্ষ্য করলাম যদি কেউ যথাসাধ্য চেষ্টা করে তবে সে তার জীবনের সব প্রয়োজন পূরণ করতে যে সুন্নাত পালন করতে হবে তা এক হাজারের কম নয়। এ ছোট পুস্তিকাটি সুন্নাতকে সহজে বাস্তবায়নের উপায় ব্যতীত আর কিছুই নয়। যদি একজন মুসলিম চায় তাহলে এক হাজার সুন্নাহ দৈনিক পালন করতে পারে এবং তা স্বভাবতই এক মাসে ত্রিশ হাজারে পরিগণিত হবে। ঐ লোকটির দিকে তাকাও যে এই সুন্নাহগুলো সম্পর্কে জানে না অথবা এই সুন্নাহগুলো জানলেও এগুলো পালন করছে না। তাহলে তার জন্য পরকালে কী প্রতিদান অপেক্ষা করছে? অবশ্যই সে পরকালে বঞ্চিত হবে। সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার উপকারিতার মধ্যে রয়েছে-

১. ভালোবাসার মর্যাদায় পৌঁছাবার জন্য: আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা পাওয়ার সহজ উপায়, যা তাঁর ঈমানদার বান্দাদের জন্য।
২. এটি হচ্ছে ফরজ কাজগুলোর কাঠিন্যতা লাঘব করার উপায়।
৩. এটি হচ্ছে বিদআতে পতিত হওয়া থেকে সুরক্ষার পথ।
৪. আল্লাহর দ্বীন যা উপস্থাপন করে তাকে মর্যাদা দেওয়ার এটি একটি নিদর্শন।[৩]

আল্লাহর নামে বলছি, হে মুসলিম উম্মাহ, তোমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে তোমাদের রাসূলুল্লাহ সা. এর সুন্নাতকে জাগরিত করো, কারণ সুন্নাহ হচ্ছে তোমাদের জীবনে রাসূলুল্লাহ সা. কে পরিপূর্ণ ভালোবাসার প্রমাণ এবং তাঁকে অনুসরণ করা তোমাদের ঈমান ও ইখলাসের বহিঃপ্রকাশ।

---

[২] আল কুর'আন, সূরা আ'লা ৮৭:১৭-১৯
[৩] অর্থাৎ কোন কিছুকে মর্যাদা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার সাথে লেগে থাকা অর্থাৎ সুন্নাহ অনুসরণে লেগে থাকা।

সূচিপত্র

অধ্যায়-১

সুন্নাত ও এর গুরুত্ব

সুন্নাতের পরিচয়

সুন্নাত শব্দের অর্থ হলো চলার পথ, কর্মনীতি ও পদ্ধতি। ইমাম রাগিব ইস্ফাহানী রহ. বলেন, "সুন্নাতুন্নবী বলতে সে পথ ও রীতি-পদ্ধতি বুঝায়, যা নবী করীম সা. বাছাই করে নিতেন এবং অবলম্বন করতেন।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা, কাজ, আদেশ ও সম্মতিকে আমরা সুন্নাত বলে জানি। সুন্নাত হলো সেই মূল আদর্শ যা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে রাসূলে করীম ﷺ নিজে তাঁর বাস্তবজীবনে দায়িত্ব পালনের বিশাল ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন; অনুসরণ করার জন্যে দৃষ্টান্ত (গাইডলাইন) হিসেবে রেখে গেছেন দুনিয়ার মানুষের সামনে।

সুন্নাত অনুসরণে কুর'আনী নির্দেশ

দৈনন্দিন জীবনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত অনুসরণ করতে কুর'আনী নির্দেশনা হলো : মহান আল্লাহর বাণী :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

"এবং রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত হও।"[১]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

"অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তাউপর তুমি

---

১ আল কুর'আন : সূরা হাশর ৫৯ : ৭

যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।"[২]

সুন্নাত অনুসরণে হাদীসের নির্দেশ

প্রথম দলিল : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস-

عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : دَعُونِي ما تَرَكْتُكُمْ: إِنَّما أَهْلَكَ من كَانَ قبْلكُم كَثْرةُ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلافُهُمْ عَلَى أَنْبيائِهِمْ، فَإِذا نَهَيْتُكُمْ عنْ شَيْءٍ فاجْتَنِبُوهُ، وَإِذا أَمَرْتُكُمْ بأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُمْ.

"আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ﷺ বলেছেন: আমি যা কিছু তোমাদের জন্য ছেড়ে দিয়েছি, সেগুলোর ব্যাপারে তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও। (আমাকে কোনো প্রশ্ন করো না) জেনে রাখো, তোমাদের পূর্ববর্তী মানুষরা নবীদের অত্যধিক প্রশ্ন ও তাদের সাথে মতভেদ করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। অতএব আমি যখন তোমাদের কোনো বিষয়ে নিষেধ করি তখন তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে। আর যখন আমি তোমাদের কোনো কাজের আদেশ দেই তখন তা তোমরা যথাসাধ্য পালন করবে।"[৩]

সুন্নাত অনুসরণ না করার পরিণতি

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত অনুসরণের মাধ্যমেই দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ সম্ভব। আর তার সুন্নাত অনুসরণ না করলে দুনিয়ায় হবে লাঞ্ছিত এবং পরকালে জান্নাত লাভ থেকে বঞ্চিত হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস,

عَنْ أَبِي هريرة رضي الله عنه أَن رسول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ: كُلُّ أُمَّتِي يدْخُلُونَ الْجنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبِي. قِيلَ وَمَنْ يَأَبِى يا رسول الله ؟ قَالَ: منْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجنَّةَ ، ومنْ عصَاني فَقَدْ أَبِي.

"আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে কিন্তু তারা নয় যারা (আমাকে) অস্বীকার

---

[২] আর কুর'আন : (সূরা আন নিসা, ৪ : ৬৫

[৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৭২৮৮

করবে। প্রশ্ন করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আপনার উম্মতের মধ্যে আবার) কারা আপনাকে অস্বীকার করবে? তিনি বললেন: যে আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার অবাধ্য হলো সে-ই আমাকে অস্বীকার করল।[৪]

সুন্নাত অনুসরণের পদ্ধতি

সুন্নাত অনুসরণের সঠিক পদ্ধতি হলো: রাসূলুল্লাহ সা. যেভাবে যে আমল করেছেন বা যে আমল যেভাবে করতে অনুমোদন দিয়েছেন সেভাবে করা। সাহাবায়ে কেরাম রা. রাসূলুল্লাহ সা.-এর অভ্যাস, চাল-চলন, উঠা-বসা ইত্যাদি বিষয়কেও পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করতেন। এ প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের আমলের দু'টি দৃষ্টান্ত:

সুন্নাত অনুসরণের ১ম দৃষ্টান্ত

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، فَمَرَّ بِمَكَانٍ فَحَادَ عَنْهُ، فَسُئِلَ لِمَ فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا فَفَعَلْتُ.

"হযরত মুজাহিদ রহ. হতে বীর্নত, তিনি বলেন, আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. এর সাথে একবার সফরে ছিলাম। তিনি এক স্থান অতিক্রম করার সময় সরে এক পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো আপনি এমনটি কেন করলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে এখানে এভাবে চলতে দেখেছি; তাই আমিও এখানে এমনটি করলাম।"[৫]

সুন্নাত অনুসরণের ২য় দৃষ্টান্ত

عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ.

---

[৪] সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৭২৮০

[৫] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং : ৪৮৭০

"হযরত উমাইয়াহ ইবনে আব্দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. কে বললেন, আমরা কুরআনে সাধারণ নামায ও ভয়ের মুহূর্তের নামাজ (সংক্রান্ত আলোচনা বিস্তারিতভাবে) পেয়েছি। কিন্তু সফরের নামায তো পায়নি। উত্তরে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বললেন, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সা.-কে আমাদের কাছে এমন সময় পাঠিয়ে ছিলেন যে, তখন আমরা কিছুই জানতাম না। তাই আমরা রাসূলুল্লাহ সা.-কে যেভাবে করতে দেখেছি সেভাবে করি।"[৬]

সকল কাজে বিশুদ্ধ নিয়্যত করা

আপনি মু'মিন-মুসলিম বান্দা, কাজেই পার্থিব-অপার্থিব যেকোনো কাজে আপনি বিশুদ্ধ নিয়্যত করুন।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عن عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضى اللهُ عَنْهُ عَلَى المِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"হযরত ওমর বিন খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই সকল আমলই নিয়্যত অনুযায়ী হয়ে থাকে, প্রত্যেকে তাই লাভ করে যা সে নিয়্যত করে।"[৭]

কোন কোন কাজে নিয়্যত করবে

সকল কাজের শুরুতেই নিয়্যত করা সুন্নাত, কারণ সঠিক নিয়্যতের কারণেই কাজটি করে অনেক সাওয়াব লাভ করা যায়। ঘুমানো, খাওয়া, কাজ করা এবং অন্যান্য বৈধ কাজগুলো আল্লাহর আনুগত্যের কাজ এবং তাঁর নৈকট্যের উপায় হতে পারে। একজন মু'মিন-মুসলমান বান্দা হিসেবে আপনার এইসব কার্যাবলির জন্য আপনি অনেক সাওয়াব লাভ করতে পারেন, যখন আপনি এগুলো করার সময় আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নিয়্যত করেন। যেমন আপনি যদি তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যান এই নিয়্যতে যে, আপনি যেন ক্বিয়ামুল লাইল অথবা ফজরের নামাযের জন্য জাগতে পারেন, তাহলে আপনার সারারাতের ঘুমটি ইবাদাতে পরিণত হবে। এটি সকল বৈধ কাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

---

[৬] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং : ১০৬৬

[৭] বুখারী, হাদীস নং: ১, মুসলিম, হাদীস নং: ১৯০৮।

অধ্যায়-২

জন্ম থেকে বালেগ হওয়া পর্যন্ত

ইসলামি দৃষ্টিকোণে শিশু

শিশু হচ্ছে উম্মাহর জন্য সৌভাগ্য ও মা-বাবার জন্য সুসংবাদ। আল-কুরআনে এসেছে–

يَازَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

"ওহে যাকারিয়া! আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি এক পুত্র সন্তানের, যার নাম হবে ইয়াহইয়া, ইতঃপূর্বে আর কাউকেও এ নামধারী করিনি।"[৮]

শিশুসন্তান হচ্ছে চোখের প্রশান্তি। আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় বান্দাদের একটি বৈশিষ্ট্য এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তারা বলে-

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

"প্রভু হে! আমাদের স্ত্রী সন্তানদেরকে আমাদের জন্য নয়ন জুড়ানো করে দিন।"[৯]

শিশুসন্তান পিতামাতার জন্য চির সুসংবাদ। আল-কুর'আনে এ প্রসঙ্গ এসেছে এভাবে–

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ

---

৮ আল-কুর'আন, সূরা মারইয়াম ১৯ : ১-৭।

৯ আল-কুর'আন, সূরা আল্ ফুরকান ২৫ : ৭৪।

"আর অবশ্যই আমার ফেরেশতারা ইব্রাহিম আ. এর কাছে সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল। তারা বলল সালাম, তিনিও বললেন সালাম। অতঃপর অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি একটি ভুনা করা বাছুর নিয়ে এলেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে, আহার্যের দিকে তাদের হস্তপ্রসারিত হচ্ছে না, তখন তিনি সন্ধিগ্ধ হলেন এবং মনে মনে ভয় অনুভব করতে লাগলেন। তারা বলল, ভয় পাবেন না। আমরা লুতের কওমের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। তার স্ত্রীও নিকটে দাঁড়িয়েছিল। সে হেসে ফেলল। অতঃপর আমি ইসহাকের জন্মের সুখবর দিলাম এবং ইসহাকের পরে ইয়াকুবেরও।"[১০]

ইসলামি দৃষ্টিকোণে নবজাতক শিশুকন্যা কিংবা ছেলে উভয়ই সমান

ইসলামি দৃষ্টিকোণে নবজাতক শিশুকন্যা কিংবা ছেলে উভয়ই সমান। নবজাতক শিশুকন্যা হোক কিংবা ছেলে উভয়ের জন্যই অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানানো উচিত। আল কুরআনে এসেছে-

فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

"আর এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ যা কিছু দান করেছেন তা গ্রহণ কর।"[১১]

কেননা ছেলে না হয়ে মেয়েসন্তান হওয়ায় অখুশি হয়ে যাদের মুখ মলিন হয় আল্লাহ তা'আলা তাদের তিরস্কার করে বলেন,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

"অথচ এদের কারো কন্যাসন্তান হওয়ার সুসংবাদ হলে তাদের মুখমণ্ডল কালিমালিপ্ত হয়ে যায়। আর সে তখন শুধু ক্রোধের রক্ত পান করতে থাকে।[১২]

নবজাতকের উদ্দেশ্যে দু'আ ও উপঢৌকন পাঠানো

সন্তান ভূমিষ্টের পর নবজাতকের উদ্দেশ্যে তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং উত্তম মানুষ হওয়া কামনা করে দু'আ করতে হবে। নবজাতকের জন্য উপহার উপঢৌকন দেওয়াও একটি উত্তম ব্যবস্থা। বস্তুত জন্মের সুসংবাদ প্রচারিত হওয়ার অধিকার প্রত্যেক শিশুরই রয়েছে। অর্থাৎ কারো সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে

---

[১০] আল কুর'আন, সূরা হূদ ১১ ঃ ৬৯-৭১।

[১১] আল কুর'আন, সূরা আল বাক্বারা ২ : ১৮৭।

[১২] আল কুর'আন, সূরা আন নহল ১৬ ঃ ৫৮; আল কুর'আন, সূরা যুখরুফ ৪৩ : ১৭।

তার উচিত আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীদের সেই সংবাদ প্রদান করা এবং প্রতিবেশী ও অত্মীয়-স্বজনদের উচিত যার সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাকে অভিনন্দন জানান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা।[১৩] এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াত প্রণিধানযোগ্য-

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ

"আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের কাছে এলো। তাঁরা বলল : সালাম, সেও বলল, সালাম। সে অবিলম্বে এক কাবাব করা গো-বৎস আনল। সে যখন দেখল তাদের হাত ঐগুলোর দিকে প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তাদেরকে অবাঞ্ছিত মনে করল এবং তাদের সম্বন্ধে তার মনে ভীতির সঞ্চার হলো। তারা বলল, ভয় করো না, আমরা লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। তখন তার স্ত্রী দাঁড়িয়ে রইল এবং সে হাসল। অতঃপর আমি তাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকূবের সুসংবাদ দিলাম।"[১৪]

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

"হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি। তার নাম হবে ইয়াহইয়া। এ নামে পূর্বে আমি কারো নামকরণ করিনি।"[১৫]

উত্তমরূপে গোসল করিয়ে পাক-পবিত্র করা

শিশু জন্মের পউপরই তাকে উত্তমরূপে গোসল এবং শরীরে লেগে থাকা ময়লা পরিষ্কার করতে হবে। নাভী কাটা থেকে শুরু করে সব ব্যাপারেই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। শীতকালে গোসল করানোর সময় খুব

---

[১৩] ইসলামী আইন বিধিবদ্ধ বোর্ড, রিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, তৃতীয় ভাগ, ঢাকা, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১, ধারা-১৩০১, পৃ. ৮৩৪-৩৫।

[১৪] আল কুর'আন, সূরা হূদ ১১ ঃ ৬৯-৭১।

[১৫] আল কুরআন, সূরা মারইয়াম ১৯ : ৭।

সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, যেন তাকে ঠাণ্ডায় আক্রমণ করতে না পারে। গোসলের সময় যাতে নাক, কান ও মুখে পানি প্রবেশ করতে না পারে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। গোসলের পউপরই শরীর পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে দিতে হবে এবং আবহাওয়া অনুযায়ী নরম কাপড়-চোপড় পরাতে হবে। নবজাতক বেশি আলোকোজ্জ্বল স্থানে রাখা যাবে না। এতে শিশুর চোখের জ্যোতি হ্রাস পেতে পারে। শিশুকে এক পাশে বেশিক্ষণ শুইয়ে রাখা বা কোনো একদিকে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থাকতে দেওয়া যাবে না। শিশুকে একা ঘরে রেখে কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না। এতে অবাঞ্ছিত কোনো ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে।

ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক্বামত দেয়া

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পউপরই শিশুর ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক্বামত ধ্বনি শোনান কর্তব্য। অর্থাৎ আল্লাহর প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। হাদীসে এসেছে,

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ

"হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু রাফে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত ফাতিমা রা. যখন ইমাম হাসান রা. কে প্রসব করলেন তখন "রাসূলুল্লাহ সা. তার কানে কানে সালাতের আযানের মতো আযান দেন।"[১৬]

ইমাম বাইহাকী ও ইবনে আনাসী রহ. হযরত হুসাইন ইবনে আলী রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সা. ঘোষণা করেছেন–

مَنْ وَلَدَ لَهُ مَوْلُوْدٌ فَأَذَّنَ فِيْ أُذُنِهِ الْيُمْنٰى وَأَقَامَ فِيْ أُذُنِهِ الْيُسْرٰى رُفِعَتْ عَنْهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ

[১৬] ইমাম তিরমিযী, জামিউ'ত্ তিরমিযী, বাবুল আযানি ফি উজনিল্ মাউলুদি, কিতাবুল আদাহি আন রাসূলিল্লাহি সা , প্রাগুক্ত, খণ্ড-৪, পৃ. ৯৭, হাদীস নং ১৫১৪; -ইমাম আবু দাউদ, সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আযান, বাবু ফিস্ সবিয়্যি ইউলাদু ফা ইউজানু ফি উজনিহি, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৪, পৃ. ৩২৮, হাদীস নং ৫১০৫; -ইমাম আহমদ, মুসনাদ আহমদ, হাদিসু আবি রাফি' (রা.), খণ্ড-৬, পৃ. ৯, হাদীস নং ২৩৯২০; প্রাগুক্ত, খণ্ড ৬, পৃ. ৩৯১, হাদীস নং ২৭২৩০।

"কোনো ব্যক্তির যখন শিশুসন্তান জন্মগ্রহণ করে তখন যদি তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইক্বামত ধ্বনি শোনানো হয় তবে ঐ শিশুর বিশেষ ধরনের রোগ তথা জিনের প্রভাব থেকে নিষ্কৃতি পায়।"[১৭]

জন্মের পরপরই সন্তানকে ইসলামি কালিমা শুনানো

জন্মের পর পউপরই সন্তানকে ইসলামি কালিমা শুনানো অর্থাৎ আযান ও ইক্বামত শোনানোর মাধ্যমে সন্তানকে পৃথিবীর আলোয় আসার সাথে সাথেই তার কর্ণকুহরে আল্লাহ তা'আলার প্রভুত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্বের বাণী এবং কালিমায়ে শাহাদাতের বাণী শুনিয়ে ইসলামের ছায়াতলে আসার আহ্বান জানানো। এ যেন ইসলাম গ্রহণের 'তালকীন' দেওয়ার মহড়া। যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃত্যু ঘনিয়ে এলে তার কানে কালিমায় তাওহীদের 'তালকীন' দেওয়া হয়।[১৮] আযান ও ইক্বামতের বাণী শোনানোর উপকার হচ্ছে এতে শয়তান দূরে সরে যায়। তাছাড়া এর মাধ্যমে নবজাতকের ইসলামের আহ্বান প্রথমেই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি আমন্ত্রণ জানানো হয়। কেননা, ইসলামের স্বভাব ধর্মেই তার জন্ম এবং দুনিয়ার জীবনে তাকে এ ইসলামেরই আলোকে পরিচালিত করতে হবে। এভাবে নবজাতককে প্রথম হতেই ইসলামের শাশ্বত জীবনবোধ, প্রত্যয় ও আকীদার ওপরে প্রতিষ্ঠা করা এবং শয়তান ও অন্যান্য মতবাদের বেড়াজাল থেকে বের করে খাঁটি আল্লাহর বান্দা হওয়ার আহ্বান করা হয়।[১৯]

তাহনীক করা

নবজাতক শিশু ভূমিষ্ঠ হলে ইসলামি শরী'আয় যেসব নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে তাহনীক করা অন্যতম। তাহনীক মানে হচ্ছে পাকা খেজুর চিবিয়ে তার মিষ্টি রস আঙ্গুলের মাথায় নিয়ে ধীরে ধীরে শিশুর মুখে দেওয়া। যদি খেজুর না পাওয়া যায় তবে মিষ্টিজাতীয় দ্রব্য যেমন : মিছরি,

---

[১৭] আবু বকর আহমদ বিন আল হুসাইন আল বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান, খণ্ড-৬, পৃ ৩৯০।

[১৮] ইবনুল কাইয়্যিম, তুহফাতুল মাওলুদ, কয়রো, মাকতাবা ওবাইদুল্লাহ কূর্দী, তাবি, পৃ ৫৬৭।

[১৯] عن أنس بن مالك قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له فقال هل معك تمر فقلت نعم فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن ثم فغرفا الصبي فمجه في فيه فجعل الصبي يتلمظه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر وسماه عبد الله - ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৩, পৃ. ১৬৮৯, হাদীস নং ২১৪৪।

চিনি, শিরা, কিংবা মধু দেওয়া যায়। এতে নবী করীমের সুন্নাত পালন করা হয়। এর ফলে শিশুর বন্ধ মুখ খুলে যাবে এবং শিশুর মুখের নড়াচড়ার মাধ্যমে স্বাভাবিকতা ফিরে আসবে। কিছু পেটে গিয়ে শিশুর মাতৃদুগ্ধ পান করার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

মাথা মুণ্ডন করে চুলসম দান করা

নবজাতক শিশুর জন্মের পর সপ্তম দিনে মাথার চুল মুণ্ডন করা সুন্নাত। পিতা-মাতা সামর্থ্যবান হলে শিশুর মুণ্ডিত চুলের ওযন পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য গরিব-দুঃখীদের মাঝে সাদাকাহ করে দেওয়া মুস্তাহাব। এ প্রসঙ্গে হাদীসের বাণী,

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ عَقَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ يَا فَاطِمَةُ اَحْلِقِيْ رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِيْ بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً

"হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রা. রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সা. হাসান রা.-এর পক্ষে বকরি দ্বারা আকিকা করলেন এবং স্বীয় কন্যা ফাতিমাকে নির্দেশ দিলেন মাথা মুণ্ডন করতে এবং মাথার চুল সমপরিমাণ ওজনে রৌপ্য দান করতে।"[২০]

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শিশুর চুল মুণ্ডন করলে তার স্বাস্থ্য ভালো থাকে, শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ পায় এবং মাথার গঠন সুষম হয়। এর ফলে শিশুর দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ শক্তির ভারসাম্য রক্ষিত হয়। তবে শিশুর মাথার চুল কিছু অংশ কাটা ও কিছু অংশ রাখা কিংবা মাঝখান থেকে কাটা বা চারদিক দিয়ে কাটা এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে।"[২১]

শিশুর এ মাথা মুণ্ডনের কাজটি আকীকার পূর্বেই করতে হবে। হাদীস শরীফে নবজাতকের মাথার চুলকে তার জন্য কষ্টদায়ক বস্তুরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাই তা ফেলে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। আকীকার পশুর রক্ত দ্বারা নবজাতকের মুণ্ডিত মস্তক রঞ্জিত করে নেওয়ার প্রথাকে রাসূল সা. অপছন্দ এবং নিষিদ্ধ করেন। অবশ্য রক্ত রঞ্জিত করার পরিবর্তে মস্তকে জাফরান প্রভৃতি সুগন্ধি মাখা সুন্নাত।

---

[২০] ইমাম তিরমিযী, জামিউ'ত তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ৪, পৃ. ৯৯; মুহাম্মদ বিন আবি শাইবা, মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ, রিয়াদ, মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯, প্রথম সংস্করণ, খণ্ড-৫, পৃ. ১১৩।

[২১] ইবনে কইয়্যিম, তুহফাতুল মাওলুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৮।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যখন হযরত হাসান ইবন আলী ভূমিষ্ঠ হন তখন রাসূলুল্লাহ সা. তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইক্বামত দিয়েছিলেন।

হযরত আবু রাফে রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে দেখেছি, তিনি হাসান ইবনে আলী রা.-এর কানে আযান দিয়েছিলেন যখন হাসান রা. হযরত ফাতিমা রা.-এর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।[২২]

শিশুর সুস্থ শারীরিক বিকাশের লক্ষ্যে দুধ খাওয়ানো

করুণাময় আল্লাহ তা'আলা মানব শিশু সৃষ্টি করার সাথে সাথে তার লালন-পালনের যাবতীয় ব্যবস্থা তিনিই করেন। নবজাতক শিশুর জন্য মায়ের বুকে দুধ সৃষ্টি করে রাখেন যা হালকা মিষ্টি ও উষ্ণ। যা নবজাতক শিশুর নাজুক অবস্থার উপযোগী। তাই শাল দুধ শিশুকে খাওয়াতে হবে। এতে শিশুর মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও শরীর গঠনের প্রচুর উপাদান বিদ্যমান রয়েছে।[২৩]

মায়ের দুধপানের মাধ্যমে মা-শিশুর অকৃত্রিম বন্ধন তৈরি হয়। মায়ের সঙ্গে শিশুর মনস্তাত্ত্বিক সংযোগ সৃষ্টি হয় এবং শিশুর চরিত্র গঠনেও এর প্রভাব বিশেষভাবে সহায়ক। তাই শিশুকে শালদুধসহ বুকের দুধপান করানো অতীব গুরুত্বপূর্ণ। জন্মের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিশুকে শালদুধ দেওয়া উচিত। দুধপান সম্পর্কে কুর'আনের বাণী,

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

"আমি তো মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি, তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করে, এউপর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে।"[২৪]

অন্য আয়াতে ঘোষিত হয়েছে—

---

২২ ইসলামী আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় ভাগ, ধারা-১২০১, পৃ ৮৩৫।

২৩ মাওলানা আমীনুল ইসলাম, তাফসীরু নূরুল কুর'আন, খণ্ড-২, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০, পৃ. ৩১৪।

২৪ আল-কুর'আন, সূরা লূকমান ৩১ : ১৪।

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ

"আমি মূসার মাকে ইঙ্গিতে নির্দেশ দিলাম, তাকে দুধপান করাও।"[২৫]

শিশুকে ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করা

সন্তান জন্মের পর পরিণত বয়সে মাতা-পিতার উপর কর্তব্য হলো সন্তানকে ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করা। সন্তান জন্মের সাথে সাথেই মা-বাবার প্রতি প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব কর্তব্য পালন করতে হয় সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা.-এর একটি হাদীস থেকে জানা যায় যে–

عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلِلْوَلَدِ عَلَيْنَا حَقٌّ كَحَقِّنَا عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ وَالسِّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ وَأَنْ يُورِثَهُ طَيِّبًا

"হযরত আবু রাফি' (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞেস করলেন যে, সন্তানদের প্রতি তাদের কোনো দায়িত্ব-কর্তব্য আছে কিনা, যেমনিভাবে আমাদের উপর তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সা. বললেন- হ্যাঁ, আর তাহলো কিতাব শিক্ষা দেওয়া, সাঁতার শিখানো, ধনুক প্রশিক্ষণ ও যথাযথভাবে সম্পদের অংশীদার বানানো।"[২৬]

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنْ اِسْمَهُ وَأَدَبَهُ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ (بَيْهَقِي فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

"পিতামাতার প্রতি সন্তানের অধিকার প্রধানত তিনটি– জন্মের পরই তার জন্য উত্তম নাম রাখতে হবে, জ্ঞান বৃদ্ধি হলে তাকে কুর'আন শিক্ষা দিতে হবে। আর সে যখন পূর্ণবয়স্ক হবে, তখন তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।"[২৭] রাসূলুল্লাহ সা.-এর আরো একটি হাদীসে জানা যায়–

---

[২৫] আল-কুর'আন, সূরা আল্ কাসাস ২৮ ঃ ৭

[২৬] ইমাম আল বায়হাকী, সুনান আল বায়হাকী আল কুবরা, (মাকতাবাতু দারিল বাজ ঃ মাক্কাতুল মুকাররাম), প্রকাশকাল- ১৯৯৪/১৪১৪, খণ্ড-১০, পৃ. ১৫, হাদীস নং ১৯৬২৬, গ্রন্থকার বলেন হাদীসটি (যয়ীফ) দুর্বল

[২৭] আশ-শায়খ সমরকন্দী, তানবীহুল গাফিলীন, আবূ হুরাইরা (রা)-এর সূত্রে পৃ. ৪৭।

عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

"হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রা. রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, প্রত্যেক নবজাত শিশু তার আকীকার নিকট বন্দি, তাঁর জন্মের ৭ম দিবসে তার নামে পশু জবাই করতে হবে, তার নাম রাখতে হবে এবং তার মাথার চুল মুণ্ডন করতে হবে।"[২৮]

শিশুর সুন্দর নামকরণ

জন্মের পউপরই পিতামাতর উপর কর্তব্য হলো নবজাতক শিশুর শ্রুতিমধুর, অর্থবোধক ও ইসলামসম্মত নাম রাখা। শিশুর নামকরণের একটি গুরুত্ব রয়েছে। এতে শিশুর পরিচয়, বংশ পরিচয়, জাতীয়তা নির্ণীত হয়। কেননা কিয়ামতের দিন প্রত্যেককে তার নাম ধরে ডাকা হবে। মহানবী সা. বলেন,

إِنَّكُمْ تَدْعُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَ بِأَسْمَاءِ أَبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاكُمْ

"নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নামে ও তোমাদের পিতাদের নাম ধরে ডাকা হবে। অতএব তোমরা সুন্দর নাম রাখ।"[২৯] পৃথিবীর সর্ব সমাজেই এ প্রথা প্রচলিত। ইসলামে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য

---

[২৮] ইমাম ইবনে মাজাহ, সুনান ইবনি মাজাহ, কিতাবুজ্ জাবায়েহে, বাবুল 'আকিকাহ, খণ্ড-২, পৃ. ১০৫৬, হাদীস নং ৩১৬৫; -ইমাম তিরমিযী, জামিউ'ত্ তিরমিযী, কিতাবুল আদাহী, বাবুল 'আকিকাতি বি শাতিন, খণ্ড-৪, পৃ. ১০১, হাদীস নং ১৫২২ ; -ইমাম আবু দাউদ, সুনান আবু দাউদ, বাবু ফিল আকিকাতি, খণ্ড-৩, পৃ. ১০৬, হাদীস নং ২৮৩৭; -ইমাম আহমদ, মুসনাদ আহমদ, খণ্ড-৫, পৃ. ১২, হাদীস নং ২০১৫১।

[২৯] ইমাম আবু দাউদ, সুনান আবু দাউস, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৪, হাদীস নং ৪৯৪৮, পৃ. ২৮৭; ইমাম আবু মুহাম্মদ আদ দারিমী, সুনান আদ দারিমী, প্রাগুক্ত, খণ্ড-২, হাদীস নং ২৬৯৪, পৃ. ৩৮০; ইবনে হুমাম, তাহযীবুল আসমা, বৈরুত, দারুল ফিক্র, ১৯৯৬, প্রথম সংস্করণ, খণ্ড-১, পৃ. ৪০; আবুল হাজ্জাজ আল মাযী, তাহযীবুল কামাল, বৈরুত, মু'আস্সাসাতুর রিসালা, ১৯৮০, খণ্ড-৮ পৃ. ৪৩৩; আহমদ বিন আলী ইবনে হাজার আল 'আসকালানী, ফাতহুল বারী, বৈরুত, দারুল মা'রিফা, ১৩৭৯হি, খণ্ড-১০, পৃ. ৫৭৭; মুহাম্মদ আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুর রাহীম আল মুবারাকপুরী আবুল উলা, তুহফাতুল আহওয়াযী, বৈরুত, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, খণ্ড-৭ম পৃ. ২২১; আব্দুর র'উফ আল মুনাবী, ফাইদুল কদীর, মিশর, মাকতাবাতুত তিয়্যারিয়্যাহ আল কুবরা, ১৩৫৬হি, খণ্ড-২, পৃ. ৫৫৩; আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে কুদামা আল মাকদাসী, আল মুগনী, বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৪০৫হি, খণ্ড-৯, ৩৬৫।

অনস্বীকার্য। এ নামের প্রভাবে শিশুর পরবর্তী জীবনে স্বভাব-চরিত্রে শুচি-শুভ্রতা ফুটে ওঠে।

পরিচয়ের জন্য নামকরণ শিশুর জন্মগত অধিকার। এতে শিশুর বংশপরিচয় এবং পিতামাতার অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে শিশুর অনেকগুলো মৌলিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আল কুর'আন ও হাদীসে এজন্য শিশুর নামকরণের বিষয়টি অতীব গুরুত্বের সাথে বিধৃত হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াত কয়টি এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি। এউপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীভূত করেছি যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। অবশ্য আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানীয় সে ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ন্যায়বান। নিশ্চয় আল্লাহ সবজান্তা ও সর্বজ্ঞ।"[৩০]

নবীদের নামে নাম রাখা

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

سَمُّوا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ

"তোমরা নবীদের নামে নাম রাখ। আল্লাহর কাছে প্রিয় ও পছন্দনীয় নাম হলো আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান এবং হারিছ ও হুমাম। আর অপছন্দনীয় নাম হলো হারব ও মুররাহ।"[৩১]

---

[৩০] আল কুর'আন, সূরা হুজুরাত ৪৯ ১৩।

[৩১] ইমাম আবু দাউদ, সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৪, পৃ ২৮৭; ইমাম বুখারী, আদাবুল মুফরাদ, বৈরুত, দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৯, তৃতীয় সংস্করণ, খণ্ড-১, পৃ ২৮৪; ইবনে হাযাম, তাহযীবুল আসমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১; আহমদ বিন আলী বিন আল মুছান্না আবুল ইয়া'লা আল মুছিলি আত্ তামিমী, মুসনাদি আবি ইয়া'লা, দামিশক, দারুল মা'মুন লিত্ তুরাছ, ১৯৮৪, প্রথম সংস্করণ, খণ্ড-১৩, পৃ. ১১৩; ইবনে আব্দুল বার, বৈরুত, দারুল জাইল, ১৪১২, প্রথম সংস্করণ, খণ্ড-৪, হাদীস নং ৩২১৮, পৃ. ১৭৭৫; আহমদ বিন আলী বিন হাজর আল আসকালানী, আল ইছাবা, বৈরুত, দারুল জাইল, ১৯৯২, প্রথম সংস্করণ, খণ্ড-৭, পৃ ৪৬১।

মন্দ নাম পরিবর্তন করে দেওয়া

নাম রাখার ক্ষেত্রে নামের অর্থ, প্রয়োজন, বিধি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট স্মরণ রাখা একান্ত প্রয়োজন। অসাবধানতা ও অজ্ঞতাবশত কোনো অর্থহীন বা বিদঘুটে নাম রেখে ফেললে তা পরিবর্তন করে একটি সুন্দর ও অর্থবোধক নাম রাখা অবশ্য কর্তব্য।

হযরত 'আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَيِّرُ الِاسْمَ الْقَبِيْحَ

"রাসূলুল্লাহ সা. কারো মন্দ নাম পেলে তা পরিবর্তন করে দিতেন।"[৩২]

আর ইসলামি দৃষ্টিকোণে সুন্দর নামের একটি দৃষ্টান্ত হলো আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের সাথে 'আবদ্ ও 'উবাইদ যোগে নাম রাখা। আল্লাহর গুণবাচক নাম সম্পর্কে কুর'আনের বাণী,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ

"আর আল্লাহ্র জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে।"[৩৩]

নিষিদ্ধ নামের বিষয়ে শরয়ী মূলনীতি

ক. যেসব শব্দের মাধ্যমে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব বুঝে আসে যেমন : আব্দুর রাসূল, আব্দুল মুত্তালিব ও আব্দুন্নবি ইত্যাদি দ্বারা নাম রাখা নিষেধ।

খ. যেসব নাম আল্লাহর জন্য খাস অথবা আলিফ-লাম সংযুক্ত আল্লাহর কোনো গুণবাচক নাম, যেমন : আর-রহমান, আর-রহিম ইত্যাদি দ্বারা নাম রাখা নিষেধ।

গ. যেসব নাম খারাপ অর্থ বহন করে যেমন : হারব, মুররাহ ও হুজ্ন (দুশ্চিন্তা) ইত্যাদি শব্দ দ্বারা নাম রাখা নিষেধ।

---

৩২. ইমাম তিরমিযী, জামিউ'ত তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ৫, পৃ. ১৩৫; 'আল্লামা সুয়ূতী, আল জামি' আস সগীর লিস সুয়ূতী, জেদ্দা, দারু তইরিল 'ইলমি, খণ্ড-১, হাদীস্ নং ৬৫০, 'পৃ. ৩৪৪; আবু আহমদ ইবন জুরযানী, আল কামিল ফি দু'আফায়ির রিজাল, বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৮৮, তৃতীয় সংস্করণ, খণ্ড-৫, পৃ. ৪৫।

৩৩. আল-কুর'আন, সূরা আল আ'রাফ ৭ঃ ১৮০।

ঘ. যেসব নামের কোনো অর্থ নেই বা অর্থহীন শব্দ দ্বারা নাম রাখা নিষেধ। যেমন : জুজু, মিমি বা খ্রিস্টীয় কোনো নাম যেমন নিকলু, তদ্রুপ পশ্চিমাদের নামে নামকরণ করাও নিষেধ। যেমন: দিয়ানা, অলিজা, সিমুন, জর্জ, মার্কস, লেলিন, লিটন, মিল্টন ইত্যাদি।

ঙ. যেসব শব্দের মধ্যে বড়ত্ব, অহংকার, নিষ্পাপ ও আত্মপ্রশংসার অর্থ রয়েছে, সেসব শব্দ দ্বারা নাম রাখাও নিষেধ। যেমন: শাহানশাহ, আলমগীর, জাহাঙ্গীর ইত্যাদি।

সন্তানের আকীকা করা

নবজাতক শিশুর ইসলামসম্মত নাম রাখার পর পিতা-মাতার কর্তব্য হলো আকীকা করা। আকীকা বলা হয় পুত্রসন্তানের জন্য দুটি আর মেয়েসন্তানের জন্য একটি পশু কুরবানি করা। আকীকার দ্বারা সন্তানের উপর থেকে বালা-মুসিবত দূর হয়ে যায়। দানশীলতার বিকাশ ঘটে। গরিব-মিসকীন আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর হক আদায় হয়। সামাজিক বন্ধন, পরস্পর হৃদ্যতা ও সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এটা করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন−

حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى

"সালমান ইবনে ওমর আদদ্ববিঈ রা. বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি, শিশু জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথে আকীকা করা কর্তব্য। এর মাধ্যমে রক্ত ঝরাও আর ঐ শিশুর থেকে পঙ্কিলতা দূর কর।"[৩৪]

সামুরা ইবন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (স.) ঘোষণা করেন যে,

---

[৩৪] ইমাম বুখারী, সহীহ বুখারী, কিতাবুল্ আকিকা, বাবু ইমাতাতিল্ আজা আনিস্ সবিয়্যি ফিল্ আকিকাতি, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৫, পৃ. ২০৮২, হাদীস নং ৫১৫৪ ; -ইমাম তিরমিযী, জামিউ'ত্ তিরমিযী, কিতাবুল আদহী, বাবু মা জা'আ ফিল আকিকাতি, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৪, পৃ. ৯৭, হাদীস নং১৫১৫;-ইমাম নাসায়ী, সুনান আন্ নাসায়ী, কিতাবুল আকিকাতি, বাবুল আকিকাতি আনিল গুলামি, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৭, পৃ. ১৬৪, হাদীস নং ৪২১৪;- ইমাম ইবন মাজাহ, সুনান ইবনি মাজাহ, কিতাবুজ জাবায়িহি, বাবুল আকিকাতি, প্রাগুক্ত,খণ্ড-২,পৃ.১০৫৬, হাদীস নং ৫১৬৪।

الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ

"নবজাতক শিশু নিজ আকীকার সাথে বন্ধক থাকে, তার জন্মের সপ্তম দিন তার নামে একটি আকীকার পশু যবেহ করবে।"[৩৫]

হযরত 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আমাদেরকে আদেশ করেছেন–

أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً

"আমরা যেন ছেলে-সন্তানের জন্য দুটো ছাগল আর মেয়েসন্তানের জন্য একটি ছাগল আকীকা করি।"[৩৬]

সামর্থ্যবান হলে এবং সম্ভব হলে শিশুর জন্মের সপ্তম দিবসে আকীকা করা উত্তম। শিশুর জন্ম ও তার আকীকার মাঝে সময়ের একটু ব্যবধান হওয়া দরকার। কেননা নতুন শিশুর জন্ম লাভের ব্যাপারে ঘরের সকলের জন্যই বিশেষ ব্যস্ততার কারণ হয়ে থাকে। এ থেকে অবসর হওয়ার পরই আকীকার প্রস্তুতি নেওয়া যেতে পারে। আকীকা সপ্তম দিনে সম্ভব না হলে চতুর্দশতম বা একবিংশতম দিবসে করা যেতে পারে। তাও সম্ভব না হলে যে কোনো দিন সম্ভব হয় করা যাবে।[৩৭]

নবজাতকের পক্ষ থেকে আকীকা না করলে শিশু বিভিন্ন প্রকার রোগবালাই ও বালা-মুসীবতে লিপ্ত থাকে, যার একমাত্র প্রতিকার হলো আকীকা করা।

শিশুকে কালিমা শিখানো

শিশু যখন কথা বলতে শেখে তখন তাকে সর্বপ্রথম কালিমায়ে তাইয়্যিবা শিক্ষা দেবে। যার প্রভাব তার সমগ্র জীবনে প্রতিফলিত হওয়ার আশা করা যায়। তাছাড়া জীবনের ঊষালগ্নেই শিশুকে নিজ সৃষ্টিকর্তার সাথে পরিচয়

---

৩৫ ইমাম তিরমিযী, জামিউ'ত্ তিরমিযী, কিতাবুল আদাহী, বাবুল আকিকাতি বিশাতিন, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৪, পৃ. ১০১, হাদীস নং ১৫২২ ; -ইমাম ইবন মাজাহ, সুনান ইবনি মাজাহ, কিতাবুজ জাবা'ইহি, বাবুল আকিকাতি, খণ্ড-২, পৃ. ১০৫৬, হাদীস নং ৩১৬৫ ; -ইমাম আহমদ, মুসনাদ আহমদ, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৫, পৃ. ১২, হাদীস নং ২০১৫১।

৩৬ ইবন মাজাহ, সুনান ইবনি মাজাহ, কিতাবুজ জাবা'ইহি, বাবুল আকিকাতি, প্রাগুক্ত, খণ্ড-২, পৃ. ১০৫৬, হাদীস নং ৩১৬২ ;-ইমাম আহমদ, মুসনাদ আহমদ, মুসনাদুল মুকাচ্ছিরিনা মিনাস্ সাহাবা, প্রাগুক্ত, খণ্ড-২, পৃ. ১৮৫, হাদীস নং ৬৭৩৭।

৩৭ মুস্তাদরাকে হাকিম, বৈরুত, দারুল কিতাবু আল আরাবী, তাবি, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৪, পৃ. ২৩৯।

করিয়ে দেওয়া এবং সেই সৃষ্টিকর্তা যে শরীকহীন, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তিনি একক ও অদ্বিতীয় এ পরিচয় দিয়ে দেওয়া প্রত্যেক পিতামাতা ও অভিভাবকের নৈতিক দায়িত্ব। এ বিষয়ে মহানবী (স.) বলেন–

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِفْتَحُوْا عَلٰى صِبْيَانِكُمْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

"তোমরা নিজ নিজ শিশুকে সর্বপ্রথম কথা শেখাবে- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"[৩৮]

খাতনা করানো

শিশুর আরও একটি অধিকার হলো শৈশবের প্রারম্ভেই সুন্নাতে খাতনা করানো। এটা পিতা-মাতার উপর সন্তানের হক। খাতনা সকল নবী-রাসূল আ.-এর সুন্নাত এবং ইসলামের প্রতীক। হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَ الِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ

"পাঁচটি কাজ সুন্দর স্বভাবের মধ্যে গণ্য- খাতনা করা, নাভির নিচের চুল পরিষ্কার করা, বগলের চুল উঠানো, মোচ কাটা এবং নখ কাটা।"[৩৯]

খাতনার সময় : সপ্তম দিন খাতনা করানো সুন্নত। জাবের রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হাসান এবং হুসাইনের সপ্তম দিন আকিকা দিয়েছেন ও খাতনা করিয়েছেন।

---

[৩৮] আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন আল বাইহাকী, শু'আবুল 'ঈমান, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৬, পৃ ৩৯৮; আল আব্দুর রহীম আল মুবারাকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৪, পৃ. ৪৬।

[৩৯] ইমাম বুখারী, সহীহ বুখারী, কিতাবুল এসতি'যান, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৫, পৃ. ২২০৯, হাদীস নং ৫৫৫২; -প্রাগুক্ত, কিতাবুল লিবাস, বাবু কস্সিশ শারিবি, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৫, পৃ. ২২০৯, হাদীস নং ৫৫৫০;-ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, কিতাবুত্ তহারাত, বাবু খিছালিল ফিতরতি, প্রাগুক্ত, খণ্ড-১ পৃ. ২২১, হাদীস নং ২৫৭; -ইমাম নাসায়ী, সুনান আন নাসায়ী, কিতাবুত্ তহারাত, বাবুত্ তারগিবি ফিস্ সিওক, প্রাগুক্ত, খণ্ড-১, পৃ. ১৫, হাদীস নং ১১ ; -আবু দাউদ, কিতাবুত্ তারাজ্জুলি, বাবু ফি আখযিশ শারিবি, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৪, পৃ. ৮৪, হাদীস নং ৪১৯৮।

মূলত খাতনার বয়স জন্মের এক সপ্তাহ পর থেকে শুরু হয়, তবে সাত বছর পুরো হওয়ার আগেই তা সেরে নেয়া ভালো, সাবালক হওয়ার পূর্বে খাতনা করা অবশ্য জরুরি। ডাক্তারি বিদ্যা প্রমাণ করেছে যে, জন্মের এক সপ্তাহ পর থেকে তিন বৎসরের মধ্যে খাতনা সম্পাদন করা উত্তম।

খাতনার বিধানের ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, খাতনা সুন্নত। ইমাম শাফিঈ, মালেক ও আহমদ রাহিমাহুমুল্লাহ বলেন, খাতনা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো কঠোর অবস্থান নিয়ে বলেছেন, যে খাতনা করবে না তার ইমামত ও সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কাজি আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, অধিকাংশ আলেমদের নিকট খাতনা সুন্নত, এ সুন্নত পরিত্যাগ করা গোনাহ।

শিশুসন্তানকে ভালোবাসা

শিশুসন্তানের প্রতি পিতামাতার অকৃত্রিম ভালোবাসা আল্লাহ প্রদত্ত এবং সহজাত এতে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মাতা-পিতার অন্তরেই সন্তানের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন। মাতা-পিতা মুসলিম হোক বা না হোক, কোনো ধর্ম বা আল্লাহতে বিশ্বাসী হোক বা না হোক তাতে কোনো তারতম্য নেই। কেননা, শিশুসন্তান হলো মাতা-পিতার এক উষ্ণ মিলনের ফলশ্রুতি। পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব দুটো মহৎ অর্থ বিশেষ। যার মধ্যে আল্লাহ গচ্ছিত রেখেছেন তাঁর করুণা ও ভালোবাসার কিছু নিদর্শন। তিনি পিতা-মাতার উপর বর্ষণ করেছেন আপন দয়া ও কল্যাণের বারিধারা, যার কারণে তারা প্রাপ্ত হন পারস্পরিক সুসম্পর্ক এবং ধারাবাহিকতার অনুভূতি।

কুর'আন বলছে–

مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে এও একটি যে, তিনি তোমাদের হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জুড়ি যাতে তোমরা তার নিকট গিয়ে প্রশান্তি পেতে পার, আর তোমাদের মধ্যে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন ভালোবাসা ও করুণার সম্পর্ক।"[৪০]

---

[৪০] আল-কুর'আন, সূরা আর্ রুম ৩০ : ২১

কোনো কোনো তাফসীরকার আয়াতে উল্লিখিত ভালোবাসা ও করুণার দ্বারা সন্তান-সন্ততির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কেননা, এর মাধ্যমেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক মজবুত হয় এবং এ সম্পর্কের মধ্যে স্থিতিশীলতা আসে। মূলত স্বামী-স্ত্রীর আবেগ উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রেম-ভালোবাসা পরিণতি ও পরিপূর্ণতা লাভ করে এ সন্তানের মাধ্যমে। সন্তান হচ্ছে দাম্পত্য-জীবনের নিষ্কলুষ পুষ্পবিশেষ। তাই সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার ভালোবাসা অকৃত্রিম ও নিখাদ ও স্বভাবজাত। সন্তানের ভালোমন্দ সম্পর্কে পিতা-মাতা সর্বাধিক সচেতন হয়ে থাকেন। সন্তানের প্রতি তাদের যদি এ অকৃত্রিম ভালোবাসা না থাকত তাহলে বিশ্ব চরাচরে মানব অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য নিঃশেষ হয়ে যেত। সন্তান-সন্ততি মাতাপিতার জন্য অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার এবং মানব সম্পদ বিকশিত হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। সৎ সন্তান মাতাপিতার জন্য আশীর্বাদ ও আল্লাহর বিশেষ রহমত। আল্লাহর কুরআনে এসেছে–

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং স্থায়ী সৎকর্ম। তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাঙ্ক্ষিত হিসেবেও উৎকৃষ্ট।”[৪১]

ছোটদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করার নির্দেশ ও বড়দের দেখানোর নির্দেশ সম্মান দিয়ে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন-

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا

“সে আমার দলভুক্ত নয়, যে ছোটদের প্রতি স্নেহপরায়ণ ও বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়।”[৪২]

এছাড়া স্নেহ ভালোবাসা পাওয়া শিশুদের অধিকার।[৪৩]

---

[৪১] আল-কুর'আন,সূরা আল্ কাহাফ ১৮ঃ৪৬

[৪২] ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস্ সিলাহ, বাবু মা জা'আ ফি রহমাতিস্ সিবইয়ান, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৪, পৃ. ৩২১, গ্রন্থকার বলেন, হাদীসটি গরীব; -ইমাম আহমদ, মুসনাদ আহমদ, মুসনাদ বাণী হাশিম, প্রাগুক্ত, খণ্ড-১, পৃ. ২৫৭।

[৪৩] বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৪০, ধারা- ১৩০৫।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُقَبِّلُوْنَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ

"হযরত 'আয়িশা রা. বলেন, "জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সা.-এর খিদমতে এসে বলল, আপনি কি শিশুদের চুমু দেন? আমরা তো কখনো শিশুদের চুমু দেই না। রাসূলুল্লাহ সা. তাকে বললেন, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তর থেকে দয়া মহব্বত ছিনিয়ে নিয়ে থাকেন, তবে আমারই বা কি করার আছে?"[৪৪]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ فَقَالَ إِنَّ لِيْ عَشَرَ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ

"হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সা. হযরত হাসান ইবনি 'আলী রা. কে চুমু দিলেন, সেখানে আকরা ইবন হাবিস রা. উপস্থিত ছিলেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি বললেন, আমার দশটি সন্তান আছে, আমি কখনো তাদের চুমু দেইনি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সা. তার দিকে তাকালেন এবং বললেন, যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না।"[৪৫]

ইমাম বুখারী, সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাবু রহমাতিল ওলাদি ও তাকবিলুহু.., প্রাগুক্ত, খণ্ড-৫, পৃ. ২২৩৫, হাদীস নং ৫৬৫২; -ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাদাইলি, বাবু রহমাতিহি সা. আস্ সিবইয়ানা..,প্রাগুক্ত, খণ্ড-৪, পৃ. ১৮০৮, হাদীস নং ২৩১৭।

ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, কিতাবুশ্ শি'রি, বাবু কানা রসূলুল্লাহ আহসানুন্ নাসি খুলুকান, খণ্ড-৪, পৃ. ১৮০৮, হাদীস নং ২৩১৮; -ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস্ সিলাহ 'আন রসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জা'আ ফি রহমাতিল ওলাদি, খণ্ড-৪, পৃ. ৩১৮, হাদীস নং ১৯১১; -ইমাম আবু দাউদ, সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাবু ফি কবলাতির্ রাজুলি ওলাদাহু, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৪, পৃ. ৩৫৫, হাদীস নং ৫২১৮ ;- ইমাম আহমদ, মুসনাদ আহমদ, প্রাগুক্ত,খণ্ড-২, পৃ. ২২৮, হাদীস নং ৭১২১।

ইমাম বুখারী, সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাবু রাহমাতিল ওলাদি ওয়া তাকবিলুহু.., প্রাগুক্ত, খণ্ড-৫, পৃ. ২২৩৫, হাদীস নং ৫৬৫১।

সন্তানকে সঠিক লালন-পালন

শিশু-সন্তান জন্মগ্রহণের পর প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিশু প্রতিপালনের ব্যাপারে পিতা-মাতা ও অভিভাবকের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। হৃদয় নিংড়ানো ঐকান্তিক ভালোবাসা ও স্নেহ-মমতার কোমল পরশে শিশুকে অতি যত্নসহকারে প্রতিপালন করা কর্তব্য। পিতামাতার উচিত সন্তানদের প্রতিটি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা, তাদের যথাযথ পরিচর্যা করা, তাদের জন্য উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করা এবং তাদের সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ করা। এ বিষয়ে আল-কুরআনে এসেছে–

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"সন্তান ও জননীর ভরণ-পোষণের ভার পিতার উপরই ন্যস্ত।"[৪৬]

পিতার নিকট সন্তানের অধিকার হচ্ছে তিনি তাদের তার খানাপিনা, থাকা ও পোশাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা। বিশেষ করে যতদিন সে নিজস্ব ক্ষমতায় উপার্জন করতে সমর্থ না হয়। আর এটা না করলে পিতা গুনাহগার হবে। মহানবী (স.) বলেন–

"যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কারো উপর ন্যস্ত থাকে, সে যদি তা যথাযথভাবে পালন না করে তাদের ধ্বংস করে, তা হলে এতেই তার বড় গুনাহ হবে।"[৪৭]

বস্তুত জন্ম হওয়ার পর থেকে সে উপার্জনক্ষম হওয়া পর্যন্ত তার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা পিতার দায়িত্ব। এ হলো সন্তানের অধিকার।[৪৮] প্রত্যেক পিতাকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী সন্তানের ব্যয়ভার বহন করতে হবে। আইনের মাধ্যমে এ কাজ তো বেশ কঠিনই হতো, যদি না আল্লাহ্ তা'আলা পিতার অন্তরে সন্তানের জন্য খরচ করার আবেগ সৃষ্টি করে দিতেন। তাই দেখা যায়, পিতা কঠোর পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে আয়-উপার্জন করেন তা দ্বিধাহীন চিত্তে সন্তানের জন্য খরচ করে থাকেন এবং সন্তানের হাসিমুখ দেখে প্রশান্তচিত্তে তা মেনে নেন।

---

[৪৬] আল-কুর'আন, সূরা আল্ বাক্বারা ২ঃ ২৩৩।

[৪৭] ইমাম আবু দাউদ, সুনান আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফি সিলাতির্ রিহমি, প্রাগুক্ত, খণ্ড-২, পৃ. ১৩২, হাদীস নং ১৬৯২; - ইমাম আহমদ,মুসনাদ আহমদ, মুসনাদুল মুকাচ্ছিরিনা মিনাস্ সাহাবা, প্রাগুক্ত, খণ্ড-২, পৃ. ১৬০, হাদীস নং ৬৪৯৫।

[৪৮] বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ধারা ১৩১১, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৪৪,।

তাছাড়া পিতামাতা সব সময় শিশুসন্তানের কল্যাণে সবকিছু করবে, সন্তানের কল্যাণকামী হবে, তাদের সৎপথে চালাবে। তাদের জন্য দু'আ করবে। আল-কুর'আনের বাণী,

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ

"হে প্রভু! তুমি আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে সালাত প্রতিষ্ঠাকারী বানাও। প্রভু আমার, তুমি প্রার্থনা কবুল কর।"[৪৯]

নামাযের আদেশ করা এবং বিছানা আলাদা করে দেওয়া

সন্তানকে বাল্যকাল থেকেই ইসলামি অনুশাসন শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সাত বছর বয়সে নামাযের আদেশ এবং দশ বছর বয়সে বিছানা আলাদা করে দেয়া পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীস,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

"হযরত ওমর ইবনে শু'আইব তার পিতা, তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছরে উপনীত হলে নামাযের আদেশ দাও। আর যখন তারা দশ বছরে উপনীত হয়, তখন তাদেরকে (নামায না পড়লে) প্রহার কর এবং বিছানা আলাদা করে দাও।"[৫০]

---

[৪৯] আল-কুর'আন, সূরা ইবরাহীম ১৪ : ৪০।

[৫০] সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং : ৪৯৫

অধ্যায়-৩
ঘুমোতে যাওয়ার আদব

১। পবিত্র অবস্থায় ওযু করে বিছানায় যাওয়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رضى اللّهُ عَنْهُ قَال أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ..

"হযরত বারা বিন আযেব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন তুমি ঘুমানোর জন্য বিছানা গ্রহণের ইচ্ছা করবে তখন নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করো।"[৫১]

২। ডান কাতে শয়ন করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رضى اللّهُ عَنْهُ قَال أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ.

"হযরত বারা বিন আযেব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন তুমি ঘুমানোর জন্য বিছানা গ্রহণের ইচ্ছা করবে তখন নামাজের ওযুর ন্যায় ওযু করো এবং ডান কাতে শয়ন করো।"[৫২]

৩। শোয়ার সময় ডান হাতকে ডান গালের নিচে স্থাপন করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

---

[৫১] সহিহ মুসলিম, হাদীস নং: ২৭১০।

[৫২] প্রাগুক্ত।

عَنْ حُذَيْفَةَ رضى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ، وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ..

"হযরত হুযাইফা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সা. যখন রাতের বেলায় তার শোয়ার বিছানা গ্রহণ করতেন তখন ডান হাতকে ডান গালের নিচে স্থাপন করতেন।" [৫৩]

৪। ঘুমানো আগে বিছানাকে ঝেড়ে নেয়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ..

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ বিছানায় যাবার ইচ্ছা করে, সে যেন বিছানার কাপড়ের ভেতর দিক দিয়ে বিছানাটা ঝেড়ে নেয়, কারণ সে তো জানে না তার বিছানার নিচে কষ্টদায়ক কী আছে।"[৫৪]

৫। ঘুমানো আগে সূরা কাফিরুন পাঠ করা সুন্নাত

ঘুমানো আগে সূরা কাফিরুন পাঠ করা সুন্নাত যা শিরক থেকে মুক্ত করে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَقُولُهُ إِذَا أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي، قَالَ: " اقْرَأْ: قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ.

"হযরত ফারওয়া বিন নওফাল রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সা. এর কাছে আসলেন এবং বললেন, আমাকে কিছু শিক্ষা দিন যা আমি যখন

---

[৫৩] আল বুখারী, হাদীস নং: ৬৩১৪।
[৫৪] আল বুখারী, হাদীস নং: ৬৩২০।

বিছানায় যাব তখন তা বলব, তিনি বললেন, তুমি সূরা কাফিরুন তিলাওয়াত করো, কারণ এটা শিরক থেকে মুক্ত করে।"[৫৫]

ইমাম আন নববী রহ. বলেন, প্রত্যেকের উচিত উল্লিখিত বিষয়সমূহ মেনে চলা। তবে যদি উক্ত সুন্নাতসমূহ যথাযথ পালন করা সম্ভব না হয়, তাহলে যথাসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ যিকিরসমূহ পড়া উচিত।

মানুষ দিনে-রাতে যখনই ঘুমাবে তখনই উক্ত বিষয়সমূহ পড়ার চেষ্টা করবে। কমপক্ষে ২/৩ টি দু'আ পড়ার চেষ্টা করবে। বিশেষ করে রাতের ঘুমের আগে এই দু'আসমূহ পড়ার চেষ্টা করবে। বাস্তবিক অর্থে দিনেও এই দু'আসমূহ পড়া যেতে পারে।

৬। এক পায়ের উপর আরেক পা রেখে চিত হয়ে না শোয়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِهِ فَلَا يَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى.

"হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, তোমাদের কেউ যেন কখনো তার এক পা অন্য পায়ের উপর রেখে চিত হয়ে শয়ন না করে।"[৫৬]

৭। ঘুম সম্পর্কিত একটি নিষেধাজ্ঞা মেনে চলা সুন্নাত

ইশার আগে ঘুমানো এবং ইশার পর তাড়াতাড়ি না ঘুমিয়ে গাল-গল্প করতে রাসূলুল্লাহ সা. এর নিষেধ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَعَنِ السَّمَرِ بَعْدَهَا.

"হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইশার (নামাযের) আগে ঘুম যেতে এবং ইশার (নামাযের) পর গাল-গল্প করতে নিষেধ করেছেন।"[৫৭]

---

[৫৫] তিরিমিযী, হাদীস নং: ৩৪০৩।

[৫৬] তিরিমিযী, হাদীস নং: ২৭৬৬।

ঘুমোতে যাওয়ার আগের মাসনূন দু'আসমূহ

ঘুমোতে যাওয়ার আগে পালনীয় সুন্নাতসমূহ হচ্ছে-

১। ঘুমোতে যাওয়ার দু'আ পাঠ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ:

"হযরত হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সা. ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন

بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا.

'হে আল্লাহ! তোমার নাম নিয়েই আমি মারা যাই (শয়ন করি) এবং জীবিত হই (ঘুম থেকে উঠি)'।"[৫৮]

২। ঘুমোতে যাওয়ার আগে যে সূরা পড়ে শরীর মাসেহ করতে হয়

ঘুমোতে যাওয়ার আগে সূরা ইখলাস,[৫৯] সূরা ফালাক্ব,[৬০] সূরা নাস[৬১] পাঠ করে তিনবার দেহকে মাসেহ করা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

---

৫৭ মুসনাদে আবি ইয়ালা; হাদীস নং:৪০৩৯।

৫৮ আল বুখারী, হাদীস নং: ৬৩২৪।

৫৯ আল কুর'আন ১১২:১-৪।

৬০ আল কুর'আন ১১৩:১-৫।

৬১ আল কুর'আন ১১৪:১-৬।

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. প্রতি রাতে যখন ঘুমোতে যেতেন, তখন তিনি তাঁর দু'হাতের তালু মেলাতেন, তাউপর সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস পড়ে দু'হাতে ফুঁ দিতেন। তাউপর উক্ত দু'হাতের তালু দ্বারা সমগ্র শরীর ও মুখমণ্ডল হাত দ্বারা মাসেহ করতেন। তিনি মাসেহ শুরু করতেন মাথা, মুখমণ্ডল ও দেহের সামনের দিক থেকে। এভাবে রাসূলুল্লাহ সা. তিনবার করতেন।"[৬২]

বি. দ্রঃ সূরা ফাতিহা একবার এবং সূরা ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস তিনবার পড়া সুন্নাত।

৩। ঘুমোতে যাওয়ার আগে সূরা বাক্বারাহ-এর শেষ দুই আয়াত পাঠ করা সুন্নাত

সূরা বাক্বারাহ এর শেষ দুই আয়াত পাঠ করা সুন্নাত। যে এগুলো পাঠ করবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।

সূরা বাক্বারার শেষ দু'আয়াত হলো:

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

"রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মু'মিনগণও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না। (তারা বলে) আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা

[৬২] আল বুখারী, হাদীস নং: ৫০১৭।

তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আল্লাহ কারোর উপর তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা চাপান না। প্রত্যেক ব্যক্তি যে নেকী অর্জন করবে তার ফল তার নিজের জন্যই এবং যে গুনাহ করবে কার ফলও তারই উপর বর্তাবে। হে আমার রব! ভুল-ভ্রান্তিতে আমরা যেসব গুনাহ করে বসি, তুমি সেগুলো পাকড়াও করো না। হে প্রভু! আমাদের উপর এমন কোনো বোঝা চাপিয়ে দিও না, যা তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলে। হে আমাদের প্রতিপালক! যে বোঝা বহন করার সামর্থ্য আমাদের নেই, সে বোঝা আমাদের উপর চাপিয়ে দিও না। আমাদের প্রতি কোমল হও, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো এবং আমাদের উপর করুণা কর। তুমি আমাদের অভিভাবক। কাফিরদের মোকাবেলায় তুমি আমাদের সাহায্য কর।"[৬৩]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضى اللهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

হযরত ইবনে মাসঊদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি রাতের বেলায় সূরা বাক্বারাহ্ এর শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে, তা তার জন্য সকল ব্যাপারে যথেষ্ট হবে।"[৬৪]

ইমাম আন নববী রহ. বলেন, ইসলামি চিন্তাবিদগণ কাফত্ এর অর্থ সম্পর্কে বলেন, এর দ্বারা আল্লাহ বান্দাকে শয়তানের প্ররোচনা থেকে হিফাযত করবে এবং তাকে সকল অন্যায় ও পাপ থেকে বিরত রাখবে।

৪। ঘুমোতে যাওয়ার আগে আয়াতুল কুরসী পাঠ করা সুন্নাত

আয়াতুল কুরসী হলো:

اَللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي

السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا

---

৬৩ আল কুরআন ২:২৮৫-২৮৬।

৬৪ সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৫০০৯।

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

"আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব-চিরন্তন। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিন্দ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পেছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমার কোনো কিছুই তারা পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে সংরক্ষণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা সুমহান।"[৬৫]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى اللهُ عَنْهُ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِي، لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন তোমাদের কেউ বিছানায় যাবার ইচ্ছা করে সে যেন আয়াতুল কুরসী পাঠ করে। তোমার সাথে সকাল হওয়া পর্যন্ত সার্বক্ষণিক আল্লাহর নিকট থেকে নিরাপত্তা রক্ষী থাকবে এবং শয়তান তোমার নিকটবর্তী হতে পারবে না।"[৬৬]

৫। ঘুমোতে যাওয়ার আগে আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত পড়া সুন্নাত

এ প্রসঙে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

---

[৬৫] আল কুর'আন ২:২৫৫-২৫৬।

[৬৬] আল বুখারী, হাদীস নং: ৫০১০।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ آلَ عِمْرَانَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. প্রত্যেক রাতে সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত পড়তেন।"[৬৭]

বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত ঘুমোতে যাওয়ার আরো কিছু মাসনূন দু'আ

১। 'মুত্তাফাকুন আলাইহি' বর্ণিত ঘুমোতে যাওয়ার আগের মাসনূন দু'আ

ঘুমোতে যাওয়ার আগের মাসনূন দু'আ সম্পর্কে 'মুত্তাফাকুন আলাইহি' তথা সহীহ আল বুখারী ও মুসলিমে মোট তিনটি দু'আ রয়েছে।

ক. প্রথম দু'আ: রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ: قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ:

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ বিছানায় যাবার ইচ্ছা করে, সে যেন বিছানার কাপড়ের ভিতর দিক দিয়ে বিছানাটা ঝেড়ে নেয়, কারণ সে তো জানে না তার বিছানার নিচে কষ্টদায়ক কী আছে। অতঃপর পড়ে:

بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ.

হে রব! তোমার নামে আমি আমার পার্শ্বদেশকে শয্যায় স্থাপন করছি (আমি শয়ন করছি), আর তোমারই নাম নিয়ে আমি তাকে উঠব (শয্যা ত্যাগ করবো), যদি তুমি (আমার নিদ্রিত অবস্থায়) আমার প্রাণ কবজ

---

[৬৭] মু'জামুল আওসাত ইমাম আহমদ: ৬৭৭৭।

করো, তাহলে তার উপর দয়া করো, আর যদি আমাকে ফিরিয়ে দেন (বাঁচিয়ে রাখো), তাহলে সে অবস্থায় তুমি তার হিফাযত করো যেমনভাবে তুমি তোমার সৎকর্মশীল বান্দাগণকে হিফাযত করে থাকো।"[৬৮]

খ. দ্বিতীয় দু'আ: রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنِ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ:

"হযরত বারা বিন আযেব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন তোমরা ঘুমানোর ইচ্ছা করো তখন নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করো এবং ডান কাতে শয়ন করো এবং পড়বে:

اللهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لا مَلْجَأَ ولا مَنْجَا مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.

'হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমার প্রতি সঁপে দিলাম, আর আমার সমগ্র কার্যক্রম তোমার উদ্দেশেই নিবেদন করলাম, আমার মুখমণ্ডল তোমার দিকে স্থাপন করলাম, আমার পৃষ্ঠদেশকে তোমার দিকেই ঝুঁকিয়ে দিলাম, আর এ সমস্তই করলাম তোমার রহমতের আশায় এবং তোমার শাস্তির ভয়ে। কোনো আশ্রয় নেই এবং মুক্তির কোনো উপায় নেই একমাত্র তোমার আশ্রয় এবং উপায় ছাড়া, আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি তোমার সেই কিতাবের প্রতি যা তুমি নাযিল করেছো এবং তোমার সেই মহানবী সা. এর প্রতি যাকে তুমি প্রেরণ করেছো।"[৬৯]

---

[৬৮] মুসলিম, হাদীস নং: ২৭১৪ বুখারী, হাদীস নং: ৬৩২০।
[৬৯] বুখারী, হাদীস নং: ৬৩১৩, মুসলিম, হাদীস নং: ২৭১০।

গ. তৃতীয় দু'আ: ৩৩ বার পড়তে হয়।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ شَكَتْ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تَجِدْهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ، قَالَ: فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْتُ أَقُومُ، فَقَالَ: «مَكَانَكِ» فَجَلَسَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي، فَقَالَ: «أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ؟ إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا، أَوْ أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا، فَكَبِّرَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَهَذَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ» وَعَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «التَّسْبِيحُ أَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ»

হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত; হযরত ফাতিমা রা. একবার গম বাটার চাক্কি ঘুরানোর কারণে তাঁর হাতে ফোঁটা পড়ে গেল। তখন তিনি একটি খাদেম চেয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে নবী করীম সা. এর কাছে আসলেন। কিন্তু তিনি তাকে পেলেন না। তখন তিনি (ফাতিমা রা.) আসার উদ্দেশ্যটি হযরত আয়িশা রা. এর কাছে ব্যক্ত করে গেলেন। এউপর তিনি (নবী করীম সা.) যখন ঘরে এলেন তখন আয়িশা রা. এ বিষয়টি তাঁকে জানালেন। তাউপর নবী করীম সা. এমন সময় এলেন যখন আমরা বিছানায় বিশ্রাম গ্রহণ করছি। তখন আমি উঠতে চাইলে তিনি বললেন; নিজ স্থানে থাক। তাউপর আমাদের মাঝখানে তিনি এমনভাবে বসলেন যে, আমি তার দু'পায়ের শীতলতা অনুভব করলাম। তিনি বললেন : আমি কী তোমাদেরকে এমন আমল বলে দিব না, যা তোমাদের জন্য একটি খাদেমের চেয়েও অনেক বেশি উত্তম। যখন তোমরা শয্যা গ্রহণ করতে যাবে, তখন তোমরা আল্লাহু আকবার ৩৩ বার, সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার ও আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার পড়বে। এটা তোমাদের জন্য একজন খাদেমের

চেয়েও অধিক মঙ্গলজনক। ইবনে সীরিন বলেন: তাসবীহ (আল হামদুলিল্লাহ) হলো ৩৪ বার।

২। 'সহীহ মুসলিমে' বর্ণিত ঘুমোতে যাওয়ার আগের মাসনূন দু'আ

ঘুমোতে যাওয়ার আগের মাসনূন দু'আ সম্পর্কে 'সহীহ মুসলিমে' মোট তিনটি দু'আ রয়েছে।

ক. প্রথম দু'আ: রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا، إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ:

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে আদেশ দিয়ে বললেন, যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন পড়বে:

اللهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ.

'হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি আমার আত্মাকে সৃষ্টি করেছো আর তুমি এর মৃত্যু ঘটাবে (অতএব) তার জীবন ও মরণ যেন একমাত্র তোমার জন্য হয়। যদি তাকে বাঁচিয়ে রাখো তাহলে তুমি তার হিফাযত করো, আর যদি তার মৃত্যু ঘটাও নিদ্রাবস্থায়, তবে তাকে মাফ করে দিও। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।"[৭০]

খ. দ্বিতীয় দু'আ: রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ سُهَيْلٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَأْمُرُنَا، إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ، أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ يَقُولُ:

"হযরত সুহাইল রা. বলেন, হযরত আবু সালেহ আমাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়ে বলতেন, যখন আমাদের মধ্য হতে কেই ঘুমাতে ইচ্ছা করবে, তখন সে ডান কাতে শোবে এবং পাঠ করবে:

---

[৭০] মুসলিম, হাদীস নং: ২৭১২।

اللهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الاخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

'হে আল্লাহ! তুমি সপ্ত আকাশমণ্ডলীর প্রভু! এবং মহীয়ান আরশের রব এবং প্রত্যেক বস্তুর রব। হে আল্লাহ! বীজ ও আঁটি চিরে চারা ও বৃক্ষের উদ্ভব ঘটাও তুমি! তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনের নাযিলকারী তুমি! আমি প্রত্যেক বস্তুর অনিষ্ট হতে তোমার নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা করি, তোমার হাতে রয়েছে সকল বস্তুর ভাগ্য। হে আল্লাহ তুমি অনাদি, তোমার পূর্বে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না, তুমি অনন্ত, তোমার পরে কোনো কিছুই থাকবে না, তুমি প্রকাশমান, তোমার উপরে কিছুই নেই, তুমি অপ্রকাশ্য, তোমার চেয়ে নিকটবর্তী কিছুই নেই। হে রব! তুমি আমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দাও, আর আমাকে দরিদ্রতা থেকে মুক্ত রাখো।"[৭১]

গ. তৃতীয় দু'আ: রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، قَالَ:

"হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. যখন বিছানায় আসতেন তখন বলতেন:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ.

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদের আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন, আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন এবং আমাদের আশ্রয় প্রদান

[৭১] মুসলিম, হাদীস নং: ২৭১৩।

করেছেন। এমন বহুলোক রয়েছে যাদের পরিতৃপ্ত করার কেউই নেই, যাদের আশ্রয় দানকারী কেউই নেই’।”[৭২]

৩। ‘আবু দাউদ ও তিরমিযীতে’ বর্ণিত ঘুমোতে যাওয়ার আগের মাসনূন দু‘আ
রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ:

“উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ঘুমানোর সময় তাঁর ডান হাতকে গালের নিচে দিতেন এবং তিনবার পড়তেন:

اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ، عِبَادَكَ; ثَلَاثَ مِرَارٍ.

‘হে আল্লাহ! আমাকে তোমার আযাব হতে রক্ষা করো সেই দিবসে যখন তুমি তোমার বান্দাদেরকে পুনরুত্থান করবে।”[৭৩]

৪। ‘সহীহ কালিমুত তাইয়্যেবে’ বর্ণিত ঘুমোতে যাওয়ার আগের মাসনূন দু‘আ
রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

اَللّٰهُمَّ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ وَاَنْ اَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِيْ سُوْءًا اَوْ اَجُرَّهُ اِلٰى مُسْلِمٍ۔

“হে আল্লাহ! তুমি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জান। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তুমি সব বস্তুর প্রতিপালক এবং সমস্ত কিছুর মালিক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোনো মা’বুদ নেই। আমি আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে এবং শয়তানের খারাবী ও তার অংশগ্রহণ হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি নিজের অনিষ্ট হতে এবং কোনো মুসলমানের অনিষ্ট করা হতে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি।”[৭৪]

---

[৭২] মুসলিম, হাদীস নং: ২৭১৫

[৭৩] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৫০৪৫, তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৩৯৮।

[৭৪] সহীহ কালিমুত তাইয়্যেব, হাদীস নং: ২১।

৫। রাসূলুল্লাহ সা. এর সকাল হতো যে সূরা দিয়ে
এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ: وَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ، لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ» ثُمَّ قَرَأَ: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا}.

"হযরত জায়েদ বিন আসলাম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. এর নিকট আসলাম এবং তাকে সালাম করলাম, অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সা. বললেন: রাতের বেলায় একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, আর সেটি হলো আমার নিকট অধিক প্রিয়, যা আমার সকাল পর্যন্ত প্রসারিত হতো। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন– إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (সূরা ফাতাহ)।"[৭৫]

৬। দুনিয়াতে রাসূলুল্লাহ সা. এর পছন্দনীয় দু'আ
রাসূলুল্লাহ সা. এর নিকট দুনিয়াতে ৪টি যিকির অধিক প্রিয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, আমার নিকট سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ 'আল্লাহ পবিত্রময় এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আর আল্লাহ মহান।' এ তাসবীহ পাঠ করা যেসব বস্তুর উপর সূর্য উদিত হয়, সে সকল বস্তু হতে অধিক প্রিয়।"[৭৬]

---

[৭৫] সূরা ফাতহ আয়াত নং -১, সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৪১৭৭।
[৭৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ২৬৯৫।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. আরো বলেন

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ:

"হযরত সামুরায় বিন জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: আল্লাহর নিকট চারটি অধিক প্রিয় বাক্য হলো:

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ.

"পবিত্রতম আল্লাহ। আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা আর আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই। আল্লাহ মহান।"[৭৭]

ঘুমাতে যাওয়ার আগে এই দু'আসমূহ পড়ার উপকারিতা ও ফযিলত

১। ১০০টি নেক কাজের সওয়াব লিপিবদ্ধ হবে

একজন মুসলমান যদি এই দু'আগুলো ঘুমানোর পূর্বে পড়ে তার জন্য ১০০টি নেক কাজের সওয়াব লিপিবদ্ধ হয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ..

"হযরত আবু যার রা. রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই প্রতিটি তাসবীহ সাদাকাহ, প্রতিটি তাকবীর সাদাকাহ, প্রতিটি তাহমীদ সাদাকাহ এবং প্রতিটি তাহলীল সাদাকাহ।"[৭৮]

ইমাম নববী রহ. বলেন, কোনো ব্যক্তি এই দু'আসমূহ পড়ার মাধ্যমে আল্লাহর পথে দানের ন্যায় সাওয়াব অর্জন করে।

২। বেহেশতে ১০০টি গাছ লাগানোর সাওয়াব লিপিবদ্ধ হবে

যদি একজন মুসলমান ঘুমানোর আগে নিম্নোক্ত তাসবিহ পাঠ করে তার জন্য বেহেশতে ১০০টি গাছ লাগানোর সাওয়াব লেখা হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

---

[৭৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ২১৩৭।

[৭৮] মুসলিম, হাদীস নং:৭২০।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، يُغْرَسُ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, বল: 'আল্লাহ মহান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ' প্রতিটি দু'আর জন্য তোমার নামে জান্নাতে একটি করে গাছ লাগানো হবে।"[৭৯]

৩। শয়তানের কুপ্রভাব এবং পাপ থেকে দূরে রাখে

এ সকল যিকির করার ফলে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে শয়তানের কুপ্রভাব থেকে এবং সকল পাপ থেকে নিরাপদে রাখেন।

৪। আল্লাহর ইবাদাত ও গুণকীর্তনের মাধ্যমে দিন শেষ হয়

এ সকল যিকির করার মাধ্যমে বান্দা এক আল্লাহর ইবাদাত, গুণকীর্তন ও তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়ার মাধ্যমে তার দিন শেষ করে।

ঘুম থেকে জেগে উঠে পালনীয় সুন্নাত

১। ঘুম থেকে জেগে উঠার দু'আ

ঘুম থেকে জেগে উঠে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ قَالَ:

"হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন নবী করীম সা. ঘুম থেকে উঠতেন তখন বলতেন:

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

---

[৭৯] ইবনে মাজাহ, হাদীস নং:৩৮০৭। শায়খ আলবানি উক্ত হাদিসকে গ্রহণযোগ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমার (নিদ্রারূপ) মৃত্যুর পর আমাকে (পুনর্জাগরিত করে) জীবিত করলেন এবং যার নিকট (আমাদের) সকলের পুনরুত্থান হবে।"[৮০]

২। নিজ হাত দ্বারা চেহারা থেকে ঘুমের ভাব দূর করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الوِسَادَةِ " وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি বিছানার চওড়া দিকে শয়ন করলাম। রাসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর স্ত্রী বিছানার লম্বা দিকে শয়ন করলেন। এউপর রাসূলুল্লাহ সা. ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনিভাবে রাত যখন অর্ধেক হয়ে গেল অথবা তার কিছু আগে বা কিছু পরে রাসূলুল্লাহ সা. ঘুম থেকে উঠলেন। তিনি বসে হাত দিয়ে মুখ থেকে ঘুমের আবেশ মুছতে লাগলেন।"[৮১]

ইমাম আন নববী ও ইবনে হাজার আসকালানী ঘুম থেকে উঠে প্রথম কাজ হিসেবে নিজ হাত দ্বারা চেহারা থেকে ঘুমের ভাব দূর করাকে সুন্নাত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

৩। ঘুম থেকে উঠে মিসওয়াক করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

---

[৮০] আল বুখারী, হাদীস ৬৩১২।

[৮১] আল বুখারী, হাদীস ১৮৩।

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

"হযরত হুযাইফা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী করীম সা. রাতে উঠতেন তখন তিনি মিসওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন।"[৮২]

৪। ঘুম থেকে উঠে দুই হাত তিনবার ধৌত করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِس يَدَهُ فِى الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'ঘুম থেকে উঠে যেন কেউ তার হাত তিনবার না ধুয়ে পানির পাত্রে ডুবিয়ে না নেয়। কেননা, সে তো জানে না ঘুমের অবস্থায় তার হাত কোথায় অবস্থান করেছে।"[৮৩]

৫। ঘুম থেকে উঠে নাকে তিনবার পানি দেয়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُبِيْتُ عَلٰى خَيْشُوْمِهِ.

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ ঘুম হতে জেগে উঠবে সে যেন তখন তার নাক তিনবার ঝাড়ে, কেননা নাকের ছিদ্রে শয়তান রাত যাপন করে থাকে।"[৮৪]

---

[৮২] আল বুখারী, হাদীস ২৪৫। মুসলিম, হাদীস ২৫৫।

[৮৩] মুসলিম, হাদিস ২৭৮।

[৮৪] আল বুখারী, হাদীস ৩২৯৫, মুসলিম, হাদীস ২৪৫।

অধ্যায়-৪

প্রস্রাব-পায়খানায় প্রবেশ এবং বের হওয়ার সুন্নাত নিয়ম

১। প্রস্রাব-পায়খানায় বাম পায়ে প্রবেশ এবং ডান পায়ে বের হওয়া সুন্নাত[৮৫]

২। প্রস্রাব-পায়খানায় প্রবেশের দু'আ

প্রস্রাব-পায়খানায় সময় এ দু'আ পাঠ করা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে রাসূলুলাহ সা. এর বাণী:

عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ:

"আনাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সা. পায়খানায় প্রবেশের সময় এ দু'আটি পড়তেন,

"اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ".

'হে আল্লাহ! আমি দুষ্ট পুরুষ জ্বিন ও দুষ্ট মেয়ে জ্বিনের (অনিষ্ট) হতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"[৮৬]

'খুবুস ও খাবায়েস' [৮৭] হলো পুরুষ ও নারী শয়তান। আর শয়তানের হাত থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা উচিত। কারণ টয়লেট হলো শয়তানদের বসবাসের একটি অন্যতম জায়গা।

---

[৮৫] টয়লেটে প্রবেশের সময় বাম পায়ে এবং বের হবার সময় ডান পায়ে এর কোনো নির্দিষ্ট কোনো দলিল নেই, সাধারণত ভালো কোনো কাজ ডান দিক থেকে শুরু হয়। সে অর্থে টয়লেটে প্রবেশের সময় বাম পা ও বের হবার সময় ডান পা ব্যবহৃত হয়। কেননা, টয়লেট একটি অপবিত্র জায়গা, যেখানে, ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

[৮৬] বুখারী; হাদীস ১৪২, মুসলিম; হাদীস ২৭৫, আবু দাউদ; হাদীস ৪, তিরমিযী; হাদীস ৫, নাসায়ী; হাদীস ১০, ইবনে মাজাহ; হাদীস ২৯৬, আহমদ; হাদীস ৯৯/৩-১০১।

[৮৭] 'খুবুস ও খাবায়েস' অর্থ কী? এ ব্যপারে দুটি মতামত রয়েছে। প্রথম মতামত হলো: এর দ্বারা শয়তান ও শয়তানের দোসরদেরকে বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় মতামত হলো: এর দ্বারা পুরুষ ও নারী শয়তানদেরকে বুঝানো হয়েছে। শেখ খালিদ আল হুসাইন শেষোক্ত মতটি গ্রহণ করেছেন।

৩। পানি দ্বারা ইসতিন্‌জা করা

ইসলামি শরীআতে পবিত্রতা অর্জনের পূর্বশর্ত হচ্ছে প্রস্রাব-পায়খানা করার পর পানি দ্বারা ইসতিন্‌জা করা, তবে পানি পাওয়া না গেলে ঢিলা করে এবং তায়াম্মুম করে পবিত্রতা অর্জন করা যায়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীস,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ, فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِيْ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةٍ, فَيَسْتَنْجِيْ بِالْمَاءِ .

"হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. পায়খানা ফিরতে যেতেন আমি ও আমার ন্যায় একটি ছেলে চামড়ার তৈরি পাত্র ও বর্ষী (লোহার ফলাদার লাঠি বিশেষ) নিয়ে যেতাম। তিনি উক্ত পানি দ্বারা ইসতিন্‌জা (শৌচ) করতেন।"[৮৮] অন্য আরেকটি হাদীস থেকে জানা যায়,

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَ قُبَاء, فَقَالُوْا: إِنَّا نَتْبَعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ.وَأَصْلُهُ فِيْ أَبِيْ دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِدُوْنِ ذِكْرِ الْحِجَارَةِ.

"হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সা. প্রশ্ন করেছিলেন, 'আল্লাহ আপনাদের সুখ্যাতি করেন কেন? 'তারা বললো, আমরা শৌচ করার সময় পাথর ব্যবহার করার পর পানিও ব্যবহার করে থাকি।"[৮৯]

৪। প্রস্রাব-পায়খানা করার পর ঢিলা নেয়ার বিধি-বিধান

ক. বিজোড় সংখ্যক এবং তিনটির বেশি ঢিলা দিয়ে ইস্‌তিনজা করা সুন্নাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ.

---

[৮৮] বুখারী ১৫০, মুসলিম ২৭১। উক্ত সময়ে আরবে সাধারণভাবে পানির স্বল্পতা হেতু পাথরের টুকরো দ্বারা পায়খানার পর পবিত্রতা অর্জন করা হতো। সদা মাটিকে খুঁড়ে দিয়ে পেশাব করতেন।

[৮৯] মুসনাদে বাযযার, (দুর্বল সনদে)। এর মূল বক্তব্য আবু দাউদ, হাদীস নং : ৪৪ ও তিরমিযী, হাদীস নং : ৩১০০ রয়েছে। এবং ইবনে খুযায়ম আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে সহীহ বলেছেন। কিন্তু তাতে পাথরের উল্লেখ নেই, কেবল পানির কথা আছে)।

"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি পাথর দিয়ে শৌচ করবে, সে যেন বেজোড় সংখ্যায় পাথর ব্যবহার করে।"[৯০]

অন্য হাদীসের আলোকে সর্বনিম্ন তিনটি ঢিলা দিয়ে ইসতিন্জা করতে বলা হয়েছে,

عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَقَدْ نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ."أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ, أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ, أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ, أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ عَظْمٍ" .

"হযরত সালমান রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে নিষেধ করেছেন যেন আমরা পায়খানা বা প্রস্রাব করার সময় কিবলামুখী না হই, ডান হাতে শৌচ না করি, তিনখানা পাথরের কমে যেন ইসতিন্জা না করি, আর গোবর ও হাড় যেন ইসতিন্জা কাজে ব্যবহার না করি।[৯১]

খ. ডান হাতে ইসতিন্জা করা নিষেধ

গ. হাড় দিয়ে ইসতিন্জা করা নিষেধ

ঘ. গোবর দিয়ে ইসতিন্জা করা নিষেধ

আলোচ্য তিনটি সুন্নাত নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত

عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى يُعَلِّمَكُمُ الْخِرَاءَةَ. فَقَالَ: أَجَلْ إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ، أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ وَقَالَ: لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.

---

[৯০] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং : ৩৫, (হাদীসটি আবু দাউদ সংকলন করেছেন। ইবনে হিব্বান, হাকিম ও নববী হাদীসটি সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী ফাতহুল বারী গ্রন্থে হাদীসটি হাসান বলে উল্লেখ করেছেন)।

[৯১] পায়খানা ও প্রস্রাব করার পর পবিত্রতা অর্জন করাকে ইসতিন্জা বলে। আরবে সাধারণভাবে পায়খানা করার পর পাথর টুকরো দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা হতো। এর অর্থ খুব বিশিষ্ট জন্তুর মল (লিদ বা গোবর)। মুসলিম, হাদীস নং : ২৬২

"হযরত সালমান ফারসী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার মুশরিকরা আমাকে বলল: এটা কেমন কথা, তোমাদের নবী তোমাদেরকে সকল কিছুই শিক্ষা দেন এমনকি মল-মূত্র ত্যাগ করাও। তখন তিনি (সালমান ফারসী) বলেন: হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে মল-মূত্র ত্যাগ করাও শিক্ষা দেন, এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? অতঃপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে কিবলামুখী হয়ে মল-মূত্র ত্যাগ, ডান হাতে ইসতিন্জা, তিন ঢিলার কম ইসতিনজা এবং গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইসতিন্জা করতে নিষেধ করেছেন।"[৯২]

অন্য হাদীস থেকে জানা যায়,

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى "أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِعَظْمٍ, أَوْ رَوْثٍ" وَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ" .

"হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম (স) হাড় ও গোবর দ্বারা ইসতিন্জা করতে নিষেধ করেছেন। এবং বলেছেন, এ দুটি বস্তু পবিত্র করতে পারে না।"[৯৩]

৪. কয়লা দ্বারা ইসতিন্জা করা নিষেধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীস,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ: انْهَ أُمَّتَكَ أَنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ حُمَمَةٍ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا. قَالَ: «فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছে, একদা জিনদের একটি প্রতিনিধি নবী করীম সা.-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, হে মুহাম্মাদ সা.! আপনি আপনার উম্মতদের হাড়, গোবর ও কয়লা দ্বারা ইসতিন্জা করতে নিষেধ করুন। কেননা মহান আল্লাহ্ এগুলোর মধ্যে আমাদের জীবিকা রেখেছেন। রাবী বললেন অতঃপর নবী করীম সা. এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।"[৯৪]

---

৯২ মুসলিম, হাদীস ২৬২
৯৩ দারাকুতনী ১/৫৬/১, তিনি সহীহ বলেছেন
৯৪ সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং : ৩৯।

চ. ডান হাত দ্বারা লিঙ্গ স্পর্শ না করা

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ، وَهُوَ يَبُوْلُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِيْنِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ.

"হযরত আবু কাতাদা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি যেন প্রস্রাব করাকালীন তার লিঙ্গ কখনও ডান হাতে স্পর্শ না করে। আর পানি পান করার সময় পানির পাত্রে নিঃশ্বাস না ছাড়ে।'"[৯৫]

৫। প্রস্রাব-পায়খানায় বসার আদব

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়গুলো হলো :

ক. জুতা পরিধান করে ও মাথা আবৃত করে

প্রস্রাব-পায়খানায় জুতা পরিধান করে এবং মাথা আবৃত করে বসা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীস.

عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ لَبِسَ حِذَاءَهُ، وَغَطَّى رَأْسَهُ.

"তাবি-তাবিয়ী হযরত হাবীব ইবনে সালিহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন শৌচাগারে প্রবেশ করতেন তখন জুতা পরিধান করতেন এবং মাথা আবৃত রাখতেন।"[৯৬]

---

[৯৫] বুখারী ১৫৩, মুসলিম ২৬৭

[৯৬] সুনানে কুবরা বায়হাকী, হাদীস নং : ৪৫৬। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় : প্রথম, হাদীসটি ইবনে সা'দ ছাড়াও বায়হাকী সংকলন করেছেন। আব্দুর রউফ মুনাবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি শুধু মুরসালই নয়, তাবি-তাবিয়ী হাবীব তায়ী পর্যন্ত সনদও দুর্বল। হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী আবু বকর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবী মরিয়ম। তিনিই দাবি করেন যে, হাবীব তাই হাদীসটি বলেছেন। এই আবু বকর দুর্বল রাবী। দ্বিতীয়ত, এ বিষয়ে সহীহ সনদে আবু বকর সিদ্দীক রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নিজে ইসতিনজার সময় মাথা আবৃত করতেন এবং মুসলিমদেরকে মাথা আবৃত করতে উৎসাহ দিতেন। হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক তাঁর আয যুহদ গ্রন্থে (পৃ. ১০৭) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সহীহ সনদে সংকলন করেছেন। -অনুবাদক।

ঘ. বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে ডান পা খাড়া করে

প্রস্রাব-পায়খানায় বসার আদব হলো বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে ডান পা খাড়া করে বসা। এ প্রসঙ্গে হাদীসের বাণী,

عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَلَاءِ: "أَنْ نَقْعُدَ عَلَى الْيُسْرٰى, وَنَنْصِبَ الْيُمْنٰى"

হযরত সোরাকা বিন মালেক রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী করীম স. আমাদেরকে পায়খানা করার সময় বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে ও ডান পা খাড়া করে বসবার জন্য শিক্ষা দিয়েছেন।"[৯৭]

ঘ. পর্দার আড়াল থেকে

প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় পর্দার আড়ালে থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ...... وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ.

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি পাথর দিয়ে শৌচ করবে, সে যেন বেজোড় সংখ্যায় পাথর ব্যবহার করে। যদি কেউ তা করে, তাহলে ভালো আর না হলে কোনো দোষ নেই। ....এই হাদীসে আরো বলা হয়েছে : 'যে ব্যক্তি মলত্যাগের জন্য গমন করবে, সে যেন নিজেকে (পর্দার সাহায্যে) আড়াল করে নেয়।"[৯৮]

ঘ. লোকচক্ষুর অন্তরালে

লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে প্রস্রাব-পায়খানা করা লজ্জাশীলতার নিদর্শন, আর লজ্জাশীলতা হলো ঈমানের নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স.-এর বাণী,

---

৯৭. ইমাম বায়হাকী ৯৬/১; (দুর্বল সনদে)

৯৮. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং : ৩৫, (হাদীসটি আবু দাউদ সংকলন করেছেন। ইবনে হিব্বান, হাকিম ও নববী হাদীসটি সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী ফাতহুল বারী গ্রন্থে হাদীসটি হাসান বলে উল্লেখ করেছেন)।

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "خُذِ الإِدَاوَةَ". فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ.

"হযরত মুগীরা বিন শো'বা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে বললেন, 'পানির পাত্রটি লও, তাউপর তিনি পায়খানা ফেরার জন্য চলতে থাকলেন এবং আমার দৃষ্টির অগোচর হওয়ার পর পায়খানা করলেন।'[৯৯]

ঙ. দুই ব্যক্তি পাশাপাশি না বসে

এ প্রসঙ্গে হাদীসের বাণী,

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَا يَتَحَدَّثَا. فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذٰلِكَ.

"হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, 'যখন দু'জন এক সঙ্গে পায়খানা করতে বসবে তখন এমনভাবে বসবে যেন একে অপরকে দেখতে না পায়। আর যেন তারা আপোসে কথাবার্তা না বলে। কেননা আল্লাহ তা'আলা এতে ভীষণ অসন্তুষ্ট হন।'[১০০]

চ. প্রস্রাব-পায়খানায় খুব কাছাকাছি থেকে সতর খোলা

প্রস্রাব-পায়খানার খুব কাছাকাছি থেকে সতর খোলা সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীস,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ.

"হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. যখন প্রস্রাব-পায়খানার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি জমীনের খুব কাছাকাছি না হওয়া পর্যন্ত কাপড় উঠাতেন না।"[১০১]

---

[৯৯] বুখারী, হাদীস নং : ৩৬৩, মুসলিম, হাদীস নং : ২৭৪

[১০০] আহমদ। ইবনে সাকান ও ইবনে কাত্তান একে সহীহ বলেছেন। (এর সনদে ত্রুটি আছে।) অন্য মুহাদ্দেস হাদীসটিকে সহীহ পর্যায়ভুক্ত করেছেন। মেয়েদের মধ্যে এ দোষটা বেশি রয়েছে। কিন্তু সবলের জন্যই এটা হারাম।

[১০১] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং :১৪। (গ্রন্থকার হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন)

৬। যেসব স্থানে প্রস্রাব-পায়খানা করা নিষেধ

হাদীসের ভাষ্যানুসারে যেসব স্থানে প্রস্রাব-পায়খানা করা নিষেধ, সেসব স্থান হলো:

ক। কিবলামুখী অথবা কিবলাকে পিছনে ফেলে ইস্তিনজা করা নিষেধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. নবী করীম সা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ইসতিনজা করতে বস, তবে সে যেন কাবাকে মুখ করে কিংবা পেছনে রেখে না বসে।"[১০২]

অন্য হাদীস থেকে জানা যায়,

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ.

"হযরত মাকাল ইবনে আবী মাকাল আল-আসাদী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. উভয় কিবলামুখী[১০৩] হয়ে প্রস্রাব-পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন।[১০৪]

খ। মানুষের চলাচলের রাস্তায়

গ। ফলদার গাছের নিচে

ঘ। ওযু-গোসলের স্থানে

ঙ। বিশ্রাম করার স্থানে

চ। আবদ্ধ পানিতে

ছ। প্রবাহমান নহরে

এতদসম্পর্কিত হাদীসের বাণী হলো,

---

১০২. মুসলিম; হাদীস ২৬৫।
১০৩. উভয় কিবলা বলতে বায়তুল্লাহ ও বায়তুল মুকাদ্দাসকে বুঝানো হয়েছে। কেননা বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের অস্থায়ী কিবলা ছিল।
১০৪. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ১০

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ: الَّذِيْ يَتَخَلَّى فِيْ طَرِيْقِ النَّاسِ, أَوْ فِيْ ظِلِّهِمْ. زَادَ أَبُوْ دَاوُدَ, عَنْ مُعَاذٍ: وَالْمَوَارِدِ. وَلِأَحْمَدَ; عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ: أَوْ نَقَعَ مَاءً وَفِيْهِمَا ضُعْفٌ. وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِيّ النَّهِي عَنْ - تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمَرَةِ, وَضَفَّةَ النَّهْرِ الْجَارِيْ. مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ.

"(১) হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, 'দুটি লা'নত বা অভিসম্পাত (এর কাজ) হতে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখ। যে ব্যক্তি লোকের চলার পথে বা লোকের (বিশ্রাম করার) ছায়াতে পায়খানা করে (অর্থাৎ এরূপে লা'নতের উপযোগী কার্যাবলি হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ)।'[১০৫]

(২) আবূ দাউদ শরীফের বর্ণনায়; মুয়ায রা. হতে বর্ণিত, পানিতে অবতরণের 'ঘাটে' (الطوارد) শব্দটিও বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদের শব্দগুলো নিম্নরূপ : 'তিনটি লা'নতের ক্ষেত্রে ঘাটে (ওযু-গোসলের স্থান), সাধারণের চলার পথে ও ছায়ায় পায়খানা করা হতে।'

(৩) ইমাম আহমদ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেছেন, 'পানি আবদ্ধ থাকে এমন ক্ষেত্রে (পায়খানা করা নিষেধ)। এ দুটি হাদীস দুর্বল সনদের।

(৪) এবং ইমাম তাবারানী ইবনে ওমর রা-এর বর্ণিত একটি দুর্বল সনদ যুক্ত হাদীসের উল্লেখ করছেন। তাতে আছে 'ফলবান বৃক্ষের নিচে ও প্রবাহমান নহরের পাড়ে পায়খানা করা নিষেধ।'

জ। গর্তের ভেতর

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সারজিস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী করীম সা. গর্তের মধ্যে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন।"[১০৬]

---

[১০৫] মুসলিম, হাদীস নং : ২৬৯

[১০৬] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং : ২৯।

ঋ। কবরস্থানে

ঞ। **দাঁড়িয়ে বা হেঁটে হেঁটে :** দাঁড়িয়ে বা হেঁটে হেঁটে প্রস্রাব করা নিষেধ। এ প্রসঙ্গে হাদীসের বাণী,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ؛ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا جَالِسًا.

"হযরত আয়িশা রা. বলেন, যদি কেউ তোমাদেরকে বলে যে, রাসূলুল্লাহ সা. দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতেন, তাহলে তোমরা তা সত্য বলে মানেব না। তিনি কখনো না বসে প্রস্রাব করতেন না।"[১০৭]

عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ

"হযরত ওমর রা. বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমি কখনেও দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করিনি।"[১০৮]

তবে বিশেষ প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা জায়েয; এ প্রসঙ্গে হাদীসের বাণী,

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلم سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا

"হযরত হুযায়ফা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এক এলাকার আবর্জনা ফেলার স্থানে গমন করেন। অতঃপর তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেন।"[১০৯]

ট। **ঘরে বা বিছানায়**

ঠ। **মসজিদের আঙ্গিনায় বা ঈদগাহে**

ড। **শক্তস্থানে প্রস্রাব-পায়খানা না করা :**

শক্ত স্থান অর্থাৎ এমন স্থানে প্রস্রাব-পায়খানা না করা যেখানে প্রস্রাব করার কারণে পোশাকে ও শরীরে প্রস্রাবের ছিটা লাগতে পারে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী,

---

[১০৭] নাসাঈ, হাদীস নং : ২৯। তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। হাদীসটির সনদ হাসান।

[১০৮] বাযযার, হাদীস নং : ১৪৯। সনদ নির্ভরযোগ্য।

[১০৯] বুখারী, হাদীস নং : ২২৪। [গ্রন্থকার বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. সম্ভবত কোনো ওযরের কারণে এভাবে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেন। অথবা এভাবে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা যে মুবাহ তা দেখানোর জন্য তিনি দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেন। আল্লাহই সর্বোত্তম জ্ঞাতা।]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ, فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ .

"আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, প্রসাবের ছিটা হতে নিজেকে পবিত্র রাখ। কেননা, সাধারণত কবরের আযাব এরই ফলে হয়ে থাকে।"[১১০]

وَلِلْحَاكِمِ: أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ .

মুসতাদরাক হাকেমের বর্ণনায় আছে, 'কবরের অধিকাংশ আযাব প্রসাবের ছিটা লাগার জন্য হয়।' হাদীসের এই অংশটির সনদ সহীহ।

৭। প্রস্রাব-পায়খানায় যেসব কাজ করা নিষেধ

প্রস্রাব-পায়খানায় যেসব কাজ করা নিষেধ সেগুলো হলো :

ক. কথা বলা : এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীস,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الْمُتَغَوِّطَيْنِ أَنْ يَتَحَدَّثَا، وَقَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ.

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. প্রস্রাব-পায়খানারত দুজন ব্যক্তিকে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সা. আরো বলেন, কেননা মহান আল্লাহ তা ঘৃণা করেন।"[১১১]

খ. জবানে যিকির করা

প্রস্রাব-পায়খানায় আল্লাহর যিকির করা নিষিদ্ধ। কারণ এ সময় মানুষ অপবিত্র থাকে। আর অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহর যিকির করা রাসূলুল্লাহ সা. অপছন্দ করতেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীস,

عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ " إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ.

---

[১১০] দারাকুৎনী ৭/১২৮

[১১১] সহীহ মুসতাদরাক হাকেম, হাদীস নং : ৫৫৯।

"হযরত মুহাজির ইবনে কুনফুয রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদা তিনি নবী করীম সা.-এর খিদমতে পৌঁছলেন যখন তিনি প্রস্রাবরত ছিলেন। তিনি তাঁকে সালাম দিলেন। কিন্তু নবী করীম সা. ওযু না করা পর্যন্ত তার সালামের উত্তর দেয়া থেকে বিরত থাকলেন। অতঃপর তিনি তার নিকট ওযর পেশ করে বললেন : আমি পবিত্র হওয়া ব্যতীত আল্লাহর নাম স্মরণ করা অপছন্দ করি।"[১১২]

গ. কুর'আন তিলাওয়াত করা

ঘ. সালাম দেয়া ও এর উত্তর দেয়া

প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় সালাম দেয়া ও উত্তর না দেওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীস,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ

"হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদা নবী করীম সা. প্রস্রাব করিতেছিলেন, তখন এক ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে গমনকালে তাকে সালাম দেয়। কিন্তু নবী করীম সা. সালামের উত্তর দেন নাই।"[১১৩]

ঙ. খাওয়া বা পান করা

৮। যেসব জিনিস নিয়ে প্রস্রাব-পায়খানায় যাওয়া নিষেধ

যেসব জিনিস নিয়ে প্রস্রাব-পায়খানায় যাওয়া নিষেধ সেগুলো হলো :

ক. আল্লাহর নাম লেখা কোনো বস্তু নিয়ে প্রস্রাব-পায়খানায় না যাওয়া :

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সা. আল্লাহর নামাঙ্কিত মোহরের আংটি প্রস্রাব-পায়খানায় যাওয়ার সময় খুলে যেতেন। সুতরাং প্রস্রাব-পায়খানায় যাওয়ার সময় আল্লাহর নাম লেখা আছে এমন কোনো বস্তু নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসের বাণী,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ.

---

[১১২] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং : ১৭। ইবনে মাজাহ ও সুনানে নাসাঈতেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

[১১৩] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং : ১৬।

"হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সা. পায়খানায় প্রবেশের আগে (আল্লাহর নাম খোদিত) আংটি খুলে রাখতেন।"[১১৪]

খ. রাসূলুল্লাহ সা.-এর নাম নিয়ে

গ. ফেরেশতাদের নাম নিয়ে

ঘ. কুরআনের কোনো আয়াত নিয়ে

৯। প্রস্রাব-পায়খানা থেকে বের হওয়ার দু'আ

প্রস্রাব-পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় এ দু'আ পাঠ করা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ.

"হযরত আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সা. যখন পায়খানা থেকে বের হতেন তখন বলতেন, "غُفْرَانَكَ" 'গুফরানাকা' (তোমার নিকট ক্ষমা চাইছি)।"[১১৫]

১০। ইসতিন্জা করার পর মাটি দিয়ে হাত ধৌত করা

এ প্রসঙ্গে রাসূলুলাহ সা. এর বাণী:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ، أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجَى» . قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: «ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ فَتَوَضَّ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী করীম সা. পায়খানায় গমন করতেন তখন আমি তার জন্য পিতল বা চামড়ার পাত্রে পানি নিয়ে যেতাম। অতঃপর তিনি ইসতিন্জা করে মাটিতে হাত মলতেন। অতঃপর আমি অন্য পাত্রে পানি আনতাম, যা দ্বারা তিনি ওযু করতেন।"[১১৬]

---

[১১৪] নাসায়ী ১৭৮, ইবনে মাযাহ ৩০৩, আবু দাউদ ১৯, তিরমিযী ১৭৪৬। সনদটি ত্রুটিযুক্ত।

[১১৫] আবু দাউদ; হাদীস ৩০, নাসায়ী; হাদীস ৭৯, তিরমিযী, হাদীস ৭, ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩০০/১৪৪৪, হাকেম; হাদীস ১৮০, আহমদ; হাদীস ৬৫৫) ৫ জনে। আবু হাতেম (রহ.) ও হাকেম (রহ.) একে সহীহ বলেছেন।।

[১১৬] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং : ৪৫।

অধ্যায়-৫
মিসওয়াক

১। প্রত্যেক সালাতের আগে মিসওয়াক করা সুন্নাত

মুসলমানগণ দিনে-রাতে বহুবার মিসওয়াক করতে পারে, তবে দিনে অন্তত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে পাঁচ বার মিসওয়াক করা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে নবী করীম সা. বলেছেন:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ.

হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'আমি আমার উম্মতের উপর কঠিন হবে বলে বিবেচনা না করলে প্রত্যেক ওযুর সঙ্গে মিসওয়াক (দাঁতন) করার নির্দেশ দিতাম।'"[১১৭]

২। ঘরে প্রবেশ করে মিসওয়াক করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ.

হযরত মিকদাম বিন শুরাই রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা রা. কে জিজ্ঞাসা করি: রাসূলুল্লাহ সা. ঘরে প্রবেশ করে কোন কাজটি প্রথমে করতেন? তিনি বললেন, সর্বপ্রথম তিনি মিসওয়াক করতেন।" [১১৮]

---

[১১৭] আল বুখারী, হাদীস নং: ৮৮৭, মুসলিম, হাদীস নং: ২৫২। মুসনাদে আহমাদ, ১০ জন সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবীদের হাদীস/৭।

[১১৮] মুসলিম, হাদীস নং: ২৫৩।

৩। কুর'আন তিলাওয়াত করার আগে মিসওয়াক করা সুন্নাত

৪। যখনই মুখের গন্ধ পরিবর্তন হয় তখনই মিসওয়াক করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ.

"হযরত আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, নিশ্চয়ই মিসওয়াক মুখের পবিত্রতা রক্ষা করে।"[১১৯]

৫। ঘুম থেকে জেগে ওঠে মিসওয়াক করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

'হযরত হুযাইফা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী সা. রাতে উঠতেন তখন তিনি মিসওয়াক করে মুখ পরিষ্কার করতেন।[১২০]

৬। ওযু করার সময় মিসওয়াক ব্যবহার করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِي السِّوَاكَ كَمَا فُرِضَتْ عَلَيْهِمُ الطُّهُورَ.

"হযরত আব্দুর রহমান বিন আবি লাইলা রা. কিছুসংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, আমি আমার উম্মতের উপর কঠিন হবে বলে বিবেচনা না করলে আমার উম্মতের উপর মিসওয়াক (দাঁতন) করা ফরজ করে দিতাম, যেমন তাদের উপর পবিত্রতা অর্জন করা ফরজ করে দিয়েছি।"[১২১]

---

[১১৯] সুনানে নাসায়ী/৫।

[১২০] আল বুখারী, হাদীস নং: ২৪৫ মুসলিম, হাদীস নং: ২৫৫।

[১২১] মুসনাদে আহমাদ, ১০ জন সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবীদের হাদীস।

মিসওয়াক করার উপকারিতা ও ফযিলত

১। আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন

২। এতে মুখের পবিত্রতা অর্জিত হয়

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতেও মিসওয়াকের মাঝে মানবজাতির জন্য উপকার রয়েছে। মিসওয়াকের দ্বারা মুখের দুর্গন্ধ দূর হয় এবং দাঁতে জীবাণু জমাট বাঁধতে পারে না, ফলে দাঁতের ক্ষমতা অক্ষত থাকে। সর্বোপরি মিসওয়াক হলো মুখ পরিষ্কারক ও স্রষ্টার সন্তুষ্টির মাধ্যম।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

হযরত আয়িশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, মিসওয়াক হলো মুখ পরিষ্কারক ও স্রষ্টার সন্তুষ্টির মাধ্যম।"[১২২]

৩। এটা বেহশতীদের অভ্যাস

মুসনাদে ইমাম আহমদে বর্ণিত আছে যে, "বেহেশতের সুসংবাদ প্রাপ্তরা সকলেই সর্বদা মিসওয়াক করতেন।"

ব্রাশ দ্বারা মিসওয়াক করার মাস'আলা

মিসওয়াক তথা গাছের ঢাল দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করা সুন্নাত, কিন্তু গাছের ডাল পাওয়া না গেলে ব্রাশ দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করলে মিসওয়াকের সাওয়াব পাওয়া যাবে।[১২৩]

---

১২২ সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ১৯৩৪।

১২৩ ফাতাওয়া আলমগিরী, ১/৭

অধ্যায়-৬
পবিত্রতা অর্জনের বিধি-বিধান

পানির বর্ণনা

পবিত্রতা অর্জনের প্রধান অবলম্বন হলো পানি। তাই পানির পবিত্রতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া জরুরি। ইসলাম পানির পবিত্রতার উপর গুরুত্বারোপ করেছে। কুরআনের বাণী, "মহান আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।"[১২৪]

যেসব পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ

যেসব পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায় সেগুলো হলো:

১. বৃষ্টির পানি।

২. নদ-নদী ও সমুদ্রের পানি।

৩. কূপের পানি।

৪. পুকুরের পানি।

৫. ঝর্ণার পানি।

৬. উপত্যকার পানি।

৭. প্রবাহিত পানি। যদি এ পানিতে নাপাকী দৃশ্যমান না থাকে।

৮. পবিত্রতা অর্জনের জন্য ভালো পানি পাওয়া না জাওয়া শর্তে সন্দেহযুক্ত পানি।

৯. নাপাকীযুক্ত এমন বড় পুকুরের পানি, যার এক প্রান্তে পড়েছে কিন্তু প্রান্তের পানি পবিত্র রয়েছে।

১০. যেসব প্রাণীর প্রবাহিত রক্ত নেই সেসব প্রাণী পানিতে পড়ে মারা গেলে।

১১. পানির মৌলিক তিনটি গুণের যেকোনো একটি নষ্ট হলে।

---

১২৪ আল কুর'আন, সূরা তাওবা, ৯ : ১০৮

যেসব পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন বৈধ নয়

১. ফলমূলের রস।
২. ঘাস-পাতা চিবানো পানি।
৩. তরকারির ঝোল।
৪. স্থির পানিতে নাজাসাত পড়লে।
৫. ব্যবহৃত পানি।
৬. এমন পানি যার সাথে কোনো পবিত্র জিনিস মিশ্রিত হয়ে পানির তরলতা নষ্ট করে দিয়েছে।
৭. এমন পানি যার তিনটি মৌলিক গুণের দুটিই নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

ওযুর ফরজ

ওযুর ফরজ মোট ৪টি :

ক. সমস্ত মুখ ধোয়া
খ. দুই হাতের কনুইসহ ধোয়া
গ. মাথার চারভাগের একভাগ মাসেহ করা
ঘ. দুই পা টাখনু গিরাসহ ধোয়া

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্যে উঠ, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর, পা দুটি টাকনুসহ ধৌত কর এবং মাথা মাসেহ কর।"[১২৫]

ওযুর সুন্নাত

এক নজরে ওযুর সুন্নাতসমূহ : ওযুর সুন্নাত মোট ১৬টি

ক. নিয়্যত করা
খ. ওযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা
গ. দুই হাতের কব্জিসহ তিনবার ধোয়া
ঘ. তিনবার মিসওয়াক করা

---

১২৫ আল কুর'আন, সূরা মায়িদা ৫:৬।

ঙ. তিনবার কুলি করা সুন্নাত
চ. তিনবার নাকে পানি দেয়া
ছ. সমস্ত মুখ তিনবার ধোয়া
জ. ডান হাতের কনুইসহ তিনবার ধোয়া
ঝ. বাম হাতের কনুইসহ তিনবার ধোয়া
ঞ. দুই হাতের আঙ্গুলি খিলাল করা
ট. সমস্ত মাথা একবার মাসেহ করা
ঠ. কান মাসেহ করা
ড. গর্দান মাসেহ করা
ঢ. ডান পায়ের টাখনুহ তিনবার ধোয়া
ণ. বাম পায়ের টাখনুহ তিনবার ধোয়া
ত. দুই পায়ের আঙ্গুলি খিলাল করা

১। বিসমিল্লাহ বলে ওযু শুরু করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, (ওযুর শুরুতে) যে 'বিসমিল্লাহ' বলে না তার ওযু শুদ্ধ হয় না।"[১২৬]

২। ওযুর শুরুতে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধোয়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِس يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِيْ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

---

[১২৬] আবু দাউদ,, হাদীস নং: ১০১, তিরমিযী,, হাদীস নং: ২৫। হাদীস বিশারদগণের মাঝে এ হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু শেখ নাসির উদ্দিন আলবানী আলোচ্য হাদিসটিকে গ্রহণযোগ্য হিসেবে মত দেন।

হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'ঘুম থেকে উঠে যেন কেউ তার হাত তিনবার না ধুয়ে পানির পাত্রে ডুবিয়ে না দেয়। কেননা, সে তো জানে না ঘুমের অবস্থায় তার হাত কোথায় অবস্থান করেছে।"[১২৭]

৩। ওযুর সময় মিসওয়াক করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ.

হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'আমি আমার উম্মতের উপর কঠিন হবে বলে বিবেচনা না করলে প্রত্যেক ওযুর সঙ্গে মিসওয়াক (দাঁতন) করার নির্দেশ দিতাম।"[১২৮]

৪। গড়গড়ার সাথে কুলি করা সুন্নাত[১২৯]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ صِفَةِ الْوُضُوْءِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا, يُمَضْمِضُ وَيَنْثُرُ مِنَ الْكَفِّ الَّذِيْ يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ.

হযরত আলী রা. হতে ওযুর বিবরণ সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে, 'নবী করীম সা. অতঃপর কুলকুচা করলেন ও নাকে পানি দিয়ে তিনবার ঝাড়লেন। তিনি কুলি ও নাক ঝাড়ার কাজ একই দফায় গৃহীত হাতের পানিতেই করলেন।"[১৩০]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. অন্যত্র বলেন

---

১২৭ বুখারী ১৬২, মুসলিম ২৭৮।

১২৮ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং: ৯৯২৮ ও বুখাবী, হাদীস নং: ৮৮৭। মালেক, আহমদ, নাসায়ী। ইবনে খুযাইমা একে সহীহ্ বলেছেন। ইমাম বুখারী (রহ) এর হাদীসটিকে মুআল্লাক রূপে বর্ণনা করেছেন।

১২৯ কুলি করা মানে হচ্ছে মুখের সব অংশে পানি পৌঁছানো, আর গড়গড়া মানে হচ্ছে নাকের উপরিভাগের নরম অংশ পর্যন্ত পানি পৌঁছানো। রোযাদার ব্যক্তি দিনের বেলায় গড়গড়া করবে না।

১৩০ আবু দাউদ ১১১।

حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ فِيهِ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ.

"হযরত ইবনে জুরায়েজ রা. হতে উপরিউক্ত হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, তাঁর উক্ত হাদীসে আরো আছে, মহানবী সা. বলেন, যখন তুমি ওযু কর তখন কুলি করবে।"[১৩১]

৫। পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنْثُرْ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন তোমাদের কেউ ওযু করে তখন সে যেন নাকে পানি দেয় এবং নাক ঝেড়ে নেয়।"[১৩২]

৬। সমস্ত মুখ ৩ বার ধোয়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ حُمْرَانَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوْءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمَرَافِقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هٰذَا.

---

[১৩১] আবু দাউদ,, হাদীস নং: ১৪৪।

[১৩২] আল বুখারী,, হাদীস নং: ১৬৪, মুসলিম,, হাদীস নং: ২২৬। আলোচ্য হাদিসে বাম হাতের কথা বলা হয়নি। কিন্তু ইমাম দারেমী সূত্রে বর্ণিত হাদিসে বাম হাতের কথা উল্লেখ রয়েছে। শেখ নাসির উদ্দিন আলবানী আলোচ্য হাদিসের বর্ণনাসূত্র ও সনদকে সহীহ বলেছেন যাহা মিশকাতে বর্ণিত হয়েছে।

"হযরত হোমরান রা. হতে বর্ণিত, একদা উসমান রা. [৩য় খলিফা ও মহানবী সা. এর জামাতা] ওযুর পানির পাত্র চাইলেন এবং তিনি প্রথমে দু'হাত (কব্জি) পর্যন্ত ৩ বার ধুলেন। তাউপর ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুলেন এবং বাম হাতও ঐরূপভাবে ধুলেন। তাউপর ডান পা টাখনু' (গিরা) সহ তিনবার ধুলেন, পরে বাম পা ঐভাবে ধুলেন। তাপউপর বললেন, 'আমার এই ওযুর মতোই ওযু করতে রাসূলুল্লাহ সা. কে দেখেছি।"[১৩৩]

৭। মুখ ধোয়ার সময় ঘন দাড়ির মধ্যে আঙ্গুল চালানো সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوْءِ.

"হযরত উসমান রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. তাঁর দাড়ি মুবারক ওযুর সময় খেলাল করতেন (ভিজা আঙ্গুল দিয়ে দাড়ির গোড়া ভিজাতেন)।"[১৩৪]

৮। দুই হাতের কনুইসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত

দ্রষ্টব্য: ৬ নং শিরোনামের (সমস্ত মুখ ৩বার ধোয়া সুন্নাত) এর হাদীস দেখুন।

৯। ডান হাত এবং ডান দিক থেকে শুরু করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَأُوْا بِيَمِيْنِكُمْ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'যখন তোমরা ওযূ করবে তখন তোমরা ডান দিক হতে আরম্ভ করবে।"[১৩৫]

---

১৩৩ বুখারী, হাদীস নং: ১৫৯, মুসলিম, হাদীস নং: ২২৬।
১৩৪ তিরমিযী,, হাদীস নং: ৩১ ও ইবনে খুযায়মা ৭৬৮-৭৯/১ একে সহীহ বলেছেন ।
১৩৫ বুখারী, ১৩৬, মুসলিম ২৪৬, আবু দাউদ ৪১৪১, তিরমিযী ১৭৬৬, নাসায়ী ৪৮২/৫, ইবনে মাজাহ [illegible], ইবনে খুযায়মা ১৭৮) ৪ জনে। ইবনে খুযায়মা সহীহ্ বলেছেন ।

১০। ওযুর সময় মাথা মাসেহ করা ফরজ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ صِفَةِ الْوُضُوْءِ قَالَ: وَمَسَحَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِهِ, فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ.

"হযরত আবদুল্লাহ বিন যায়েদ রা. হতে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম সা. তাঁর (মাথা মাসেহের সময়) দু'হাতকে আগে হতে পিছে এবং পিছে হতে আগে নিয়ে এলেন।"[১৩৬]

১১। দুই পায়ের টাখনুসহ ১ বার ধোয়া ফরজ এবং ৩ বার ধোয়া সুন্নাত

দ্র: সূরা মায়েদার ৬ নং আয়াত এবং ৬ নং পয়েন্টের হাদীস দেখুন।

১২। ওযুর সময় আঙ্গুল এবং পায়ের পাতায় পানি পৌঁছানো সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ...... فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي، عَنِ الْوُضُوءِ، قَالَ: أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ.

"হযরত লকিত বিন সাবুরা রা. হতে বর্ণিত,......(একটি বৃহৎ হাদিসের শেষাংশ) হে রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে ওযু সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন পরিপূর্ণভাবে ওযু করবে এবং অঙ্গুলিসমূহ খিলাল করবে।"[১৩৭]

১৩। পানি পৌঁছানোর অঙ্গগুলো ঘষা বা মর্দন করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ, فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ.

"হযরত আবদুল্লাহ বিন যায়েদ রা. হতে বর্ণিত, 'নবী করীম সা. এর নিকট দুই তৃতীয়াংশ মুদ পরিমাণ পানি আনা হলে তিনি তা তাঁর উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত রগড়িয়ে ধুতে লাগলেন।"[১৩৮]

---

[১৩৬] আল বুখারী, হাদীস নং: ১৮৫, মুসলিম, হাদীস নং: ২৩৫।

[১৩৭] আবু দাউদ, হাদীস নং: ১৪২, আত তিরমিযী, হাদীস নং: ৭৮৮, আন নাসায়ী, হাদীস নং: ১১৪।

[১৩৮] ইবনে খুজাইমাহ, হাদীস নং: ১১৮।

১৪। ওযু শেষে কালিমাহ শাহাদাহ পাঠ করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

فَإِذَا عُمَرُ قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا، قَالَ: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ:

"হযরত ওমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দেখলাম তুমি এখন এসেছো, এর পূর্বে রাসূলুল্লাহ সা. যা বলেছেন তা হলো: 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে ওযু সমাধা করে অতঃপর, এই দু'আ পাঠ করবে,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা' ও রাসূল।"

إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

আর যে ব্যক্তি এ দু'আ পড়বে তার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে দেয়া হবে। সে ইচ্ছা করলে যেকোনো দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।"[১৩৯]

১৫। বাড়িতে ওযু করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসের বাণী:

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ: كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْمَسْجِدِ -

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন যুহর নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভ হতো তখন আমাদের মধ্যে কেউ বাকীঈ'তে (জায়গার নাম) গিয়ে তার হাজত (প্রাকৃতিক কাজ) পুরা করত। তাউপর পরিবারের নিকট এসে ওযু করত এউপর নামাযে ফিরে যেত।"[১৪০]

১৬। হিসাব করে পানি ব্যবহার করা সুন্নাত

---

১৩৯ মুসলিম, হাদীস নং: ২৩৪।

১৪০ মুসলিম, হাদীস নং: ৬৬৬

হিসাব করে পানি ব্যবহার করা সুন্নাত। যেমন: এক মুদ। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ.

"হযরত আনাস রা. হতে আরো বর্ণিত, নবী করীম সা. এক 'মুদ্দ' পানিতে ওযু এক 'সা' হতে পাঁচ 'মুদ্দ' পরিমাণ পানিতে গোসল করতেন।"[১৪১]

১৭। হাত এবং পায়ের ফরজ অঙ্গগুলো ধোয়ার সময় এর সীমা বাড়ানো সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ، مِنْ أَثَرِ الْوُضُوْءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সা. কে বলতে শুনেছেন, 'আমার উম্মত কিয়ামতের দিনে ওযুর নিদর্শনবাহী নিজেদের উজ্জ্বল মুখমণ্ডল ও হাত-পা-সহ উপস্থিত হবে।' তাই যারা তাদের ঐ উজ্জ্বলতা বাড়াতে চায় তারা যেন তা বাড়িয়ে নেয়।"[১৪২]

১৮। ওযুর শেষে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করা সুন্নাত

ওযু শেষে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করা সুন্নাত। আর এ দু'রাকা'আত সালাত এর সাওয়াব হচ্ছে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِي فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ

---

[১৪১] আল বুখারী, হাদীস নং: ২০১, মুসলিম, হাদীস নং: ৩২৫ ।

[১৪২] মুসলিম, হাদীস নং: ২৪৬।

وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ"

"হযরত ওকবা বিন আমের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের উপর উট চরানোর দায়িত্ব ছিলো। একদিন আমার পালা এলে আমি উটগুলো সন্ধ্যায় চারণভূমি থেকে নিয়ে দেখলাম রাসূল সা. দাঁড়িয়ে লোকদের সামনে ভাষণ দিচ্ছেন। আমি তাঁর বক্তৃতার যে অংশ শুনতে পেলাম তা হলো: তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে ওযু সমাধা করে অতঃপর একাগ্রচিত্তে আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে দু'রাকাআত নামায পড়ে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়।" [১৪৩]

একজন মুসলমান দিন ও রাতে অনেকবার ওযু করে থাকে। কেউ কেউ দিনে পাঁচবার ওযু করে আবার এমন অনেক আছে বিভিন্ন সময়ে অনেক বার ওযু করে থাকে, তারা হলো যারা ফরজ নামায ব্যতীত অন্যান্য নামায আদায় করে। যথা: সালাতুল যোহা, কিয়ামুল লাইল তথা: তাহাজ্জুদ নামায।

সুন্নাত নিয়মে ওযু করার ফযিলত

১। এর দ্বারা নেককার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায়

যে ব্যক্তি উপরের নিয়মে উত্তমভাবে ওযু সম্পাদন করবে সে নেককার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে । এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ.

"হযরত ওসমান ইবনে আফ্‌ফান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তমভাবে ওযু সম্পাদন করে, গুনাহ্ তার শরীর থেকে ঝরে পড়ে এমনকি তার আঙ্গুলের নখের নিচ থেকেও।" [১৪৪]

মুসলিম, হাদীস নং: ২৩৪।

মুসলিম, হাদীস নং: ২৪৫।

২। তার অতীতের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়

যে ব্যক্তি উপরের নিয়মে উত্তমভাবে ওযু সম্পাদন করবে এবং ওযুর পরে দুই রাকা'আত সালাত আদায় করে, তার অতীত জীবনের সকল গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এ হাদীস-

عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ لَا أَدْرِي مَا هِيَ؟ إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"হযরত উসমান রা. এর আযাদকৃত দাস হুমরান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ওসমান ইবনে আফফান রা. এর জন্য ওযুর পানি নিয়ে এলে তিনি ওযু করে বললেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বেশকিছু হাদীস বর্ণনা করে থাকে। সে হাদীসগুলো কি তা আমার জানা নেই। তবে আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে আমার এ ওযুর ন্যায় ওযু করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি আমি যেভাবে ওযু করি এর মতো করে ওযু করে, অতঃপর দুই রাকা'আত সালাত আদায় করে এবং এ সময় কোনো কিছু চিন্তা না করে (সালাতের সাথে জড়িত বিষয় ব্যতীত), তার অতীতের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[১৪৫]

৩। ওযুর ফযিলত সম্পর্কে ইমাম নববী রহ. এর বক্তব্য

১. যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে ওযু করে, সে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাবে। আর এভাবে শয়তান তার কাছ থেকে পিছু হটতে বাধ্য হবে এবং সে কোনোরূপ কষ্ট ব্যতীত নিরাপদে থাকতে পারবে।

২. ওযু হলো শারীরিক ও মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষার জন্য শয়তানের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা দেয়ালস্বরূপ।

---

[১৪৫] আল বুখারী, হাদীস নং: ১৫৯, মুসলিম ২২৬।

ওযু ভঙ্গের কারণসমূহ

১. পায়খানা প্রসাবের রাস্তা দিয়া কোনো কিছু (পেশাব, পায়খানা, বীর্য, মযী, হাওয়া, রক্ত, কৃমি, পাথর ইত্যাদি) বের হলে ওযু ভঙ্গ হয়।[১৪৬]

অনুরূপভাবে দেহের অন্যান্য অঙ্গ থেকে (যেমন অপারেশন করে পেট থেকে পাইপের মাধ্যমে) অপবিত্র (বিশেষ করে পেশাব-পায়খানা) বের হলেও ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে।[১৪৭]

২. মুখ ভরিয়া বমি হওয়া।

৩. শরীরের কোনো জায়গা হতে রক্ত, পুঁজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া।

৪. থুতুর সাথে রক্তের ভাগ সমান বা বেশি হওয়া।

৫. চিৎ বা কাত হয়ে হেলান দিয়া ঘুম যাওয়া।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন :

"রাসূলুল্লাহ সা. বলেনঃ চোখ হলো মলদ্বারের বাঁধন। সুতরাং যে ঘুমিয়ে যায়, সে যেন ওযু করে।"[১৪৮]

অবশ্য হালকা ঘুম বা ঝিমালে (তন্দ্রা) আসলে ওযু ভঙ্গ হয় না। সাহাবায়ে কেরাম নবী সা. এর যুগে এশার নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে করতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যেতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা. এলে তাঁরা নামায পড়তেন, কিন্তু নতুন করে ওযু করতেন না।[১৪৯]

৬. পাগল, মাতাল বা অচেতন হওয়া।

৭. নামাযে । উচ্চঃস্বরে হাসা।

৮. উটের গোশত (কলিজা ও ভুঁড়ি) খাওয়া।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন :

"এক ব্যক্তি মহানবী সা. কে জিজ্ঞাসা করলো, উটের গোশত খেলে ওযু করবো কী? তিনি বললেন, হ্যাঁ উটের গোশত খেলে ওযু করো।"[১৫০]

---

১৪৬. [illegible]মতে, শরহে ফিক্হ, ইবনে উশাই, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২০।।
১৪৭. [illegible]মতে, শরহে ফিক্হ, ইবনে উশাই, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২১।।
১৪৮. আহমাদ, সুনানে আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ, মিশকাতুল মাসাবীহ ৩১৬, সহীহুল জামে'৪১৪ নং হাদীস।
১৪৯. সহীহ মুসলিম ৩৭৬ নং হাদীস, সুনানে আবু দাউদ হাদীস নংঃ ১৯৯-২০১।
১৫০. সহীহ মুসলিম ৩৬০ নং হাদীস।

৯. পেশাব-পায়খানার দ্বার (গুপ্তাঙ্গ) সরাসরি স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হয়। কিন্তু কাপড়সহ স্পর্শ করলে ওযু ভেঙ্গে যাবে না। এটি ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মত।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন :

"মহানবী সা. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিনা পর্দায় গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করবে, তার জন্য ওযু করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।"[১৫১]

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে (গুপ্তাঙ্গ) সরাসরি স্পর্শ করলে ওযু ভাঙ্গবে না। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীস- "হযরত তালাব বিন আলী রা.-হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওযু করার পর কোনো ব্যক্তি তাঁর পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে কী হুকুম হবে? এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, উহা তো শরীরের অঙ্গ বৈ কিছু নয়।"[১৫২]

তায়াম্মুমের বিধি-বিধান

কোন কোন অবস্থায় তায়াম্মুম করা যাবে

১. পবিত্র পানি পাওয়া না গেলে।
২. পানি পর্যন্ত পৌঁছতে গেলে নামায কাযা হতে পারে।
৩. পানি পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তায় কোনো বিপদ বা জীবনের ঝুঁকি থাকলে।
৪. পানি ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলে।
৫. পান করার পানি শেষ হবার সম্ভাবনা থাকলে।

ফরজ গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করার দরকার হলে উপরোক্ত নিয়মেই করবে। এর জন্য আলাদা কোনো নিয়ম নেই। তবে পানি পাওয়ার সাথেসাথেই গোসল করতে হবে। ওযুর জন্য পানি কিংবা তায়াম্মুমের জন্য মাটি কোনোটিই না পাওয়া গেলে ওযু-তায়াম্মুম ব্যতীতই নামায পড়া যাবে।

তায়াম্মুমের ফরজ

তায়াম্মুমের ফরজ ৩টি

১. নিয়্যত করা
২. সমস্ত মুখ একবার মাসেহ করা

[১৫১] সিলসিলায়ে সহীহাহ, আলবানী ১২৩৫ নং হাদীস।
[১৫২] আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুত ত্বহারাত।

৩. দুই হাতের কনুইসহ একবার মাসেহ করা

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী-

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ.

"যদি তোমরা অসুস্থ হও, অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা সেরে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর, অতঃপর পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও-অর্থাৎ, স্বীয় মুখ-মণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মাসেহ কর।"[১৫৩]

যে সকল বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয

পবিত্র মাটি এবং মাটির ন্যায় সকল বস্তু (যেমনঃ পাথর, বালি, কাঁকর, সিমেন্ট প্রভৃতি) দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয। ধুলাযুক্ত মাটি পাওয়া না গেলে ধুলাহীন পাথর বা বালিতে তায়াম্মুম করা যাবে।[১৫৪]

তায়াম্মুম করার সহীহ পদ্ধতি

সহীহ হাদীস অনুসারে তায়াম্মুম করার পদ্ধতি হলোঃ

(নিয়্যত করার পর 'বিসমিল্লাহ' বলে) দুই হাতের তালু মাটির উপর মারতে হবে। তাউপর তুলে নিয়ে তার উপর ফুঁক দিয়ে অতিরিক্ত ধুলোবালি উড়িয়ে দিয়ে উভয় হাত দ্বারা চেহারা মাসেহ করতে হবে। এউপর ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে।[১৫৫]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ»

ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, 'তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে দু'দফা হাত মারা বিধেয়। এক দফা মুখমন্ডলের জন্য আর এক দফা কনুই পর্যন্ত দু'হাতের জন্য।'[১৫৬]

---

১৫৩ আল কুর'আন, সূরা মায়িদা ৫:৬।
১৫৪ ফাতাওয়া ইসলামিয়া, সাউদি উলামা-কমিটি,১/২১১৮।
১৫৫ সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাতুত মাসাবীহ ৫২৮।
১৫৬ মুসনাদুল কাবীর তাবরানী, হাদীস নং- ১৩৩৬৬, দারাকুৎনী ১৮০৬। মুহাদ্দিসগণ হাদীসটির মওকুফ হওয়াকেই ঠিক বলে সাব্যস্ত করেছেন। -সুবুলুস সালাম। (মাওকুফ যে হাদীসের সনদ সাহাবী পর্যন্ত পৌছায়। রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌছান সাব্যস্ত নয়।)

তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ

যে যে কারণে ওযু ভঙ্গ হয়, ঠিক সে সে কারণে তায়াম্মুমও ভেঙে যায়। কারণ তায়াম্মুম হলো ওযুর বিকল্প। এ ছাড়া যে কারণে তায়াম্মুম করা হয়েছে, সেই অসুবিধা দূর হয়ে গেলে তায়াম্মুম ভেঙে যায়। যেমন- পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করলে, পানি পাওয়ার সাথে তায়াম্মুম ভেঙে যায়। অসুস্থতার জন্য তায়াম্মুম করলে, সুস্থ হওয়ার পর তায়াম্মুম ভেঙে যায়।[১৫৭]

তায়াম্মুমের মাসয়ালা-মাসায়েল

১। নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্বেই তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়ার বিধান

পানি খোঁজাখুঁজির পর পানি না পেয়ে নামাযের আওয়াল ওয়াক্তেই নামায পড়া উচিত। শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করা বা শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত পানি খোঁজা জরুরি নয়। আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়ার পর, ওয়াক্ত থাকা অবস্থায় পানি পেলে পুনরায় নামায পড়ার প্রয়োজন নেই।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস-

"হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি সফরে বের হলো। নামাযের সময় হলে তারা উভয়ে পানি না পেয়ে তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিল। অতঃপর ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্বেই তারা পানি পেয়ে গেল। একজন পানি দ্বারা ওযু করে পুনরায় নামায পড়লেন এবং অপরজন পড়লো না। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ সা. এর নিকট ঘটনাটি খুলে বললো। তিনি যে নামায পুনরায় পড়েনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমার নামায সুন্নাতের অনুসারী হয়েছে এবং তোমার নামায শুদ্ধ হয়েছে।' এবং যে নামায পুনরায় পড়লো তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব।"[১৫৮]

কিন্তু সুন্নাত সম্পর্কে জেনে তায়াম্মুম করে একবার নামায পড়ার পর ওয়াক্ত থাকা অবস্থায় পানি পেয়ে পুনরায় ওযু করে নামায পড়া উচিত নয়।[১৫৯]

---

[১৫৭] ফিকহুস সুনান, উর্দু, ১ম খণ্ড, পৃ নং: ৬৩।
[১৫৮] সুনানে ইবু দাউদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে দারেমী, মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং: ৫৩৩।
[১৫৯] আলমুমতে, শারহে ফিক্হ, ইবনে উষাই ১/৩৪৪।

২। পাশেই মজুদ পানি রেখে খোঁজাখুঁজি না করে তায়াম্মুম করে নামায পড়ার বিধান

পানি খোঁজাখুঁজি না করেই তায়াম্মুম করে নামায পড়লে এবং পানি তার আশে-পাশে মজুদ থাকলে নামায বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তাকে পুনরায় ওযু করে নামায পড়তে হবে।[১৬০]

৩। তায়াম্মুম করে নামায পড়া অবস্থায় পানি পাওয়া গেলে কী করবে

যে ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় পানি পাবে সে নামায ছেড়ে দিয়ে ওযু করে পুনরায় নামায পড়বে।[১৬১]

গোসল করার সহীহ নিয়ম

গোসল আরবী শব্দ। এর অর্থ: পানি দিয়ে ধৌত করা। মহান আল্লাহর বাণী:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا.

"যদি তোমরা (গোসল ফরজ হওয়ার মতো) অপবিত্র হও, তবে সারা দেহ পবিত্র করে নাও (গোসল করে নাও)।"[১৬২]

ফরজ গোসল করতে হলে প্রথমে গোসলের নিয়্যত করে ৩ বার উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবে। অতঃপর বাম হাতের উপর পানি ঢেলে দেহের নাপাকী ধুয়ে ফেলবে। অতঃপর বাম হাতকে মাটি অথবা সাবান দ্বারা ধুয়ে নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করবে। ওযুর পর ৩ বার মাথায় পানি ঢেলে ভালো করে চুলগুলো ধুয়ে নেবে, যাতে সমস্ত চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়। অতঃপর সারা শরীরে ৩ বার পানি ঢেলে ভালোভাবে পরিষ্কার করবে। এবং গোসলের জায়গা পরিষ্কার না হলে গোসল শেষে উভয় পা ভালোভাবে ধুয়ে নেবে।[১৬৩]

মহিলাদের গোসল পুরুষদের গোসলেন ন্যায়। মহিলার মাথার চুলের বেণী বাঁধা থাকলে তা খোলা জরুরি নয়, তবে ৩ বার পানি নিয়ে চুলের গোড়া অবশ্যই ধুয়ে নিতে হবে।[১৬৪] নখ পালিস থাকলে গোসলের পূর্বেই তা তুলে ফেলতে হবে, নতুবা গোসল হবে না। তবে মেহেদী লাগানো অবস্থায় গোসল হয়ে যাবে।

---

[১৬০] আলমুমতে, শারহে ফিক্‌হ, ইবনে উষাই ১/৩৪৩।
[১৬১] সুনানে ইবু দাউদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে দারেমী, মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং: ৫৩৩।
[১৬২] আল কুর'আন, সূরা মায়িদা ৫:৬।
[১৬৩] সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ হাদীস নং: ৪৩৫-৪৩৬।
[১৬৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৪৩৮।

ফরজ গোসল ও সুন্নাত গোসল এক গোসল দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে, এজন্য আলাদা আলাদা গোসলের প্রয়োজন নেই। গোসলের পর নামাযের জন্য পৃথক ওযুর প্রয়োজন নেই। গোসলের পর ওযু ভাঙ্গার কোনো কারণ সংঘটিত না হলে গোসলের ওযুতেই নামায পড়া যাবে।[১৬৫]

যে সকল পানি দ্বারা ওযু-গোসল করা যাবে

পবিত্রতা অর্জন কেবল এমন পানি দিয়েই হতে পারে যা নিজে পাক। অপবিত্র পানি দিয়ে ওযু-গোসল করা যায় না। যে সকল পানি দ্বারা ওযু-গোসল করা যায় সেগুলো হলো: বৃষ্টি, নদ-নদী, খাল-বিল, ঝর্ণা, সমুদ্র, পাকা কুয়া ও পুকুরের পানি, ইহা মিঠা হোক কিংবা লোনা।

যে সকল কারণে গোসল ফরজ হয়

পাঁচ কারণে গোসল ফরজ হয়। (ক) কামভাব সহকারে বীর্যপাত (খ) সহবাস: যদিও বীর্যপাত না হয় (গ) স্বপ্নদোষ: যদি বীর্যপাত হয় (ঘ) হায়েযের পর ও (ঙ) নেফাসের পর।

যে সকল কারণে গোসল ওয়াজিব হয়

তিন কারণে গোসল ওয়াজিব হয়। যেমন-

১. যদি কেউ নতুন মুসলমান হয় এবং কাফির অবস্থায় গোসল ফরজ হয়ে থাকে, অথচ গোসল করেনি অথবা শরীয়ত অনুসারে গোসল না করে থাকে, তবে তার উপর গোসল ওয়াজিব হয়।

২. যদি কেউ পনের বছরের পূর্বে বালেগ হয় অর্থাৎ স্বপ্নদোষ হয় তার প্রথম স্বপ্নদোষের জন্য গোসল ওয়াজিব হয়। কিন্তু এউপর যে স্বপ্নদোষ হয় তাতে গোসল করা ফরজ হয়।

৩. মৃত মুসলমানকে গোসল দেয়া জীবিত মুসলামনেদের উপর ফরজে কিফায়া।

সুন্নাত গোসলের বিবরণ

চার ধরনের সুন্নাত গোসল রয়েছে: (ক) জুমু'আর নামাযের জন্য গোসল (খ) ঈদের নামাযের জন্য গোসল (গ) হজ্জ ও ওমরার ইহরাম বাঁধার জন্য গোসল এবং (ঘ) আরাফাতের ময়দানে হজ্জ করার জন্য গোসল করা সুন্নাত।

---

[১৬৫] সুনানে ইবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং:৪৪৫।

অধ্যায়-৭
পোশাক পরিধান ও খোলার বিধি-বিধান
কাপড় পরিধান এবং খোলায় সুন্নাত

১। কাপড় পরা এবং খুলে রাখার সময় বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত

بِسْمِ اللّٰهِ

"বিসমিল্লাহ" তথা আল্লাহর নামে খুলে রাখলাম।"[১৬৬]

ইমাম আন নববী রহ. বলেন, সকল কাজের শুরুতেই বিসমিল্লাহ পড়া উচিত।[১৬৭]

২। পোশাক পরিধানের সময় দু'আ পাঠ করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস-

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى كَسَانِى هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي، وَلَا قُوَّةٍ** غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ.

হযরত সাহল বিন মুয়ায বিন আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি কাপড় পরিধান করার সময় বলবে: 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে এটা পরিধান করিয়েছেন এবং আমার শক্তি ও সামর্থ্য ছাড়াই তিনি আমাকে এটা দান

---

[১৬৬] তিরমিযী-২/৫০৫, প্রমুখ এরওয়াউল গালীল এর ৪৯ এবং সহীহ আল জামে' এর ৩/২০৩ পৃ. দ্রষ্টব্য।

[১৬৭] যদি পোশাক পরিধান ও খোলার সময় বিসমিল্লাহ বলার কোনো দলিল নেই, কিন্তু সাধারণভাবে সকল কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার নিয়মানুসারে এখানেও বিসমিল্লাহ বলা উচিত।

করেছেন'। আর যে এটা পড়বে তার অতীত-বর্তমান গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"[১৬৮]

৩। কাপড় পরিধানের সময় ডান দিক থেকে শুরু করা সুন্নাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا لَبِسْتُمْ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ، فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: যখন তোমরা পোশাক পরিধান করবে এবং ওযু করবে তখন ডান দিক থেকে শুরু করবে।"[১৬৯]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর অন্য হাদীস-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبِسَ قَمِيصًا بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখনই জামা পরতেন তখন ডান দিক দিয়ে শুরু করতেন।"[১৭০]

৪। পরিধেয় বস্ত্র বাম দিক থেকে খোলা[১৭১] সুন্নাত

৫। পুরুষদের উত্তম পোশাক হলো পাঞ্জাবি

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيصَ.

"উম্মে সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলের (স) কাছে অতি পছন্দনীয় কাপড় ছিল পাঞ্জাবি।"[১৭২]

---

[১৬৮] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৪০২৩।

[১৬৯] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৪১৪১।

[১৭০] সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং: ১৭৬৬।

[১৭১] বাম দিক থেকে খোলার কোন দলিল নেই, কিন্তু সাধারণ নিয়মানুসারে সকল ভালো কাজ ডান দিক থেকে শুরু হয় এবং বিপরীত কাজগুলো বাম দিক খেকে শুরু হয়। সুতরাং পোশাক পরিধান করার সময় ডান দিক খেকে ও খোলার সময় বাম দিক থেকে শুরু করতে হয়।

[১৭২] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ৪০২৫।

৬। রাসূলুল্লাহ সা. রেশমী কাপড় পরিধান করা অপছন্দ করতেন

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস-

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ، فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ، وَقَالَ: «لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ.

হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রেশমী কাপড়ের একটি জামা রাসূলুল্লাহ (স) কে উপহার দেয়া হলো। তিনি তা পরিধান করলেন। এউপর সে অবস্থায় নামায পড়লেন। যখন নামায শেষ করলেন তখন তা অপছন্দ করে খুবই দ্রুত খুলে ফেললেন। এউপর বললেন, এটা পরহেজগারদের জন্য পরিধান করা উচিত নয়।[১৭৩]

৭। রেশমী কাপড় পুরুষদের জন্য হারাম

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস-

عَنْ حُذَيْفَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ.

হযরত হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি "তোমরা মোটা ও মিহি রেশমী কাপড় পরিধান করো না।"[১৭৪]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. অন্যত্র বলেন-

عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ.

হযরত ওমর বিন খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চই রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, নিশ্চই যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী কাপড় পরে যার পরকালে কোনো অংশ থাকবে না। (তাক্বওয়া কথাটি সব মু'মিনের জন্য প্রযোজ্য। তবে সে ক্ষেত্রে মানুষের স্তর ভেদে মর্যাদা রয়েছে।)"[১৭৫]

---

১৭৩ সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৩৭৫।

১৭৪ সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৫৪২৬।

১৭৫ সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৫৮৩৫।

৮। পুরুষদের জন্য হলদে কাপড় পরা নিষেধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস-

عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرِ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ الرَّيْطَةُ عَلَيْكَ؟» فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ، فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُّورًا لَهُمْ، فَقَذَفْتُهَا فِيهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ، مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ؟» فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «أَلَا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ.

"হযরত শুয়াইব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সা. এর সাথে একটি সরুপথ বেয়ে নামছিলাম, সে সময় তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন তখন আমার গায়ে হলুদ দ্বারা রং করা একটি কাপড়ের টুকরা ছিল (যা ওড়নার মতো তবে তা পুরুষদের গামছা বা তোয়ালে জাতীয়)। তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তোমার গায়ে এ কাপড়ের টুকরা কী? তখন আমি বুঝতে পারলাম, তিনি কী অপছন্দ করেছেন তখন আমি আমার পরিবারের কাছে এসে দেখলাম তারা রান্না করছে। অতঃপর সেই কাপড় আগুনে নিক্ষেপ করলাম। এউপর দিন আমি রাসূলুল্লাহ সা. এর কাছে আসলাম. তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর বান্দা, তুমি সেই কাপড়ের অংশ কী করেছ? তখন আমি তাঁকে সে ঘটনা জানালাম। তখন তিনি বললেন তোমার পরিবারে কাউকে পরিধান করতে দাওনি কেন? তা মহিলাদের জন্য কোনো দোষের নয়।"[১৭৬]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. অন্য এক হাদীসে বলেন-

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ.

[১৭৬] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ৪০৬৬।

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি কষ্টদায়ক বা শক্ত কাপড় এবং রুকু সিজদায় কিরায়াত পড়তে ও হলদে রঙ্গের কাপড় পরিধান করতেও নিষেধ করেছেন।"[১৭৭]

৯। চিত্রাঙ্কিত কাপড় পরিধান করা নিষেধ

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي.

হযরত আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. কামিস বা একটি পাতলা কাপড়ের উপর নামায আদায় করলেন। অতঃপর তাতে অংকিত ছবির প্রতি একবার দৃষ্টি দিলেন। যখন তিনি নামায সমাপ্ত করলেন। তখন বললেন, তোমরা এ কাপড়টি নিয়ে আবু জাহামে (বাজারে) নিয়ে যাও এবং আবু জাহাম (বাজার) থেকে বেগুনী রঙের অন্য একটি কাপড় আন। কেননা তা আমার নামাযে একাগ্রতার বদলে বেখেয়াল করে রেখেছে।"[১৭৮]

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا، وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي.

হযরত আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত। তিন বলেন, নবী করীম (স) বলেছেন, 'আমি কাপড়টির চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করছিলাম যখন আমি ছিলাম নামাযে তখন আমি ভয় করলাম, তা আমাকে ফিতনা, তথা বিপদগ্রস্ত করে ফেলবে।"[১৭৯]

১০। প্রসিদ্ধতা বা অহংকার প্রকাশক পোশাক পরিধান করা নিষেধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে খ্যাতি অর্জনের কাপড় পরিধান করে পরকালে আল্লাহ তা'আলা তাকে লাঞ্ছনাকর কাপড় পরিধান করাবেন। অতঃপর তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হবে।"[১৮০]

---

১৭৭ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ২০৭৮।
১৭৮ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৩৭৩।
১৭৯ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৩৭৩।
১৮০ সুনানে ইবনে মাযাহ, হাদীস নং; ৩৬০৭।

১১। টাখনুর নিচে পোশাক পরিধান করা নিষেধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, পায়জামার যে অংশ টাখনুর নিচে থাকবে তা জাহান্নামে যাবে।"[১৮১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, আল্লাহ কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির দিকে (রহমতের) দৃষ্টি দিবেন, যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ পায়জামা (টাখনুর নিচে) ঝুলিয়ে রাখে।"[১৮২]

লুঙ্গি পরিধানের সুন্নাত নিয়ম

১. রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাদা রংঙ্গের লুঙ্গি ছিল এবং তিনি সাদা রং পছন্দ করতেন। (বুখারী শরীফ)

২. রাসূলুল্লাহ সা.-এর লুঙ্গি সর্বদা অর্ধনালা বরাবর রাখতেন। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৫৬২)

জামা-পায়জামা পরিধান করার সুন্নাত নিয়ম

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা.-এর জামা মুবারক পায়ের গিরা পর্যন্ত লম্বা ছিল।

২. হযরত আসমা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা.-এর জামার আস্তিন হাতের কবজি পর্যন্ত হতো।

টুপি পরিধানের সুন্নাত নিয়ম

১. রাসূলুল্লাহ সা. সাদা কাপড়ের এমন টুপি পরতেন যা মাথার সাথে লেগে থাকত।

২. পাগড়ির নিচে টুপি পরিধান করা সুন্নাত। (তিরমিযী, হাদীস নং : ১৬৫৭)

পাগড়ি বাঁধার সুন্নাত নিয়ম

১. ডানদিক হতে পাগড়ি পরিধান করা সুন্নাত।

২. পাগড়ির দুটি শিমলাই পিছনে ঝুলিয়ে দেয়া সুন্নাত। (মুসলিম, হাদীস : ১/৪৪০)

৩. পাগড়ি কালো, সাদা, সবুজ এ তিনটি রং হতে যে কোনো রং-এর হওয়া সুন্নাত। (আবু দাউদ, হাদীস নং : ৩৫৫৪)

---

[১৮১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৫৭৮৭
[১৮২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৫৭৮৮

দাঁড়ি রাখার সুন্নাত নিয়ম

হাদীসের বাণী

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى

"হযরত ইবনু 'উমার রা. সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম স. বলেছেন, তোমরা মুশরিকদের বিপরীত কাজ করবে দাঁড়ি লম্বা রাখবে, গোঁফ ছোট করবে।"[১৮৩] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى

"হযরত ইবনু 'উমার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, তোমরা গোঁফ বেশি ছোট করবে এবং দাঁড়ি বড় রাখবে।"[১৮৪]

জুতো পরার সুন্নাত নিয়ম

১। ডান দিক থেকে পরা এবং বাম দিক থেকে খোলা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النّبى صلى الله عليه وسلم يعجبه التّيمّن فى تنعّله, وترجّله, وطهوره, وفى شأنه كلّه.

"আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর জুতা পরা, কেশ বিন্যাস, ওযু ইত্যাদি যাবতীয় শুভ কাজ ডান দিক হতে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।"[১৮৫]

একজন মুসলিম বহুবার দিনে জুতো পরিধান এবং খুলে থাকে, যেমন মসজিদে প্রবেশ ও বের হবার সময়, টয়লেটে প্রবেশ ও বের হবার সময়, বাস-বাড়ি থেকে বের হবার সময় এবং ঘরে প্রবেশের সময়। যখন সে নিয়্যত এবং আন্তরিকতাসহ সুন্নাহ অনুযায়ী এই কাজটি করবে সে অনেক সওয়াব ও পুরস্কার অর্জনে সক্ষম হবে।

২। দাঁড়ানো অবস্থায় জুতা পরিধান করা নিষেধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِماً.

"হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. দাঁড়িয়ে জুতা পরতে নিষেধ করেছেন।"[১৮৬]

---

১৮৩ সহীহ লিল বুখারী, পর্ব ৭৭: পোশাক, অধ্যায় ৬৪, হাদীস নং ৫৮৯২; মুসলিম, পর্ব ২: পবিত্রতা, অধ্যায় ১৬, হাদীস নং ২৫৯।

১৮৪ সহীহ লিল বুখারী, পর্ব ৭৭: পোশাক, অধ্যায় ৬৫, হাদীস নং ৫৮৯৩; মুসলিম, পর্ব ২: পবিত্রতা, অধ্যায় ১৬, হাদীস নং ২৫৯।

১৮৫ বুখারী /১৬৮।

৩। জুতা অথবা মোজার একপাট পরিধান করে চলাফেরা করা নিষেধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ.

"হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন জুতার একটি পাট পরে চলাফেরা না করে যতক্ষণ না সে অন্য পাটটি ঠিক করে নেয় এবং একটি মোজা পরে চলাফেরা না করে।"[১৮৭]

ঘরে প্রবেশ এবং বের হওয়ার সুন্নাত

১। বিসমিল্লাহ বলে ঘরে প্রবেশ ও বের হওয়া

ইমাম আন নববী রহ. বলেন, বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে মানুষের অন্তরে আল্লাহর স্মরণ বৃদ্ধি পায় এবং মানুষকে মহৎ করে তোলে।

২। ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহকে স্মরণ করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ.

"হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি: যখন একজন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ করে এবং প্রবেশ করার সময় এবং খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহর নাম নেয়, শয়তান বলে (অন্য শয়তানকে) তোমাদের জন্য কোনো বাসস্থানও নেই এবং কোনো খাবারও নেই।"[১৮৮]

৩। ঘরে প্রবেশের সময় এ দু'আ পাঠ করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَلْيَقُلْ:

"হযরত আবু মালিক আশআরী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করে তখন সে যেন বলে:

---

[১৮৬] আবু দাউদ শরীফ;, হাদীস নং: ৪১৩৫।
[১৮৭] মুসলিম শরীফ;, হাদীস নং: ২০৯৯।
[১৮৮] মুসলিম,, হাদীস নং: ২০১৮।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ، وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সর্বোত্তম প্রবেশ এবং সর্বোত্তম বের হওয়া কামনা করি। আল্লাহর নামেই আমরা প্রবেশ করি এবং আল্লাহর নামেই আমরা বের হই এবং আমাদের রবের প্রতি আমরা তাওয়াক্কাল করি।"[১৮৯]

৪। ঘরে প্রবেশ করে মিসওয়াক করা সুন্নাত

(ওযু অধ্যায়ে উল্লিখিত হাদীস দেখুন) [১৯০]

৫। ঘরে প্রবেশ করে ঘরের বাসিন্দাদের সালাম দেয়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً

"অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করো, তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এটা আল্লাহ্র কাছ থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র দু'আ।"[১৯১]

আর এখানে সালামকেই আল্লাহর প্রশংসা বলা হয়েছে।

৬। এই দু'আ পাঠ করে ঘর থেকে বের হওয়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ

"হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি ঘর থেকে বের হয় তখন সে যেন বলে:

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁরই উপর ভরসা করে বের হলাম। আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে কোনো শক্তি সামর্থ্য নেই অসৎ কাজ থেকে বাঁচার এবং সৎ কাজ করার।"

যে এটা বলে তাকে বলা হয়।

يُقَالُ حِينَئِذٍ: هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ.

"তোমার জন্য যথেষ্ট হবে এবং তুমি নিরাপত্তা পাবে এবং শয়তান অপসারণ হবে।"[১৯২]

---

[১৮৯] আবূ দাউদ, হাদীস নং: ৫০৯৬।
[১৯০] মুসলিম, হাদীস নং: ২৫৩।
[১৯১] আল কুর'আন, সূরা আন নুর ২৪:৬১।
[১৯২] আবূ দাউদ, হাদীস নং: ৫০৯৬ এবং আত তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৪২৬।

বি. দ্রঃ মুসলমানদেরকে দিন ও রাতে বহুবার মসজিদ, ঘর-বাড়ি, কাজ-কর্ম ইত্যাদির উদ্দেশে প্রবেশ ও বের হতে হয়। সুতরাং যখন সে প্রবেশ ও বের হবার সময় উক্ত সুন্নাতসমূহ পালন করে, তবে সে দুনিয়াবি উপকারিতার পাশাপাশি পরকালেও পুরস্কৃত হবে।

উক্ত সুন্নাহসমূহ পালনের উপকারিতা ও ফযিলত

১. বান্দা, এর দ্বারা বিশ্বজনীন ও ধর্মীয় সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়মানুসারে করতে পারবে।
২. বান্দা, এর দ্বারা সকল পাপ কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে।
৩. বান্দা, এর দ্বারা আল্লাহর অভিভাবকত্ব পাবে।

অন্যের ঘরে প্রবেশের সুন্নাত নিয়ম

১। অনুমতি নিয়ে অন্যের ঘরে প্রবেশ করা সুন্নাত

২। সালামের মাধ্যমে ঘরে প্রবেশের অনুমতি নেয়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত প্রবেশ করো না, এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম কর। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"[১৯৩]

৩। কারো ঘরে প্রবেশের সময় নিজের পূর্ণ পরিচয় দেয়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضى اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي، فَدَقَقْتُ البَابَ، فَقَالَ: «مَنْ ذَا» فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: «أَنَا أَنَا» كَأَنَّهُ كَرِهَهَا.

"হযরত যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বাবার ঋণের ব্যাপারে আলোচনার জন্য নবী করীম সা. এর কাছে আসলাম। তারপর দরজায় কড়া নাড়লাম। অতঃপর তিনি বললেন, দরজায় কে? আমি বললাম, আমি, তারপর রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, আমি আমি যেন তিনি তা অপছন্দ করলেন।'[১৯৪]

---

[১৯৩] আল কুর'আন; সূরা আর নূর ২৪ : আয়াত নং:২৭।
[১৯৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৬২৫০।

৪। সালাম ব্যতীত ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে, প্রবেশের অনুমতি না দেয়া

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ جَابِرٍ اِنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَأْذَنُوا لِمَنْ لَمْ یَبْدَأْ بِالسَّلَامِ.

"হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি সালাম না দিয়ে কারো ঘরে প্রবেশের অনুমতি চায়, তোমরা তাকে প্রবেশের অনুমতি দিও না।" [১৯১]

৫। কোনো বিবাহিত মহিলার ঘরে একাকী প্রবেশ করা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ... قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ، بَعْدَ يَوْمِي هَذَا، عَلَى مُغِيبَةٍ، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ.

"হযরত ওমর বিন হারিস রা. থেকে বর্ণিত, . . . রাসূলুল্লাহ সা. মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বললেন: আজকের পরে কোনো ব্যক্তি যেন স্বামী অনুপস্থিত এমন বিবাহিত নারীর ঘরে প্রবেশ না করে। তবে তার সাথে আরো একজন অথবা দু'জন পুরুষ থাকলে কোনো অসুবিধা নেই।"[১৯২]

৬। কারো ঘরে উঁকি দেওয়া নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: যদি কেউ অনুমতি ছাড়া তোমার ঘরে উঁকি মারে, তবে তুমি পাথর মেরে তার চোখ নষ্ট করে দিলে এতে তোমার কোনো গুনাহ হবে না।"[১৯৩]

---

১৯১ মুসনাদে আবু ইয়ালা; হাদীস নং:১৮০৯ ।

১৯২ মুসলিম শরীফ; হাদীস নং:২১৭৩ ।

১৯৩ মুসলিম শরীফ; হাদীস নং:২১৫৬ ।

অধ্যায়-৮
মসজিদে প্রবেশ, বের ও অবস্থানের সুন্নাতসমূহ

১। তাড়াতাড়ি মসজিদে যাওয়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যদি মানুষ জানত আযানে এবং প্রথম কাতারে কী পুরস্কার রয়েছে এবং লটারি করা ব্যতীত এ পুরস্কার অর্জনের আর কোনো পথ না পেত, তাহলে তারা লটারি করত। যদি তারা জানতো যুহরের সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করার কী পুরস্কার রয়েছে তাহলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করতো। যদি তারা জানত ইশা এবং ফজরের সালাত জামা'আতে আদায় করার ফযিলত, তাহলে তারা তা আদায় করতে আসত এমনকি যদি তাদেরকে হামাগুড়ি দিয়েও আসতে হতো।"[১৯৪]

ইমাম নববী রহ. বলেন, তা'যীর অর্থ নামাযের জন্য তাড়াহুড়া অর্থাৎ দ্রুতগতিতে ছুটে যাওয়া।

২। মসজিদে যাওয়ার সময় এ দু'আ পড়া সুন্নাত

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী

---

[১৯৪] আল বুখারী, হাদীস নং: ৬১৫ এবং মুসলিম, হাদীস নং: ৪৩৭।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَبَقَيْتُ كَيْفَ يُصَلِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. وَهُوَ يَقُولُ

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার খালা মাইমুনা রা. এর গৃহে রাত যাপন করছিলাম, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছি তা হলো: মুয়াযি্যন আযান দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সা. ঘর থেকে বের হলেন এবং বললেন:

: اللهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا. وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا. وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، اللهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا.

"হে আল্লাহ! আমার ক্বলবে আপনি নূর দান করুন, আমার জিহ্বায় নূর দিন, আমার কানের মধ্যে নূর দিন, আমার চোখের মধ্যে নূর দিন, আমার পেছনে নূর দিন, আমার সামনে নূর দিন এবং আমার উপরে নূর দিন এবং আমার নিচে নূর দিন। হে আল্লাহ আমার উপর নূর বর্ষণ করুন।"[১৯৫]

৩। মসজিদে হেঁটে যাওয়া সুন্নাত

মুসলিম আইনশাস্ত্রবিদগণ বলেন, মসজিদে হেঁটে যাওয়ার মাধ্যমে পরকালীন মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ইসলামি শরী'আহ তাড়াহুড়া ব্যতীত মসজিদে হেঁটে যাওয়ার মাঝে নানা উপকার ও ফযিলত বর্ণনা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.

---

[১৯৫] মুসলিম, হাদীস ৭৬৩।

"হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আমি কী তোমাদেরকে এমন কথা জানাবো না, যা করলে আল্লাহ তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করবেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন? লোকেরা বললো হে রাসূলুল্লাহ সা. আপনি বলুন। তিনি বললেন: কষ্টকর অবস্থায় থেকেও পূর্ণাঙ্গভাবে ওযু করা, নামাযের জন্য বারবার মসজিদে যাওয়া এবং এক নামাযের পর আরেক নামাযের জন্য অপেক্ষা করা; আর এ কাজগুলো হলো সীমান্ত প্রহরার মতো সাওয়াবের কাজ।"[১৯৬]

৪। ধীরস্থির ও প্রশান্তচিত্তে মসজিদে হেঁটে আসা সুন্নাত

ধীরস্থির ও প্রশান্তচিত্তে অর্থাৎ সাকিনাহ[১৯৭] এবং ওয়াকার[১৯৮] সহ মসজিদে হেঁটে যাওয়া সুন্নাত। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. হাদীস-

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি: যখন নামায শুরু হয়ে যায় তোমরা তাতে শরীক হওয়ার জন্য দৌড়াবে না বা তাড়াহুড়া করবে না। বরং ধীরস্থিরভাবে হেঁটে হেঁটে যাও। তোমাদেরকে গাম্ভীর্য বজায় রাখতে হবে। এভাবে ইমামের সাথে নামাযের যে অংশ পাবে তাই পড়বে। আর যা পাবে না তা পূর্ণ করে নেবে।"[১৯৯]

৫। মসজিদে প্রবেশের সময়ে দু'আ পাঠ করা সুন্নাত

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. হাদীস-

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ.

---

[১৯৬] মুসলিম, হাদীস নং: ২৫১।

[১৯৭] সাকিনাহ হচ্ছে ধীরে সুস্থে যাওয়া এবং তাড়াহুড়া বর্জন করা ।

[১৯৮] ওয়াকার হচ্ছে দৃষ্টিকে নামিয়ে রাখা এবং কণ্ঠকে নীচু রাখা এবং এদিক সেদিক অধিক তাকানো বর্জন করা ।

[১৯৯] আল বুখারী, হাদীস নং: ৬৩৬ এবং মুসলিম, হাদীস নং: ৬০২।

"হযরত ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন তিনি বলতেন,

بِسْمِ اللَّهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি), দুরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ সা. এর উপর। হে আল্লাহ, তুমি আমার পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং হে আল্লাহ, তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বার খুলে দাও।"[২০০]

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর অন্য আরেকটি হাদীস-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلْ

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে সে যেন রাসূলুল্লাহ সা. এর উপর দুরূদ পাঠ করে এবং বলে:

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

"হে আল্লাহ, তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বার খুলে দাও।"[২০১]

৬। ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ، يَقُولُ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى.

"হযরত আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, তোমাদের জন্য সুন্নাত হলো যখন তোমরা মসজিদে প্রবেশ করো তখন তোমরা ডান পায়ে প্রবেশ করবে।"[২০২]

৭। তাহিয়্যাতুল মসজিদ সালাত আদায় করা সুন্নাত

মসজিদে প্রবেশ করে (বসার আগে) তাহিয়্যাতুল মসজিদ সালাত আদায় করা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন:

---

২০০ সুনান নাসায়ী, হাদীস নং: ৭২৮ এবং ইবনে মাজাহ, হাদীস নং: ৭৭১ ।

২০১ সহীহ ইবনে মুহাম্মাদ আলবানী, হাদীস ২৬৭।

২০২ মুসতাদরাক আল হাকিম, হাদীস নং: ৮২২।

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

"হযরত আবু কাতাদাহ রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে সে যেন বসার পূর্বেই দু'রাকাআত নামায পড়ে নেয়।[২০৩]

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, 'নিষিদ্ধ সময়েও তাহিয়্যাতুল-মসজিদ সালাত আদায় বৈধ।'

ইমাম হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন: 'মুজতাহিদগণের ঐক্যমত্য সিদ্ধান্ত হলো তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায একটি সুন্নাত[২০৪] নামায।

৮। প্রথম কাতারে বসা সুন্নাত

প্রথম কাতারে বসা সুন্নাত, যেমন রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، .

"হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যদি মানুষ জানত কী (পুরস্কার) রয়েছে আযানে এবং প্রথম কাতারে এবং এটি (পুরস্কার) অর্জনের আর কোনো পথ না পেত লটারি করা ব্যতীত, তাহলে তারা লটারি করত ..."[২০৫]

৯। মসজিদ থেকে বের হবার সময় এ দু'আ পাঠ করা সুন্নাত

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন:

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

---

[২০৩] আল বুখারী, হাদীস নং: ১১৬৩ এবং মুসিলিম, হাদীস নং: ৭১৪।

[২০৪] সুন্নাহ হলো এমন আমল যা পালন করা বাধ্যতামূলক নয়।

[২০৫] আল বুখারী, হাদীস নং: ৬১৫ এবং মুসলিম, হাদীস নং: ৪৩৭।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদ থেকে বের হয়; তখন সে যেন বলে, "হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে তোমার অনুগ্রহ কামনা করছি।"[২০৬] ইমাম আবু দাউদ উক্ত হাদীসের সাথে দুরূদ পাঠানো বৃদ্ধি করে বর্ণনা করেন।

১০। মসজিদ থেকে বাম পা দিয়ে বের হওয়া সুন্নাত

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ، يَقُولُ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى، وَإِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُسْرَى.

হযরত আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমাদের জন্য সুন্নাত হলো যখন তোমরা মসজিদে প্রবেশ করো তখন তোমরা ডান পায়ে প্রবেশ করবে এবং যখন বের হবে তখন বাম পায়ে বের হবে।"[২০৭]

মসজিদে বসার উপকারিতা ও ফযিলত

হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُولُ:

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমাদের মধ্য হতে কেউ যেস্থানে সালাত আদায় করেছে, তথায় কোনো কথা না বলে বসে থাকবে ফেরেশতাগণ তার জন্য রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনা করে বলবে:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ

'হে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন' এবং 'হে আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।"[২০৮]

---

২০৬ মুসলিম, হাদীস নং: ৭১৩, আবু দাউদ, হাদীস নং: ৪৬৩।

২০৭ মুসতাদরাক আল হাকিম, হাদীস নং: ৮২২ ।

২০৮ আল বুখারী, হাদীস নং: ৪৪৫।

এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী হতে পারে? মসজিদে বসা অবস্থায় আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বলেন, দেখো যাদেরকে তোমরা সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছিলে, তারা কীভাবে আমার প্রার্থনা করছে।

মসজিদে যে সকল কাজ করা নিষিদ্ধ

১। নামায ও যিকির ভিন্ন কাজে মসজিদকে পথ হিসেবে ব্যবহার না করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে নবী করীম সা. বলেছেন :

عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ طُرُقًا إِلَّا لِذِكْرٍ أَوْ صَلَاةٍ.

"হযরত সালিম রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমরা নামায ও যিকির ব্যতীত মসজিদকে পথ হিসেবে ব্যবহার করো না।"[২০৯]

২। তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সাওয়াবের নিয়তে ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে নবী করীম সা. বলেছেন-

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضى الله عَنْهُ، يُحَدِّثُ بِأَرْبَعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، . . وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ، إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى وَمَسْجِدِي.

"হযরত আব্দুল মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে শুনেছেন, তিনি চারটি কথা রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, ...(চতুর্থটি হলো) তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সাওয়াবের নিয়্যতে গমন করবে না। (মসজিদগুলো হলো) মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা এবং মসজিদে নববী।"[২১০]

---

[২০৯] তাবারানী শরীফ; হাদীস নং:১৩২১৯।

[২১০] আল বুখারী, হাদীস নং: ৪৪৫।

৩। মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ না করা সুন্নাত

রাসূলুল্লাহ সা. মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ না করতে বলেছেন, এমনকি তাদেরকে মসজিদে যাবার অনুমতি দিতে উৎসাহিত করেছেন।

এ প্রসঙ্গে নবী করীম সা. বলেছেন-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ.

"হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, তোমরা আল্লাহর বান্দিদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করো না।"[২১১]

ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ.

"হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি: যদি তোমাদের স্ত্রীগণ মসজিদে যাবার অনুমতি চায়, তবে তাদেরকে মসজিদে যাবার অনুমতি দাও।"[২১২]

তবে মহিলাদেরকে মসজিদে যাবার আগে তার স্বামী থেকে অনুমতি নিতে হবে এবং কোনো রকম সাজসজ্জা ও সুগন্ধি না লাগিয়ে মসজিদে যেতে হবে।

৪। মসজিদ নিয়ে গর্ব করা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে নবী করীম সা. বলেছেন-

عَنْ اَنَسٍ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسَ فِي الْمَسَاجِدِ.

"হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. মসজিদ নিয়ে গর্ব করতে নিষেধ করেছেন।"[২১৩]

---

২১১ মুসলিম শরীফ; হাদীস নং:৪৪২।

২১২ মুসলিম শরীফ; হাদীস নং:৪৪২।

২১৩ ইবনুল হিব্বান;, হাদীস নং: ১৬১৩।

অধ্যায়-৯
আযান ও ইক্বামত

আযানের পরিচয়

আযানের আভিধানিক অর্থ: কোনো জিনিস সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَأَذَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ

"আর আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে আযান"।[২১৪] অর্থাৎ ঘোষণা। পরিভাষায় "শরীআত কর্তৃক অনুমোদিত নির্দিষ্ট শব্দের মাধ্যমে সালাতের সময় সম্পর্কে ঘোষণা প্রদান করাই হলো আযান"।[২১৫]

আযান ও ইক্বামাতের হুকুম

পাঁচ ওয়াক্ত ও জুমার সালাত আদায়ের জন্য আযান ও ইক্বামত দেয়া পুরুষদের উপর ফরযে কিফায়া, নারীদের উপর নয়। আযান ও ইক্বামত উভয় ইসলামি শরীআতের বিধান। আলাহ তা'আলা বলেন-

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ.

"হে মুমিনগণ! যখন জুমুআর দিনে সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও"।[২১৬]

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন:

فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

"যখন সালাতের সময় হয়, তখন তোমাদের একজন যেন আযান দেয় এবং তোমাদের মধ্যে বয়স্ক ব্যক্তি যেন তোমাদের ইমামতি করে"।[২১৭] এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আযান ফরজে কিফায়া।

---

[২১৪] আল কুর'আন, সূরা তাওবা ৯ : ৩

[২১৫] মুগনি লি ইব্ন কুদামা: ২/৫৩, তারিফাত লি জুরজানি: পৃ.৩৭, সুবুলুস সালাম: ২/৫৫

[২১৬] আল কুর'আন, সূরা জুমা ৬২ : ৯

[২১৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৬২৮

বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী আযান দেয়া পুরুষদের জন্য ওয়াজিব: বাড়িতে বা সফরে, একাকী বা জমাআতের সাথে সালাত আদায়কারী, আদায় সালাত বা কাযা সালাত আদায়কারী, স্বাধীন বা গোলাম সবার উপর আযান ওয়াজিব।[২১৮]

আযানের ফযিলত

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ.

"আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত"।[২১৯]

আযান ও মুয়াজ্জিনের ফযিলত সম্পর্কে অনেক হাদিস রয়েছে, যেমন:

মুআবিয়া ইব্‌ন আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি:

الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"মুয়াজ্জিনগণ কিয়ামতের দিন সবচেয়ে উঁচু গর্দানের অধিকারী হবে"।[২২০]

২. আযান শয়তানকে তাড়িয়ে দেয়। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন:

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ، وَلَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى

---

[২১৮] মুখতারাতুল জালিয়্যাহ লি সাদি: পৃ.৩৭, ফতোয়া শায়খ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম: ২/২২৪, শারহুল মুমতি: ২/৪১

[২১৯] আল কুর'আন, সূরা ফুসসিলাত ৪১ : ৩৩

[২২০] মুসলিম: ১৪/৩৮৭

"যখন সালাতের আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান বাতকর্ম করতে করতে (দুর্গন্ধযুক্ত বাতাস পায়ুপথে বের করতে করতে) পিছু হটতে থাকে, যেন সে আযান শুনতে না পায়। যখন আযান শেষ হয়, তখন নিকটবর্তী হয়, যখন ইক্বামত আরম্ভ হয় সে পিছু হটে, ইক্বামত শেষ হলে সে আগমন করে এবং ব্যক্তি ও তার অন্তরের মাঝে বিভিন্ন কথা ও ভাবনার উদ্রেক করে, সে বলে: এটা স্মরণ কর, ওটা স্মরণ কর, ইতঃপূর্বে যা কখনো তার মনে হয়নি। এক সময় এমন হয় যে, সে সালাতের রাকা'আত সংখ্যা ভুলে যায়"।[২২১]

৩. মানুষ যদি আযানের ফযিলত জানত, তাহলে তারা এর জন্য লটারি করত।[২২২]

৪. যে কোনো বস্তু মুয়ায্যিনের আওয়াজ শুনবে, সে তার সাক্ষ্য দিবে।[২২৩]

৫. মুয়ায্যিনকে তার আওয়াজ পরিমাণ ক্ষমা করা হয়, আর যারা তার সাথে সালাত আদায় করে, সে তাদের সাওয়াবও লাভ করে।[২২৪]

৬. নবী করীম সা. মুয়ায্যিনের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেছেন।[২২৫]

৭. আযানের মাধ্যমে পাপ মোচন হয় ও জান্নাতে প্রবেশ সহজ হয়।[২২৬]

৮. "বারো বছর যে ব্যক্তি আযান দিবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। প্রতি দিন তার আযানের মোকাবেলায় ষাটটি নেকি এবং প্রত্যেক ইক্বামতের জন্য ত্রিশটি নেকি লিপিবদ্ধ করা হবে"।[২২৭]

আযানের সহীহ্ পদ্ধতি

রাসূলুল্লাহ সা.-এর সামনে বেলাল সর্বদা যে আযান দিয়েছেন, তা হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন জায়েদ রা. থেকে বর্ণিত আযান।[২২৮] যার পদ্ধতি নিম্নরূপ:

---

[২২১] বুখারি: ৬০৮, মুসলিম: ৩৮৯

[২২২] বুখারি: ৬১৫, মুসলিম: ৪৩৭

[২২৩] বুখারি: ৬০৯

[২২৪] নাসায়ি: ২/১৩, হাদিস নং: ৬৪৬, আহমদ: ৪/২৮৪, মুনযিরি "তারগিব ও তারহিব": ১/২৪৩।

[২২৫] আবু দাউদ: ১/১৪৩, হাদিস নং: ৫১৭, তিরমিযী: ১/৪০২, ইব্‌ন খুজাইমাহ, হাদিস নং: [illegible] "সহিহ তারগিব ও তারহিব": ১/১০০

[২২৬] আবু দাউদ: ২/৪, হাদিস নং: ১২০৩, নাসাঈ২০, হাদিস নং: ৬৬৬, "সহিহ তারগিব ও তারহিব" ১/১০২, হাদিসটি সহিহ।

[২২৭] ইব্‌ন মাজাহ: ৭২৩, হাকেম ফিল মুসতাদরাক: ১/২০৫, হাদিসটি সহিহ, তারগিব ও তারহিব: [illegible]

[২২৮] আহমদ: ৪/৪২-৪৩, আবু দাউদ: ১/১৩৫, হাদিস নং: ৪৯৯, তিরমিযী: ১/৩৫৮, হাদিস নং: [illegible] সহিহ ইব্‌ন খুজাইমাহ: ১/১৯৩, হাদিস নং: ৩৭১, ইব্‌ন মাজাহ: ১/২৩২, হাদিস নং: ৭০৬

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللّٰهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ
عَلَى الْفَلَاحِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ.

অর্থাৎ আযানের বাক্য হবে ১৫টি। যথা :

আল্লাহু আকবার	: ৪ বার
আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ	: ২ বার
আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ	: ২ বার
হাইয়া আলাসসালাহ্	: ২ বার
হাইয়া আলালফালাহ্	: ২ বার
আল্লাহু আকবার	: ২ বার
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ	: ১ বার
সর্বমোট	: ১৫ টি বাক্য

সর্বোপরি সহীহ হাদীস মোতাবেক আযানের ৪টি নিয়ম রয়েছে। উল্লিখিত পদ্ধতি ব্যতীত দ্বিতীয় পদ্ধতিতে আযানের বাক্য ১৯টি, যা আবু দাউদ শরীফের ৪৭৫ নং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তৃতীয় পদ্ধতিতে আযানের বাক্য ১৭টি, যা মুসলিম শরীফের ১৪/৩৭৯ নং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং চতুর্থ পদ্ধতিতে আযানের বাক্য ১৩টি, যা সহীহ ইবনে খুযায়মার ১/২০২ নং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

মুয়ায্যিনের আদব/পালনীয় সুন্নাত

এক মুয়ায্যিনের আযান দেওয়ার জন্য কতগুলো আদব রয়েছে, সেগুলো হলো :

১. মুসলিম ব্যক্তি কর্তৃক আযান দেয়া, যদি কোনো কাফের আযান দেয় তাহলে শুদ্ধ হবে না, কারণ সে ইবাদাতের উপযুক্ত নয়।
২. প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি কর্তৃক আযান দেয়া, যার বয়স সাত থেকে সাবালক পর্যন্ত, যে কথা বুঝে ও উত্তর দিতে পারে, তার নিকট কোনো বস্তু চাওয়া হলে সে উপস্থিত করতে পারে।

৩. বিবেকবান ব্যক্তি কর্তৃক আযান দেয়া, পাগলের আযান শুদ্ধ নয়।
৪. পুরুষ কর্তৃক আযান দেয়া, নারীদের আযানের কোনো গ্রহণ যোগ্যতা নেই।[২২৯]
৫. নীতিবান ব্যক্তি কর্তৃক আযান দেয়া।[২৩০]
৬. পবিত্র অবস্থায় আযান দেয়া।[২৩১]
৭. আযানের শব্দ ধীরে ধীরে বলা এবং ইক্বামত দ্রুত বলা।[২৩২]
৮. ধারাবাহিকভাবে আযান দেয়া, অর্থাৎ আযানের শব্দগুলো পউপর বলা, দুই বাক্যের মাঝখানে দীর্ঘ বিরতি না নেয়া, যদি হাঁচি চলে আসে, তাহলে পূর্বের বাক্যের উপর নির্ভর করে পরবর্তী বাক্য বলা, কারণ এ বিরতি অনিচ্ছাকৃত।[২৩৩]
৯. আযানের বাক্যগুলোর শেষে যযম বলা।
১০. উঁচুস্থানে দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হয়ে আযান দেয়া।[২৩৪] তবে বর্তমান যমানায় মাইকের মাধ্যমে আযান দেওয়া হয়, তাই উঁচুস্থান থেকে আযান না দিলেও চলবে।
১১. দুই কানে হাতের আঙ্গুল রাখবে।[২৩৫]
১২. 'হাইয়া আলাসসালাহ্' বলার সময় ডানে ও 'হাইয়া আলালফালাহ্' বলার সময় বামে চেহারা ঘুরাবে, কিন্তু নিজের শরীর ঘুরাবে না।[২৩৬]
১৩. সালাতের সময় হলে আযান দেয়া, অর্থাৎ প্রথম ওয়াক্তে আযান দেয়া।[২৩৭]
১৪. উঁচু আওয়াজে আযান দেয়া।[২৩৮]
১৫. সুন্দর আওয়াজে আযান দেয়া, যা মুস্তাহাব।[২৩৯] তবে আযানে এমন সূর গ্রহণ করা যাবে না, যা শব্দ ও অর্থ বিকৃতি করে দেয়, যা আরবি ব্যাকরণের বিপরীত।[২৪০]

---

[২২৯] বায়হাকি: ১/৪০৮, মানারুস সাবিল: ১/৬৩, শারহুল মুমতি: ২/৬১
[২৩০] বায়হাকি: ১/৪২৬
[২৩১] আবু দাউদ: ৫১৯
[২৩২] আবু দাউদ: ৫১৯
[২৩৩] বুখারি: ২৬৯৭, মুসলিম: ৭১৮
[২৩৪] আবু দাউদ: ৫১৯
[২৩৫] আহমদ: ৪/৩০৮, তিরমিযী: ১৯৭, ইব্ন মাজাহ: ৭১১
[২৩৬] আবু দাউদ: ৫২০, বুখারি: ৬৩৪ ও মুসলিম: ৫০৩।
[২৩৭] বুখারি: ৬২৮, মুসলিম: ৬৭৪, ইব্ন মাজাহ: ৭১৩, আহমদ: ৫/৯১
[২৩৮] আবু দাউদ: ৪৯৯, ইব্ন মাজাহ: ৭০৬

১৬. আযানের সময় সম্পর্কে অবগত থাকা। যদি অন্ধ হয় তবে তাকে সঠিক ওয়াক্ত সম্পর্কে সংবাদ দাতা থাকতে হবে।[২৪১]

১৭. আমানতদার হওয়া ওয়াজিব।[২৪২]

১৮. বিনিময় গ্রহণ না করা।[২৪৩] তবে বায়তুল মাল/মসজিদ কমিটি থেকে মুয়ায্যিনদের ভাতা দেয়া দোষণীয় নয়, কারণ বায়তুল মাল মুসলমানদের সুবিধার জন্যই গঠন করা হয়েছে। আর আযান ও ইক্বামত মুসলমানদের সুবিধার একটি।[২৪৪]

১৯. এক ব্যক্তির আযান দিতে হবে, দুই জনের আযান শুদ্ধ নয়। যদি এক ব্যক্তি আযান আরম্ভ করে, অতঃপর অপর ব্যক্তি তা পুরো করে, তাহলে আযান শুদ্ধ হবে না।

২০. আযান দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা।

আযানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়ার বিধান

যার উপর সালাত ওয়াজিব, তার জন্য আযানের পর মসজিদ থেকে কোনো কারণ ব্যতীত অথবা ফিরে আসার নিয়ত ব্যতীত বের হওয়া হারাম। কারণ আবু হুরায়রা রা. জনৈক ব্যক্তিকে বলেন, যে আযানের পর মসজিদ থেকে বের হয়েছিল:

أَمَّا هَذَا، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"এ ব্যক্তিকে আবুল কাসেম তথা নবী সা.-এর নাফরমানি করল"।[২৪৫]

"নবী সা.-এর সাহাবি ও তার পরবর্তী লোকদের আমল অনুরূপ ছিল, অর্থাৎ আযানের পর কোনো কারণ ব্যতীত অথবা ওযুর জন্য অথবা অন্য কোনো জরুরী কাজ ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হবে না"।[২৪৬]

সুবুলুস সালাম লি সানআনি: ২/৭০, সহিহ ইব্‌ন খুজাইমাহ: ১/১৯৫, হাদিস নং: ৩৭৭

শারহুল মুমতি: ২/৬৯,৬০-৬২

বুখারি: ৬১৭, মুসলিম: ১০৯২

বায়হাকি: ১/৪২৬, আল-বানি হাদিসটি হাসান বলেছেন: ইরওয়াউল গালিল: ১/২৩৯, আবু দাউদ: ৫১৭, তিরমিযী: ২০৭

আবু দাউদ: ৫৩১, তিরমিযী: ২০৯, নাসাঈ: ৬৭২, ইব্‌ন মাজাহ: ৭১৪, আহমদ: ৪/২১, আল-বানি ইরওয়াউল গালিল: ৫/৩১৫ এ হাদিসটি সহিহ বলেছেন, হাদিস নং: ১৪৯২

মুগনি লি ইব্‌ন কুদামা: ২/৭০, নাইলুল আওত্বার লি শাওকানি: ২/১৩২, শারহুল মুমতি লি ইব্‌ন উসাইমিন: ২/৪৪

মুসলিম: ২৫৯/৬৫৫

তিরমিযী: (২০৪)

জুমু'আর আযান

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ.

"যখন জুমু'আর দিনে সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও"।[২৪৭]

জুমু'আর আযান অন্যান্য দিনের আযানের ন্যায়; তবে বিভিন্ন মাযহাবে জুমার ছানী আযান নিয়ে মতভেদ রয়েছে, হযরত ওসমান রা.-এর খিলাফতকাল থেকে জুমার দ্বিতীয় আযানের প্রচলন হয়, যা ইমাম সাহেব খুৎবা দেওয়ার পূর্বে মিম্বারে বসলে দেওয়া হয়। এ সম্পর্কিত সহীহ হাদীসের বর্ণনা হলো :

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، «أَنَّ الَّذِي زَادَ التَّأْذِينَ الثَّالِثَ يَوْمَ الجُمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حِينَ كَثُرَ أَهْلُ المَدِينَةِ.

"হযরত সায়িব ইবনে ইয়াযিদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মদীনার আধিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান রা. জুমু'আর তৃতীয় আযান বৃদ্ধি করলেন।"[২৪৮] এখানে তৃতীয় আযান বলে আযান-ইক্বামত ব্যতীত অপর আযানটির কথা তথা ছানী আযানের কথা বুঝানো হয়েছে।

আযান এর সুন্নাতসমূহ

আযানের ক্ষেত্রে পাঁচটি সুন্নাত রয়েছে যা ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যেম তাঁর "যাদ আল মা'আদ" কিতাবে উল্লেখ করেছেন:

১। আযানের উত্তর দেয়া সুন্নাত,

নবী করীম সা. বলেছেন,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ

[২৪৭] আল কুর'আন, সূরা জুমা ৬২ : ৯

[২৪৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৯১৩

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমরা যখন আযান শুনবে তখন মুয়ায্যিন যা বলেন তোমরা তাই বলবে।"[২৪৯]

তবে মুয়াযযিন যখন বলে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. "এসো নামাযের দিকে, এসো কল্যাণের দিকে।"

তখন তোমরা বলবে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. "আল্লাহ ব্যতীত কোনো শক্তি এবং ক্ষমতা নেই।"[২৫০]

এই সুন্নাত পালনের উপকারিতা ও ফযিলত হচ্ছে, এটি জান্নাতে প্রবেশ অপরিহার্য করে দেয়, যা সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

২। আযান শোনার পরে নিম্নের দু'আ পড়া সুন্নাত

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ

"হযরত সাঈদ বিন আবু ওয়াক্কাস রা. রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের সাক্ষ্য প্রদানের পর বলবে:

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا

"আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো মাবূদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই। আর মুহাম্মদ সা. তাঁর বান্দা এবং রাসূল। আমি আল্লাহকে প্রভু এবং মুহাম্মদ সা. কে রাসূল এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে লাভ করে পরিতুষ্ট' غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[২৫১]

এই সুন্নাত পালনের উপকারিতা ও ফযিলত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে।

---

[২৪৯] বুখারী ৬১১ মুসলিম পর্ব 4, ১০/৩৮৩ ও মুসতাদরাক আল হাকিম, হাদীস নং: ৮২২ ।

[২৫০] আল বুখারী, হাদীস নং: ৬১৩ এবং মুসলিম, হাদীস নং: ৩৮৫।

[২৫১] মুসলিম, হাদীস নং: ৩৮৬।

৩। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা. এর উপর দুরূদ এবং সালাম প্রেরণ করা সুন্নাত
রাসূলুল্লাহ সা. বলেন:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا.

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছেন; যখন তোমরা আযান শুনো তখন তোমরা এর পুনরাবৃত্তি করো অতঃপর আমার প্রতি দুরূদ প্রেরণ করো, কেননা যে আমার প্রতি একবার দুরূদ প্রেরণ করে মহান আল্লাহ তার প্রতি দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"[২৫২]

এখানে দুরূদ বলতে পূর্ণ দুরূদে ইবরাহীম উদ্দেশ্য
রাসূলুল্লাহ সা. বলেন:

عَنْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ؟ قَالَ: قُولُوا:

"হযরত কা'ব বিন ওযরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করলাম ঈভাবে আমরা আহলে বায়তের প্রতি দুরূদ প্রেরণ করবো, আল্লাহ অচিরেই আমাদেরকে তা জানাবেন। তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তোমরা বল:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

[২৫২] মুসলিম, হাদীস নং: ৩৮৪।

"হে আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মদ সা. ও তাঁর পরিবারের উপর যেমনি আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইব্রাহীম আ.-এর পরিবারের উপর। হে আল্লাহ বরকত দান করুন মুহাম্মদ সা. ও তাঁর পরিবারের উপর; যেমনি বরকত নাযিল করেছেন ইব্রাহীম আ.-এর পরিবারের উপর। আপনিই তো সর্বপ্রশংসিত মহামর্যাদাবান।"[২৫৩]

৪। দুরূদ এবং সালাম প্রেরণ করার পর এই দু'আ পাঠ করা সুন্নাত

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ:

"হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে বলবে:

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ،

"হে আল্লাহ, এই সার্বিক আহ্বান এবং প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু, মুহাম্মদ সা. কে ওসীলা এবং ফযিলত তথা উচ্চতম মর্যাদা দান করো। আর, তাঁকে মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) পৌঁছিয়ে দাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছো। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা ভঙ্গ করো না।

حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ.

"কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভের অধিকারী হবে।"[২৫৪]

এই দু'আ পাঠ করার উপকারিতা হচ্ছে পুনরুত্থান দিবসে রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর জন্য সুপারিশ করবেন।

৫। আযানের উত্তর দেয়ার পর নিজের কল্যাণ ও মঙ্গলের দু'আ করা সুন্নাত

অবশেষে নিজের জন্য দু'আ পাঠ করা, নিজের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন:

---

[২৫৩] আল বুখারী, হাদীস নং: ৩৩৭০।

[২৫৪] বুখারী, হাদিস নং-৬১৪

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ.

"আনাস ইবনে মালিক রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ঘোষণা করেছেন, আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ের প্রার্থনা (আল্লাহর মহান দরবারে) অগ্রাহ্য হয় না।"[২৫৫]

৬। আযানের সময়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে আযান দেয়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন:

عَنْ بِلَالٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا: وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا.

"হযরত বিলাল রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করে দেখিয়ে বলেন: এভাবে সুবহি সাদিক সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ফজরের আযান দেবে না।"[২৫৬]

ইক্বামাতের সাথে সম্পৃক্ত সুন্নাতসমূহ

ইক্বামতের পরিচয়

ইক্বামতের আভিধানিক অর্থ: اَلْإِقَامَةُ শব্দটি أقام ক্রিয়া এর মূল ধাতু বা মাসদার। আরবিতে إِقَامَةُ الشَّيْءِ তখনই বলা হয়, যখন কোনো কিছু স্থির ও সোজা করা হয়।

পরিভাষায় নির্দিষ্ট যিকরের মাধ্যমে সালাত আরম্ভ হওয়ার ঘোষণা দেয়াই হলো ইক্বামত।[২৫৭] ইক্বামত হচ্ছে সালাত আরম্ভের ঘোষণা দেয়া ইক্বামতকে দ্বিতীয় আযান বা দ্বিতীয় আহ্বানও বলা হয়।[২৫৮]

ইক্বামতের সহীহ পদ্ধতি

সহীহ হাদীস দ্বারা স্বীকৃত ইক্বামতের পদ্ধতি ৩টি।

---

[২৫৫] আবু দাউদ,, হাদীস নং: ৫২১।
[২৫৬] আবু দাউদ,, হাদীস নং: ৫৩৪ ।
[২৫৭] রওজুল মুরবি: (১/৪২৮)
[২৫৮] শারহুল উমদাহ: (২/৯৫)

প্রথম পদ্ধতি, রাসূলুল্লাহ সা.-এর সামনে বেলাল সর্বদা যে ইক্বামত দিয়েছেন, তাতে বাক্য ছিল ১১ টি।[২৫৯] দ্বিতীয় পদ্ধতি যাতে বাক্য আছে ১৭ টি এবং তৃতীয় পদ্ধতি যাতে বাক্য ১০ টি।

আমাদের দেশে সাধারণত উপরোক্ত পদ্ধতিগুলোর মাধ্যে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ইক্বামত দেওয়া হয় তাতে বাক্য ১৭ টি। এপদ্ধতির ১৭ টি বাক্য হলো :

হযরত আবু মাহযুরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. তাদেরকে এভাবে ইক্বামত শিক্ষা দিয়েছেন,

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

অর্থাৎ ইক্বামতের বাক্য হবে ১৭টি। যথা :

আল্লাহু আকবার	: ৪ বার
আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ	: ২ বার
আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ	: ২ বার
হাইয়া আলাসসালাহ্	: ২ বার
হাইয়া আলালফালাহ্	: ২ বার
ক্বদ কমাতিসসলাহ	: ২ বার
আল্লাহু আকবার	: ২ বার
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ	: ১ বার
সর্বমোট	: ১৭ টি বাক্য[২৬০]

২৫৯ আহমদ: (৪/৪২-৪৩), আবু দাউদ: (১/১৩৫), হাদিস নং: (৪৯৯), তিরমিযী: (১/৩৫৮), হাদিস নং: (১৮৯), সহিহ ইব্‌ন খুজাইমাহ: (১/১৯৩), হাদিস নং: (৩৭১), ইব্‌ন মাজাহ: (১/২৩২), হাদিস নং: (৭০৬)

২৬০ হাদীসটি সহীহ ও হাসান, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং : ৫০২, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং : ১৯২

ইক্বামতের উত্তর দেয়া সুন্নাত

ইক্বামতের ক্ষেত্রে ইক্বামতকারী ব্যক্তি যা বলে তার পুনরাবৃত্তি করা, শুধু

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ.

"এসো নামাযের দিকে, এসো কল্যাণের দিকে।"

এর জবাবে বলবে:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ.

"আল্লাহ ব্যতীত কোনো শক্তি এবং ক্ষমতা নেই।"

قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ "নামায শুরু হতে যাচ্ছে।"

এর জবাবে বলবে: اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا

"আল্লাহ নামাজ প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং একে টিকিয়ে রাখবেন।"[২৬১]

এ প্রসঙ্গে রাসূলে সা. এর বাণী:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ: النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا.

"হযরত আবু ওমামাহ রাসূলুল্লাহ সা. এর কিছু সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, যখন হযরত বিলাল রা. ইক্বামত দিচ্ছেন এবং যখন قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ 'নামায শুরু হতে যাচ্ছে' তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا 'আল্লাহ নামাজ প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং একে টিকিয়ে রাখবেন'।"[২৬২]

---

[২৬১] আলোচ্য হাদীসটি যদিও একটি দুর্বল হাদিস তবুও এর আমল করা যেতে পারে। কারণ এটি আমল সংক্রান্ত হাদিস যা গ্রহণের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের সম্মতি রয়েছে।

[২৬২] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং : ৫২৮

অধ্যায়-১০
নামায

নামাযের পরিচয়

নামায অর্থ বন্ধন। নামাযের মাধ্যমে যেহেতু বান্দা ও তার রবের মাঝে বন্ধন সৃষ্টি হয়, তাই এর নাম দেয়া হয়েছে নামায। আর ইসলামি পরিভাষায় নামায হলো, রাসূলুল্লাহ সা. প্রদর্শিত ইবাদাতের সেই নির্দিষ্ট পদ্ধতি, যা তিনি মুসলমানদের হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। এককথায় নামায হলো নিয়্যত সহযোগে বিশেষ কিছু শর্তসমন্বিত নির্দিষ্ট কথা ও কাজের নাম, যা তাকবিরের মাধ্যমে সূচিত হয়ে সালামের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

নামাযের গুরুত্ব

ইসলাম আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম। এ ধর্মের দ্বিতীয় ভিত্তিমূল নামায। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, ইসলামের মূল ভিত্তি পাঁচটি। একথার সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্জ এবং রমযানের রোযা।"[২৬৩]

এ পাঁচটির মধ্যে দ্বিতীয়টি হলো নামায।

নামায মুমিনদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের প্রশংসা করে বলেন, "তারা নামায কায়েম করে।"[২৬৪]

---

২৬৩ বুখারি, হাদীস নং : ৮

২৬৪ আল কুর'আন, সূরা বাক্বারা : ০৩

যারা নামাযের ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করে তাদের নিন্দা করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.

"তাদের পর আসল এমন এক অসৎ বংশধর যারা নামায বিনষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।"[২৬৫]

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'যে আসরের নামায ত্যাগ করল তার আমল বরবাদ হয়ে গেল।' (সহীহ্ বুখারি)

নামায একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত, যার জন্য নবী-রাসূলগণ আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এবং এ জন্য আল্লাহর বিশেষ হিদায়েত ও তাওফিক প্রার্থনা করেছেন। যেমন ইবরাহিম আ. এর আকুতি কুর'আনের ভাষায়:

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ.

"হে আমার রব! আমাকে নামায কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের রব! আর আমার দু'আ কবুল করুন।"[২৬৬]

আল্লাহ তাআলা ইসমাঈল আ.-এর প্রশংসা করেছেন এ জন্য যে তিনি নামায কায়েম করতেন এবং অন্যদের নামাযের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। মহান আল্লাহর বাণী,

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا.

"সে তার পরিবারকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিত আর সে ছিল তার রবের সন্তোষপ্রাপ্ত।"[২৬৭]

নামাযের হুকুম

সজ্ঞান সাবালক প্রত্যেক মুসলমানের উপর নামায ফরজ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

[২৬৫] আল কুর'আন, মারইয়াম, ১৯ : ৫৯
[২৬৬] আল কুর'আন, ইবরাহিম, ১৪ : ৪০
[২৬৭] আল কুর'আন, মারইয়াম, ১৯ : ৫৫

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ.

"তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর।"[২৬৮]

মহান আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ.

"আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদাত করে। তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে; নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়; আর এটিই হলো সঠিক দীন।"[২৬৯]

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ.

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন।"[২৭০]

রাসূলুল্লাহ সা. অন্যত্র বলেন,

'আল্লাহ তাআলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন, যে ব্যক্তি সুন্দর করে অযু করবে, অতঃপর সময়মত তা আদায় করবে এবং তার রুকু ও একাগ্রতা যথাযথ আদায় করবে, আল্লাহর দায়িত্ব হচ্ছে তাকে ক্ষমা করে দেয়া। আর যে এমনটি করবে না, তার ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা, হয় তাকে ক্ষমা করে দেবেন; নয় তাকে শাস্তি দেবেন।'

নামায কাদের উপর ফরজ

নিম্নোক্ত শ্রেণির লোকদের উপর নামায পড়া ফরজ।

১. মুসলমান হওয়া

সালাত ছাড়াও অন্যান্য যেকোনো ইবাদাতের ক্ষেত্রেই মুসলমান হওয়া পূর্বশর্ত। মুসলমান বলতে উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করে এবং মুহাম্মদ সা. কে রাসূল বলে স্বীকৃতি প্রদান করে, আর

---

২৬৮ আল কুর'আন, বাক্বারা, ২ : ১১০

২৬৯ আল কুর'আন, বাইয়িনা, ৯৮ : ০৫

২৭০ সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ১৪৯৬

ইসলামকে একমাত্র দীন বলে মনে-প্রাণে মেনে নেয়। অবিশ্বাসীর যাবতীয় ইবাদাত প্রত্যাখ্যাত। অবিশ্বাসীদের কোনো ইবাদাতই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, যদিও তারা জমিনভর স্বর্ণ কল্যাণকর কাজে ব্যয় করে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا.

"আমি তাদের কৃতকর্মগুলো বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলি-কণায় পরিণত করব।"[২৭১]

২ . প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া

প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া অর্থাৎ ভালোমন্দ বিচারের উপযুক্ত বয়সে উপনীত হওয়া। অবুঝ বা ছোট শিশু, যে নিজের জন্য কোনো রূপ ভালোমন্দ চিহ্নিত করতে সক্ষম নয়, তার উপর সালাত ওয়াজিব নয়। শিশু যখন ভালোমন্দের পার্থক্য করতে পারে এবং সুন্দর ও অসুন্দর চিনতে পারে, তখন বুঝতে হবে যে, সে বিচার-বিশ্লেষণ করার মতো বয়সে পৌঁছে গেছে। সাধারণত সাত বছর বয়সে বাচ্চারা ভালোমন্দ বুঝতে পারে। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

"তোমর সাত বছর বয়সে তোমাদের বাচ্চাদের সালাতের আদেশ দাও। আর সালাত না পড়লে দশ বছর বয়সে তাদের হালকা মারধর কর। আর তাদের বিছানা আলাদা করে দাও।"[২৭২]

৩. বিবেকসম্পন্ন হওয়া

বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিই শরী'আতের বিধানাবলি উপলব্ধি ও গ্রহণ করতে পারে। জ্ঞানহীন ব্যক্তির উপর শরী'আতের কোনো বিধানই ওয়াজিব নয়। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

---

[২৭১] আল কুর'আন, সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ২৩

[২৭২] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং : ৬৭৫৬

عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ.

"হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, তিন ব্যক্তি দায়মুক্ত, (তাদের কোনো গুনাহ লিখা হয় না)। ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত, পাগল সুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এবং ছোট বাচ্চা বড় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।"[২৭৩]

নামাযের মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'সবকিছুর মূল হচ্ছে ইসলাম, ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে নামায।'[২৭৪]

নামায আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ও সর্বোত্তম আমল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমরা অবিচল থাক, গণনা করো না। তোমরা কাজ করো। মনে রাখবে তোমাদের সর্বোত্তম আমল হলো নামায, আর মুমিন ব্যতীত অন্য কেউ ওযুর যত্ন নেয় না।'[২৭৫]

কিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে। নবী করিম সা. বলেন, 'কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাযের হিসাব হবে। যদি তার নামায ঠিক হয় তবে তার সব আমলই ঠিক হবে। আর তার নামায বিনষ্ট হলে, সব আমলই বিনষ্ট হবে।[২৭৬]

নামাযের ফযিলত

নামাযের ফযিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক আর আলহামদুলিল্লাহ পাল্লাকে সম্পূর্ণ করে, সুবহানাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে পূর্ণ করে, নামায নূর, সদকা দলিল ও ধৈর্য হচ্ছে দীপ্তি এবং কুরআন তোমার পক্ষের অথবা বিপক্ষে প্রমাণস্বরূপ।'[২৭৭]

---

[২৭৩] সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং : ১৪২৩
[২৭৪] তিরমিযী শরীফ : ৩৫৪১
[২৭৫] ইবনে মাজাহ : ২৭৩
[২৭৬] তিরমিযী শরীফ : ২৭৮
[২৭৭] মুসলিম : ৩২৭

নামায কবিরা গুনাহ ব্যতীত সকল পাপ মোচন করে দেয়। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং এক জুমা থেকে অপর জুমা মধ্যবর্তী সময়ে কৃত গুনাহসমূহের কাফ্ফারা। যে পর্যন্ত সে কবিরা গুনাহে লিপ্ত না হয়।'[২৭৮]

তিনি আরো একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, 'মুসলিম বান্দা যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নামায আদায় করে তখন তার গুনাহসমূহ এমনভাবে ঝরে পড়ে, যেমন পড়ে যাচ্ছে এ গাছের পাতাসমূহ।'[২৭৯]

নামাযের গুণগত মানের ভিত্তিতেই পরকালের সফলতা ও জান্নাতের সম্মানিত স্থান নির্ধারিত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়াবনত।'[২৮০]

নামায আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম

নামায আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে একটি সুদৃঢ় বন্ধন তৈরি করে। নামাযের মাধ্যমে মুমিনগণ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নৈকট্য অর্জন করেছিলেন মিরাজের মাধ্যমে।

নামায বোরাকস্বরূপ। এর মাধ্যমে বান্দা খুব দ্রুত তার ও আল্লাহর মাঝখানের দূরত্ব অতিক্রম করে। সিজদা আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্ব শেষ স্থান। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সিজদা কর এবং নিকটবর্তী হও।'[২৮১]

রাসূলুল্লাহ সা. আরো বলেন, 'সিজদা অবস্থায় বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নৈকট্য অর্জন করে। সুতরাং সিজদায় তোমরা বেশি বেশি দু'আ কর।'[২৮২]

আনাস রা. বলেন, 'মিরাজের রাতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরজ করা হয়। অতঃপর তা কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করা হয়। পরে ডেকে বলা হয়, হে মুহাম্মদ, আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয় না। তুমি এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিনিময়ে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সওয়াব অর্জন করবে।'[২৮৩]

---

[২৭৮] মুসলিম : ৩৪৪
[২৭৯] মুসনাদে আহমদ : ২০৫৭৬
[২৮০] আল কুর'আন, সূরা আল-মুমিন : ০১-০২
[২৮১] আল কুর'আন, সূরা আলাক : ১৯
[২৮২] মুসলিম : ৭৪৪
[২৮৩] আহমদ, নাসাঈ ও তিরমিযী

মুসলমানদের জীবনে নামাযের প্রভাব

নামায ব্যক্তিকে গুনাহ থেকে হিফাযত করে, বরং গুনাহ এবং ব্যক্তির মাঝখানে প্রতিবন্ধকের ন্যায় কাজ করে। কখনো গুনাহ বা অপরাধ সংঘটিত হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তওবার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণই তো সর্ব শ্রেষ্ঠ।'[২৮৪]

নামায মুমিনের অন্তরে শক্তি সঞ্চার করে। কল্যাণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। ফলে সে সক্ষম হয় প্রবৃত্তির চাহিদা ও আলস্যকে পরাজিত করতে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অস্থির করে। যখন তাকে বিপদ স্পর্শ করে তখন সে হয়ে পড়ে অতিমাত্রায় উৎকণ্ঠিত। আর কল্যাণ যখন তাকে স্পর্শ করে তখন সে হয়ে পড়ে অতিশয় কৃপণ, নামায আদায়কারীগণ ছাড়া। যারা তাদের নামাযের ক্ষেত্রে নিয়মিত।'[২৮৫]

ব্যক্তির মাঝে নামাযের প্রভাব বিস্তার করার পূর্বশর্ত

ব্যক্তির মাঝে নামাযের প্রভাব বিস্তার করার কয়েকটি পূর্বশর্ত হলো :

১. সময়মতো নামায আদায় করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয় নামায মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময় ফরজ।'[২৮৬] রাসূলুল্লাহ সা.-কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'কোন আমল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বলেন, সময়মতো নামায আদায় করা।'[২৮৭]

২. নামায কায়েম করা। অর্থাৎ এর ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত ঠিক ঠিক আদায় করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর ও রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু কর।'[২৮৮] অন্যত্র বলেন, 'সূর্য হেলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং ফজরের কুর'আন। নিশ্চয় ফজরের কুর'আন (ফেরেশতাদের) উপস্থিতির সময়।'[২৮৯]

---

২৮৪ আল কুর'আন, সূরা আনকাবুত : ৪৫
২৮৫ আল কুর'আন, সূরা মাআরিজ : ১৯-২৩
২৮৬ আল কুর'আন, সূরা নিসা : ১০৩
২৮৭ বুখারি : ৪৯৬
২৮৮ আল কুর'আন, সূরা বাকারা : ৪৩
২৮৯ আল কুর'আন, সূরা ইসরা : ৭৮

৩. নিয়মিত নামায আদায় করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা তাদের নামাযের ক্ষেত্রে নিয়মিত।'[২৯০]

৪. নামাযের প্রতি যত্নশীল থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর যারা নিজেদের নামায হিফাযত করে। তারাই জান্নাতসমূহে সম্মানিত হবে।'[২৯১]

৫. খুশু তথা বিনয়ের সঙ্গে নামায আদায় করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে। যারা নিজদের নামাযে বিনয়াবনত।'[২৯২]

অতএব প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য প্রত্যেক নামায যথাসময়ে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে আদায় করা। তবেই আমরা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করতে পারব। বাঁচতে পারব উভয় জগতের অকল্যাণ থেকে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

বেনামাযীর শাস্তি

পবিত্র কুর'আন ও হাদীস অনুসারে বেনামাযীর শাস্তি ভয়াবহ। এমনকি নামাযে অলসতাকারীদেরও শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ . الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

"অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে বে-খবর: (অলসতা প্রদর্শন করে)।[২৯৩]

কুর'আন ও সহীহ হাদীস অনুসারে, যে ব্যক্তি নামাযের ব্যাপারে অলসতা এবং নামায না পড়ে করে তাকে ১৭ প্রকারের শাস্তি দেয়া হবে। তন্মধ্যে ৬ প্রকার দুনিয়াতে, ৩ প্রকার মৃত্যুর সময়, ৩ প্রকার কবরে এবং ৫ প্রকার কবর থেকে উঠার পর।

ক. দুনিয়াতে যে ৬ প্রকার শাস্তি হবে

১. তার জীবনের বরকত ছিনিয়ে নেয়া হবে।

২. তার চেহারা হতে নেক্‌কারদের নূর দূর করে দেয়া হবে।

---

[২৯০] আল কুর'আন, সূরা মাআরিজ : ২৩

[২৯১] আল কুর'আন, সূরা মাআরিজ : ৩৪

[২৯২] আল কুর'আন, সূরা মুমিনুন : ১-২

[২৯৩] আল কুর'আন, সূরা আল মাউন, ১০৭ : ৪-৫

৩. তার নেক কাজের কোনো বদলা দেয়া হবে না।
৪. তার কোন দু'আ কবুল হবে না।
৫. নেক বান্দাদের দু'আর মধ্যে তার কোন হক থাকবে না।
৬. ইসলামের মূল্যবান নিয়ামতসমূহ হইতে বঞ্চিত করা হইবে।

খ. মৃত্যুর সময় যে ৩ প্রকারের শাস্তি দেয়া হবে

১. অপদস্থতা ও অপমানের সাথে সে মৃত্যুবরণ করবে।
২. ক্ষুধার্থ অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করবে।
৩. পিপাসিত অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করবে।

গ. কবরে যে ৩ প্রকারের শাস্তি হবে

১. কবর তার জন্য সংকীর্ণ হবে।
২. তার কবরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হবে।
৩. তার কবরে এমন একটি সাপ নিযুক্ত করে দেয়া হবে, যার চক্ষু আগুনের আর নখগুলো হবে লোহার তার প্রত্যেকটি নখ লম্বা হবে একদিনের দূরত্বের পথ। তার আওয়াজ হবে বজ্রের ন্যায় বিকট। ঐ সাপ বেনামাজীকে বলতে থাকবে, আমাকে আমার রব তোর উপর নিযুক্ত করেছেন যাতে ফজরের নামায নষ্ট করার কারণে সূর্যোদয় পর্যন্ত, আসর নামায নষ্ট করার কারণে মাগরিব পর্যন্ত, মাগরিবের নামায নষ্ট করার কারণে ইশা পর্যন্ত আর ইশার নামায নষ্ট করার কারণে ফজর পর্যন্ত তোকে দংশন করতে থাকি। এই সাপ যখনই তাকে একবার দংশন করবে তখনই সে সত্তর হাত মাটির নিচে ঢুকে যাবে (উঠিয়ে আবার দংশন করবে) এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত আযাব দিতে থাকবে।

ঘ. কবর থেকে উঠার পর যে ৫ প্রকার আযাব দেয়া হবে

১. একজন ফেরেশতা তাকে পা উপরের দিকে এবং মাথা নিচের দিকে অবস্থায় হাশরের মাঠে উঠাইবেন।
২. তার হিসাব খুব কঠিনভাবে নেয়া হবে।
৩. আল্লাহ তাআলা তার উপর রাগান্বিত থাকবেন এবং তার দিকে তাকাবেন না।
৪. তাকে জাহান্নামে ঢুকানো হবে। হাদীসে উল্লেখ আছে, প্রতি ওয়াক্ত নামায না পড়ার জন্য আশি হোকবা দোযখে থাকতে হবে। দুনিয়ার আশি বৎসর সমান এক হোকবা হয়। তাহার আশি হোকবা অর্থৎ এক

ওয়াক্ত নামায কাযা করলে ১৬০০ (এক হাজার ছয়শত) বৎসর দোযখে থাকতে হবে। যাহারা মোটেই নামায পড়ে না এবং নামাযের প্রতি বিশ্বাসও রাখে না তাদের অনন্তকাল দোযখে থাকবে।

৫. চেহারায় পাপের কালিমা লেখা থাকবে। হাদীসে বর্ণিত আছে, কবর থেকে উঠার পর বেনামাযীর চেহারায় তিনটি লাইন লেখা থাকবে।

ক. হে! আল্লাহর হক নষ্টকারী।

খ. হে! আল্লাহর গোস্বায় পতিত ব্যক্তি।

গ. তুই দুনিয়াতে যেমন আল্লাহর হক নষ্ট করেছিস তেমনি আজ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যা।

নামাযের আহকামসমূহ

নামাযের আহকামসমূহ

নামাযের আহকাম মোট ৭টি

১. শরীর পাক

শরীর পাক তথা নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী ওযু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা। আর *যদি গোসল ফরজ হয়ে থাকে, তাহলে গোসল* করা এবং পানি পাওয়া না গেলে তায়াম্মুম করা। এ সম্পর্কিত কুরআনের বাণী,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

"হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত কর)। আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে ভালোভাবে পবিত্র হও। আর যদি অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা যদি তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা যদি স্ত্রী সহবাস কর, অতঃপর পানি

না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। সুতরাং তোমাদের মুখ ও হাত তা দ্বারা মাসেহ কর। আল্লাহ তোমাদের উপর কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতে চান না, বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তার নিয়ামত তোমাদের উপর পূর্ণ করতে, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।"[২৯৪]

আব্দুল্লাহ ইব্ন ওমর রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. বলেছেন:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ.

"পবিত্রতা ব্যতীত সালাত কবুল করা হয় না, এবং খিয়ানতের সদকাও কবুল করা হয় না।"[২৯৫] অতএব, সালাত আরম্ভ করার পূর্বে প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য জরুরি পরিপূর্ণরূপে পবিত্রতা অর্জন করা।

২. কাপড় পাক

পোশাক পাক হতে হবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী,

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

"তুমি তোমার কাপড় পাক কর।"[২৯৬]

৩. নামাযের জায়গা পাক

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীস, একবার এক লোক মসজিদে প্রস্রাব করলে রাসূলুল্লাহ সা. তাকে উদ্দেশ করে বলেন,

«إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.

নিশ্চয় মসজিদগুলোতে পেশাব-পায়খানা করা কোনোক্রমেই সঙ্গত নয়, বরং এটি হলো মহান আল্লাহর যিকির, নামায এবং কুর'আন তিলাওয়াতের জায়গা।"[২৯৭]

৪. সতর ঢাকা

পুরুষের সতর নাভি হতে হাঁটু পর্যন্ত। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে শুধু চেহারা ও দু-হাতের কবজি ছাড়া সবই সতর।

---

[২৯৪] আল কুর'আন, মায়েদাহ ৫ : ৬
[২৯৫] সহীহ বুখারী, হাদিস নং :২২৪
[২৯৬] আল কুর'আন, মুদ্দাস্‌সির ৭৪: ৪
[২৯৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৮৫

মহান আল্লাহ বলেন,

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

"হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় তোমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ কর।"[২৯৮]

৫. ক্বিবলামুখী হওয়া

ক্বিবলা বা কাবা শরীফকে সামনে রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা একজন নামাযীর উপর ওয়াজিব। কাবা শরীফ যদি সরাসরি সামনে হয়, তবে তাকে অবশ্যই পুরো শরীর দ্বারা কিবলামুখী হতে হবে। আর যদি দূরে হয় তবে ক্বিবলার দিককে সামনে রাখা তার উপর ওয়াজিব। বিভিন্নভাবেই ক্বিবলা চেনা যেতে পারে। সূর্য উদয় হওয়ার দিক, রাত্রের বেলা সূর্য অস্ত যাওয়ার দিক, রাত্রে ধ্রুবতারা দ্বারা, মসজিদের মিহরাব, কম্পাস দ্বারা অথবা কাউকে জিজ্ঞাসা করার দ্বারা। ক্বিবলা নির্ধারণের চেষ্টা করা নামাযীর উপর ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

"নিশ্চয় আমি আকাশের দিকে তোমার মুখমণ্ডল উত্তোলন অবলোকন করছি। তাই আমি তোমাকে ঐ ক্বিবলামুখীই করব যা তুমি কামনা করছ। অতএব তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে তোমার মুখমণ্ডল ফিরিয়ে নাও। এবং তোমরা যেখানেই আছ তোমাদের মুখ সে দিকেই প্রত্যাবর্তিত কর।"[২৯৯]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, ভুল নিয়মে সালাত আদায়কারীর ঘটনায় নবী করীম সা. বলেন:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ. ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ.

"যখন তুমি সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হও, পরিপূর্ণরূপে ওযু কর, অতঃপর কিবলামুখী হও..." [৩০০]

---

[২৯৮] আল কুর'আন, আ'রাফ, ৭ : ৩১

[২৯৯] আল কুর'আন, বাক্বারা, ২ : ৩১

[৩০০] সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৬২৫১

৬. ওয়াক্ত মতো নামায পড়া

দিবারাত্রের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় নির্ধারিত আছে এবং সময়ের শুরু আছে এবং শেষও আছে। তাই ওয়াক্ত মতো নামায পড়তে হবে। নামাযের ওয়াক্তসমূহের বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ :

ফজরের ওয়াক্ত : সুবহে সাদেক হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত।

যুহরের ওয়াক্ত : সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলা থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত।

আসরের ওয়াক্ত: প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া থেকে আরম্ভ করে দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত।

মাগরিবের ওয়াক্ত: সূর্যাস্ত থেকে আরম্ভ করে পশ্চিম আকাশের লালিমা অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত।

ইশার ওয়াক্ত : লালিমা অদৃশ্য হওয়ার পর অর্ধরাত্রি পর্যন্ত।

ওয়াক্ত মতো নামায পড়ার আদেশ সম্পর্কিত মহান আল্লাহর বাণী,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

"নিশ্চয় সালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত।"[৩০১]

রাসূলুল্লাহু সা. কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করার প্রমাণ : হাদিসে এসেছে-

حَدِيْثُ جِبْرِيْلَ أَنَّهُ أَمَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً فِي أَوَّلِ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَيَوْماً فِي آخِرِ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ الصَّلَاةُ بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ .

জিব্রাঈল আ.-এর হাদীস, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রথম দিন সালাত পড়ান প্রত্যেক সালাতের শুরু ওয়াক্তে আর পরের দিন সালাত পড়ান প্রত্যেক সালাতের শেষ ওয়াক্তে। তাউপর তিনি বলেন : হে মুহাম্মদ! এ সময়ের মধ্যবর্তী সময়ই হলো সালাতের সময়।[৩০২]

---

৩০১ আল কুর'আন, নিসা, ৪ : ১০৩

৩০২ মুসলিম : ৯৭১

৭. নামাযের নিয়্যত করা

নিয়্যত হল, কোনো কাজ করার উদ্দেশ্যে দৃঢ়প্রত্যয়ী হওয়া। আর এ নিয়্যত মুখে উচ্চারণের বাধ্যবাধকতা নেই। নিয়্যতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে হাদীসের বাণী,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى

'বান্দার সমস্ত আমল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক মানুষ তার নিয়্যত অনুসারেই তার বিনিময় পাবে।'[৩০৩]

নামাযের আরকানসমূহ

নামাযের আরকান মোট ৬টি

১. তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলা

দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা বলা। মুসল্লি আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের জন্য যে নফল অথবা ফরজ সালাত আদায়ের ইচ্ছা করেছে, অন্তরে তার নিয়্যত করবে ও মুখে الله أكبر "আল্লাহু আকবার" বলবে, এবং সিজদার জায়গায় দৃষ্টি রেখে হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে উভয় হাত কাঁধ অথবা কান পর্যন্ত হাত উঠাবে। কারণ ভুল পদ্ধতিতে সালাত আদায়কারীর হাদিসে নবী করীম সা. বলেছেন,

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ.

"যখন তুমি সালাতের জন্য দাঁড়াও, তাকবীর বল।"[৩০৪]

২. সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়া

মহান আল্লাহ বলেন- وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ.

"এবং আল্লাহ্‌র জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে।"[৩০৫]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীস,

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الْمَرِيضِ؟ فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

---

[৩০৩] বুখারী : ০১

[৩০৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৭৫৭

[৩০৫] আল কুর'আন, সূরা বাক্বারা, ২ : ২৩৮

"হযরত ইমরান ইবন হুসাইন রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে অসুস্থ ব্যক্তির নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর, যদি না পার তবে বসে সালাত আদায় কর, যদি না পার তবে কাত শুয়ে সালাত আদায় কর।"[৩০৬]

৩. ক্বিরাত পড়া

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

"অতঃপর কুর'আনের যে অংশ তোমার কাছে সহজ মনে হয় সে অংশ তিলাওয়াত কর।"[৩০৭]

৪. রুকু করা

মহান আল্লাহ বলেন, وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।"[৩০৮]

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا

"অতঃপর তুমি রুকু কর এবং রুকু অবস্থায় স্থির হও।"[৩০৯]

৫. দুই সিজদা করা

মহান আল্লাহর বাণী,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু কর, সিজদা কর, তোমাদের রবের ইবাদাত কর এবং ভালো কাজ কর, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে।"[৩১০]

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا

"অতঃপর সিজদা কর এবং সিজদা অবস্থায় স্থির হও।"[৩১১]

---

৩০৬ সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং : ৩৭২
৩০৭ সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৬২৫১
৩০৮ আল কুর'আন, সূরা বাক্বারা, ২ :৪৩
৩০৯ সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৬২৫১
৩১০ আল কুর'আন, সূরা হাজ্জ, ২ : ৭৭

৬. শেষ বৈঠক করা

নামাযের বর্ণনামূলক একটি দীর্ঘ হাদিসের শেষাংশে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ قُمْ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ

"অতঃপর বস, এবং ভালোভাবে বসা। এউপর দাঁড়িয়ে যাও (অর্থাৎ নামায শেষ কর।), আর যে এরূপভাবে নামায পড়বে সে তার নামাযকে পরিপূর্ণ করল।"[৩১২]

নামাযের ওয়াজিবসমূহ

নামাযের ওয়াজিব মোট ১৪ টি :

১. আলহামদু সূরা পুরো পড়া ২. আলহামদু সূরার সাথে অন্য সূরা পড়া ৩. রুকু সিজদায় দেরী করা ৪. রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো ৫. দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা ৬. দুই সিজদার মাঝখানে বসা ৭. উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া ৮. ইমামের জন্য ক্বিরাত আস্তে কিংবা জোরে পড়া ৯. বিতরের নামাযে দু'আয়ে কুনুত পড়া ১০. দুই ঈদের নামাযে ছয় ছয় তাকবীর বলা ১১. ফরজ নামাযের প্রথম দুই রাকা'আতে ক্বিরাত পড়া ১২. ফরজগুলির তারতীব ঠিক রাখা ১৩. ওয়াজিবগুলির তারতীব ঠিক রাখা ১৪. আস্‌সালামু আলাইকুম বলে নামায শেষ করা।

সালাতে যা পাঠ করা সুন্নাত

নামাযে যে সকল সুন্নাত পালন করা হয় সেগুলো হলো :

১। প্রথম তাকবীর (তাকবীরে তাহরীমার) পর এ দু'আ পাঠ করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ، قَالَ:

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন নামায শুরু করতেন তখন তিনি বলতেন:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

---

[৩১১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৬২৫১

[৩১২] সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং : ৩০২

'হে আল্লাহ! তুমি পাক পবিত্র, সকল প্রশংসা তোমারই জন্য। তোমার নাম মহিমান্বিত, তোমার সত্তা অতি উচ্চ প্রতিষ্ঠিত এবং তুমি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই'।"[৩১৩]

অথবা আপনি পাঠ করতে পারেন,

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ القِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً - قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ: هُنَيَّةً فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: "أَقُولُ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. তাকবীরে তাহরীমা ও কিরাআতের মাঝে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতেন। আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ সা. আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবানী হোক, তাকবীরে তাহরীমা ও কিরাআতের মাঝে চুপ করে থাকার সময় আপনি কী পাঠ করে থাকেন? তিনি বললেন এ সময় আমি বলি:

: اَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ.

'হে আল্লাহ! তুমি আমার এবং আমার গুনাহ খাতাসমূহের মধ্যে এমন ব্যবধান সৃষ্টি করো যেরূপ ব্যবধান সৃষ্টি করেছো পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পাপ মুক্ত করে এমন পরিষ্কার করে দাও, যেমন সাদা কাপড় ধৌত করলে পরিষ্কার হয়। হে আল্লাহ তুমি আমার পাপসমূহ পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও'।"[৩১৪]

২। ছানা পড়া সুন্নাত

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ:

---

৩১৩ আবু দাউদ, হাদীস নং: ৭৭৬, আত তিরমিযী, হাদীস নং: ৮৯৮ এবং ইবনে মাজাহ, হাদীস নং: ৮০৪।

৩১৪ আল বুখারী, হাদীস নং: ৭৪৪, মুসলিম, হাদীস নং: ৫৯৮।

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. নামাযের শুরুতে এই দু'আ পাঠ করতেন:

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالٰى جَدُّكَ، وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ.

"তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি, হে আল্লাহ! তোমার নাম অতি বরকতময়, তোমার মাহাত্ম্য অতি উচ্চ এবং তুমি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই।"[৩১৫]

৩। কুরআন পাঠের পূর্বে তা'আউয পাঠ সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِّي لَأَعْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا هَذَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ:

"হযরত সুলায়মান ইবনে সুরাদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আমি একটি কালামকে চিনিয়ে দেব যদি তা এরূপ প্রেক্ষিতে পাঠ করে তাহলে সে যে পরিস্থিতি (কষ্টকর পরিস্থিতি) পেয়েছে তা তার থেকে চলে যাবে (কালেমাটি হলো):

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

"আমি অভিশপ্ত শয়তানের কাছ থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"[৩১৬]

৪। অতঃপর বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأْتُمُ الْفَاتِحَةَ فَاقْرَءُوا: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

"হযরত আবূ হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: তোমরা সূরা ফাতিহা পাঠের সময় 'বিসমিল্লাহ' (পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি) পাঠ করবে। কেননা এটা তারই একটি আয়াত।"[৩১৭]

---

[৩১৫] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ৭৭৬, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ ,হাদীস নং:৮০৬, তাহাবী ১/১১৭, দারে কুতনী ১১৩, বাইহাকী ২/৩৪, মুসতাদরাক হাকেম ১/২৩৫, সুনানে নাসায়ী, সুনানে দারেমী, সুনানে ইআশা:।

[৩১৬] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৭৭০।

[৩১৭] মুসলিম, হাদীস নং: ৩৯৯ ।

৫। সূরা ফাতিহা পড়া

প্রত্যেক জেহরী নামাযে (ফরজ, মাগরিব, এশা, জুমু'আ, তারাবীহ্ ও ঈদের নামাযে) সশব্দে এবং সিরী (যোহর, আসর ও প্রত্যেক সুন্নাত নামাযে) নিঃশব্দে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব।

সূরা ফাতিহার ফযিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

"হযরত উবাদা ইবনে সামেত রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, ঐ ব্যক্তির সালাত হয় না যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে নি।"[৩১৮]

"হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি এমন কোনো সালাত আদায় করে, যাতে সে সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি, তার ঐ সালাত অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ।"[৩১৯]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرَ تَمَامٍ فَقِيْلَ لِأَبِيْ هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُوْنُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اللهُ تَعَالَى حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ قَالَ اللهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِيْ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ (وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِيْ) فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالَ هٰذَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ هٰذَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ

---

[৩১৮] সহীহ বুখারী, মুসলিম, বায়হাকী, ইরওয়াইল গালীল -৩০২।

[৩১৯] সহীহ বুখারী।

“হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ না করে সালাত পড়বে, তার সালাত অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ। তখন আবু হুরায়রা রা. কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আমরা তো ইমামের পিছনে থাকি? তিনি বললেন, তুমি মনে মনে পড়বে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ বলেন, আমি সালাতকে ভাগ করেছি আমার ও আমার বান্দার মধ্যে আধাআধা করে। আর আমার বান্দার জন্য রয়েছে যা সে চাবে। যখন বান্দা বলে, ‘আলহাম্‌দুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন’, তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করলো, এবং যখন বান্দা বলে, ‘আররাহমানির রাহীম’ তখন আল্লাহ তায়া‘লা বলেন, আমার বান্দা আমার গুণবর্ণনা করেছে। আর যখন বান্দা বলে ‘মালিকি ইয়াওমিদ্দিন’ তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমার বান্দা আমার গুণর্কীতন করলো এবং যখন বান্দা বলে, ‘ইয়্যাকা না‘বুদু ওইয়্যাকা নাস্তাইন’ তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে আধাআধি (ইবাদাত আমার জন্য এবং সাহায্য তার জন্য) এবং আমার বান্দার জন্য তা রয়েছে যা সে চাইবে এবং যখন বান্দা বলে ‘ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম, ওলাদদোয়াল্লীন’ তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা যা চেয়েছে, তা তার জন্য রয়েছে।”[৩২০]

৬। ফাতিহা পাঠ করার পর ‘আমীন’ বলা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا قَالَ الإِمَامُ: {غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

“হযরত আবূ হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যখন (সূরা ফাতিহা পড়া শেষ করে) غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ (তাদের পথে নয় যাদের তুমি পথভ্রষ্ট করেছ) বলে তখন তোমরা ‘আমীন’ বলো, কেননা যার এ আমীন বলা ফেরেশতাদের বলার সাথে একই সময় হয়, তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।”[৩২১]

---

[৩২০] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৩৯০।

[৩২১] আল বুখারী, হাদীস নং: ৭৮২, মুসলিম, হাদীস নং: ৪১০।

৭। সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা মিলানো

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فِي كُلِّ الصَّلَاةِ يَقْرَأُ..

"হযরত আবু বকর রা. বলেন, যে ব্যক্তি একাকী নামায পড়বে সে প্রত্যেক নামাজের প্রথম দু'রাকা'আতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোনো সূরা অথবা কুর'আনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করবে।"[৩২২]

'আর যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে ক্বিরাত আস্তে পড়তে হয় এমন নামায পড়ে সে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোনো সূরা অথবা কুর'আনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করবে।'

'আর যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে ক্বিরাত জোরে পড়তে হয় এমন নামায পড়ে সে সূরা ফাতিহার এবং অন্য কোনো সূরা অথবা কুর'আনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত না করে ইমাম সাহেব যা পড়বে তা শ্রবণ করবে।'

৮। اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু মহান) বলে রুকুতে যাবে

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী

وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

"নামাযে অবনত (ঝুঁকে যাওয়া) হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয়।"[৩২৩]

৯। রুকুর দু'আ

রুকুতে নিম্নের দু'আটি তিনবার পাঠ করা সুন্নাত

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

'আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।'

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.

"অতএব, আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামে পবিত্রতা ঘোষণা করুন।"[৩২৪]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

---

৩২২ [illegible] বুখারী, হাদীস নং: ৭৫৬, মুসলিম, হাদীস নং: ৩৯৪।

৩২৩ [illegible] কুর'আন, সূরা বাক্বারা, ২:৪৩।

৩২৪ [illegible] কুর'আন, সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬:৯৬।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، بِمَعْنَاهُ زَادَ، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ قَالَ.

"হযরত উকবা বিন আমের রা. হতে বর্ণিত, তার বর্ণনা বৃদ্ধি পেয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন রুকু করতেন, তখন বলতেন:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا، وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا

'আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।' (তিনবার) আবার যখন সিজদা করতেন তখন বলতেন: 'আমার মহান সুউচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।' (তিনবার)।"[৩২৫]

১০। রুকু থেকে উঠে দু'আ পাঠ করা

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ:

"হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন আবার রুকুতে যাওয়ার পূর্বে তাকবীর বলতেন এবং রুকু থেকে উঠে বলতেন:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

'আল্লাহ সেই ব্যক্তির কথা শুনেন যে তাঁর প্রশংসা করে'।

حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ثُمَّ يَقُولُ: وَهُوَ قَائِمٌ

যখন রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াবে তখন দাঁড়িয়ে বলবে:

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ،

"হে আমার প্রভু, আপনার জন্যই সকল প্রশংসা।"[৩২৬]

---

[৩২৫] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৮৭০।

[৩২৬] মুসলিম, হাদীস নং: ৩৯২।

অন্য বর্ণনামতে রুকু থেকে উঠে নিম্নোক্ত দু'আ পড়া সুন্নাত

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: :

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. যখন রুকু থেকে উঠতেন তখন বলতেন:

اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের প্রভু, আপনার জন্য সমস্ত প্রশংসা পরিপূর্ণ হোক সমস্ত আসমান ও জমীনে। এবং পরিপূর্ণ হোক আপনি যা কিছু চান ও তৎসংশ্লিষ্ট সকল কিছুতে। আপনি প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী, আপনি যাকে কিছু দিবেন তাতে বাধা দেওয়ার মতো কেউ নেই, আপনি যাকে দিবেন না তাকে দেওয়ার মতো কেউ নেই। মর্যাদাশীলদের মর্যাদা আপনার আযাবের মুকাবিলায় কারো কোনো উপকারে আসবে না।"[৩২৭]

১১। الله اكبر (আল্লাহু মহান) বলে সিজদায় যাবে

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী

وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.

"আল্লাহকে সিজদা কর, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে শুধুমাত্র তাঁরই এবাদত কর।"[৩২৮]

১২। সিজদার দু'আ

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى.

"আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন।"[৩২৯]

---

[৩২৭] মুসলিম, হাদীস নং: ৪৭৭।

[৩২৮] আল কুর'আন, সূরা হা-মীম আস সিজদা, ৪১:৩৭।

সিজদায় নিচের দু'আটি তিনবার বা তার অধিক পড়তে হবে

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى.

"আমার মহান সুউচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।"[৩৩০]
অথবা এই দু'আটি পড়বে

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

'আমার মহান সুউচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা এবং প্রশংসা বর্ণনা করছি।'
এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، بِمَعْنَاهُ زَادَ، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا، وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا.

"হযরত উকবা বিন আমের রা. হতে বর্ণিত, তার বর্ণনা বৃদ্ধি পেয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন রুকু করতেন, তখন বলতেন: 'আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।' (তিনবার) আবার যখন সিজদা করতেন তখন বলতেন: 'আমার মহান সুউচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা এবং প্রশংসা বর্ণনা করছি।' (তিনবার)।"[৩৩১]

১৩। দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা

১৪। দুই সিজদার মাঝখানের দু'আ
দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে নিচের দু'আ একাধিকবার পড়বে

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي وَارْزُقْنِي

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে সঠিক পথ দেখান, আমাকে শক্তি দাও, আমাকে নিরাপদ রাখুন, আমাকে রিযিক দাও।"

---

[৩২৯] আল কুর'আন, সূরা আ'লা, ৭৮:১।
[৩৩০] মুসলিম হাদীস নং ৭৭২, ইবনে মাযাহ হাদীস নং ৮৮৮।
[৩৩১] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৮৭০।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِيْ صَلَاةِ اللَّيْلِ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَارْفَعْنِيْ وَاهْدِنِيْ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. রাতের নামাযে দুই সিজদার মাঝখানে বলতেন: হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে সঠিক পথ দেখাও, আমাকে শক্তি দাও, আমাকে নিরাপদ রাখো, আমাকে রিযিক দাও।"[৩৩২]

অথবা নিচের দু'আ পড়বে

رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي

"হে প্রভু তুমি আমাকে মাফ করে দাও, হে প্রভু তুমি আমাকে মাফ করে দাও।"

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي.

"হযরত হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. দুই সিজদার মাঝখানে বলতেন: হে প্রভু তুমি আমাকে মাফ করে দাও, হে প্রভু তুমি আমাকে মাফ করে দাও।'[৩৩৩]

১৫। সিজদার সময় দু'আকে দীর্ঘায়িত করা সুন্নাত

কোনো ব্যক্তির জন্য উচিত নয় যে, সে দু'আকে সংক্ষিপ্ত করবে বরং যথাসম্ভব একে দীর্ঘায়িত করবে।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

---

[৩৩২] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ১৭৮।

[৩৩৩] ইবনে মাজাহ, হাদীস নং: ৮৯৭।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যখন বান্দা সিজদায় থাকে তখন রবের সবচেয়ে নিকটে থাকে সুতরাং এতে বেশি করে দু'আ কর।"[৩৩৪]

১৬। উভয় বৈঠকে তাশাহহুদ পড়বে

সালাতের উভয় বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا:

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন নবী করীম সা. এর সাথে নামায পড়লাম। তখন আমরা বললাম: আল্লাহ তা'আলার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তার অমুক অমুক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। নবী করীম সা. বললেন- তোমরা এরূপ বলো না. কেননা মহান আল্লাহ নিজেই শান্তি, বরং তোমরা বলবে:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

"যাবতীয় শ্রদ্ধা, সালাত ও পবিত্রতা, নিষ্কলুষতা একমাত্র আল্লাহর জন্য আর হে নবী আপনার উপর আল্লাহর রহমত, বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক। আর প্রশান্তি নিরাপত্তা আমাদের ও নেককার বান্দাদের উপর বর্ষিত

[৩৩৪] মুসলিম, হাদীস নং: ৪৮২।

হোক। যখন সে এটা বলে তখন আসমান ও যমীনের সকল নেককার বান্দা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।"[৩৩৫]

১৭। শেষ তাশাহহুদের পর দুরূদ পাঠ করা সুন্নাত

রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস দ্বারা স্বীকৃত দুরূদ নিম্নরূপ

عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ؟ قَالَ: قُولُوا:

"হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু লায়ল হতে বর্ণিত, আমরা রাসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করলাম কীভাবে আমরা আহলে বায়তের প্রতি দুরূদ প্রেরণ করবো, আল্লাহ অচিরেই আমাদেরকে তা জানাবেন। তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তোমরা বল:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

"হে আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মদ সা. ও তাঁর পরিবারের উপর যেমনি আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইব্রাহীম আ.-এর পরিবারের উপর। হে আল্লাহ! বরকত দান করুন মুহাম্মদ সা. ও তাঁর পরিবারের উপর; যেমনি বরকত নাযিল করেছেন ইব্রাহীম আ.-এর পরিবারের উপর। আপনিই তো সর্বপ্রশংসিত মহামর্যাদাবান।"[৩৩৬]

রাসূলুল্লাহ সা. এর অন্য হাদীস দ্বারা স্বীকৃত দুরূদ নিম্নরূপ

---

[৩৩৫] আল বুখারী, হাদীস নং: ৮৩৫।

[৩৩৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৩৩৭০।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو وَيَقُولُ:

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. দু'আ করার সময় বলতেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ.

'আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব হতে, জাহান্নামের আযাব হতে, জীবিত ও মৃতের ফিতনা হতে, এবং মসীহ দাজ্জালের ফিতনা হতে।'"[৩৩৭]

১৮. দুরূদ পাঠ করার পর দু'আয়ে মা'সূরা পাঠ করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، قَالَ: "قُلْ"

"হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই তিনি রাসূলুল্লাহ সা. কে বললেন, আমাকে এমন একটি দু'আ শিখিয়ে দিন যা আমি নামাযে পড়তে পারি। তিনি রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তুমি বলবে:

: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ

'হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অনেক অত্যাচার করেছি এবং তুমি ভিন্ন অন্য কেহ গুনাহসমূহ মাফ করতে পারে না। অতএব তোমার তরফ থেকে আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার উপর দয়া করো। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল দয়াময়'।"[৩৩৮]

---

[৩৩৭] আল বুখারী,, হাদীস নং: ১৩৭৭

[৩৩৮] বুখারী, ৭৩৪, মুসলিম৭৪, ২৭০৫ ইবনে মাযাহ ৩৮৩৫।

মনে রাখার মতো কিছু বিষয়

১. প্রত্যেক রাক'আতে ছানা এবং তাশাহহুদ ছাড়াও নির্দিষ্ট তাসবীহসমূহ যথাযথভাবে পাঠ করতে হবে।

২. উল্লিখিত বিষয়গুলোতে যারা আরও বেশি দু'আ করতে চান তারা দু'আ ও যিকরের বই দেখতে পারেন এবং উল্লিখিত দু'আ এবং যিকরগুলোর অর্থও আপনারা প্রয়োজনে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন।

সর্বোপরি ফরজ নামাযে যে সকল সুন্নাতসমূহের বর্ণনা দেওয়া হলো, তার পরিমাণ ১০টি। সুন্নাত নামাযসহ হিসাব করলে যার পরিমাণ হবে ২৪টি। এছাড়াও কিয়ামুল লাইল তথা তাহাজ্জুদ, সালাতুল দোহা ও তাহিয়াতুল মসজিদসহ হিসাব করলে এর পরিমাণ আরো বেশি হবে। আর দিনে-রাতে এ সকল সুন্নাত অনুসরণ করে নামায পড়লে পরকালে অধিক সাওয়াব ও বিশেষ পুরস্কার পাওয়া যাবে।

সালাতে যে কাজগুলো সম্পাদন করা হয়

সালাতে যে কাজগুলো সম্পাদন করা হয় তার সুন্নাতসমূহ

১। নিম্নের সময়গুলোতে হাত উঠানো সুন্নাত

ক. তাকবীরে তাহরীমা যখন বলা হয়।[৩৩৯]

খ. যখন রুকুতে যাওয়া হয়।[৩৪০]

গ. যখন রুকু থেকে উঠা হয়।[৩৪১]

ঘ. যখন তৃতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়ানো হয়।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে :

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضى اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.

---

৩৩৯ আল বুখারী, হাদীস নংঃ ৭৩৬,৭৩৭ এবং ৭৩৮, মুসলিম, হাদীস নংঃ ৩৯০।

৩৪০ প্রাগুক্ত।

৩৪১ প্রাগুক্ত।

“হযরত ইবনে উমার রা: হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সা. নামায আরম্ভকালে, রুকুতে যাওয়াকালীন তাকবীর বলার সময় এবং রুকু হতে মাথা উঠানোর সময় দু’হাত তাঁর উভয় কাঁধ পর্যন্ত ওঠাতেন।”[৩৪২]

এ প্রসঙ্গে অন্য হাদীসে এসেছে:

عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ "إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ.

“হযরত নাফে রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. যখন নামায আদায় করতেন, তখন তাকবীর বলতেন এবং উভয় হাত উত্তোলন করতেন। যখন রুকু করতেন তখন উভয় হাত উত্তোলন করতেন। যখন তিনি (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) (আল্লাহ শুনেন কে তার প্রশংসা করেন) বলতেন তখন উভয় হাত উত্তোলন করতেন এবং যখন তিনি দু’রাক‘আতের পর দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত উত্তোলন করতেন।” [৩৪৩]

তবে হানাফী মাযহাবে হাত উঠানোকে আমলে কাছীর হিসেবে বিবেচনা করে, হাত উঠানেরা ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে।

২। হাত উঠানোর নিয়ম

ক. যখন হাত উঠানো এবং নামানো হয় তখন আঙ্গুলগুলো কাছাকাছি প্রসারিত থাকবে এবং হাতের তালু কিবলামুখী থাকবে।[৩৪৪]

খ. হাত কাঁধের পার্শ্বদেশ পর্যন্ত অথবা কান পর্যন্ত উঠানো হবে।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ.

“হযরত আবু হুমাইদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলতেন এবং তাকবীর বলতেন।”[৩৪৫]

---

[৩৪২] আল বুখারী,, হাদীস নং: ৭৩৬,৭৩৭ এবং ৭৩৮, মুসলিম, হাদীস নং: ৩৯০।

[৩৪৩] আল বুখারী,, হাদীস নং: ৭৩৯।

[৩৪৪] আল বুখারী,, হাদীস নং: ২৩২০।

عَن مَالك بن الْحُوَيرِث قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ.

"হযরত মালিক বিন হুওয়াইরেস রা. থেকে বর্ণিত, মহানবী সা. যখন তাকবীর বলতেন তখন, দু'হাত তাঁর কানের লতির বরাবর নিয়ে যেতেন।"[৩৪৬]

৩। হাত বাঁধার নিয়ম

ডান হাতের উপর বাম হাত স্থাপন করা অথবা ডান হাত দ্বারা আপনার বাম হাতের কব্জির হাড়কে আঁকড়ে ধরা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَن وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّهُ "رَأَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ، ...... ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

"হযরত ওয়ায়েল বিন হুজর হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি দেখেছি নবী করীম সা. যখন নামাযে তাকবীর বলতেন তখন হাত তুলতেন. . . .এবং তিনি স্বীয় ডান হাতকে বাম হাতের উপর স্থাপন করতেন।"[৩৪৭]

৪। সিজদার দিকে দৃষ্টি রাখা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضى الله عَنْهُ قَالَ سُلَيْمَانُ: فَرَمَقْتُ عُمَرَ فِي صَلَاتِهِ فَكَانَ بَصَرُهُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ.

"হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রা. থেকে বর্ণিত, সুলায়মান রা. বলেছেন, আমি ওমর রা.-এর সালাতের প্রতি দৃষ্টি দিলাম তার দৃষ্টি ছিলো সিজদার স্থানে।"[৩৪৮]

---

[৩৪৫] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৭৩০।
[৩৪৬] আল বুখারী,, হাদীস নং: ৭৩৬,৭৩৭ এবং ৭৩৮, মুসলিম, হাদীস নং: ৩৯০ এবং ৩৯১।
[৩৪৭] আল বুখারী,, হাদীস নং: ৭৪০, মুসলিম, হাদীস নং: ৪০১, আবু দাউদ, হাদীস নং: ৭৫৫।
[৩৪৮] আল বায়হাক্বী, হাদীস নং: ৩৫৪৩ এবং ৩৫৪৫।

৫। কিয়াম তথা দাঁড়ানোর নিয়ম

কিয়াম তথা নামাযে দাঁড়ানোর সময় পাদু'টিকে আরামদায়ক দূরত্বে ফাঁক করে দাঁড়ানো সুন্নাত।

৬। কুর'আন পাঠ করার নিয়ম

তারতীলসহ কুর'আন পাঠ করা এবং যা পাঠ করা হচ্ছে তার দিকে মনোযোগ দেয়া। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا.

"হযরত হাফসা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে তার ওফাতের একবছর পূর্ব পর্যন্ত নফল নামায বসে পড়তে দেখিনি। অতঃপর তিনি বসে নফল নামায পড়তেন, আর তিনি এর মধ্যে তারতীলের সাথে সূরা তিলাওয়াত করতেন।"[৩৪৯]

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا.

"এবং তারতীলসহ কুরআন তিলাওয়াত করুন।"[৩৫০]

৭। কোমরে হাত রেখে নামায পড়া নিষেধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. নবী করীম সা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. কোমরে হাত রেখে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।"[৩৫১]

---

[৩৪৯] মুসলিম, হাদীস নং: ৭৩৩

[৩৫০] সূরা মুজাম্মিল ৭৩;৪

[৩৫১] মুসলিম শরীফ,, হাদীস নং: ৫৪৫।

৮। নামাযের কাতারে মিলে-মিশে দাঁড়ানো

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ.

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাগণ মাগফিরাত কামনা করেন তাদের জন্য, যারা নামাযে কাতারবদ্ধ হয়ে এক অপরের সাথে মিলে-মিশে দাঁড়ায়।"[৩৫২]

রুকু করার সময় করণীয় সুন্নাত

রুকু করার সময় করণীয় সুন্নাতগুলো হচ্ছে :

১। আঙ্গুলগুলো ফাঁক ফাঁক করে রাখা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

"অয়েল বিন হুজর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সা. রুকুর সময় আঙ্গুলগুলো (হাঁটুর উপর) ফাঁক-ফাঁক করে স্থাপন করতেন।"[৩৫৩]

২। হাত দ্বারা হাঁটুকে আঁকড়ে ধরা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عن بُنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ أَبَا مَسْعُودٍ، فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا فِي الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ. فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ..

---

[৩৫২] সুনানে ইবনে মাজাহ,, হাদীস নং: ৯৯৫।

[৩৫৩] মুসতাদরাক আল হাকেম, হাদীস নং: ২৬৪।

"হযরত মাসঊদ রা. এর পিতা হযরত ইবনে ওমর আল আনসারী রা. থেকে বর্ণিত, আমরা (ওমর রা.) তাঁকে রাসূলুল্লাহ সা. এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, অতঃপর তিনি আমাদের মাঝে মসজিদের মধ্যে দাঁড়ালেন। অতঃপর তাকবীর বললেন, যখন তিনি রুকু করলেন তার দু'হাত হাঁটুর উপর রাখলেন এবং তার আঙ্গুল হাঁটুর নিচ পর্যন্ত পৌঁছালেন।"[৩৫৪]

৩। পিঠকে সমানভাবে বিস্তার করে রাখা সুন্নাত

পিঠকে এমনভাবে বিস্তার করা যাতে তা সমান হয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عن أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ..

"হযরত আবু হুমাইদ আস-সায়ীদি রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. এর নামায মুখস্থ করেছি। আমি তাকে দেখেছি যখন তিনি তাকবীর বলতেন তখন তিনি উভয় হাত কানের লতি পর্যন্ত উঠাতেন। যখন তিনি রুকু করতেন তখন উভয় হাত হাঁটুর উপর স্থিরভাবে রাখতেন। অতঃপর তাঁর পিঠকে নিচের দিকে নোয়াতেন।"[৩৫৫]

৪। মাথাকে সমান্তরালে রাখা সুন্নাত

মাথাকে এমন সমান্তরালে রাখা যেন তা পিঠের সমান্তরালে[৩৫৬] থাকে যেন তা উঁচু কিংবা নিচু না হয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيْرِ , وَالْقِرَاءَةَ : بِـ(اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَشْخَصْ رَأْسَهُ , وَلَمْ يُصَوِّبْهُ , وَلٰكِنْ بَيْنَ ذٰلِكَ .

---

[৩৫৪] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৮৬৩, মুসতাদরাক আল হাকেম, হাদীস নং: ৮৪৫।

[৩৫৫] আল বুখারী, হাদীস নং: ৮২৮।

[৩৫৬] অর্থাৎ মাথা যেন মেরুদণ্ড বরাবর থাকে।

"হযরত আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সা. তাকবীরে তাহরীমা (আল্লাহু আকবার) দ্বারা নামায ও 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' (পাঠ) দ্বারা কিরায়াত আরম্ভ করতেন। আর যখন রুকু করতেন তখন তাঁর মাথা মুবারক না উঁচু রাখতেন, না নিচু এবং (মাথা ও পিঠকে) সোজা সমতল করতেন।"[৩৫৭]

সাজদাহ এর সময় করণীয় সুন্নাত

সিজদাহর সময় পালনীয় সুন্নাতসমূহের মধ্যে রয়েছে

১। কনুইদ্বয় দেহের পার্শ্বদেশ থেকে দূরে রাখা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ إِبْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ , حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

"হযরত ইবনে বুহায়না রা. হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী করীম সা. যখন নামাযে সিজদা করতেন তখন পার্শ্বদেশ হতে তাঁর দু'হাতকে এমন দূরে রাখতেন, ফলে তাঁর বগলদ্বয়ের ঔজ্জ্বল্য দেখা যেত।"[৩৫৮]

২। উরু থেকে পেটকে আলাদা রাখা সুন্নাত

৩। উরুদ্বয়কে পায়ের নলা থেকে দূরে রাখা নিশ্চিত করা সুন্নাত

৪। দুই হাঁটুকে আলাদা রাখা সুন্নাত

৫। পায়ের পাতাকে খাড়া রাখা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُ مَنْصُوبَتَانِ.

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একরাতে রাসূলুল্লাহ সা. কে হারিয়ে ফেললাম, অতঃপর আমি তাঁর নিকট পোঁছলাম আর তিনি সিজদা অবস্থায় ছিলেন, তার পাদ্বয় ছিলো খাড়া অবস্থায়।"[৩৫৯]

---

[৩৫৭] মুসলিম ৪৯৮।

[৩৫৮] আত তিরমিযী, হাদীস নং: ২৬০।

[৩৫৯] আন নাসায়ী, হাদীস নং: ১১০০।

৬। পায়ের পাতাকে (অগ্রভাগকে) কিবলামুখী রাখা সুন্নাত

পায়ের পাতাকে (অগ্রভাগকে) কিবলামুখী রাখা নিশ্চিত করা, সুতরাং পায়ের পাতার জোড়াসমূহকে মেঝেতে স্থাপন করা। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا ، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ.

"হযরত আবূ হুমাইদ সায়েদী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে নামায পড়তে দেখেছি, যখন তিনি সিজদায় যেতেন তখন কেবল তাঁর হাতের তালুদ্বয়কে (মেঝেতে) রাখতেন। হাতের অন্য অংশকে বিছাতেন না এবং দু'হাতকে সংকোচও করতেন না। আর দু-পায়ের আঙ্গুলগুলোর অগ্রভাগকে কিবলামুখী করতেন।"[৩৬০]

৭। সিজদার সময় দুই পাকে একত্রে স্থাপন করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَائِشَةَ: فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَاطِنِ قَدَمَيْهِ وَهُمَا مُنْتَصِبَتَانِ.

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, আমি (সিজদা অবস্থায়) রাসূলুল্লাহ সা. এর পায়ের পাতার উপর আমার হাত রাখলাম, তখন তাঁর পাদ্বয় ছিলো খাড়া অবস্থায়।"[৩৬১]

৮। সিজদার সময় হাতকে কাঁধ অথবা কান বরাবর রাখা সুন্নাত

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَقُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ فَرَفَعَ يَعْنِي يَدَيْهِ فَرَأَيْتُ إِبْهَامَيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ . فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ، وَقَالَ: ثُمَّ هَوَى فَسَجَدَ، فَصَارَ رَأْسُهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ.

---

[৩৬০] আল বুখারী, হাদীস নং: ৮২৮।

[৩৬১] ইবনে খুজাইমাহ, হাদীস নং: ৬৫৪।

"হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনায় আসলাম, আমি ইচ্ছা করলাম আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সা. এর নামাযের দিকে দৃষ্টিপাত করবো। অতঃপর আমি দেখলাম যখন তিনি নামায শুরু করলেন তখন তিনি তাকবীর বললেন এবং দু'হাত উত্তোলন করলেন এবং তার বৃদ্ধাঙ্গুলী তার কানের লতি পর্যন্ত উঠালেন। অন্য হাদীসে রাবী বলেন, অতঃপর তিনি নিচের দিকে ঝুঁকে পড়তেন এবং সিজদা করতেন এবং তার মাথা উভয় হাতের তালুর মাঝে রাখতেন।"[৩৬২]

৯। সিজদার সময় হাতকে সোজা রাখা সুন্নাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَفْتَرِشْ يَدَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ، وَلْيَضُمَّ فَخِذَيْهِ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, তোমাদের কেউ যখন সিজদা দেবে, সে যেন কুকুরের ন্যায় মাটিতে হাত বিছিয়ে না দেয় বরং সোজা সাবলীল রাখবে।"[৩৬৩]

১০। সিজদার সময় আঙ্গুলগুলো একত্রে রাখা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ.

"হযরত আলকামা ইবনে ওয়ায়েল রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সা. যখন সিজদা করতেন তখন তাঁর আঙ্গুলগুলোকে মিলিয়ে রাখতেন।"[৩৬৪]

১১। সিজদার সময় আঙ্গুলসমূহকে কিবলামুখী রাখা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، نَحْوَ هَذَا قَالَ: فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ.

---

[৩৬২] ইবনে খুজাইমাহ, হাদীস নং: ৬৪১।

[৩৬৩] ইবনে আবি শাইবাহ ভলি-১, অধ্যায় ৩৬, হাদীস নং: ১।

[৩৬৪] ইবনে খুজাইমাহ, হাদীস নং: ৬৪২, আল বুখারী, হাদীস নং: ৪১৯।

"হযরত মুহাম্মদ বিন আমর বিন আতা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি অনুরূপ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন সিজদা করতেন তখন উভয় হাত বিছিয়ে রাখতেন না এবং সংকুচিত করে রাখতেন না এবং তিনি আঙ্গুলগুলোকে কিবলামুখী করে রাখতেন।"[৩৬৫]

নামাযের বৈঠকে পালনীয় সুন্নাত

১। দুই সিজদার মাঝে বসার সুন্নাত পদ্ধতি

দুই সিজদার মাঝে বসার দু'টি সুন্নাত পদ্ধতি রয়েছে :

ক. 'জালস আল ইকআ'[৩৬৬] এটি হলো এমন পদ্ধতিতে যাতে দু'টি পায়ের পাতাই খাড়া রেখে গোড়ালির উপর বসা হয়।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"অবশ্যই তিনি তাউস রা. থেকে শুনেছেন, তিনি বললেন আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কে বললাম (রাসূলুল্লাহ সা.) তিনি দু'পায়ের উপর ইকআ হয়ে বসতেন। তিনি বললেন এটা সুন্নাত। তাকে বললাম আমরা এ নিয়ে লোকদের মাঝে কঠোরতা দেখেছি, অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বললেন বরং এটা নবী করীম সা. এর সুন্নাত।" [৩৬৭]

খ. 'জালস আল ইফতিরাস'[৩৬৮] এটি হলো এমন একটি পদ্ধতি যাতে ডান পা খাড়া রেখে বাম পা শোয়ায়ে রেখে বসা হয়।

---

[৩৬৫] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৭৩২।

[৩৬৬] এটি হলো দু'সিজদার মাঝে বসার নিয়ম, তাশাহুদ পড়ার বৈঠক অনুরূপ নয়।

[৩৬৭] মুসলিম শরীফ,, হাদীস নং: ৫৩৬

[৩৬৮] এটি হলো তাশাহুদ বৈঠকের বসার নিয়ম।

২। দু'সিজদার মাঝে বৈঠক দীর্ঘ করা

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنهُ، قَالَ: إِنِّي لاَ آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ، كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ " كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ: قَدْ نَسِيَ.

"হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সা. কে আমাদের নিয়ে যেভাবে নামায আদায় করতে দেখেছি কম বেশি না করে আমি তোমাদেরকে সেভাবেই নামায আদায় করে দেখাবো। হযরত সাবিত রা. বলেন, আনাস রা. এমন কিছু করতেন যা তোমাদেরকে করতে দেখি না। তিনি রুকু থেকে দাঁড়িয়ে এতটাই বিলম্ব করতেন যে, কেউ বলতো তিনি সিজদার কথা ভুলে গেছেন। আবার তিনি দুই সিজদার মাঝে এতটাই বিলম্ব করতেন যে, কেউ বলত তিনি পরবর্তী সিজদার কথা ভুলে গেছেন।"[৩৬৯]

৩। প্রথম বৈঠকে বসার নিয়ম

তাশাহহুদে প্রথম বৈঠকে যা জালসা আল ইফতিরাসের ন্যায় ডান পা খাড়া রেখে বাম পা শোয়ায়ে রেখে বসা, কিন্তু এক্ষেত্রে সুন্নাত হলো বৈঠক যথাসম্ভব দীর্ঘ করা।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ: فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى، وَنَصَبَ اليُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ.

---

[৩৬৯] বুখারী শরীফ,, হাদীস নং: ৮২১

"অতঃপর আবু হুমাইদ আস সায়িদী রা. বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. এর নামায মুখস্থ করেছি, অতঃপর যখন তিনি দু'রাকা'আতের পর বসতেন তিনি বাম পায়ের উপর বসতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন। আর যখন তিনি শেষ রাকাআতে বসতেন তখন বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং অন্য পা খাড়া রাখতেন এবং বাম পায়ের উপর বসতেন।" [৩৭০]

৪। বৈঠকে বাম হাতের উপর ভর দিয়ে বসতে রাসূল সা. এর নিষেধ করেছেন

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى رَجُلًا وَهُوَ جَالِسٌ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: إِنَّهَا صَلَاةُ الْيَهُودِ.

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বাম হাতের উপর ভর দিয়ে নামাযে বসতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তিনি বললেন, এ জাতীয় বসা হলো ইহুদীদের নামায।" [৩৭১]

তাশাহহুদ (উভয় বৈঠক) বৈঠকে পালনীয় সুন্নাত

১। শেষ তাশাহহুদে বসার সুন্নাত পদ্ধতি

শেষ তাশাহহুদে বসার সুন্নাত পদ্ধতি তিনটি:

ক. 'আত তাওয়াররুক' এটি হচ্ছে ডান পা খাড়া রাখা, বাম পা ডান পায়ের নলার নিচে স্থাপন করা এবং মেঝেতে বসা।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عن أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قال : أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ.

"হযরত আবু হুমাইদ আস সায়িদী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. এর নামায মুখস্থ করেছি, আমি তাকে দেখিছি যখন তিনি শেষ রাকা'আতে বসতেন, বাম পাকে বিছিয়ে দিতেন এবং অপর পাকে খাড়া রেখে তার বসার জায়গায় যেতেন।" [৩৭২]

---

[৩৭০] বুখারী শরীফ,, হাদীস নং: ৮২৮

[৩৭১] মুসতাদরাক হাকিম;, হাদীস নং: ১০০৭

[৩৭২] আল বুখারী, হাদীস নং: ৮২৮।

খ. উপরের উল্লিখিত নিয়মে বসা শুধু মাত্র ডান পাকে খাড়া না করে বাম পায়ের মতো বিছিয়ে দেয়া।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ، جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى،.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) যখন নামাযের মধ্যে বসতেন, তখন বাম পাকে বিছিয়ে দিয়ে উরু ও সাকের উপর বসতেন এবং ডান পাকেও বিছিয়ে দিতেন।"[৩৭৩]

গ. ডান পা খাড়া রাখা এবং বাম পা ডান পায়ের নলা এবং উরুর মাঝে স্থাপন করা।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَاكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ

"হযরত আবু হুমাইদ রা. বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সা. এর সাহাবীদের মজলিসে ছিলাম, তারা রাসূলুল্লাহ সা. এর নামায নিয়ে আলোচনা করতেছিলেন। যখন তিনি চতুর্থ রাকা'আতে বসতেন তখন উরুকে জমিনের উপর বিছিয়ে দিতেন এবং উভয় পাকে এক দিকে বিছিয়ে বের করে দিতেন।"[৩৭৪]

২। বৈঠকে আঙ্গুলগুলো রাখার সুন্নাত পদ্ধতি

দু'হাত উরুর উপর রাখা: ডান হাত ডান উরুর উপর এবং বাম হাত বাম উরুর উপর রেখে আঙ্গুলগুলোকে প্রসারিত করে একত্রে রাখা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

---

৩৭৩ মুসলিম, হাদীস নং: ৫৭৯।

৩৭৪ আবু দাউদ,, হাদীস নং: ৭৩১

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى , وَالْيُمْنٰى عَلَى الْيُمْنٰى.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সা. যখন তাশাহহুদে (আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্য) বসতেন তখন বাম হাত বাম হাঁটুর উপর ও ডান হাত ডান হাঁটুর উপর রাখতেন।"[৩৭৫]

৩। তাশাহহুদ পড়ার সময় আঙ্গুল উঠানোর সুন্নাত নিয়ম

শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই তাশাহহুদের সময় ইশারা করা, বৃদ্ধাঙ্গুলি মধ্যমার সাথে মিলিয়ে বৃত্তাকার করা। শাহাদাত অঙ্গুলের দিকে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখা। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى ,وَالْيُمْنٰى عَلَى الْيُمْنٰى, وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِيْنَ, وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ: وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا , وَأَشَارَ بِالَّتِيْ تَلِي الْإِبْهَامَ

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সা. যখন তাশাহহুদের (আত্তাহিয়্যাতু পড়ার) জন্য বসতেন তখন বাম হাত বাম হাঁটুর উপর ও ডান হাত ডান হাঁটুর উপর রাখতেন এবং (আরবীয় পদ্ধতিতে) তিপান্ন গণনার অবস্থার ন্যায় (ডান) হাতের তর্জনী ছাড়া আঙ্গুলগুলোকে গুটিয়ে নিতেন এবং তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। (অর্থাৎ তাশাহহুদের শেষ দিকে ইল্লাল্লাহ বলার সময় উক্ত আঙ্গুলকে উপর নীচু নামা-উঠা করে আল্লাহর একত্বের প্রতি ইশারা করতেন)।"[৩৭৬]

৪। সালাম ফিরানোর সুন্নাত পদ্ধতি

'আত তাসলীম' এটি হচ্ছে সালাত শেষে ডান অতঃপর বাম দিকে মাথাকে ফিরানো। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ..

[৩৭৫] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং: ৬০০০।

[৩৭৬] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৯৯২।

"আমর ইবনে সাদ রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. এর সালাত দেখেছি, তিনি প্রথমে ডানদিকে এবং বাম দিকে সালাম ফিরাতেন।"[৩৭৭]

উপরে বর্ণিত নামাযের সুন্নাতসমূহের সারসংক্ষেপ

প্রতি রাকা'আত নামাযে অন্তত ২৫টি সুন্নাহ অনুসরণ করা যেতে পারে। আর এ সুন্নাহগুলোর মধ্যে দু'একটি ব্যতীত কোনোটিরই পুনরাবৃত্তি হয় না। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সুন্নাহ হলোঃ

১. প্রথম তাকবীরে তথা তাকবীরে তাহরিমা বলার সময় হাত উত্তোলন করা।

২. দ্বিতীয় রাকআত শেষ করে তৃতীয় রাকা'আত শুরু করার জন্য দাঁড়ানোর সময় কাঁধ অথবা কান পর্যন্ত হাত উত্তোলন করা।

৩. উভয় বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শাহাদাৎ আঙ্গুল উঠিয়ে রাখা।

৪. জালসা আল ইফতিরাস যা প্রত্যেক চার রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে দু'বার এবং প্রত্যেক দু'রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে একবার করতে হয়।

৫. আত তাওয়াররুক বৈঠকে বসা, এটা এমন বৈঠক যাতে তাশাহহুদ পড়া ওয়াজিব।

৬. নামায শেষ করার উদ্দেশ্যে সালাম ফিরানোর সময় ডানে বামে মাথা ফিরানো।

বি. দ্রঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ণাঙ্গ পুরস্কার ও মর্যাদা লাভ করতে হলে নামাযকে সুন্দরভাবে পড়তে হবে, আর এজন্যই উক্ত সুন্নাতসমূহ অনুসরণ করতে হবে।

প্রতিটি চার রাকআত বিশিষ্ট ফরজ ও সুন্নাত নামাযে এ সুন্নাহগুলো পালন করা হয়, সর্বোপরি এই সুন্নাহগুলো হলো ৩৪টি।

ইবনে কাইয়্যেমের কিছু পরামর্শ

বান্দাহ দু'অবস্থায় আল্লাহর নিরাপত্তার চাদরে থাকে, ১. নামায পড়া অবস্থায় এবং ২. কিয়ামতের মাঠে।

---

[৩৭৭] মুসলিম, হাদীস নং: ৫৯১।

সুতরাং যে প্রথমটি তথা নামাযকে পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করে, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারবে সে কিয়ামতেও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে। আর যে নামায পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করে না সে নামাযে যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে তেমনি কিয়ামতেও আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাযের আগে-পরের সুন্নাত সালাতসমূহ

পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাযের আগে-পরের সুন্নাত সালাতসমূহ দু'ধরনের:

(ক) সুন্নাতে মুয়াক্কাদা

সুন্নাতে মুয়াক্কাদা মোট ১২ রাকা'আত। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

"হযরত উম্মে হাবিবা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি "যে ব্যক্তি দিনে-রাতে বারো রাকা'আত (সুন্নাত) নামায পড়বে তার বদলে তার জন্য জান্নাতে একখানা অট্টালিকা নির্মিত হবে।"[৩৭৮]

এই সালাতগুলো হচ্ছে:

১. ফজরের সালাতের আগে দু'রাকা'আত সুন্নাত সালাত

২. যুহরের আগে চার রাকা'আত এবং পরে দু'রাকা'আত সুন্নাত সালাত

৩. মাগরিবের পর দু'রাকা'আত সুন্নাত সালাত এবং

৪. সালাতুল ইশার পর দু'রাকা'আত সুন্নাত সালাত ।

ওহে পাঠক! তোমরা কী জান্নাতে একটি বাড়ি বানাতে চাও, তাহলে নবীজী সা. এর উপদেশ অনুযায়ী প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় নিয়মিত এই বারো রাকা'আত নামায আদায় করো।

(খ) সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা

সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা মোট ১০ রাকা'আত। এ নামাযগুলো হলো:

১. আসরের আগে ৪ রাকা'আত নামায

২. মাগরিবের আগে ২ রাকা'আত এবং

৩. এশার আগে ৪ রাকা'আত।

---

[৩৭৮] মুসলিম শরীফ ,হাদিস নং-৭২৭

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাত নিয়মিত আদায়

কেননা প্রতিটি ভালো কাজ দশ গুণ বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং ৫ ওয়াক্ত নামায পড়লে দশগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৫০ ওয়াক্তের সাওয়াব পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে নবী করীম সা. বলেছেন:

عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الكَعْبَةِ . . . فَقَالَ: يَا رَبِّ إِنَّ أُمَّتِي ضُعَفَاءُ أَجْسَادُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ فَخَفِّفْ عَنَّا، فَقَالَ الجَبَّارُ: يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: إِنَّهُ لاَ يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، كَمَا فَرَضْتُهُ عَلَيْكَ فِي أُمِّ الكِتَابِ، قَالَ: فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، فَهِيَ خَمْسُونَ فِي أُمِّ الكِتَابِ، وَهِيَ خَمْسٌ عَلَيْكَ.

হযরত শারিক বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক রা. কে বলতে শুনেছি, মিরাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সা. কাবাগৃহে ছিলেন (বিস্তারিত হাদিসের শেষাংশ). . .অতঃপর মেরাজে রাসূলুল্লাহ সা. আল্লাহ তা'আলাকে বললেন, হে আমার রব। আমার জাতি শারীরিকভাবে, মানসিক শক্তিতে, শ্রবণ শক্তিতে ও দৃষ্টি শক্তিতে দুর্বল, সুতরাং আপনি আমাদের জন্য হালকা করে দিন। মহান আল্লাহ জবাবে বললেন, আমার কাছে কথার কোনো পরিবর্তন হয় না, যেভাবে আমি আপনার উপর নাযিলকৃত কিতাবে বর্ণনা করেছি। তিনি বলেন, প্রত্যেক একটি ভালো কাজ দশটির সমতুল্য। সুতরাং মূল কিতাবে পঞ্চাশ ওয়াক্ত-ই থাকলো কিন্তু তোমার উপর ফরজ হলো পাঁচ ওয়াক্ত।[৩৭৯]

---

৩৭৯ সহীহ বুখারী, হাদীস নং:৭০১৭।

যেখানে সালাতের ওয়াক্ত সেখানেই সালাত আদায় করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَنَزَلَ أَعْلَى المَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً. . . . وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ.

"হযরত আনাস ইবনে মালিক হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. মদীনায় এসে মদীনার উপকণ্ঠে যে গোত্রে উপনীত হলেন, তাদেরকে বনু আমর বিন আওফ বলা হত। তাদের মাঝে নবী করীম সা. দশদিন অবস্থান করলেন. . . . . .এবং তিনি যে স্থানে সালাতের সময় হতো, সেখানে সালাত পড়ে নিতেই পছন্দ করতেন।[৩৮০]

এ প্রসঙ্গে রাসূল সা. এর অন্য হাদীস

عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطِيتُ خَمْسًا . . . . وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ.

"হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই নবী করীম সা. বললেন, আমাকে পাঁচটি নিয়ামত দান করা হয়েছে,. . . জমিনকে আমার জন্য মসজিদ ও পবিত্র করে দেয়া হয়েছে। অতএব আমার উম্মতের যে কেউ যেখানেই সালাতের ওয়াক্ত পাবে সালাত পড়ে নিবে।"[৩৮১]

---

[৩৮০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৪৬৮।

[৩৮১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৩৩৫।

প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর কুর'আন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত দু'আসমূহ

১। ব্যাপকার্থবোধক দু'আ করা সুন্নাত

রাসূলুল্লাহ সা. ব্যাপকার্থবোধক দু'আ পছন্দ করতেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলের হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ رضى اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ.

"হযরত আয়িশা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সা. ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ করতে পছন্দ করতেন এবং এটা বাদে অন্যগুলো (অর্থহীন) দু'আ ছেড়ে দিতেন।"[৩৮২]

কয়েকটি ব্যাপকার্থবোধক দু'আ হলো

১. যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী–

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দাও, আর আগুনের শাস্তি থেকে আমাদের মুক্তি দাও।"[৩৮৩]

২. যেমন আল্লাহর বাণী–

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের একবার হিদায়াত দেয়ার পর আমাদের অন্তর বক্র করে দিও না। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের রহমত দান কর। নিশ্চয়ই তুমি বড় দানশীল।"[৩৮৪]

৩. যেমন আল্লাহর বাণী–

رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

---

৩৮২. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ১৪৮২।

৩৮৩. আল কুর'আন, সূরা বাক্বারা ২:২০১।

৩৮৪. আল কুর'আন, সূরা আলে ইমরান ৩:৮।

"হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দাও আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর।"[৩৮৫]

৪. যেমন আল্লাহর বাণী–

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ.

"হে আমাদের পালনকর্তা! অতঃপর আমাদের সকল গোনাহ মাফ কর এবং আমাদের সকল দোষক্রুটি দূর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে।"[৩৮৬]

৫. যেমন আল্লাহর বাণী–

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

"তারা উভয়ে বলল: হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি জুলম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব।"[৩৮৭]

২। তিনবার পাঠ করার দু'আ

أَسْتَغْفِرُ اللهَ "আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

তিনবার পড়ার অন্য আরেকটি দু'আ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ

"হযরত সাওবান রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন নামাযের পর মুসল্লিদের দিকে ফিরতেন, তখন তিনবার ইসতেগফার পড়তেন এবং বলতেন:

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

'হে আল্লাহ! আপনি শান্তি দাতা, শান্তি আপনার কাছ থেকে আসে। আপনি সম্মান এবং মর্যাদার অধিকারী এবং আপনি বরকত দান করেন'।"[৩৮৮]

---

[৩৮৫] আল কুর'আন, সূরা আলে ইমরান ৩:১৬।

[৩৮৬] আল কুর'আন, সূরা আলে ইমরান ৩:১৯৩।

[৩৮৭] আল কুর'আন, সূরা আ'রাফ ৭:২৩।

৩। তেত্রিশবার করে পাঠ করার দু'আ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ: تَمَامَ الْمِائَةِ:

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি নামাযের পর ৩৩ বার পড়বে **سبحان الله** (সুবহানাল্লাহ) "মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি", ৩৩ বার পড়বে **الحمد لله** (আলহামদু লিল্লাহ) "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য" এবং ৩৩ বার পড়বে **الله اكبر** (আল্লাহু আকবার) "আল্লাহর সর্বশেষ্ঠ" এ হলো ৯৯ বার এবং একশবার পূর্ণ করার জন্য বলবে:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওহ্দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওলাহুল হামদু ওহুয়া আলা কুল্লি শায়্যিন ক্বাদীর) "আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, যদিও তা সাগরের ফেনার সমান হয়।"[৩৮৯]

অন্য হাদীসে এসেছে আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পড়তে হবে।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً.

---

[৩৮৮] প্রাগুক্ত

[৩৮৯] মুসলিম, হাদীস নং: ৫৯৭।

"হযরত কাব বিন ওযরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সা. থেকে বর্ণনা করেন, প্রত্যেক ফরজ সালাতের শেষে ৩৩ বার سُبْحَانَ اللهِ (সুবহানাল্লাহ) "মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি", ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদু লিল্লাহ) "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য" এবং ৩৪ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) পাঠকারীর জন্য কোনো ভয় নেই (পরকালীন আযাবের)।"[৩৯০]

৪। মাগরিব এবং ফজরের পর ১০ বার করে পাঠ করার দু'আ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ شَبِيبٍ السَّبَئِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَالَ:

"হযরত ওমারাতা ইবনে সাবীবিস সাবায়্যি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি বলবে:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।'

عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى إِثْرِ الْمَغْرِبِ بَعَثَ اللَّهُ لَهُ مَسْلَحَةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ مُوبِقَاتٍ، وَكَانَتْ لَهُ بِعَدْلِ عَشْرِ رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ".

"মাগরিবের নামাযের পর দশবার (উপরোক্ত দু'আ দশবার পড়বে) আল্লাহ তার জন্য এমন সাহায্যকারী প্রেরণ করবেন যে তাকে সকাল হওয়া পর্যন্ত শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে হেফাযত করবে। অতঃপর তার জন্য দশটি

[৩৯০] মুসলিম, হাদীস নং: ৫৯৬।

নেকী লেখা হয় এবং তার জন্য ধ্বংসকারী দশটি পাপ মুছে দেওয়া হয়। তার জন্য দশটি মু'মিন গোলাম আযাদের সাওয়াব দেওয়া হয়।"[৩৯১]

এ সকল দু'আ অবশ্যই হাত দিয়ে গণনা করা উচিত এবং ডান হাতে গণনা করা উচিত, কিন্তু ডান হাতে গণনা করার ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট দলিল পাওয়া যায়নি।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَدِهِ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে হাত দিয়ে তাসবীহ গণনা করতে দেখেছি।"[৩৯২]

৫। একবার পাঠ করার দু'আ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

مُعَاوِيَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ:

"হযরত মুয়াবিয়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর বলতেন:

لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.

আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি যা প্রদান কর তা বাধা দেয়ার কেউ নেই, আর তুমি যা দেবে না তা দেয়ার মতো কেউই নেই। তোমার গযব

---

[৩৯১] আত তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৫৩৪।

[৩৯২] তিরমিযী ৩৪৮৬

হতে কোনো বিত্তশালী বা পদমর্যাদার অধিকারীকে তার ধন-সম্পদ বা পদমর্যাদা রক্ষা করতে পারবে না'।"[৩৯৩]

একবার পাঠ করার অন্য আরেকটি দু'আ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ:

"হযরত ইবনে যুবায়ের রা. প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর বলতেন:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

'আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। কোনো পাপ কাজ ও রোগ-শোক, বিপদ-আপদ হতে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় নেই। আর সৎকাজ করারও ক্ষমতা নেই আল্লাহ ছাড়া। আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করি, নিয়ামতসমূহ তাঁরই, অনুগ্রহও তাঁর এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আমরা তাঁর দেয়া জীবন বিধান একমাত্র তার জন্য একনিষ্ঠভাবে মান্য করি, যদিও কাফিরদের নিকট তা অপ্রীতিকর'।"[৩৯৪]

একবার পাঠ করার অন্য আরেকটি দু'আ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ:

---

[৩৯৩] আল বুখারী, হাদীস নং: ৮৪৪, মুসলিম, হাদীস নং: ৫৯৩।

[৩৯৪] মুসলিম, হাদীস নং: ৫৯৪।

"হযরত মুয়ায বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. আমার হাত ধরলেন এবং বললেন, প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর এই দু'আ পড়া ত্যাগ করবে না:

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

'হে আল্লাহ! তোমার স্মরণ, শুকরিয়া এবং উত্তম ইবাদাত করার ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য কর।'"[৩৯৫]

একবার পাঠ করার অন্য আরেকটি দু'আ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عن سَعْدٌ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ:

"হযরত সাআদ রা. হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর বলতেন:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কাপুরুষতা, আমার জীবনের খারাপ অবস্থায় ফেরত যাওয়া, দুনিয়ার ফিতনা এবং কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।"[৩৯৬]

একবার পাঠ করার অন্য আরেকটি দু'আ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:

---

[৩৯৫] আবু দাউদ, হাদীস নং: ১৫২২, আন নাসায়ী, হাদীস নং: ১৩০২।

[৩৯৬] আল বুখারী, হাদীস নং: ২৮২২।

"হযরত বারা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সা. এর পেছনে নামায পড়তাম, তখন আমরা তার ডান দিকে থাকতে পছন্দ করতাম, তিনি আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন, অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনলাম:

رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ.

'হে আমার রব! ঐ দিনের আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করুন, যেই দিন আপনি আপনার বান্দাদের সবাইকে একত্রিত করবেন'।"[৩৯৭]

৬। নামায শেষে কুর'আনের শেষ তিনটি সূরা পাঠ করা।

কুর'আনের শেষ তিনটি সূরা হলোঃ সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস।

ক. সূরা ইখলাসঃ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ. اَللّٰهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

"তুমি বল, আল্লাহ এক, আল্লাহ এমন এক সত্তা, যার নিকট সব কিছুই মুখাপেক্ষী, তিনি জন্ম দেননি এবং জন্ম নেননি। আর তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই।"[৩৯৮]

খ. সূরা ফালাক

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ. وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ.

"বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে। অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে যখন তা সমাগত হয়। গ্রন্থিতে ফুৎকার দিয়ে যাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।"[৩৯৯]

---

[৩৯৭] মুসলিম, হাদীস নংঃ ৭০৯।

[৩৯৮] আল কুর'আন ১১২:১-৪।

[৩৯৯] আল কুর'আন ১১৩:১-৫।

গ. সূরা নাস

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ـ مَلِكِ النَّاسِ ـ اِلٰهِ النَّاسِ ـ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ـ اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ـ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ـ

"বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা'বূদের, তার অনিষ্ট থেকে যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, সে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জ্বিনদের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।"[৪০০]

প্রত্যেকটি সূরা ফযর এবং মাগরিবের পর তিনবার পাঠ করা এবং অন্যান্য সালাতের পর একবার করে পাঠ করা সুন্নাত।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ:.... مَا أَقُولُ؟ قَالَ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَتُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

"হযরত মুয়ায বিন আব্দুল্লাহ বিন খুবাইব রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন,...(আমরা রাসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করলাম) আমরা কী পড়ব? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় 'কুল হু আল্লাহু আহাদ' এবং সূরা নাস ও সূরা ফালাক পাঠ করো, কেননা যে এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার পড়বে তার প্রত্যেক বিপর্যয় থেকে সফলতার জন্য এটুকুই যথেষ্ট হবে।"[৪০১]

৭। আয়াতুল কুরসী পাঠ করা সুন্নাত

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لَاتَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَابَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَؤُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ .

---

[৪০০] আল কুর'আন ১১৪:১-৬।

[৪০১] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৫০৮২ এবং আত তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৫৭৫।

"আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু বিরাজমান সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? পূর্বে এবং পরের সব কিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুই তারা পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতোটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আকাশ পৃথিবীকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর এ দু'টোর সংরক্ষণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়, তিনি সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা মহান।"[৪০২]

৮। সালাতের স্থান পরিবর্তন না করেই এই যিকিরগুলো পাঠ করা সুন্নাত

উক্ত দু'আগুলো সালাতের স্থান পরিবর্তন না করেই, সালাতের স্থানে বসেই পাঠ করা সুন্নাত। এছাড়াও আরো অনেক যিকির রয়েছে, যা আপনারা দু'আ বা যিকিরের বই থেকে দেখে নিতে পারেন, উক্ত দু'আগুলোর অর্থও আপনারা সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন।

ফরজ নামাযের সালাম ফেরানোর পরে এভাবে আমল করা যেতে পারে–

১. الله اكبر (আল্লাহ সবচেয়ে বড়) একবার

২. اَسْتَغْفِرُ الله (আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই) তিনবার,

৩. اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
"হে আল্লাহ! শান্তির উৎস তুমি, তোমার থেকেই আসে শান্তি। হে প্রতাপশালী মহামর্যাদার অধিকারী! তুমি বড়ই বরকতময়, প্রাচুর্যশীল। (মুসলিম, ১/৫৯১)

৩. اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ (হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি দাও) সাতবার

৪. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ الْجَنَّةَ (হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার সন্তুষ্টি ও জান্নাত চাই) আটবার

৫. আয়াতুল কুরসি একবার

৬. سُبْحَانَ الله ৩৩ বার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ৩৩ বার, اَللّٰهُ اَكْبَرُ ৩৪ বার।

৭. সূরা ফাতিহা ১ বার

৮. সূরা ইখলাস ১ বার

৯. সূরা ফালাক্ব ১ বার

১০. সূরা নাস ১ বার

১১. ফজর ও মাগরিব নামাযের পরে সূরা ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস ৩ বার করে পড়া সুন্নাত।

---

[৪০২] আল কুর'আন: সূরা বাক্বারা ২: ২৫৫।

এ সকল যিকির পাঠের উপকারিতা ও ফজিলত

প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর এ সকল যিকিরসমূহ পড়ার মাঝে বহু উপকার রয়েছে:

১। ৫০০ সাদকাহ্ লিপিবদ্ধ করা হয়

একজন মুসলমান যখন প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর এ সকল যিকিরসমূহ পড়ে তখন তার আমলনামায় ৫০০ সাদকাহ লিপিবদ্ধ করা হয়। ইমাম নববী রহ. বলেন, একজন মুসলমান এ সকল যিকির পাঠের মাধ্যমে একজন দানকারীর ন্যায় প্রভূত সাওয়াব লাভ করে।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ..

“হযরত আবু যার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, প্রভাতের সালাত তোমাদের প্রত্যেক অঙ্গসমূহের সাদকা, প্রত্যেক তাসবীহ সাদকাহ, প্রত্যেক তাহমীদ সাদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল সাদকাহ এবং প্রত্যেক তাকবীর সাদকাহ।”[৪০৩]

২। ৫০০টি গাছ লাগানোর সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়

একজন মুসলমান যদি দিন-রাত এ সকল যিকির করে তাহলে তার আমলনামায় ৫০০টি গাছ লাগানোর সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়।

৩। জান্নাতে প্রবেশের কোনো বাধা থাকবে না

যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তার জান্নাতে প্রবেশের পথে আর কোনো বাধা থাকবে না।

৪। পাপসমূহ মুছে দেয়া হবে

যে ব্যক্তি এ সকল যিকির নিয়মিত পড়বে তার পাপসমূহ মুছে দেয়া হবে, সে এমন পবিত্র হবে যেন সে সমুদ্র থেকে গোসল করে এসেছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

---

[৪০৩] মুসলিম শরীফ,, হাদীস নং: ৭২০।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ: تَمَامَ الْمِائَةِ:

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার পড়বে (সুবহানাল্লাহ) "মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি", ৩৩ বার পড়বে (আলহামদু লিল্লাহ) "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য" এবং ৩৩ বার পড়বে (আল্লাহু আকবার) "আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ" এ হলো ৯৯ বার এবং একশবার পূর্ণ করার জন্য বলবে:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মূলকু ওয়ালাহুল হামদু ওহুয়া আলা কুল্লি শায়্যিন ক্বাদীর) "আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, যদিও তা সাগরের ফেনার সমান হয়।"[৪০৪]

৫। দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে না

যে ব্যক্তি এ সকল যিকিরসমূহ নিয়মিত পড়বে সে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে না। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً.

---

[৪০৪] মুসলিম শরীফ,, হাদীস নং: ৫৯৭।

"হযরত কাব বিন ওযরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, প্রত্যেক ফরজ সালাতের শেষে ৩৩ বার (সুবহানাল্লাহ) "মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি", ৩৩ বার (আলহামদু লিল্লাহ) "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য" এবং ৩৪ বার (আল্লাহু আকবার)"আল্লাহ অতি বড়" পাঠকারীর জন্য কোনো ভয় নেই (পরকালীন আযাবের)।"[৪০৫]

৬। এর মাধ্যমে বান্দার ফরজ নামাযের ভুল-ত্রুটি দূর হয়

সালাতুল ফজরের সাথে নির্দিষ্ট সুন্নাত

১। ফজরের নামাযের সুন্নাত ক্বিরাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا: {قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} [البقرة: ١٣٦] الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ مِنْهُمَا: {آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: ٥٢]

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ফজরের দু'রাকা'আতের প্রথম রাকাআতে সূরা আল বাক্বারার ১৩৬নং আয়াত এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে আলে ইমরানের ৫২নং আয়াত তিলাওয়াত করতেন।"[৪০৬]

প্রথম রাকা'আতে :

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.

"তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক,

---

[৪০৫] মুসলিম শরীফ,, হাদীস নং: ৫৯৬।

[৪০৬] মুসলিম, হাদীস নং: ৭২৭।

ইয়াকুব এবং তাঁর বংশধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা, অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তৎসমুদয়ের উপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী।"[৪০৭]

দ্বিতীয় রাকা'আতে:

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.

"অতঃপর ঈসা আ. যখন বনি ইসরাইলের কুফরী সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারলেন, তখন বললেন, কারা আছে আল্লাহ্‌র পথে আমাকে সাহায্য করবে? সঙ্গী-সাথীরা বললো, আমরা রয়েছি আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি। আর তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা হুকুম কবুল করে নিয়েছি।"[৪০৮]

অথবা, আলে ইমরানের ৬৪নং আয়াত তিলাওয়াত করা।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.

"বলুন! (হে রাসূলুল্লাহ সা.) হে আহ্‌লে-কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান-যে, আমরা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করব না, তাঁর সাথে কোনো শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহ্‌কে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না। তাউপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, তোমরা সাক্ষী থাকো আমরা তো অনুগত।"[৪০৯]

বিকল্পভাবে,

[৪০৭] আল কুর'আন: সূরা বাক্বারা ২:১৩৬।

[৪০৮] আল কুর'আন: সূরা আলে ইমরান ৩:৫২।

[৪০৯] আল কুর'আন: সূরা আলে ইমরান ৩:৬৪।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ".

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ফজরের দু'রাকা'আতের নামাযে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করতেন।"[৪১০]

প্রথম রাকা'আতে সূরা কা-ফিরূন [৪১১]

এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা ইখলাস পাঠ করা।[৪১২]

২। ফজরের নামাযের কির'আত দীর্ঘ করা সুন্নাত

ফজরের দুরাকা'আত ফরজ সালাতে কির'আত ৬০ হতে ১০০ আয়াত পর্যন্ত লম্বা করা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে,

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ، يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَيَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْمِائَةِ إِلَى السِّتِّينَ، وَكَانَ يَنْصَرِفُ حِينَ يَعْرِفُ بَعْضُنَا وَجْهَ بَعْضٍ.

"(রাবী সায়য়ার হতে বর্ণিত) তিনি বলেন, আমি আবু বারঝা আল আসলামীকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সা. ফজরের নামাজে ৬০ হতে ১০০ আয়াত পর্যন্ত পড়তেন। এবং এমন সময় সালাত শেষ করতেন যখন আমরা পরস্পরকে মুখ দেখে চিনতে পারতাম।[৪১৩]

৩। ফরযের পূর্বে দু'রাকা'আত সংক্ষিপ্তভাবে সালাত আদায় করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে

---

[৪১০] মুসলিম, হাদীস নং: ৭২৬।

[৪১১] আল কুর'আন:১০৯:১-৬।

[৪১২] আল কুর'আন:১১২:১-৪।

[৪১৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৪৭।

أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، وَبَدَا الصُّبْحُ، رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ.

"উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মুয়াযযিন ফজরের আযান দিতো এবং সকাল হওয়া আরম্ভ হতো তখন নবী করীম সা. ফজরের আযান এবং ইক্বামতের মধ্যে সংক্ষিপ্ত দু'রাকা'আত সালাত আদায় করতেন।"[৪১৪]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর অন্য হাদীস-

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ، وَيُخَفِّفُهُمَا.

"হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন ফজরের আযান শুনতেন তখন দু'রাকা'আত সালাত পড়তেন এবং তা সংক্ষেপ করতেন।[৪১৫]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর অন্য হাদীস-

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، أَقُولُ: هَلْ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؟

"হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ফজরের সুন্নাতকে তিনি এত সংক্ষেপ করতেন যে, আমি বলতাম তিনি কী এতে সূরা ফাতেহা পড়েছেন?"[৪১৬]

৪। সুন্নাত সালাতের পর ডান কাতে শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

---

[৪১৪] আল বুখারী, হাদীস নং: ১৬৯, এবং মু সলিম, হাদীস নং: ৭২৩।
[৪১৫] সহীহ মুসলিম শরীফ, প্রাগুক্ত।
[৪১৬] সহীহ মুসলিম শরীফ, প্রাগুক্ত।

عَنْ عَائِشَةَ رضى اللّٰهُ عَنْهَا. قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ.

"হযরত আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সা. ফজরের দু'রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়ার পর ডান কাতে "গা-গড়াগড়ি" দিতেন।"[৪১৭]

৫। ফজরের দু'রাকা'আত নামাযকে রাসূল সা. খুব গুরুত্ব দিতেন

ফজরের দু'রাকা'আত নামাযকে রাসূল সা. খুব গুরুত্ব দিতেন এবং তা কখনো ত্যাগ করতেন না। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَائِشَةَ رضى اللّٰهُ عَنْهَا. قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ফজরের দু'রাকা'আত সালাত কঠোরভাবে আদায় করার মত অন্য কোন অতিরিক্ত (সুন্নত সালাত) অধিক কঠোরতা অবলম্বন করেননি।"[৪১৮]

عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً: رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ.

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) গোপনে ও প্রকাশ্যে কখনই ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাতকে ছেড়ে দেননি।"[৪১৯]

৬। ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাত সালাত দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় কাজ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَائِشَةَ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَنَّهُ قَالَ فِي شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ: لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا.

---

[৪১৭] আল বুখারী, হাদীস নং: ১১৬০।
[৪১৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ১১৬৯।
[৪১৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৫৯২।

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাতের ব্যাপারে বলেন, এ দু'রাকা'আত সালাত আমার নিকট সমস্ত দুনিয়ার চেয়েও উত্তম।[৪২০]

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাত সালাত দুনিয়া ও এতে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।"[৪২১]

রাসূলুল্লাহ সা. এর সাধারণ অভ্যাস ছিল তিনি বাড়িতে ফজরের সুন্নাত আদায় করতেন। ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাত পড়ার পর কিছু সময়ের জন্য ডান কাতে বিশ্রাম নেয়ার চেষ্টা করা, এতটুকু সময় যতটুকু সময়ে দু'রাকা'আত নামায পড়া যায়।

৭। ফজরের সালাতের পরে বসা

ফজর সালাতের পর বসা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا.

"হযরত জাবির বিন সামুরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী করীম সা. ফজরের সালাত আদায় করতেন, তিনি ঐ স্থানে বসে থাকতেন যতক্ষণ না সূর্য ভালোভাবে উদিত হয়।"[৪২২]

সালাতুজ যুহরের সাথে নির্দিষ্ট সুন্নাত

১। যুহরের সালাতের সুন্নাত ক্বিরাত

"রাসূলুল্লাহ সা. যুহরের প্রথম দু'রাকা'আতে ৩০ আয়াত পড়তেন।"[৪২৩]

যুহরের সালাতের প্রথম রাকা'আতে দীর্ঘ ও দ্বিতীয় রাকা'আতে সংক্ষিপ্ত ক্বিরাত পড়া সুন্নাত।

---

[৪২০] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৭২৫।
[৪২১] সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত।
[৪২২] মুসলিম, হাদীস নং: ৬৭০।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَانًا.

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবু কাতাদাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. যুহরের সালাতের প্রথম দুই রাকা'আতের প্রথম রাকা'আতে ক্বিরাত দীর্ঘ এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে ক্বিরাত সংক্ষিপ্ত পড়তেন। এবং মাঝে মাঝে তার ক্বিরাত শুনা যেত।"[৪২৪]

যুহরের সালাতে রাসূলুল্লাহ সা. কখনো সূরা ত্বা-রিক, বুরূজ, লাইল বা অনুরূপ কোন সূরা পাঠ করতেন।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِ {السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} وَ{السَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ} وَنَحْوِهِمَا مِنَ السُّوَرِ.

"হযরত জাবের বিন সামুরাহ রা. হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. সালাতুল যুহর ও আসরের সময় সূরা ত্বা-রিক, সূরা বুরূজ অনুরূপ সূরা পাঠ করতেন।"[৪২৫]

যুহরের সালাতে রাসূলুল্লাহ সা. কখনো লাইল বা অনুরূপ কোনো সূরা পাঠ করতেন।

عَنْ سِمَاكٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَضَتْ (أَيْ زَالَتْ عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ) اَلشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَرَأَ بِنَحْوِ مِنْ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}.

---

[৪২৪] সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং ৮২৯।
[৪২৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭১৫।
[৪২৬] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৮০৫।

"হযরত সাম্মাক রা. হযরত জাবের রা. থেকে শুনে বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন সূর্য আকাশে হেলে পড়ে তখন যুহর নামায পড়তেন এবং সূরা লাইল এর মতো সূরা পড়তেন।"[৪২৬]

আবার কখনো সূরা 'ওয়াস-সামা-উন শাক্কাত বা অনুরূপ কোন সূরা পাঠ করতেন।[৪২৭]

সুতরাং বুঝা গেল যুহর নামাযের সুন্নাত ক্বিরাত হলোঃ সূরা ত্বা-রিক, সূরা বুরূজ, সূরা লাইল, সূরা 'ওয়াস-সামা-উন শাক্কাত' ইত্যাদি।

২। যুহরের পূর্বে নিয়মিত চার রাকা'আত সালাত পড়া সুন্নাত

عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْسَلَ أَبِي امْرَأَةً، إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا، أَيُّ الصَّلَاةِ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: " كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ، وَيُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ، وَالسُّجُودَ.

"কাবুস রহ. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, 'আমার পিতা আয়িশা রা. এর কাছে একজন মহিলার মাধ্যমে জানার জন্য পাঠালেন যে, রাসূলুল্লাহ সা. নিয়মিত কোন (নফল) সালাত পড়তে পছন্দ করতেন? আয়িশা রা. বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) যুহরের (ফরযের) পূর্বে নিয়মিত চার রাকা'আত সালাত পড়া পছন্দ করতেন, যাতে তিনি লম্বা সময় কিয়াম করতেন, রুকু ও সিজদা করতেন অনেক সুন্দর করে।[৪২৮]

অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সা. যুহরের পূর্বে চার রাকা'আত সুন্নাত সুরক্ষার সঙ্গে আদায় করতে খুব পছন্দ করতেন। এমন কি যদি কখনো (যুহরের পূর্বে) এ চার রাকা'আত আদায় করতে পারতেন না, তাহলে যুহরের পর তা আদায় করে নিতেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهَا.

---

[৪২৬] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ৮০৬।

[৪২৭] সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস নং ৫১১।

[৪২৮] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং: ২৪১৬৪।

"আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. যদি কখনো যুহরের পূর্বে এ ৪ রাকা'আত পড়তে না পারতেন তবে যুহরের পরে তা পড়ে নিতেন।"[৪২৯]

যুহরের ফরজের পূর্বে ও পরে এ চার রাকা'আত সালাতের যথাযথ হিফাজত করা আবশ্যক, তথা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ.

"হযরত উম্মে হাবীবা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: যে ব্যক্তি যুহরের পূর্বে চার রাকা'আত ও পরে চার রাকা'আত সালাত আদায় করবে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন তার উপর হারাম করে দিবেন।"[৪৩০]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. আরো বলেন,

أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرُمَ عَلَى النَّارِ.

"হযরত উম্মে হাবীবা রা. (রাসূলুল্লাহ সা. এর স্ত্রী) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: যে ব্যক্তি যুহরের আগে ও পরে চার রাকা'আত সালাতের যথাযথ হিফাজত করবে জাহান্নাম তার উপর হারাম হয়ে যাবে।"[৪৩১]

যুহরের পরের চার রাকা'আত পড়তে হবে দুই রাকা'আত করে। দুই রাকা'আত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ও দুই রাকা'আত সুন্নাতে মোস্তাহাব।

---

৪২৯ সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং: ৪২৬।
৪৩০ সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং: ৪২৭।
৪৩১ সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ১২৬৯।

সালাতুল আসরের সাথে নির্দিষ্ট সুন্নাত

১। আসরের সালাতের সুন্নাত ক্বিরাত

আসরের নামাযে রাসূলুল্লাহ সা. ১৫ আয়াত ক্বিরাত পড়তেন। যুহরের প্রথম দু'রাকা'আতে যা পড়তেন আসরের প্রথম দু'রাকা'আতে তার অর্ধেক পড়তেন।

আসরের সালাতে রাসূলুল্লাহ সা. কখনো সূরা ত্বা-রিক, বুরূজ, লাইল বা অনুরূপ কোনো সূরা পাঠ করতেন।[৪৩২] অথবা আসরের সালাতে রাসূলুল্লাহ সা. কখনো সূরা আলা অনুরূপ কোনো সূরা পাঠ করতেন।[৪৩৩]

২। আসরের সালাতের আগে ৪ রাকা'আত সুন্নাত সালাত

আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর দয়া করবেন যে সলাতুল আসরের আগে চার রাকাআত সুন্নাত সালাত আদায় করে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا .

"হযরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর রহম করুন যে আসরের (ফরজ) নামাযের আগে চার রাক'আত (নফল) নামায আদায় করে থাকে।"[৪৩৪]

সালাতুল মাগরিবের সাথে নির্দিষ্ট সুন্নাত

১। সালাতুল মাগরিবের সুন্নাত ক্বিরাত

রাসূলুল্লাহ সা. কখনো কখনো মাগরিবের নামায সংক্ষিপ্ত আদায় করতেন। এবং কখনো কখনো তিনি সূরা তুর পাঠ করতেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ.

---

৪৩২ 'সালাতুল যুহরের সাথে নির্দিষ্ট সুন্নাত' অধ্যায়ের ১ নং পয়েন্টের ২ নং হাদীস দেখুন।

৪৩৩ সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং ৮৩০।

৪৩৪ আবু দাউদ, হাদীস নং: ১২৭১ এবং আত তিরমিযী, হাদীস নং: ৪৩০। ইমাম তিরমিযী একে হাসান বলেছেন এবং ইবনে খুযায়মা একে সহীহ বলেছেন।

"হযরত মুহাম্মদ বিন যুবায়ের বিন মুতয়িম রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে মাগরিবের নামাযে ক্বিরাত হিসেবে সূরা তুর পড়তে দেখেছি।"[৪৩৫]

এছাড়াও রাসূলুল্লাহ সা. মাগরিবের সালাতে সূরা মুরসালাত, সূরা আ'রাফ এবং সূরা তীন পাঠ করেছেন।

সুতরাং বুঝা গেল মাগরিব নামাযের সুন্নাত ক্বিরাত হলো: সূরা তুর, সূরা মুরসালাত, সূরা আ'রাফ, সূরা তীন ইত্যাদি।

২। মাগরিবের আগের দু'রাকা'আত সুন্নাত সালাত

হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِي، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ المَغْرِبِ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

"আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল রা. হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মাগরিবের আগে (নফল) নামায পড়, মাগরিবের আগে (নফল) নামায পড়, (আবশ্যিক হয়ে যাওয়ার আশংকায়) তৃতীয় দফায় বললেন: যে ব্যক্তি তা পড়তে ইচ্ছা করবে।"[৪৩৬]

সালাতুল ইশার সাথে নির্দিষ্ট সুন্নাত

১। সালাতুল ইশার সুন্নাত ক্বিরাত

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ . . . قَالَ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ ثَلاَثًا اِقْرَأْ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} . وَ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} وَنَحْوُهَا .

---

৪৩৫ আল বুখারী, হাদীস নং: ৭৬৫।

৪৩৬ আল বুখারী, হাদীস নং: ১৯৮১ এবং মুসলিম, হাদীস নং: ৭২১।

"হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় মুয়ায বিন জাবাল রা. রাসূলুল্লাহ সা. এর সাথে নামায পড়লেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা. (এশার ইমামতিতে লম্বা ক্বিরাত পড়তে নিষেধ করে বলেন) হে মুয়ায! তুমি কী লোকদেরকে ফিতনায় ফেলতে চাও? তুমি যখন ইমামতি করবে (এশার নামাযে) তখন 'আশ্‌শামসি অয়ুহা-হা' 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা' ইত্যাদি পড়বে।"[৪৩৭]

সুতরাং বুঝা গেল এশার নামাযের সুন্নাত ক্বিরাত হলো: সূরা শামস, সূরা আ'লা ইত্যাদি পড়া।

২। ইশার সালাত বিলম্বে পড়া সুন্নাত

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَخَّرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى، ثُمَّ قَالَ: قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا، أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا.

"হযরত আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক রাতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর ইশার সালাত রাতের অর্ধেক বা অর্ধেকের নিকটবর্তী সময়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি বলেন, মানুষ সালাত পড়ে এবং ঘুমায়। তোমরা যতক্ষণ সালাতের প্রতীক্ষায় থাকবে ততক্ষণ সালাতের মধ্যে রত থাকার মতই রইলে।"[৪৩৮]

বিশেষত দুর্বল, অসুস্থ ও অত্যন্ত প্রয়োজনগ্রস্ত ব্যক্তির কষ্ট না হলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে নিয়ে বিলম্বে ইশা পড়তেন। কেননা, ইশার ওয়াক্ত মূলত ঐ সময়ই যে সময়ের কথা নবীজী সা. ইরশাদ করেছেন।

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى، فَقَالَ: إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي.

[৪৩৭] আল বুখারী, হাদীস নং: ৫৭৫৫।
[৪৩৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৫৭২।

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক রাতে রাসূলুল্লাহ সা. রাতের বিরাট অংশ কাটিয়ে দিলেন। এমনকি রাত গভীর হয়ে গেল। মসজিদের লোকজন ঘুমিয়ে পড়েছে। অতঃপর তিনি বের হলেন, অতঃপর সালাত পড়লেন। এউপর বললেন এটাই হচ্ছে ইশার সময়। যদি উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম।"[৪৩৯]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর অন্য হাদীস-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، أَوْ بَعْدَهُ، ..... فَقَالَ حِينَ خَرَجَ: إِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلَاةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينٍ غَيْرُكُمْ، وَلَوْلَا أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ.

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ সা. কে দেরিতে নামায পড়তে দেখলাম, অতপর যখন তিনি আমাদের নিকট আসলেন তখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ অথবা তার চেয়েও বেশি অতিবাহিত হয়েছে. . . .অতঃপর যখন তিনি নামায শেষ করে আমাদের কাছে এলেন, তখন বললেন, নিশ্চয় তোমরা সালাতের জন্য অপেক্ষা কর, তোমাদের ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের অনুসারীরা এর জন্য অপেক্ষা করে না। আমার উম্মতের উপর বোঝা না হলে তাদেরকে নিয়ে আমি এ সময়েই সালাত পড়তাম।"[৪৪০]

৩। ইশার সালাতের পূর্বে 4 রাকা'আত সুন্নাত সালাত

হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ.

---

[৪৩৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৬৩৮।

[৪৪০] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৬৩৯।

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফল রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: প্রত্যেক দুই সালাতের মধ্যে সালাত রয়েছে', প্রত্যেক দুই সালাতের মধ্যে সালাত রয়েছে' তৃতীয়বার বললেন, 'তার জন্য যে ইচ্ছা করে।"[৪৪১]

ইমাম নববী রহ. বলেন, প্রত্যেক দুই সালাতের মাঝে অর্থাৎ আযান ও ইক্বামাতের মাঝে।

বিতর নামায

ইশা কিংবা তাহাজ্জুদ সালাতের পর রাতের সালাতকে বেজোড় করার জন্য কিছু বেজোড় রাক'আত সালাতের নাম বিতর সালাত। বিতর শব্দের অর্থ বেজোড়। বিভিন্ন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, এ বিতর সালাত এক, তিন, পাঁচ, সাত কিংবা নয় রাকআত।[৪৪২]

বিতর নামাযের ওয়াক্ত

ইশার পর থেকেই বিতর নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। কিন্তু রাত দ্বি-প্রহরের পর বিতর নামায আদায় করা উত্তম। যাদের তাহাজ্জুদ নামায আদায় করার অভ্যাস আছে, যদি শেষ রাতে উঠার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তবে তার বিতর নামায শেষ রাতে আদায় করাই উত্তম। যদি শেষ রাতে ঘুম ভাঙ্গার বিশ্বাস না থাকে, তবে ইশার নামাযের পর ঘুমানোর পূর্বে বিতরের নামায আদায় করে নেয়া উচিত।

বিতর নামায আদায়ের নিয়ম

তিন রাকা'আত বিশিষ্ট বিতর নামায পড়ার নিয়ম হলো : প্রত্যেক রাকা'আতেই সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলাতে হবে। আর জামা'আতে আদায় করলে ক্বিরাত জোরে পাঠ করবে। তৃতীয় রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানোর পর তাকবীরে তাহরীমার মতো হাত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে পুনরায় হাত বেঁধে দু'আ কুনূত পাঠ করে রুকূ-সিজদা করে অন্য নামাযের মত সব কিছু আদায় করে নামায শেষ করবে।[৪৪৩]

---

[৪৪১] আল বুখারী,, হাদীস নং: ৬২৭।

[৪৪২] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১১১-১১২

[৪৪৩] ইবনে আবি শাইবার বর্ননা অনুযায়ী, হযরত ওমর রা., হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত ইবনে মাসউদ রা. প্রমুখ সাহাবী এভাবে বিতর সালাত আদায় করেছেন। দু'আ কুনূত পাঠ করার আরেকটি নিয়ম হলো তৃতীয় রাকআতের রুকু শেষ করে দাঁড়িয়ে দু'আ কুনূত পড়া, যা বিভিন্ন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

দু'আ কুনূত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ. وَنَشْكُرُكَ وَلَانَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ. اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِق.

"হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা তোমারই নিকট সাহায্য চাই; তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তোমার প্রতি ঈমান রেখেছি। তোমার উপর ভরসা করছি এবং তোমার সু-প্রশংসা করছি। আমরা তোমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি; এবং তোমার নাফরমানি করব না। আমরা তাদের থেকে দূরে থাকি এবং তাদেরকে পরিত্যাগ করি যারা তোমার অবাধ্য। হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র তোমারই বন্দেগী করি, তোমার সন্তুষ্টির জন্যই নামায আদায় করি এবং তোমাকেই সিজদা করি। আমরা তোমারই দিকে দৌড়িয়ে আসছি। আমরা তোমার অনুগ্রহ, তোমার দয়ার প্রতি আশা পোষণ করি এবং তোমার 'আযাবকে ভয় করি। নিশ্চয় তোমার 'আযাব কাফেররা প্রাপ্য।"[৪৪৪]

১। বিতর নামাযের সুন্নাত ক্বিরাত

যে ব্যক্তি তিন রাকা'আত বিতর নামায আদায় করবে, তার নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

"হযরত সাঈদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবযা রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. বিতর নামাযে "সাব্বে হিসমা রাব্বিকাল আ'লা (সূরা আ'লা)" ও "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন (সূরা কাফিরূন)" এবং "কুলহু আল্লাহু আহাদ (সূরা ইখলাস)" পড়তেন।"[৪৪৫]

—

— আন নাসায়ী, হাদীস নং: ১৭৪০।

প্রথম রাকা'আতে **সূরা আ'লা,**

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى . الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى . وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى . وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى . فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى . سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى . إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى . وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى . فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى . سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى . وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى . الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى . ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى . قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى . بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى . إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى . صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى .

"আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন। যিনি সৃষ্টি করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন। এবং যিনি সুপরিমিত করেছেন ও পথপ্রদর্শন করেছেন। এবং যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেছেন। অতঃপর করেছেন তাকে কাল আবর্জনা। আমি আপনাকে পাঠ করাতে থাকব, ফলে আপনি ভুলে যাবেন না। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত। নিশ্চয় তিনি জানেন প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়। আমি আপনার জন্যে সহজ শরীআত সহজতর করে দেবো। উপদেশ ফলপ্রসূ হলে উপদেশ দান করুন। যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে। আর যে হতভাগা, সে তা উপেক্ষা করবে। সে মহা-অগ্নিতে প্রবেশ করবে। অতঃপর সেখানে সে মরবেও না, জীবিতও থাকবে না। নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয়। এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে। অতঃপর নামায আদায় করে। বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও। অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববতী কিতাবসমূহে। ইবরাহীম ও মূসার কিতাবসমূহে।"[৪৪৬]

দ্বিতীয় রাকা'আতে **সূরা কাফিরূন,**

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ . لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.

---

[৪৪৬] আল কুর'আন:৮৭:১-১৯।

"বলুন, হে কাফিরেরা! আমি ইবাদাত করি না, তোমরা যার ইবাদাত কর। এবং তোমরাও ইবাদাতকারী নও, যার ইবাদাত আমি করি। এবং আমি ইবাদাতকারী নই, যার ইবাদাত তোমরা কর। তোমরা ইবাদাতকারী নও, যার ইবাদাত আমি করি। তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে।"[৪৪৭]

এবং তৃতীয় রাকা'আতে **সূরা ইখলাস**

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

"বলুন, তিনি আল্লাহ্, এক। আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।"[৪৪৮]

২। বিতর সালাতে সালাম ফিরানোর পর পঠিত দু'আ

বিতর সালাতে সালাম ফিরানোর পর নিম্নোক্ত দু'আ তিনবার বলবে:

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ.

"যিনি মালিক তিনি যাবতীয় অসম্পূর্ণতা থেকে পবিত্র।"

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي الْوِتْرِ، قَالَ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ.

"হযরত উবাই বিন কা'ব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন বিতর নামাযের সালাম ফিরাতেন তখন, তিনি বলতেন: 'যিনি মালিক তিনি যাবতীয় অসম্পূর্ণতা থেকে পবিত্র'।"[৪৪৯]

আদ দারাকুতনীর এক বর্ণনায় আছে

তৃতীয়বার সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস বলার পর উঁচু স্বরে বলবে:

رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.

"যিনি ফেরেশতাদের এবং রূহ এর প্রভু।"

---

[৪৪৭] আল কুর'আন:১০৯:১-৬।

[৪৪৮] আল কুর'আন:১১২:১-৪।

[৪৪৯] আবু দাউদ, হাদীস নং: ১৪৩০ এবং আন নাসায়ী, হাদীস নং: ১৭৪০।

জুমু'আর সালাত ও এর সুন্নাতসমূহ

১। জুমু'আর সালাতের পরিচয়

শুক্রবার যুহর নামাযের পরবর্তে জামা'আতে যে বিশেষ নামায পড়া হয়, তাকে সালাতুল জুমু'আ বলা হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.

"মুমিনগণ, জুমু'আর দিনে যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণের পানে তাড়াতাড়ি চলে যাও এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ।"[৪৫০]

২। জুমু'আর নামাযের জন্য জামা'আত আবশ্যক

জামা'আত ব্যতীত জুমু'আর নামায পড়া যায় না। আর সর্বনিম্ন চার ব্যক্তি নিয়ে জুমু'আর নামায পড়া যায়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللهِ الدَّوْسِيَة قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ قَرْيَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا إِلَّا أَرْبَعَةٌ يَعْنِيْ بِالْقُرَى الْمَدَائِنَ.

"হযরত উম্মে আব্দুল্লাহ আদদাওসিয়্যা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসীর উপর জুমু'আ ওয়াজিব যদিও সেই গ্রামের মধ্যে চার ব্যক্তি ছাড়া কেউ না থাকে। এখানে গ্রাম বলতে তিনি শহর বুঝিয়েছেন।"[৪৫১]

৩। যাদের উপর জুমু'আর নামায ফরজ

জুমু'আর সালাত প্রত্যেক সাবালক জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের জন্য জামা'আত সহকারে ফরজ। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

"হযরত হাফসা রা. (নবী পত্নী) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, প্রত্যেক সাবালেকের উপর জুমু'আ ওয়াজিব।"[৪৫২]

---

[৪৫০] আল কুর'আন, সূরা জুমু'আ, ৬২:৯।

[৪৫১] সুনানে দারেকুতনী, হাদীস নং: ১২১১।

[৪৫২] সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং ১৩৭০।

৪। যাদের উপর জুমু'আর নামায ফরজ নয়

ছয় শ্রেণির লোকের উপর জুমু'আর সালাত ফরজ নয়

১. মহিলা, ২. শিশু, ৩. অসুস্থ ব্যক্তি, ৪. দাস-দাসী

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ ، أَوْ اِمْرَأَةٌ ، أَوْ صَبِيٌّ ، أَوْ مَرِيْضٌ.

"হযরত তারেক বিন শিহাব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সা. থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. বলেন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জুমু'আর সালাত জামা'আতের সাথে ওয়াজিব শুধু চার শ্রেণির লোক ব্যতীত- দাস-দাসী, মহিলা, শিশু ও অসুস্থ ব্যক্তি।"[৪৫৩]

৫. বিভিন্ন কারণবশত মসজিদে যেতে না পারা।

যেমন: শত্রুর ভয়, সম্পদ বিনষ্টের ভয়, সফর ছুটে যাওয়ার ভয়, কাদা, বৃষ্টি, অত্যন্ত শীত, গ্রীষ্মের অতি গরম ইত্যাদি কারণে মসজিদে যেতে না পারলে তার জন্য জুমু'আর নামায পড়া ফরজ নয়।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيْ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اِتِّبَاعِهِ عُذْرٍ قَالُوْا : وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ : خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِيْ صَلَّى.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি মুআয্যিনের আযান শুনে এবং কোনো ওজর তাকে জামা'আতে উপস্থিত হতে বাধা না দেয়। 'আমরা বললাম ওজর কী? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, ভয় এবং অসুস্থতা।' তাহলে সে যে নামায পড়ে তা কবুল হয় না।"[৪৫৪]

---

[৪৫৩] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ১০৬৭।

[৪৫৪] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ৫৫১।

৬. মুসাফির ব্যক্তির উপর জুমু'আ ফরজ নয়।

"মহানবী সা. জুমু'আর দিন সফরে থাকলে, জুমু'আর নামায না পড়ে যুহরের নামায পড়তেন। রাসূলুল্লাহ সা. বিদায় হজ্জের সময় আরাফাতের সময় জুমু'আর নামায না পড়ে যুহরের নামায পড়েছেন।"

৫। জুমু'আর সালাতের সুন্নাত ক্বিরাত

জুমু'আর সালাতের সুন্নাত ক্বিরাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِيْ الْعِيْدَيْنِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ بِ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى) وَ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ.)

"হযরত নুমান বিন বশীর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. দুই ঈদ ও জুমু'আর নামাযে 'সাব্বিহিসমী রাব্বিকাল আ'লা' ও 'হাল আতাকা হাদীসুল গাসীয়্যাহ' পড়তেন'।"[৪৫৫]

عَنْ اِبْنِ أَبِيْ رَافِعٍ قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ بِسُوْرَةِ الْجُمُعَةِ وَفِي الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ)

"হযরত ইবনে আবু রাফে রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের সাথে আবু হুরাইরা রা. জুমু'আর নামায পড়লেন এবং শেষ রাকা'আতে 'ইযা যাআকাল মুনাফিকুন' পড়লেন।"[৪৫৬]

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِيْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى) وَ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ)

"হযরত সামুরা বিন জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. জুমু'আর নামাযে 'সাব্বিহিসমী রাব্বিকাল আ'লা' ও 'হাল আতাকা হাদীসুল গাসীয়্যাহ' পড়তেন'।"[৪৫৭]

---

[৪৫৫] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ১১২২।

[৪৫৬] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ১১২৩।

[৪৫৭] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ১১২৫।

৬। জুমু'আর নামাযের আগের সুন্নাত নামায

'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' নামায হিসেবে দু'রাকা'আত নামায পড়া সুন্নাত এবং তাসবীহ তাহলীল পাঠ করা।

عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ « أَصَلَّيْتَ ». قَالَ لاَ. قَالَ قُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ.

"হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো এমন সময় রাসূলুল্লাহ সা. জুমু'আর খুতবা দিচ্ছিলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তুমি কী নামায পড়েছো? সে বললো না, রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, দাঁড়াও এবং দু'রাকা'আত নামায পড়।"[৪৫৮]

৭। জুমু'আর নামাযের পরের সুন্নাত নামায

জুমু'আর পর ফরজ নামাযের জায়গা থেকে একটু সরে গিয়ে বা কারো সাথে কথা বলার পরে ৪ রাকা'আত নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পড়তে হয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর নামাযের পর নামায পড়ে, সে যেন চার রাকা'আত নামায পড়ে।"[৪৫৯]

৮। শুধু জুমু'আর রাত্রিকেই নফল নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করা নিষেধ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. নবী করীম সা. থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. বলেছেন, তোমরা অন্যান্য রাত্রসমূহের মধ্যে শুধু জুমু'আর রাত্রিকে ক্বিয়াম (ক্বিয়ামুল লাইল) এর জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করো না।"[৪৬০]

---

[৪৫৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ২০৫৭।

[৪৫৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ২০৭৫।

জুমু'আর দিনের সুন্নাত কাজসমূহ

জুমু'আর দিনের সুন্নাত কাজসমুহ হলো

১. গোসল করা

জুমু'আর দিনে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের উপর গোসল করা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন তোমাদের কেউ জুমু'আর নামায পড়তে আসে, তখন সে যেন (মসজিদে আসার পূর্বে) গোসল করে নেয়।"[৪৬১]

মহানবী সা. অন্যত্র বলেন,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. নবী করীম সা. থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. বলেন, জুমু'আর দিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের উপর গোসল করা কর্তব্য।"[৪৬২]

২. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করা

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ.....كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا.

---

[৪৬০] মুসলিম শরীফ;, হাদীস নং: ১১৪৪। (তবে কারো নিয়মিত নামাযের মাঝে জুমু'আর দিন পড়লে তাতে অসুবিধা নেই)

[৪৬১] সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৮৭৭।

[৪৬২] সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৮৫৮।

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসর করবে এবং উত্তম (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন) কাপড় পরিধান করবে.....আর এটা তার জন্য এই জুমু'আ ও অন্য জুমু'আর মধ্যবর্তী কাফ্ফারাস্বরূপ।"[৪৬৩]

أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ.

"আবু সাঈদ খুদরী রা. সাক্ষ্য দিয়ে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, জুমু'আর দিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের উপর গোসল করা কর্তব্য এবং সে (পরিষ্কার) কাপড় পরিধান করবে।"[৪৬৪]

৩. আতর অথবা খোশবু ব্যবহার করা

৪. মিসওয়াক করা

জুমু'আর দিন খোশবু ব্যবহার ও মিসওয়াক করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস,

عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ.

"হযরত আমর ইবনে সুলাইম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেছেন, আমি এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, জুমু'আর দিন প্রত্যেক বালেগের জন্য গোসল করা জরুরি। এবং মিসওয়াক করবে এবং সুগন্ধি পাওয়া গেলে তা ব্যবহার করবে।"[৪৬৫]

৫. জুমু'আর আযানের পর কোনো ধরনের কেনা-বেচা না করা

মহান আল্লাহর বাণীঃ

সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং : ৩৪৩।
সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৮৮০।
সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৮৮০।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

"হে মুমিনগণ, যখন জুমু'আর দিনে সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও। আর বেচা-কেনা বর্জন কর। এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা জানতে।"[৪৬৬]

৬. জুমু'আর দিনে আগে আগে মসজিদে যাওয়া

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন জানাবাত (ফরজ) গোসলের ন্যায় গোসল করে মসজিদে যায় (সকলের আগে) সে যেন একটি উট কুরবানী করল। তাউপর দ্বিতীয় পর্যায়ে যে ব্যক্তি যায়, সে যেন একটি গরু কুরবানী করল। তৃতীয় পর্যায়ে যে যায় সে যেন একটি মেষ কুরবানী করল। চতুর্থ পর্যায়ে যে যায় সে যেন একটি মুরগি দান করল। আর যে ব্যক্তি পঞ্চম পর্যায়ে যায় সে যেন একটি ডিম দান করল। এভাবে লিখতে থাকেন আর যখন ইমাম সাহেব খুৎবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বের হন তখন ফেরেশতাগণ তাদের খাতা গুটিয়ে খুৎবা শুনতে শুরু করেন।"[৪৬৭]

---

[৪৬৬] আল-কুর'আন, সূরা জুমআ ৬২:০৯।

[৪৬৭] সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৮৮১।

৭. হেঁটে মসজিদে যাওয়া

এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে,

أَوْسُ بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

"হযরত আওস ইবনে আওস থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন নিজের স্ত্রীকে গোসল করায় এবং সে নিজেও গোসল করে। আর সে সকলের আগে পায়ে হেঁটে মসজিদে যায় এবং সে কোনো বাহনে চড়ে না এবং ইমামের কাছে এসে ইমামের খুৎবা শুনে। কিন্তু আজে-বাজে কথা বলে না। তাহলে তার জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে এক বৎসরের রোযা ও সালাতের নেকী হবে।"[৪৬৮]

৮. সূরা কাহাফ পাঠ করা

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: من قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْف فِي يَوْم الْجُمُعَة أَضَاء لَهُ النُّور مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী করীম সা. বলেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করবে তার জন্য দুই জুমু'আর মধ্যবর্তী সময়ে নূর বর্ষিত হতে থাকবে।"[৪৬৯]

৯. বেশি বেশি দুরূদ পাঠ করা

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ

---

[৪৬৮] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং : ৩৪৫।

[৪৬৯] বায়হাকী শরীফ, মেশকাতুর মাসাবীহ, হাদীস নং : ২১৭৫

النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ.

"আউস ইবনে আউস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের সর্বোত্তম দিনগুলোর মধ্যে অন্যতম দিন হলো শুক্রবার। এই দিনেই আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয় এবং এই দিনেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এই দিনেই কেয়ামতের ফুৎকার দেওয়া হবে এবং এই দিনেই কেয়ামতের অচৈতন্য। কাজেই (এই দিনে) তোমরা আমার উপর বেশি করে সালাত (দুরূদ) পাঠ করবে; কারণ তোমাদের সালাত আমার কাছে পেশ করা হবে।"[৪৭০]

১০. নীরবে খুতবা শুনা

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

"হযরত সালমান ফারসী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে গোসল করবে, যা দিয়ে সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবে, অতঃপর তেল, আতর কিংবা খোশবু ব্যবহার করবে, মসজিদে (তাড়াতাড়ি) গমন করবে, মসজিদে গিয়ে দুই ব্যক্তিকে পৃথক করবে না, অতঃপর তার ভাগ্য ও তাওফীক অনুসারে সুন্নাত নফল নামায আদায় করবে এবং ইমাম খুতবার খুতবার জন্য বেরিয়ে আসলে নীরবে খুতবা শ্রবণ করবে, সেই ব্যক্তির এই জুমু'আ ও অন্য জুমু'আর মধ্যবর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[৪৭১]

---

[৪৭০] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং : ১০৪৭।

[৪৭১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৯১০।

সাহু সিজদা

১। সাহু সিজদা কেন করবে

সাহু শব্দটি আরবী শব্দ, যার অর্থ: ভুল করা। তিনটি কারণে সাহু সিজদা ওয়াজিব হয়। (ক) সালাতের কোনো রুকন কম-বেশি করলে (খ) সালাতের কোন ওয়াজিব বাদ পড়লে (গ) সালাতে কোন রুকন বা ওয়াজিব বাদ বা কম-বেশি হওয়ার সন্দেহ হলে।

সাহু সিজদা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ لَا قَالَ ... فَقَالَ إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সা. এর সাথে নামায পড়লাম। অতঃপর যখন কম বা বেশি হইল, তখন আমরা বললাম আমাদের নামায কী কিছু নষ্ট হয়েছে? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, না। তিনি বললেন, যখন কোনো ব্যক্তি নামাযে কম-বেশি করবে, সে দুই সিজদা করবে এবং পুনরায় দু'টি সিজদা করবে।"[৪৭২]

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ. . . فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন... রাসূলুল্লাহ সা. বলছেন, আমি তোমাদের ন্যায় মানুষ, তোমাদের মতো আমারও ভুল হয়। তোমাদের কেউ (সালাতে) ভুল করলে দু'ট সিজদা করে নিবে।"[৪৭৩]

---

[৪৭২] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৫৭২।
[৪৭৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৫৭২।

আর সাহু সিজদা হলো নামায শেষে সালাম ফিরানোর পর অতিরিক্ত দু'টি সিজদা। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. সালাম ও কালামের (তাশাহুদের) পর দুটি সাহু সিজদা আদায় করেছেন।"[৪৭৪]

২। সাহু সিজদা করার পদ্ধতি

সাহু সিজদার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে:

১. ইমাম শাফেয়ীর মতে শেষ বৈঠকে সালামের পূর্বে সাহু সিজদা করতে হবে।

২. ইমাম আবু হানিফার মতে শেষ বৈঠকের তাশাহহুদ পাঠের পর শুধু ডানদিকে সালাম ফিরানোর পর সাহু সিজদা করতে হবে।

সুত্‌রা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধি ও নিয়ম

সুত্‌রা দেয়ার দলিলটি সাধারণ মসজিদ কিংবা বাড়ি, নারী কিংবা পুরুষ সবার জন্যই। কিছু লোকেরা এই সুন্নাতকে অবলম্বন করে না, সুতরাং তারা সুত্‌রা ছাড়া সালাত আদায় করে। এই সুন্নাতটি একজন মুসলিম দিনে রাতে বহুবার পুনরাবৃত্তি করে থাকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, তাহিয়্যাতুল মসজিদ, বিতর ইত্যাদি সালাতে। জামা'আতে সালাতের ক্ষেত্রে ইমামের সুত্‌রাই মুক্তাদীদের জন্য সুত্‌রা।

১। সুত্‌রা সামনে রেখে সালাত আদায় করা সুন্নাত

হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا.

---

[৪৭৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৫৭২।

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে, সুত্‌রার দিকে সালাত আদায় কর এবং এর কাছাকাছি দাঁড়াও।"[৪৭৫]

২। সুত্‌রার প্রশস্ততা ও উচ্চতা যতটুকু হবে

যে সালাত আদায় করে তার সামনে কিবলার দিকে সুত্‌রা নির্ধারণ করা হয়, যেমন- দেয়াল, লাঠি কিংবা খুঁটি। এর প্রশস্ততার কোনো সীমা নেই। এটা কমপক্ষে বাহনের পেছনের পিঠের কাঠখণ্ড সদৃশ বস্তুর সমান উঁচু হয় (প্রায় এক বিঘত পরিমাণ)। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ :مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ.

"আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (তাবুক যুদ্ধে) নবী করীম সা. নামাযীর সুত্‌রা (আড়) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন; তা উটের পালানোর পেছনের কাঠির সমান সাদৃশ্য হবে।"[৪৭৬]

৩। সুত্‌রার দূরত্ব যতটুকু হবে

দাঁড়ানোর জায়গা থেকে সুত্‌রার দূরত্ব হবে তিন হাত, যাতে সিজদা দেয়ার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا دَخَلَ الكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ، وَجَعَلَ البَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ، فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ.

"নিশ্চয়ই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. যখন কাবার মধ্যে প্রবেশ করতেন, তখন তিনি ঢোকার সময় সামনের দিকে চলতেন। আর কাবার দরজাকে পিঠের দিকে রাখতেন। তিনি এতটাই অগ্রসর হতেন যে, তার মাঝে এবং তার সামনে কাবার দেয়ালের মাঝে দূরত্ব থাকত তিন হাত।"[৪৭৭]

---

৪৭৫ আবু দাউদ,, হাদীস নং: ৬৮৫ এবং ইবনে মাজাহ, হাদীস নং: ৯৪৫।

৪৭৬ আবু দাউদ,, হাদীস নং: ৬৮৫, মুসলিম ৫০০ এবং ইবনে মাজাহ, হাদীস নং: ৯৪৫।

৪৭৭ আল বুখারী, হাদিস নং-৫০৬।

৪। যে ধরনের নামাযে সুত্রা প্রয়োজন

সুত্রা ইমাম, একাকী সালাত আদায়কারী ব্যক্তি, ফরজ কিংবা নফল সব সালাতেই সুত্রার বিধান রয়েছে। ইমামের সুত্রাই মুকদীদের সুত্রা, সুতরাং প্রয়োজনে কাতারের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়া বৈধ।

হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ.

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মাদী গাধার উপর আরোহী এক ব্যক্তির দিকে অগ্রসর হলাম। ঐদিন আমি ইহতিলামগ্রস্ত হয়েছিলাম (আমি বালেগ হওয়ার বয়সে উপনীত হচ্ছিলাম) এবং রাসূলুল্লাহ সা. মীনায় কোনো আড়াল ব্যতীত নামায আদায় করছিলেন। আমি কিছু কাতারের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলাম, আর আমি গাধাটিকে ঘাস খেতে ছেড়ে দিলাম, অতঃপর আমি কাতারে প্রবেশ করলাম। কিন্তু এটাকে কেউ অপছন্দনীয় মনে করে নাই।"[৪৭৮]

সুত্রা দিয়ে নামায পড়ার উপকারিতা ও ফযিলত

১. সুত্রা সালাত ভঙ্গ হওয়া থেকে রক্ষা করে।

২. সুত্রা নামাযে অপূর্ণাঙ্গতা সৃষ্টি থেকে রক্ষা করে।

নামাযীর সামনে দিয়ে হাঁটার ফলে নামাযীর নামাযে অপূর্ণাঙ্গতা সৃষ্টি হয় তাই সুত্রা দিয়ে নামায পড়া উচিত। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ.

---

[৪৭৮] আত তিরমিযী,, হাদীস নং: ৩৩৫।

"আবূ যর গিফারী রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: নামায পড়ার সময় যদি উটের পালানের শেষাংশের কাঠির পরিমাণ একটা সুতরা দেয়া না হয়, আর উক্ত নামাযীর সামনে দিয়ে (সাবালেগা) স্ত্রীলোক, গাধা ও কালো কুকুর চলে যায়, তবে নামায (এর একাগ্রতা) নষ্ট হবে।"[৪৭৯]

৩. সুতরা দ্বারা বিশেষ প্রয়োজনে নামাযীর সামনে দিয়ে হাঁটা যায়

যখন কারো নামাযীর সামনে দিয়ে হাঁটার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সে সুত্‌রা মাধ্যমে নামাযীর সামনে দিয়ে সরাসরি না হেঁটে সুত্‌রার আড়াল দিয়ে হাঁটতে পারে।

৪. সুতরা নামাযীর মনোযোগ নষ্ট করা থেকে রক্ষা করে

এটি ঐ ব্যক্তিকে এদিক সেদিক তাকানো থেকে রক্ষা করে। এটি সালাতকে পরিপূর্ণ করতে সাহায্য করে ।

জামা'আতে নামায

প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম যার মসজিদে যাওয়ার শক্তি আছে তার মসজিদে জামা'আতে নামায পড়া ওয়াজিব। তবে নারীরা মসজিদে না গেলে ওয়াজিব তরক হবে না, তাদের মসজিদে না যাওয়ার ইখতিয়ার রয়েছে। সফর, মুকীম, ও সুস্থ ব্যক্তির জন্য জামা'আতে নামায আদায় করা ওয়াজিব।

১. জামা'আতে নামায পড়ার ফযিলত

ক. জামা'আতে নামায পড়া একাকী নামাযের চেয়ে সাতাশ গুণ সাওয়াব বেশি। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: 'একাকী নামাযের চেয়ে জামা'আতের নামাযের সাওয়াব সাতাশ গুণ।"[৪৮০]

খ. সকাল-বিকাল জামা'আতে নামায আদায়কারীর জন্য মেহমানদারীর ব্যবস্থা করা হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস-

"হযরত আবু হুরাইরা রা. রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি সকালে বা বিকালে মসজিদে গমন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে

---

[৪৭৯] মুসলিম ৫১০।

[৪৮০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৬৪৫, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৬৫০।

মেহমানদারীর ব্যবস্থা করবেন যখন যখন সে সকালে-বিকালে যেভাবে গমন করেছে।"[৪৮১]

২. জামা'আতে নামায না পড়ার পরিণাম

যারা জামা'আতে নামায পড়ে না, তাদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর ইচ্ছা প্রকাশ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ نَارٍ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ

"আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম স. ইরশাদ করেছেন, মুনাফিকদের জন্য ফজর ও 'ইশার সালাত অপেক্ষা অধিক ভারি সালাত আর নেই। এ দু' সালাতের কী ফযিলত, তা যদি তারা জানতো, তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা হাযির হতো। (রাসূলুল্লাহ সা. বলেন) আমি ইচ্ছে করেছিলাম যে, মুয়াযযিনকে ইক্বামাত দিতে বলি এবং কাউকে লোকদের ইমামতি করতে বলি। আর আমি নিজে একটি আগুনের মশাল নিয়ে গিয়ে অতঃপর যারা সালাতে আসেনি, তাদের উপর আগুন ধরিয়ে দেই।"[৪৮২]

নামায ভঙ্গের কারণ

নামায ভঙ্গের কারণ মোট ২০ টি

১. নামাযে ক্বিরাত অশুদ্ধ পড়া। (যার ক্বিরাত শুদ্ধ নেই তাকে যথাসাধ্য শুদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। ক্বিরাত শুদ্ধ নেই বলে নামাজ বাদ দেয়া যাবে না।)

২. নামাযের ভেতরে কথা বলা

৩. কোনো লোককে সালাম দেয়া

৪. সালামের উত্তর দেয়া

---

[৪৮১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৬৬২, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৬৬৯।

[৪৮২] আস সহীহ লিল বুখারী, পর্ব ১০: আযান, অধ্যায় ৩৪, হাদীস নং ৬৫৭; মুসলিম, পর্ব ৫: মাসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৪২, হাদীস নং ৬৫১।

৫. নামাযের ভেতরে উহ্-আহ্ শব্দ করা
৬. বিনা ওজরে কাশি দেয়া
৭. আমলে কাছীর করা
৮. বিপদ অথবা বেদনার কারণে শব্দ করে কাঁদা
৯. তিন তাসবীহ পরিমাণ সতর খুলিয়া থাকা
১০. মুক্তাদী ব্যতীত অপর লোকের লোকমা নেয়া
১১. সুসংবাদ অথবা দুঃসংবাদের উত্তর দেয়া
১২. নাপাক জায়গার সিজদা করা
১৩. নামাযের ভেতরে দুনিয়াবী কোনো বিষয়ে প্রার্থনা করা
১৪. নামাযের ভেতরে খাওয়া বা পান করা
১৫. হাঁচির উত্তর দেয়া
১৬. কিবলার দিক থেকে সিনা ঘুরিয়ে নেয়া
১৭. কুর'আন মাজীদ দেখে পড়া
১৮. ইমামের আগে মুক্তাদী কোনো রুকন পালন করা
১৯. নামাযের মধ্যে এদিক-সেদিক তাকানো
২০. নামাযে শব্দ করে হাসা।

অসুস্থ ব্যক্তির সালাত

অসুস্থ ব্যক্তি তার সুবিধা অনুযায়ী যে কোনোভাবে নামায পড়তে পারবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস-

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الْمَرِيضِ؟ فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

"হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে অসুস্থ অবস্থায় নামায পড়ার পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, দাঁড়িয়ে নামায আদায় করো, যদি না পার তবে বসে পড়, যদি তাও না পার তাহলে কাত হয়ে নামায পড়।"[৪৮৩]

---

[৪৮৩] সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৭২।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর অন্য হাদীস

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضى الله عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

"হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার অর্শ্ব রোগ ছিলো। তাই আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে এঅবস্থায় নামায পড়ার পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, দাঁড়িয়ে নামায আদায় করো, যদি না পার তবে বসে পড়, যদি তাও না পার তাহলে কাত হয়ে নামায পড়।"[৪৮৪]

অসুস্থ ব্যক্তির সালাতের সাওয়াব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ؟ فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّاهَا قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّاهَا نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ.

"হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, তিনি অর্শ্বরোগী ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বসে বসে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, যদি দাঁড়িয়ে নামায পড় তবে সর্বোত্তম। আর যে ব্যক্তি বসে নামায পড়বে তার সাওয়াব দাঁড়িয়ে পড়া ব্যক্তির চেয়ে অর্ধেক। আর যে ব্যক্তি শুয়ে আদায় করবে তার সাওয়াব বসে আদায় করার চেয়েও অর্ধেক।"[৪৮৫]

[৪৮৪] বুখারী শরীফ, হাদীস নং: ১১১৭।
[৪৮৫] সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৭১।

ইস্তেহাযা মহিলার জন্য দু'ওয়াক্ত নামায একত্রে পড়া

এ প্রসঙ্গে রাসূলের হাদীস

عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي اسْتُحِضْتُ حَيْضَةً مُنْكَرَةً شَدِيدَةً. قَالَ لَهَا: «احْتَشِي كُرْسُفًا» قَالَتْ لَهُ: إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ. إِنِّي أَثُجُّ ثَجًّا. قَالَ: «تَلَجَّمِي، وَتَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلًا، فَصَلِّي، وَصُومِي ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ، أَوْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وَأَخِّرِي الظُّهْرَ، وَقَدِّمِي الْعَصْرَ، وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا، وَأَخِّرِي الْمَغْرِبَ، وَعَجِّلِي الْعِشَاءَ، وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا، وَهَذَا أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ».

"হযরত হামনা বিনতে জাহাশ রা. হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা.-এর যামানায় হায়েযগ্রস্ত হলেন এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট এসে বললেন, আমি কঠিন ও অপছন্দনীয় হায়েযগ্রস্ত হয়েছি। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন: 'তুমি তুলা পূর্ণ করে দাও।' হামনা রাসূলুল্লাহ সা. কে বললেন, এটা তো তার চেয়ে অধিক (কষ্টকর)। আর স্রাব প্রবলবেগে প্রবাহিত হচ্ছে। নবী করীম (স) বললেন, "তুমি পরিবর্তন কর। অতঃপর আল্লাহর জ্ঞানে প্রত্যেক মাসে তুমি ছয়দিন বা সাত দিন ঋতুগ্রস্ত হিসেবে গণ্য হবে। এউপর ভালোভাবে গোসল করে সালাত পড় এবং রোযা রাখ ২৩ তেইশ দিন অথবা ২৪ চব্বিশ দিন। আর যোহরকে বিলম্ব করো এবং আসরকে এগিয়ে নিয়ে আসো এবং উভয় সালাতের জন্য একবার গোসল কর। আবার মাগরিবকে বিলম্ব করে ইশাকে তাড়াতাড়ি করে উভয় সালাতের জন্য একবার গোসল কর। আর এ দুটো বিষয় আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।"[৪৮৬]

---

[৪৮৬] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং: ৬২৭।

মুসাফিরের সালাত

১। মুসাফিরের সালাতের পরিমাণ

সফর অবস্থায় ৪ রাকা'আত বিশিষ্ট ফরজ সালাত অর্থাৎ যোহর, আসর, ইশার ফরজ সালাত ৪ রাকা'আতের স্থলে ২ রাকা'আত পড়া এবং এ অবস্থায় সুন্নাত না পড়ার উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুসাফিরের সালাত সম্পর্কে কুর'আনের বাণী :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا.

"যখন তোমরা কোনো দেশ সফর কর, তখন নামাযে কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোনো গোনাহ নেই, যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্ত্যক্ত করবে। নিশ্চয় কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[৪৮৭]

২। মুসাফির অবস্থায় বিতর নামায পড়া সুন্নাত

মুসাফিরের সালাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ. . . وَالْوِتْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ.

"হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. সফর অবস্থায় দুই রাকা'আত নামায পড়তেন। এবং সফরে বিতর নামায সুন্নাত।"[৪৮৮]

৩। সফরে দুই ওয়াক্ত সালাতকে একত্রে সালাত আদায় করা

সফর অবস্থায় যুহর ও আসরকে একত্রে এবং মাগরিব ও ইশাকে একত্রে পড়া যায়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

---

৪৮৭ আল কুর'আন, সূরা নিসা; ৪:১০১।

৪৮৮ সুনানে ইবনে মাযাহ, হাদীস নং: ১১৯৪।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. সফর অবস্থায় যুহর ও আসরকে একত্রে পড়তেন। আবার মাগরিব ও ইশাকে একত্রে পড়তেন।"[৪৮৯]

বিভিন্ন ধরণের সুন্নাত সালাত
তাহাজ্জুদ সালাত তথা রাতের সালাত

১। তাহাজ্জুদ নামাযের শ্রেষ্ঠত্ব

সকল প্রকার নফল নামাযের মধ্যে তাহাজ্জুদ নামায শ্রেষ্ঠ। এ নামায সম্পর্কে রাসূলে সা. এর বাণী:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ.

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন– ফরজ নামায ছাড়া নফল নামাযের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম নামায হচ্ছে– রাতের নামায।"[৪৯০]

২। তাহাজ্জুদ সালাতের পছন্দনীয় রাকা'আত সংখ্যা

রাতের সালাতের পছন্দনীয় রাকা'আত সংখ্যা হচ্ছে এগার অথবা তের। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে :

---

[৪৮৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ১১০৭।
[৪৯০] মুসলিম, হাদীস নং: ১১৬৩।

عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضى اللّٰهُ عَنْهَا، عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: سَبْعٌ، وَتِسْعٌ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ..

"হযরত মাসরূক রা. বলেন, আমি হযরত আয়িশা রা. কে রাসূলুল্লাহ সা. এর রাতের নামাযের পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এর পরিমাণ সাত, নয় এবং এগারো।"[৪৯১]

এ প্রসঙ্গে অন্য হাদীসে এসেছে

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَتْ صَلاَةُ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَعْنِي بِاللَّيْلِ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. রাতের নামায তেরো রাকা'আত পড়তেন।"[৪৯২]

৩। ক্বিয়ামুল লাইলের জন্য জেগে উঠে মিসওয়াক করা সুন্নাত

যে ব্যক্তি ক্বিয়ামুল লাইলের জন্য জেগে উঠে সে মিসওয়াক করবে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

"হযরত হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন রাতের নামাযের জন্য উঠতেন, তখন মিসওয়াক দিয়ে তার মুখ পরিষ্কার করতেন।"[৪৯৩]

৪। তাহাজ্জুদ সালাতের সুন্নাত ক্বিরাত

রাসূলুল্লাহ সা. সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত (১৯০-২০০) পাঠ করতেন।

---

[৪৯১] আল বুখারী, হাদীস নং: ১১৩৯।
[৪৯২] আল বুখারী, হাদীস নং: ১১৩৯।
[৪৯৩] আল বুখারী, হাদীস নং: ২৪৫।

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسَ .... ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ.

"হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বসতেন . . .এবং সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করতেন।"[৪৯৪]

৫। সংক্ষিপ্ত দু'রাকা'আত দিয়ে তাহাজ্জুদ সালাত শুরু করা সুন্নাত

প্রথমত সংক্ষিপ্ত দু'রাকা'আত দিয়ে তাহাজ্জুদ সালাত শুরু করা যাতে পূর্ণ কর্মক্ষম হওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ রাতের নামায পড়তে দাঁড়ায়, সে যেন শুরুতে সংক্ষিপ্ত দু'রাকা'আত নামায পড়ে নেয়।"[৪৯৫]

৬। তাহাজ্জুদ সালাতকে দীর্ঘ করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ.

"হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, দীর্ঘ কুনূত[৪৯৬] বিশিষ্ট নামাযই হলো উত্তম নামায।"[৪৯৭]

৭। তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য সুন্নাত দু'আসমূহ

তাহাজ্জুদ সালাতে নবী করীম সা. থেকে বর্ণিত সহীহ দু'আ পাঠ করা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

---

[৪৯৪] আল বুখারী, হাদীস নং: ১৮৩ এবং মুসলিম, হাদীস নং: ৭৬৩।

[৪৯৫] মুসলিম শরীফ, হাদিস নং-৭৬৮

[৪৯৬] কুনূত অর্থ কিয়াম, কিয়াম অর্থ নামাজে দাঁড়ানো।

[৪৯৭] মুসলিম, হাদীস নং: ৭৫৬।

عَنْ طَاوُسٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: "

"হযরত তাউস রা. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন রাতের বেলায় তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে দাঁড়াতেন তখন তিনি পড়তেন:

اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ الحَقُّ وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

'হে আল্লাহ আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা, আপনি আসমান যমীন ও এ দু'য়ের মাঝে বিদ্যমান সব কিছুর নিয়ামক এবং আপনার জন্য সমস্ত প্রশংসা। আসমান যমীন এবং তাদের মাঝে বিদ্যমান সব কিছুর মালিকানা আপনার জন্যই, আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আপনি আসমান যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুর নূর। আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আপনি চির সত্য। আপনার ওয়াদা চির সত্য; আপনার সাক্ষাৎ সত্য; আপনার বাণী সত্য; জান্নাত সত্য; নবীগণ সত্য; মুহাম্মদ সা. সত্য; কিয়ামত সত্য। ইয়া আল্লাহ! আপনার কাছেই আমি আত্মসমর্পণ করলাম; আপনার প্রতি ঈমান আনলাম; আপনার উপরই তাওয়াক্কুল করলাম;

আপনার দিকেই রুজু করলাম; আপনার (সন্তুষ্টির জন্যই) শত্রুতায় লিপ্ত হলাম, আপনাকেই বিচারক মেনে নিলাম। তাই আপনি আমার পূর্বাপর ও প্রকাশ্য গোপন সব অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনিই অগ্র পশ্চাতের মালিক। আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।"[৪৯৮]

অথবা নিম্নোক্ত দু'আসমূহ পড়া। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ. .

"হযরত হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একরাতে আমরা রাসূলুল্লাহ সা. এর সাথে নামায আদায় করলাম... . . . . রাসূলুল্লাহ সা. প্রশংসার বর্ণনার আয়াত এলে তাঁর প্রশংসা, দয়ার আয়াত এলে দয়া কামনা এবং শাস্তির আয়াত এলে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।"[৪৯৯]

আল্লাহর শাস্তির আয়াত এলে আশ্রয় প্রার্থনা,

أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ.

(আমি আল্লাহর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি)

দয়ার আয়াত এলে দয়া কামনা করা, اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

(আমি আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি)

আল্লাহর গৌরব-প্রশংসার বর্ণনার আয়াত এলে তাঁর প্রশংসা করা।

سُبْحَانَ اللهِ (আল্লাহ মহান)

৮। যে আমল ক্বিয়ামুল লাইলে জেগে উঠতে সাহায্য করে

১। দু'আ করা।

২। বেশি রাত জেগে না থাকা।

৩। দিনের বেলা ক্বায়লুলা করা।

৪। সকল প্রকার অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা।

৫। নফসের কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে মুজাহাদাহ বা চেষ্টা সাধনা করা।

---

[৪৯৮] আল বুখারী, হাদীস নং: ১১২০ এবং মুসলিম, হাদীস নং: ৭৬৯।

[৪৯৯] মুসলিম, হাদীস নং: ৭৭২।

তাহিয়্যাতুল ওযুর নামায

ওযু করার পর অন্য কোনো নামায পড়ার পূর্বে দুই রাকা'আত নামায পড়া মুস্তাহাব। ইসলামি পরিভাষায় এ দুই রাকা'আত নামাযকে তাহিয়্যাতুল ওযু'র নামায বলে।

তাহিয়্যাতুল ওযুর নামাযের ফযিলত

এ নামাযের বেশ কয়েকটি ফযিলত রয়েছে :

১. জান্নাত ওয়াজিব হয়। (আবু দাউদ, হাদীস নং : ৯০৬)

২. এ নামায পড়ে দু'আ করলে দু'আ কবুল হবে।

৩. পেছনের সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীস,

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"হযরত জায়েদ বিন খালিদ জুহানী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সা. ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে, অতঃপর দুই রাকআত নামায এমনভাবে আদায় করে যে, নামাযের মধ্যে কোনো ভুল করে না। তাহলে তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়।"[৫০০]

সালাতুত দোহা বা ইশরাকের নামায বা চাশতের নামায

সালাতুল দোহা নামাযের আরো দু'টি নাম রয়েছে: এ নামায যদি সকালের দিকে পড়া হয় তবে একে বলা হয় "ইশরাকের নামায" আর যদি সূর্য পূর্ণ গরম হওয়ার পর পড়া হয়, তবে একে বলা হয় "চাশতের নামায"। প্রতিটি মানবদেহে ৩৬০ জোড়া অস্থি রয়েছে। প্রত্যেক জোড়া হাড়ের শুকরিয়াস্বরূপ মানুষের করণীয় রয়েছে। আর তা হলো দু'রাকা'আত সালাতুদ দোহা আদায় করা।

হাদীসে এসেছে:

---

[৫০০] আবু দাউদ, হাদীস নং : ৯০৫

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى.

"হযরত আবু যার গিফারী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, প্রত্যেক সকালে একজন ব্যক্তির সমস্ত জোড়ার উপর (৩৬০টি) সাদাকাহ পরিশোধ হয়ে যায়, প্রত্যেক তাসবীহ একটি সাদকাহ, সৎ কাজের আদেশ দেয়া একটি সাদকাহ এবং মন্দ থেকে বারণ করা একটি সাদকাহ। এই সব কিছু দু'রাকা'আত সালাতুদ দোহা পড়ার মাধ্যমে যথেষ্ট হয়ে যায়।"[৫০১]

এ প্রসঙ্গে রাসূল সা. এর অন্য হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে তিনটি জিনিসের উপদেশ দিয়েছেন, প্রত্যেক মাসের প্রথম তিন দিন রোযা রাখা[৫০২] দু'রাকা'আত দোহা নামায এবং বিতর নামায ঘুমানোর পূর্বে আদায় করা।"[৫০৩]

দোহা নামাযের সময় শুরু হয় আনুমানিক সূর্য উদয়ের ১৫ মিনিট পর থেকে এবং যুহরের সালাত এর ১৫ মিনিট আগ পর্যন্ত এ নামাযের সময় থাকে। উত্তম সময় হচ্ছে যখন সূর্য পূর্ণ গরম হয়ে যায়। এর সর্বনিম্ন রাকা'আত হচ্ছে দুই, আর সর্বোচ্চ আট। এটাও বলা হয়ে থাকে যে, এর কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই।

---

[৫০১] মুসলিম, হাদীস নং: ৭২০।
[৫০২] প্রথম তিন দিন বলে এখানে পূর্ণচন্দ্রের তিন দিন তথা মাসের ১৩,১৪ ও১৫ তারিখ উদ্দেশ্য।
[৫০৩] মুসলিম হাদিস-৭২১, বুখারী হাদিস: ১৯৮১

সালাতুত্ তাসবীহ

সালাতুত তাসবীহ পড়ার অনেক ফযিলত রয়েছে। এ সালাত একটি বিশেষ পদ্ধতিতে সম্পাদন করতে হয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: " يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّاهُ، أَلَا أُعْطِيكَ، أَلَا أَمْنَحُكَ، أَلَا أَحْبُوكَ، أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ، إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، عَشْرَ خِصَالٍ: أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ، قُلْتَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ، فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا، فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً".

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ সা. আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবকে বললেন, হে আব্বাস, হে আমার চাচা! আমি কী আপনাকে একটি জিনিস হাদিয়া দিব না? আমি কী আপনাকে একটি জিনিস উপহার দিব না? আমি কী আপনাকে একটি জিনিস বখশিশ দিব না? আমি কী আপনার সাথে দশটি কাজ করবো না (অর্থাৎ শিক্ষা দিব না দশটি তাসবীহ)? যখন আপনি তা করবেন আল্লাহ আপনার গুনাহ মাপ করে দিবেন, প্রথমের গুনাহ, শেষের গুনাহ, পুরাতন গুনাহ, নতুন গুনাহ, অনিচ্ছাকৃত গুনাহ, ইচ্ছাকৃত গুনাহ, ছোট গুনাহ, বড় গুনাহ, অপ্রকাশ্য গুনাহ এবং প্রকাশ্য গুনাহ। আর তা হলো আপনি চার রাকা'আত নামায পড়বেন, যার প্রত্যেক রাকা'আতে সূরা ফাতিহা এবং যে কোনো একটি সূরা পড়বেন। যখন আপনি প্রথম রাকা'আতে ক্বিরাত শেষ করবেন দাঁড়ানো অবস্থায় বলবেন-

سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ

"আল্লাহ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, যিনি আল্লাহ মহান" ১৫ বার। অতঃপর রুকু করবেন এবং রুকু অবস্থায় বলবেন ১০ বার। অতঃপর রুকু থেকে মাথা উঠাবেন এবং ("সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলার পর) বলবেন ১০ বার। অতপর সিজদায় যাবেন এবং (সিজদার তাসবীহ পড়ার পর) সিজদাবস্থায় বলবেন ১০ বার। অতঃপর সিজদা থেকে মাথা উঠাবেন এবং (বসাবস্থায়) বলবেন ১০ বার। অতঃপর আবার সিজদায় যাবেন এবং (সিজদার তাসবীহ পড়ার পর) সিজদাবস্থায় বলবেন ১০ বার। তাউপর মাথা উঠাবেন এবং (সোজা হয়ে বসে) বলবেন ১০ বার। সুতরাং প্রত্যেক রাকা'আতে তা ৭৫ বার হলো। এরূপে আপনি ৪ রাকা'আত পড়বেন। যদি আপনি প্রত্যেক দিন একবার পড়তে পারেন পড়বেন। যদি তা না পারেন তবে প্রতি সপ্তাহে পড়বেন। যদি তাও না পারেন তবে প্রতি বছরে একবার পড়বেন। আর যদি তাও না পারেন, তবে আপনার জীবনে কমপক্ষে একবার হলেও পড়বেন।"[৫০৪]

---

[৫০৪] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ১২৯৭, সুনানে ইবনে মাযাহ, হাদীস নং: ১৩৮৭।

সালাতুত তাসবীহ পড়ার সহজ সমীকরণ

১.	রুকুতে যাওয়ার পূর্বে	১৫ বার
২.	রুকু অবস্থায় রুকুর তাসবীহ পড়ার পর	১০ বার
৩.	রুকু থেকে দাঁড়িয়ে সোজা অবস্থায়	১০ বার
৪.	প্রথম সিজদা অবস্থায় সিজদার তাসবীহ পড়ার পর	১০ বার
৫.	প্রথম সিজদা হতে উঠে বসা অবস্থায়	১০ বার
৬.	দ্বিতীয় সিজদা অবস্থায় সিজদার তাসবীহ পড়ার পর	১০ বার
৭.	দ্বিতীয় সিজদা হতে উঠে বসা অবস্থায়	১০ বার
	মোট=	৭৫ বার

এভাবে ৪ রাকা'আতে মোট, ৭৫x৪=৩০০ বার

সালাতুত তাওবা

গুনাহ থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে যে নামায পড়া হয় সেটাই সালাতুত তাওবা। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ، ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ لَهُ» ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ . أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ}

"হযরত আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি- যে ব্যক্তি কোনো গুনাহ করবে তাউপর উঠে (ওযূ-গোসল) আবশ্যক পবিত্রতা লাভ করবে এবং কিছু নফল নামায পড়বে, তাউপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ নিশ্চয়ই তার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন "তারা কখনও কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোনো মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর যুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের

জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তাই করতে থাকে না। তাদেরই জন্য প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবণ যেখানে তারা থাকবে অনন্ত কাল। যারা কাজ করে তাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান।"[৫০৫]

সালাতুল হাজাত

যদি কেউ কোনো সমস্যা, অভাব, বিপদ-আপদ ও মনে কোনো আশা-আকাঙ্খা থাকে তবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে যে নামায পড়া হয়, তাই সালাতুল হাজাত বলে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ، أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللَّهِ، وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لِيَقُلْ:

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবি আওফা রা..থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অথবা কোনো মানুষের নিকট কোনো হাজাত রয়েছে, সে যেন প্রথমে ওযূ করে এবং তা উত্তমরূপে করে। অতঃপর দু'রাকা'আত নামায পড়ে। অতঃপর কিছুক্ষণ আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ সা. এর উপর দুরূদ পড়বে। অতঃপর বলবে:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لَا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

---

[৫০৫] সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং: ৪০৬।

"আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি ধৈর্যশীল, মহামহিম। তিনি ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র। তিনি বিরাট আরশের মালিক। প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ঐসব জিনিস ভিক্ষা চাচ্ছি যার জন্য তোমার রহমত অপরিহার্য এবং যা তোমার পুরস্কার ও মাগফিরাতের কারণ হয়। আমি প্রত্যেক মঙ্গলের অংশীদার হওয়ার কামনা করি। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ মাফ করা ব্যতীত এবং আমার দুঃখ-দৈন্য দূর করা ব্যতীত ক্ষান্ত হয়ো না। আর আমার যেসব প্রয়োজন তোমার পছন্দনীয় তা পূরণ না করে ছেড়ো না- হে অনুগ্রহকারীদের মধ্যে বড় অনুগ্রহকারী!"[৫০৬]

সালাতুল ইস্তিসকা

আল্লাহর নিকট বৃষ্টি চেয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে দু'আ কামনা করে যে নামায পড়া হয় সেটাই সালাতুল ইস্তিসকা। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ»، ثُمَّ قَالَ.

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. সূর্য উঠার সময় বের হন এবং মিম্বারে উঠে বসলেন। অতঃপর তিনি তাকবীর বললেন ও আল্লাহর প্রশংসা করলেন। এউপর বললেন: তোমরা দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের সমস্যার অভিযোগ করছো, এবং তোমরা সময়মতো বৃষ্টি পাচ্ছ না, আল্লাহ তা'আলা দু'আ করতে আদেশ করেছেন এবং দু'আ কবুলের ওয়াদা করেছেন। অতঃপর তিনি বললেন:

[৫০৬] সুনান আত তিরমিযী, হাদীস নং: ৪৭৯।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ. مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ.

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক। যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু। যিনি হাশরের দিনের মালিক। আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি যাই ইচ্ছা করেন তাই করতে পারেন। হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই, আপনি অমুখাপেক্ষী। আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। আর আপনি যে বৃষ্টি দান করবেন তা শক্তিতে রূপান্তর করুন এবং তা আমাদের প্রয়োজন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত স্থায়ী করুন।"

ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى بَدَا بَيَاضُ إِبِطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ، أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ.

"অতঃপর তিনি হাত তুলে দু'আ করলেন, এমনভাবে হাত তুললেন যাতে তাঁর বগলের শুভ্রতা পর্যন্ত দেখা গিয়েছিলো। অতঃপর তিনি মানুষের অভিমুখী হলেন এবং মিম্বার থেকে নেমে দুই রাকা'আত সালাত পড়ালেন। অতঃপর আল্লাহ মেঘমালা বানালেন ও তা দ্রুত ঘনআচ্ছাদিত হলো ও বজ্রপাত হতে থাকল, অতঃপর বৃষ্টি শুরু হলো।"[৫০৭]

নিয়মিত নফল সালাত পড়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে নবী করীম সা. এর হাদীস:

عَنْ عَائِشَةَ رضى اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

---

৫০৭ সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ১১৭৩।

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো কোন আমল আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়, তিনি বললেন: আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় আমল হচ্ছে তাই, যা নিয়মিতভাবে করা হয়, যদিও তা পরিমাণে কম হোক।"[৫০৮]

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ সা. বেশি নফল ইবাদাত ও নফল সালাত পড়তে নিষেধ করেননি বরং মধ্যম পন্থায় ইবাদাত পছন্দনীয় এ কথাই তিনি বুঝিয়েছেন।

১। নিয়মিত পড়া নামায হঠাৎ ছেড়ে দেয়া নিষেধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رضى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বিন আস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে বললেন: হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মতো হয়ো না, যে সারারাত সালাত পড়ত। অতঃপর তা ছেড়ে দিল।"[৫০৯]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর অন্য হাদীস

قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ، أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

"আমি বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন আমাকে রাসূলুল্লাহ সা. এর বিতর (নফল সালাত) সম্পর্কে বলুন। আয়িশা রা. বললেন, নবী করীম সা. যখন কোনো সালাত পড়তেন, তা নিয়মিতভাবে পড়তে পছন্দ করতেন। যদি

---

[৫০৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৬৪৬৫।

[৫০৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ১১৫২।

কখনো ঘুমিয়ে পড়তেন বা ব্যথার কারণে রাতের সালাত পড়তে সক্ষম না হতেন, তাহলে তিনি দিনের বেলায় বার রাকা'আত সালাত পড়ে নিতেন।[৫১০]

২। ফরজ সালাত ব্যতীত ঘরের সালাত সর্বোত্তম সালাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

“হযরত যায়িদ বিন সাবিত রা. বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, তোমরা ফরজ নামায ব্যতীত অন্য নামায ঘরে আদায় করো, কেননা একজন ব্যক্তির ফরজ সালাত ব্যতীত সর্বোত্তম সালাত হচ্ছে ঘরের সালাত।”[৫১১]

নবী করীম সা. থেকে হাদীসে আরও বর্ণিত রয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا أَفْضَلُ؟ الصَّلَاةُ فِي بَيْتِي أَوِ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «أَلَا تَرَى إِلَى بَيْتِي؟ مَا أَقْرَبَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَأَنْ أُصَلِّي فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً.

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞেস করলাম ঘরে সালাত পড়া উত্তম না মসজিদে? জবাবে তিনি বললেন, আমার ঘরটি কী দেখছ না? মসজিদের কত নিকটে তথাপি ফরজ সালাত ছাড়া অন্য সব সালাত মসজিদে পড়ার চেয়ে ঘরে পড়াকেই আমি বেশি পছন্দ করি।”[৫১২]

---

[৫১০] মুসলিম, হাদীস নং: ৭৪৬।
[৫১১] বুখারী, কিতাবুল আযান ৭৩১।
[৫১২] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং: ১৩৭৮।

৩। নিজ ঘরে নামায না পড়া ঘরকে কবর বানানোর শামিল

রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, তোমরা তোমাদের সালাতসমূহ (নফল সালাত) তোমাদের ঘরেই আদায় কর এবং ঘরকে কবরে পরিণত করো না।"[৫১৩]

রাসূলুল্লাহ সা. এর অন্য হাদীস

عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

"হযরত আবু মূসা আশআরী রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, যে ঘরে আল্লাহর যিকির করা হয় আর যে ঘরে আল্লাহর যিকির করা হয় না এর উদাহরণ হচ্ছে জীবিত ও মৃতের ন্যায়।"[৫১৪]

৪। নফল সালাত ঘরে পড়লে সে ঘর কল্যাণ দ্বারা পূর্ণ হয়

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا.

"তোমাদের কেউ যখন মসজিদে সালাত পড়ে (ফরজ) তাহলে সে যেন এতে কিছু অংশ তার ঘরে আদায় করে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার সালাতের কারণে তার ঘরে কল্যাণ দান করবেন।"[৫১৫]

---

[৫১৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৭৭৭।

[৫১৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৭৭৯।

[৫১৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৭৭৮।

৫। নিজ ঘরে নামায পড়া মসজিদে নববীতে নামায পড়া থেকেও উত্তম

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

"হযরত জায়েদ বিন সাবিত রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ব্যক্তির সালাত তার ঘরে পড়া উত্তম আমার এ মসজিদে পড়ার চেয়ে। তবে ফরজ সালাত ব্যতীত।"[৫১৬]

এই সুন্নাহটি দিনে রাতে অনেক বার পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে। একজন ব্যক্তি তার ঘরে (নফল) সালাতগুলো আদায় করে সুন্নাত পালন করতে পারে এবং তার আমল বাড়াতে পারে।

৬। নফল সালাতগুলো ঘরে কায়েম করার উপকারিতা

নফল সালাতগুলো ঘরে কায়েম করার উপকারিতা হচ্ছে

ক. এতে প্রশান্তি এবং ইখলাস বৃদ্ধি পায়।

খ. লোক দেখানো থেকে দূরে থাকতে পারা যায়।

গ. তার ঘরে আল্লাহর রহমত নাযিল হয়।

ঘ. শয়তানকে দূরে রাখা যায়।

ঙ. এতে বহুগুণ সাওয়াব লাভ হয়, যেমন ফরজ সালাত মসজিদে আদায় করলে বহুগুণ সাওয়াব লাভ করা যায়।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

"একজন ব্যক্তির নফল সালাত আদায় করা (এমন জায়গায়) যেখানে কেউ তাকে দেখতে পায় না, তাতে পঁচিশগুণ বেশি সাওয়াব, ঐ সালাত থেকে যেখানে লোকেরা তাকে দেখতে পায়।"[৫১৭]

নামাযের সাথে সম্পৃক্ত কিছু নিষিদ্ধ কাজ

১। নিজ ঘরে নফল নামায না পড়ার অভ্যাস থাকা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا.

---

[৫১৬] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ১০৪৪।

[৫১৭] মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস নং: ৩৮২১, আলবানী সহীহ বলে চিহ্নিত করেছেন।

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমরা ঘরগুলোকে কবর বানিও না।"[৫১৮]

অর্থাৎ, ঘরে নফল নামায না পড়ার অভ্যাস করবে না। বরং ঘরে নফল নামায, কুর'আন তিলাওয়াত ও দু'আ করবে।

২। বায়ু নির্গমন সন্দেহে নামায ছেড়ে দেয়া নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَوَجَدَ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ، أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: তোমাদের কেউ নামাযে থাকাবস্থায় নিজ পায়ুপথে নড়াচড়া অনুভব করলে সে যদি এ ব্যাপারে সন্দিহান হয় যে, তার ওযু ভেঙে গিয়েছে না কি ভাঙেনি? তাহলে সে যেন নামায ছেড়ে না দেয় যতক্ষণ না সে (বায়ু নির্গমনের) আওয়াজ শুনতে পায় অথবা (তার নাকে) দুর্গন্ধ অনুভব করে।"[৫১৯]

৩। ফরজ নামায পড়ার পর পরই সে স্থানে নফল নামায পড়া নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ مُعَاوِيَةُ قَالَ: فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ، أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ.

"হযরত মুয়াবিয়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে আদেশ করেছেন: 'কোনো ফরজ নামায পড়ার পর তার সাথে মিলিয়ে কোনো সুন্নাত কিংবা কোনো নফল নামায পড়বে না; যতক্ষণ না তুমি কোনো কথা বলবে অথবা মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবে।"[৫২০]

তবে বের হওয়ার কোনো জায়গা না থাকলে অথবা বিশেষ প্রয়োজনে পড়া যেতে পারে।

---

[৫১৮] আবু দাউদ শরীফ,, হাদীস নং: ২০২৪।

[৫১৯] আবু দাউদ শরীফ,, হাদীস নং: ১৭৭।

[৫২০] আবু দাউদ শরীফ,, হাদীস নং: ১১২৯।

৪। নামায পড়াবস্থায় 'আস্‌সালামু আলাল্লাহ' বলা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ.

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সা. এর সাথে নামায পড়ার সময় বসাবস্থায় বলতাম: সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, অতঃপর তাঁর বান্দাদের উপর। রাসূলুল্লাহ সা. তা শুনে বললেন: তোমরা আল্লাহর উপর শান্তি বর্ষিত হোক এমন কথা বলো না। কারণ, আল্লাহ নিজেই তো শান্তি বর্ষণকারী। বরং তোমরা বলো: সকল মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্য।"[৫২১]

৫। একই রাত্রিতে দু'বার বিতর নামায পড়া নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عن طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ.

"হযরত তালেক বিন আলি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সা. কে বলতে শুনেছি: একই রাত্রিতে দু'বার বিতর নামায পড়া যাবে না।"[৫২২]

৬। ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতসমূহ যথাযথভাবে আদায় না করা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

---

[৫২১] আবু দাউদ শরীফ; হাদীস নং:৯৬৮।

[৫২২] আবু দাউদ শরীফ; হাদীস নং:১৪৩৯।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ، وَلَا تَسْلِيمٍ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: নামায ও সালামে কোনো ত্রুটি করা চলবে না।"[৫২৩]

৭। রুকু-সিজদায় কুর'আন তিলাওয়াত করা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমরা কি জানো না যে, আমাকে রুকু অথবা সিজদারত অবস্থায় কুর'আন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে তোমরা রুকু অবস্থায় মহান প্রভুর মহত্ত্ব কীর্তন করবে এবং সিজদারত অবস্থায় বেশি বেশি দু'আ করবে। আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা উক্ত দু'আ কবুল করবেন।"[৫২৪]

৮। জামা'আতের সামনের কাতার খালি রেখে পিছনে দাঁড়ানো নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَلِي بْنِ شَيْبَانَ قَالَ: صَلَّيْنَا خَلْفَهُ يَعْنِي النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ، فَرَأَى رَجُلًا فَرْدًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ، فَلَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ.

---

[৫২৩] আবু দাউদ শরীফ,, হাদীস নং: ৯২৮।

[৫২৪] মুসলিম শরীফ, হাদীস নং:৪৭৯।

"হযরত আলী ইবনে শায়বান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ সা. এর পেছনে নামায পড়ছিলাম। নামায শেষে তিনি এক ব্যক্তিকে মুসল্লিদের কাতারের পেছনে একাকী নামায পড়তে দেখলেন। রাসূলুল্লাহ সা. তার নিকট দাঁড়িয়ে তার নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলেন। অতঃপর নামায শেষে রাসূলুল্লাহ সা. তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: তোমার নামায আবার নতুন করে পড়ে নাও। কারণ, কাতারের পিছনে একাকী নামায পড়লে তার নামায আদায় হয় না।"[৫২৫]

৯। নামাযরত অবস্থায় এদিক-সেদিক তাকানো নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ العَبْدِ.

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে নামাযরত অবস্থায় এদিক-সেদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: তা হচ্ছে শয়তানের থাবা। যার মাধ্যমে শয়তান বান্দার নামায ছিনিয়ে নেয়।"[৫২৬]

১০। নামাযের কাতারের মাঝে খালি রাখা নিষিদ্ধ

নামাযের কাতারে মিলে-মিশে না দাঁড়িয়ে মাঝে খালি রাখা নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّايَ وَالْفُرَجَ يَعْنِي: فِي الصَّلَاةِ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, নামাযরত অবস্থায় নামাযীদের মাঝে খালি জায়গা রাখা থেকে আমাকে দূরে রাখো তথা আমাকে যেন তা আর কখনো দেখতে না হয়।"[৫২৭]

---

[৫২৫] সহীহ ইবনে খুযাইমা;, হাদীস নং: ১৫৬৯।

[৫২৬] সহীহ বুখারী;, হাদীস নং: ৭৫১।

[৫২৭] মু'জামূল কবীর আত তাবারানী ; হাদীস নং:১১৪৫২।

১১। নামাযে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِي، قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.

"হযরত মুয়াবিয়া বিন হাকাম সুলামী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: নামাযে দুনিয়ার কোনো ব্যক্তিগত কথা বলা চলবে না বরং নামায হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও তার মহিমা বর্ণনা এবং কুর'আন তিলাওয়াতের সমষ্টি মাত্র।"[৫২৮]

১২। নামাযে কাপড় অথবা চুল বাঁধা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُمِرَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ، وَثِيَابَهُ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে সাতটি হাড়ের উপর সিজদা করতে আদেশ করেছেন এবং নামাযে চুল ও কাপড় বাঁধতে নিষেধ করেছেন।"[৫২৯]

১৩। ইক্বামতের পর সুন্নাত অথবা নফল নামায পড়া নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যখন কোনো (ফরজ) নামাযের ইক্বামত দেয়া হয় তখন উক্ত নামায ছাড়া অন্য কোনো (সুন্নাত অথবা নফল) নামায পড়া যাবে না।"[৫৩০]

---

[৫২৮] মুসলিম শরীফ ; হাদীস নং:৫৩৭।

[৫২৯] মুসলিম শরীফ ; হাদীস নং:৪৯০।

১৪। নামাযে দু'আ করা অবস্থায় আকাশের দিকে তাকানো নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, নামাযে দু'রাকা'আত অবস্থায় আকাশের দিকে চক্ষু তুলতে জাতিকে অবশ্যই নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, এতে তাদের দৃষ্টিশক্তি উঠিয়ে নেয়া হবে।"[৫৩১]

১৫। মল-মূত্রের বেগ অথবা ক্ষুধার জ্বালা রেখে নামায পড়া নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَائِشَةَ رضى اللهُ عَنْهَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ.

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি: খাবার উপস্থিত (ক্ষুধা থাকাবস্থায়) এবং মল-মূত্রের বেগ রেখে নামায পড়লে, সে নামায আদায় হবে না।"[৫৩২]

১৬। নামাযে কাতার সোজা না করে নামায পড়া নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ: اسْتَوُوا، وَلَا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ.

"হযরত আবু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. নামাযে দাঁড়ানোর সময় আমাদের কাঁধগুলো স্পর্শ করে বলতেন: তোমরা সবাই নামাযের কাতারে একদম সোজা হয়ে দাঁড়াও। একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

---

[৫৩১] মুসলিম শরীফ ; হাদীস নং:৭১০।

[৫৩২] মুসলিম শরীফ ; হাদীস নং:৪২৯।

[৫৩৩] মুসলিম শরীফ ; হাদীস নং:৫৬০।

কখনো দাঁড়িও না, তা হলে তোমাদের অন্তরগুলোর মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে।"[৫৩৩]

১৭। ইমাম সাহেবের পূর্বেই কোনো রুকন আদায় করা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي إِمَامُكُمْ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالِانْصِرَافِ.

"হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সা. নামায শেষ করে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে বললেল: হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ইমাম। সুতরাং আমার আগে রুকু, সিজদা, উঠা, বসা ও সালাম (কোনো রুকন) আদায় করবে না।"[৫৩৪]

১৮। নামাযে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে থুথু ফেলা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . .فَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى.

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. . .বলেছেন: তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়ালে সে যেন তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে। কারণ, যখন সে নামায পড়ে তখন আল্লাহ তা'আলা তার সামনেই থাকেন।"[৫৩৫]

তবে নামাযরত অবস্থায় কারো বেশি থুথু এলে সে যেন তার বাঁ দিকে অথবা পায়ের নিচে অথবা কোনো রুমালে ফেলবে।

---

[৫৩৩] মুসলিম শরীফ ; হাদীস নং:৪৩২।

[৫৩৪] মুসলিম শরীফ ; হাদীস নং:৪২৬।

[৫৩৫] মুসলিম শরীফ ; হাদীস নং:৫৪৭।

১৯। বিনা ওযুতে নামায পড়া নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: তোমাদের কারো ওযু না থাকা সত্ত্বে ওযু না করে নামায পড়লে তার নামায কবুল হবে না।"[৫৩৬]

২০। নামাযের মাঝে কোনো কিছু সরানো নিষিদ্ধ

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন—

عَنْ مُعَيْقِيبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسْحِ الحَصَى فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً.

"হযরত মু'আইকিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে নামাযে কোনো কংকর সরানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, জবাবে তিনি বললেন, যদি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তোমার করতেই হয়, তাহলে একবার করতে পার।"[৫৩৭]

أَبَا ذَرٍّ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، فَلَا يُحَرِّكِ الْحَصَى، أَوْ لَا يَمَسَّ الْحَصَى.

"হযরত আবু যর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন আল্লাহর রহমত তার অভিমুখী হয়, সুতরাং সে যেন কংকর না সরায় অথবা কংকর স্পর্শ না করে।"[৫৩৮]

---

[৫৩৬] মুসলিম শরীফ ; হাদীস নং:২২৫।

[৫৩৭] সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৮০।

[৫৩৮] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং:২১৩৩২।

নামাযের মাকরূহ ওয়াক্ত

নামাযের মাকরূহ ওয়াক্ত দুটি :

১. ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর থেকে সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত ফজরের সুন্নাত ও ফরজ নামায ব্যতীত অন্য কোনো নফল কিংবা সুন্নাত নামায।

২. আসরের নামাযের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীস,

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ... أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.

"হযরত ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত, তিনি আবু সাঈদ খুদরী রা. কে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি, ফজরের পর সূর্য একটু উপরে উঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোনো নামায নেই।"[৫৩৯]

নামাযের নিষিদ্ধ ওয়াক্ত

তিন সময়ে নামায পড়া নিষিদ্ধ :

১. সূর্যোদয় আরম্ভ হওয়ার পর থেকে নিয়ে সূর্য এক তীর পরিমাণ উপরে উঠা পর্যন্ত যেকোনো ধরনের নামায পড়া নিষিদ্ধ। (এমনকি ঐ দিনের ফজর নামাযও পড়া যাবে না।) নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী সূর্য এক তীর পরিমাণ উঠতে সময় লাগে ৯ মিনিট)

২. ঠিক দ্বি-প্রহর তথা সূর্য যখন একেবারে মধ্য আকাশে থাকে।

৩. সূর্য ডোবার সময়। (এমনকি ঐ দিনের আসর নামাযও পড়া যাবে না।)

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীস,

---

[৫৩৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৫৮৬

قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ... فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللهُ وَأَجْهَلُهُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ، قَالَ: صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ

"হযরত আমর ইবনে আবাসা আস-সুলামী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে আরজ করলাম. ইয়া রাসূলাল্লাহ! যেসব বিষয় আমি জানি না এবং আল্লাহ আপনাকে শিখিয়েছেন, সেসব বিষয় থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দিন। আমাকে নামায সম্পর্কে শিক্ষা দিন। নবী করীম সা. বললেন, তুমি ফজরের নামায আদায় করবে। এউপর সূর্য পূর্বাকাশে উঁচু হওয়া পর্যন্ত নামায পড়া থেকে বিরত থাকবে। কেননা সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখানে উদিত হয় এবং ঐ সময় কাফিররা সূর্যকে সিজদা করে। অতঃপর সূর্য যখন উঁচু হয় তখন নামায পড়বে। কেননা নামায আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। এউপর যখন বর্শার ছায়া সুক্ষিপ্ত হয় (অর্থাৎ সূর্য মধ্যগগনে উঠে আসে) তখন নামায পড়বে না। কেননা, এ সময় জাহান্নাম উত্তপ্ত করা হয়। এউপর ছায়া যখন দীর্ঘ হতে থাকে তখন নামায পড়বে। স্মরণ রাখবে সকল নামায আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। আর আসরের নামায আদায় করার পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত অন্য কোনো নামায পড়বে না। কেননা, সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাযখানে অস্ত যায় এবং এ সময় কাফিররা সূর্যকে সিজদা করে।"[৫৪০]

---

[৫৪০] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৮৩২

অধ্যায়-১১
দু'আ ও মুনাজাত
সকাল-সন্ধ্যায় পঠিত কিছু মাসনূন দু'আ বা আল্লাহর যিকির

সকাল এবং সন্ধ্যায় কিছু দু'আ কালাম যিকির-আযকার রয়েছে সেগুলো হচ্ছে :

১। আয়াতুল কুরসী পাঠ করা সুন্নাত

এর ফযিলত হচ্ছে "যে সকালে পাঠ করবে তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জিনদের থেকে রক্ষা করা হবে, যে সন্ধ্যায় পাঠ করবে তাকে সকাল পর্যন্ত রক্ষা করা হবে।"

২। ইখলাস, ফালাক্ব এবং সূরা নাস পাঠ করা সুন্নাত

এর ফযিলত- যে সকাল এবং সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করবে তা তার জন্য সব কিছুর ব্যাপারে যথেষ্ট হবে।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ:.... مَا أَقُولُ؟ قَالَ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَتُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

"হযরত মুয়ায বিন আব্দুল্লাহ বিন খুবাইব রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন,......(আমরা রাসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করলাম) আমরা কী পড়ব? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' এবং সূরা নাস ও সূরা ফালাক্ব পাঠ করো। কেননা যে এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার পড়বে তার সফলতার জন্য এটুকুই যথেষ্ট হবে।"[৫৪১]

---

[৫৪১] আবু দাউদ, হাদীস নং: ১৫২২, আত তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৫৭৫।

৩। 'সহীহ্ তারগীব ওয়াত তাহরীব' বর্ণিত সকাল-সন্ধ্যায় পঠিত দু'আ

يَاحَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

"হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী, তোমার রহমতের জন্য আমি তোমার দরবারে জানাই আমার সকাতর নিবেদন। তুমি আমার অবস্থা সংশোধন করে দাও, তুমি চোখের পলক পরিমাণ সময়ের (এক মুহূর্তের) জন্যেও আমাকে আমার নিজের উপর ছেড়ে দিও না।"[৫৪২]

৪। সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত সকাল সন্ধ্যায় পঠিত দু'আ

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَمْسَى قَالَ:.

"হযরত আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সন্ধ্যায় উপনীত হলে রাসূলুল্লাহ সা. বলতেন:

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ قَالَ: أُرَاهُ قَالَ فِيهِنَّ: لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ.

"আমরা এবং সমগ্র জগৎ আল্লাহর (আরাধনার ও আনুগত্যের) জন্য সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি, আর সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। প্রভু হে! এই দিনের মাঝে এবং এর পরে যা কিছু মঙ্গল নিহিত আছে আমি তোমার নিকট তার প্রার্থনা করছি। আর এই দিনের মাঝে এবং এর পরে যা কিছু অমঙ্গল নিহিত আছে, তা হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। প্রভু! আলস্য এবং বার্ধক্যের কষ্ট হতে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা

---

[৫৪২] সহীহ তারগীব ওয়াত তাহরীব, হাদীস নং: ৬৫৭।

করি, প্রভু দোযখের আযাব হতে এবং কবরের আযাব হতে তোমার আশ্রয় কামনা করি,

وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا:

এবং সকালে উপনীত হলে রাসূলুল্লাহ সা. বলতেন:

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ.

"আমরা এবং সমগ্র জগৎ আল্লাহর (আরাধনার ও আনুগত্যের) জন্য সকালে উপনীত হয়েছি।"[৫৪৩]

৫। সুনান আবু দাউদ এবং তিরমিযীতে বর্ণিত সকাল-সন্ধ্যায় পঠিত দু'আ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ يَقُولُ: "إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ:

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবীদের এ দু'আ পড়ার শিক্ষা দিতেন: তোমাদের কেউ সকালে উপনীত হলে সে যেন বলে:

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ،

হে আল্লাহ! তোমারই অনুগ্রহে সন্ধ্যায় উপনীত হই এবং তোমারই অনুগ্রহে প্রত্যুষে উপনীত হই। তোমারই মর্জিতে জীবিত রয়েছি, তোমারই ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করি, আর তোমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

وَإِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ: এবং সন্ধ্যায় বলবে,

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ.

হে আল্লাহ! তোমারই অনুগ্রহে প্রত্যুষে উপনীত হই এবং তোমারই অনুগ্রহে সন্ধ্যায় উপনীত হই। তোমারই মর্জিতে জীবিত রয়েছি, তোমারই ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করবো, আর তোমারই দিকে কিয়ামত দিবসে উত্থিত হয়ে সমবেত হবো।"[৫৪৪]

---

[৫৪৩] মুসলিম শরীফ হাদীস নং-২৭২৩।

[৫৪৪] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং: ৫০৬৮ এবং তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৩৯১।

৬। ইবনে মাজাহ বর্ণিত সকালে পাঠ করার দু'আ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ .

"হযরত উম্মে সালমা রা. থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সা. সকালের নামায শেষ করে বলতেন:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا:

'আমি তোমার নিকট উপকারী ইলম, পবিত্র জীবিকা এবং গ্রহণযোগ্য আমল প্রার্থনা করি'।"[৫৪৫]

৭। সুনানে তিরমিযীতে বর্ণিত সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার পড়ার দু'আ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَدَغَتْ عَقْرَبٌ رَجُلًا ، فَلَمْ يَنَمْ لَيْلَتَهُ، فَقِيلَ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّ فُلَانًا لَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ، فَلَمْ يَنَمْ لَيْلَتَهُ، فَقَالَ: "أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَالَ، حِينَ أَمْسَى:

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তিকে একটি বিচ্ছু কামড় দিল, তখন সে আর রাতে ঘুমায়নি। অতঃপর এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ সা. এর নিকট বলা হলো, অমুক ব্যক্তিকে একটি বিচ্ছু কামড় দিয়েছে, তাতে সে আর রাতে ঘুমায়নি। তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, যদি সে সন্ধ্যায় পাঠ করতো!

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

'আল্লাহর পূর্ণ গুণাবলির বাক্য দ্বারা তাঁর নিকট আমি অনিষ্টকর সৃষ্টির অপকার থেকে আশ্রয় চাচ্ছি'

مَا ضَرَّهُ لَدْغُ عَقْرَبٍ حَتَّى يُصْبِحَ.

তাহলে সকাল পর্যন্ত কোনো বিচ্ছুই তার ক্ষতি করতে পারতো না।"[৫৪৬]

---

[৫৪৫] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং: ৯২৫।

[৫৪৬] সুনান আত তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৬০৫, ইবনে মাজাহ, হাদীস নং: ৩৫১৮।

৮। সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার পড়ার দু‘আ

عن ابْنَ عَفَّانَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ

“হযরত ইবনে আফফান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বলবে:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ، فِي الْأَرْضِ، وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،

‘আমি সেই আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, যার নামে শুরু করলে আকাশ ও পৃথিবীর কোনো বস্তুই কোনোরূপ অনিষ্ট সাধন করতে পারে না। বস্তুত তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।”

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ، حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِيَ.

“যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করবে সকাল পর্যন্ত কোনো কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না এবং যে ব্যক্তি সকালে তিনবার পাঠ করবে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না।” [৫৪৭]

৯। আবু দাউদ এবং মুসনাদে আহমাদ এ বর্ণিত তিনবার পড়ার দু‘আ

আবু দাউদ এবং মুসনাদে আহমাদ তিনবার পাঠ করার তিনটি দু‘আ বর্ণিত আছে। **প্রথমটি হলো:**

عَنْ أَبِي سَلَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى:

“হযরত আবু সালেম রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সকাল এবং সন্ধ্যায় এটি পাঠ করবে,

[৫৪৭] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ৫০৮৮, আত তিরমিযী ৩৩৮৮ এবং ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৮৬৯।

رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا،

'আমরা আল্লাহকে আমার রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ সা. কে নবীরূপে লাভ করে সন্তুষ্ট।'

إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ.

তার উপকারিতা হচ্ছে আল্লাহ তার জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।"[৫৪৮]

অন্য বর্ণনা মতে যে ব্যক্তি উক্ত দু'আ পড়বে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عن أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ قَالَ

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি পড়বে:

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولً :

"আমি আল্লাহকে প্রভু, ইসলামকে জীবনব্যবস্থা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. কে রাসূল হিসেবে পাওয়ায় সন্তুষ্ট"

وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।"[৫৪৯]

দ্বিতীয়টি হলো:

عن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ: يَا أَبَتِ إِنِّي أَسْمَعُكَ تَدْعُو كُلَّ غَدَاةٍ:

"হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রা. হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতাকে বললেন, নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রত্যেক সকালে এ দু'আ পড়ার জন্য বলতে শুনেছি:

---

[৫৪৮] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ৫০৭২, আত তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৩৯৮ এবং মুসনাদে আহমাদ ১৮৯৬৭।

[৫৪৯] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ১৫২৯।

اَللُّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

'হে আল্লাহ! তুমি আমার দেহের নিরাপত্তা দান করো, আমার কর্ণের নিরাপত্তা দান করো, আমার চোখের নিরাপত্তা দান করো। আল্লাহ তুমি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই।'

تُعِيدُهَا ثَلَاثًا، حِينَ تُصْبِحُ، وَثَلَاثًا حِينَ تُمْسِي.

তিনি ইহা তিন বার পাঠ করতেন যখন প্রভাত হয় এবং যখন সন্ধ্যা হয়।"[৫৫০]

তৃতীয়টি হলো:

قَالَ عَبَّاسٌ فِيهِ: وَتَقُولُ:

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) বলেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

'হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি কুফরী এবং দারিদ্র্য হতে, আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি কবরের আযাব হতে। তুমি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই।'

تُعِيدُهَا ثَلَاثًا حِينَ تُصْبِحُ، وَثَلَاثًا حِينَ تُمْسِي،.

"তিনি ইহা তিন বার পাঠ করতেন যখন প্রভাত হয় এবং যখন সন্ধ্যা হয়।"[৫৫১]

উপরের দু'টি দু'আ এক বর্ণনাতে এসেছে, এগুলো আলাদাভাবে এসেছে একটি দু'আ হিসেবে আসেনি। এগুলো সন্ধ্যায় এবং সকালে প্রত্যেকটি তিনবার করে পাঠ করা সুন্নাত।

---

[৫৫০] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং: ৫০৯০ এবং মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং: ২০৪৩০।

[৫৫১] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং: ৫০৯০ এবং মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং: ২০৪৩০।

১০। সহীহ মুসলিমে এ বর্ণিত তিনবার পাঠ করার দু'আ

عَنْ جُوَيْرِيَةَ ..... قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ:

"হযরত জুয়াইরিয়া রা. থেকে বর্ণিত..... নবী করীম সা. বলেন, অবশ্যই আমি তোমাদেরকে চারটি বাক্য বলবো, তিনি এটা তিনবার বললেন, যদি কিয়ামত পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তা এক পাল্লায় এবং এটা এক পাল্লায় রাখা হয় তবে এটার পাল্লাই ভারি হবে। এটা হলো:

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

'আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহের সংখ্যার সমান, তাঁর নিজের সন্তোষের সমান, তাঁর আরশের ওজনের সমান ও তাঁর বাণীসমূহের লিখার কালী পরিমাণ অসংখ্যবার।"[৫৫২]

১১। সকাল-সন্ধ্যায় চারবার পাঠ করার দু'আ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ أَوْ يُمْسِي:

"হযরত আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় বলবে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ.

'হে আল্লাহ! (তোমার অনুগ্রহে) সকালে উপনীত হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমার এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমার আরশে বহনকারীদের এবং তোমার সকল ফেরেশতাদের ও তোমার সকল সৃষ্টির। নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ, তুমি ছাড়া

---

[৫৫২] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ২৭২৬।

ইবাদাতের যোগ্য কেউ নেই, তুমি এক, তোমার কোনো শরীক নেই। আর মুহাম্মদ তোমার বান্দাহ এবং রাসূল।'

أَعْتَقَ اللّٰهُ رُبُعَهُ مِنَ النَّارِ, فَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللّٰهُ نِصْفَهُ, وَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا أَعْتَقَ اللّٰهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ, فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعًا أَعْتَقَهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ.

আল্লাহ তাকে এক-চতুর্থাংশ আগুন থেকে মুক্ত করবেন, আর যে এ দু'আগুলো দু'বার পড়বে আল্লাহ তাকে অর্ধেক আগুন থেকে মুক্ত করবেন, আর যে এ দু'আগুলো তিনবার পড়বে আল্লাহ তাকে তিন-চতুর্থাংশ আগুন থেকে মুক্ত করবেন, আর যে এ দু'আগুলো চারবার পড়বে আল্লাহ তাকে সম্পূর্ণ আগুন থেকে মুক্ত করবেন।"[৫৫৩]

সন্ধ্যায় اللّٰهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ স্থলে اللّٰهُمَّ إِنِّي أَمسيتُ বলবে।

এর ফযিলতের মধ্যে রয়েছে- যে সকালে চারবার অথবা সন্ধ্যায় চারবার পাঠ করবে আল্লাহ তাকে আগুন থেকে মুক্তি দিবেন।

১২। সকাল-সন্ধ্যায় সাতবার পাঠ করার দু'আ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضى الله عَنْهُ, قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى,

"হযরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে সকাল এবং সন্ধ্যায় পাঠ করবে

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ, عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ,

'আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি, তিনি মহান আরশের প্রতিপালক।'

سَبْعَ مَرَّاتٍ, كَفَاهُ اللّٰهُ مَا أَهَمَّهُ صَادِقًا كَانَ بِهَا أَوْ كَاذِبًا.

(সাতবার উপরোক্ত দু'আ পড়বে) আল্লাহ তার জন্য দুনিয়ার সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এবং দ্বীনের (আখিরাতের) বিষয়ে যথেষ্ট হবেন।"[৫৫৪]

---

[৫৫৩] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং: ৫০৬৯ এবং ৫০৭৮।

[৫৫৪] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ৫০৮১।

১৩। দিনে একশবার পড়ার দু'আ

ক. সহীহ মুসলিমে বর্ণিত একশবার পড়ার দু'আ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنِ الْمُزَنِي، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ، فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ.

"হযরত মুযানী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. এর সাথে ছিলাম, রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, আমি দৈনিক একশ' বার ক্ষমা প্রার্থনা করে আমার অন্তরকে পূত-পবিত্র করি।"[৫৫৫]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর আরেকটি হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَالَ: حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي:

"হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, সকাল এবং সন্ধ্যায় যে ব্যক্তি বলবে:

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ،

'আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর প্রশংসা সহকারে'

مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ.

একশতবার পাঠ করবে তার উপকারিতা হচ্ছে, বিচার দিবসে সে যা নিয়ে আসবে তার চেয়ে বেশি নিয়ে কেউই আসবে না, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে তার মতোই পাঠ করছে অথবা তার চেয়ে বেশি পাঠ করেছে।"[৫৫৬]

আলোচ্য দু'আটি পড়ার উপকারিতা ও ফযিলত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ مَنْ قَالَ:

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনে একশ' বার এই দু'আ:

---

[৫৫৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ২৭০২।

[৫৫৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ২৬৯২।

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ،

('আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর প্রশংসা সহকারে।')

فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

"পড়বে তার গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেওয়া হবে, যদিও তা সাগরের ফেনার পরিমাণ হয়।"[৫৫৭]

খ. 'মুত্তাফিকুন আলাইহি' বর্ণিত একশবার পড়ার দু'আ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ قَالَ:

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি বলবে:

لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،

"আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ.

উক্ত যিকির একশতবার পাঠ করবে তার যে সাওয়াব রয়েছে তা হচ্ছে:

ক. ১০ জন দাসকে মুক্ত করা,

খ. ১০০ নেক আমল তার জন্য লিখিত হবে,

গ. ১০০ পাপ মুছে দেয়া হবে এবং

ঘ. ঐ দিনে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে নিরাপত্তা পাবে।" [৫৫৮]

---

[৫৫৭] মুসলিম, হাদীস নং: ২৬৯১।

১৪। দিনে রাতে যেকোনো সময় পড়ার দু'আ (সাইয়েদুল ইসতিগফার)

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ رضى اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ:

"হযরত সাদ্দাদ বিন আওস রা. থেকে বর্ণিত: তিনি নবী করীম সা. থেকে বর্ণনা করেন, সর্বোত্তম ইসতিগফার হলো:

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ"

'হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু, তুমি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো আর আমি হচ্ছি তোমার বান্দাহ এবং আমি আমার সাধ্যমতো তোমার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ রয়েছি, আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে তোমার নিয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করছি। অতএব তুমি আমাকে মাফ করে দাও, নিশ্চয়ই তুমি ভিন্ন আর কেউ গুনাহসমূহের মার্জনাকারী নেই।'

قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ.

নবী বলেন, যে এটি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে পাঠ করবে তার ফযিলতের মধ্যে রয়েছে, সে যদি রাতে মারা যায় তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে; অনুরূপভাবে সে যদি দিনে পাঠ করে এবং মারা যায় তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" [৫৫৯]

---

[৫৫৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৩২৯৩।

[৫৫৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৬৩০৬।

১৫। মুসনাদে আহমাদ এ বর্ণিত সকালে পঠিত দু'আ

عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

"হযরত ইবনে আবদুর রহমান বিন আবযা রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই তিনি বলতেন:

" أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

'(আল্লাহর অনুগ্রহে) আমরা প্রত্যুষে উপনীত হয়েছি ইসলামের ফিৎরাতের উপর ও ইখলাসের উপর, আমাদের নবী মুহাম্মদ সা. এর দ্বীনের উপর, আমাদের পিতা ইব্‌রাহীম আ. এর মিল্লাতের উপর, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না'।"[৫৬০]

১৬। নাসায়ীতে বর্ণিত সকালে পড়ার দু'আ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَنَّامٍ الْبَيَاضِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন গান্নাম আল বায়াদী রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি সকালে বললো:

اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ، وَلَكَ الشُّكْرُ،

'হে আল্লাহ! আমার সাথে যে নিয়ামত প্রাপ্তাবস্থায় কেউ সকালে উপনীত হয়েছে, অথবা তোমার সৃষ্টির মাঝেও কারো সাথে এসব নিয়ামত তোমা

[৫৬০] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং: ১৫৩৬০।

নিকট হতে। তুমি এক, তোমার কোনো শরীক নেই, প্রশংসা মাত্র তোমার। আর সকল প্রকার কৃতজ্ঞতার হকদার তুমি।'

فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِي فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ لَيْلَتِهِ.

সে যেন দিনের শুকরিয়া আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এই দু'আ পাঠ করলো সে যেন রাতের শুকরিয়া আদায় করলো।"[৫৬১]

১৭। সহীহ কালিমুত তাইয়্যেবে বর্ণিত সকাল-সন্ধ্যায় পড়ার দু'আ

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَن أَبَا بكر الصّديق قَالَ لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : مرني بِشَيْءٍ أَقوله إِذا أَصبَحت وَإِذا أمسيت، قَالَ:

"আবূ হুরাইরা রা. বর্ণিত, নিশ্চয়ই আবু বকর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় যা পড়তে বলতেন তা হলো:

" قُلِ اللَّهُمَّ عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِر السَّمَوَات وَالْأَرْض رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمليكه، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَه إِلَّا أَنْت، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِه، وَأَن نَقْتَرِفَ سُوْءًا عَلَى أَنْفُسنَا أَو نَجُره إِلَى مُسْلِمٍ.

'হে আল্লাহ! তুমি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জান। আকাশ ও পৃথিবীর তুমি সৃষ্টিকর্তা। তুমি সব বস্তুর প্রতিপালক এবং সমস্ত কিছুর মালিক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই। আমি আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে আর শয়তান এবং তার শিরকের অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি নিজের অনিষ্ট হতে এবং কোনো মুসলিমের অনিষ্ট করা হতে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি'।"[৫৬২]

---

[৫৬১] আবু দাউদ হাদীস নং-৫০৭৩।

[৫৬২] সহীহ কালিমুত তাইয়্যেব,, হাদীস নং: ২১ ও তিরমিযী শরীফ হাদীস নং-৩৩৯২।

সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর যিকিরের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ

১। সুন্নাহ বাস্তবায়নে অধিক মনোযোগী হওয়া

যখন কোনো একটি দু'আ পাঠ করা হবে তখন একটি সুন্নাহ বাস্তবায়িত হবে। একজন মুসলিমের উচিত সকাল-সন্ধ্যায় এই দু'আসমূহ পাঠ করা, যাতে সে যতটুকু সম্ভব সুন্নাহকে বাস্তবায়ন করতে পারে।

২। একনিষ্ঠতা ও চরম আগ্রহের সাথে দু'আগুলো পাঠ করা

এটা প্রয়োজনীয় যে যখন একজন এই দু'আগুলো পাঠ করবে তখন তা করবে ইখলাস, সিদক এবং এগুলোর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে এবং এগুলোর অর্থের দিকে খেয়াল করতে চেষ্টা করুন, যেন তা আপনার জীবন, নৈতিকতা এবং আচার আচরণে প্রভাব ফেলতে পারে।

৩। আল্লাহর নিজস্ব সত্তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করা

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضى عَنْهُمَا، قَالَ: تَفَكَّرُوا فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

"হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের রা. ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করো। তবে আল্লাহর নিজস্ব সত্তা নিয়ে কখনো চিন্তা-গবেষণা করো না।[৫৬৩]

---

[৫৬৩] সহীহ কালিমুত তাইয়্যেব,, হাদীস নং: ২১ ও তিরমিযী শরীফ হাদীস নং-৩৩৯২।

অধ্যায়-১২
সিয়াম বা রোযা

রোযার পরিচয়

সিয়ামের আভিধানিক অর্থ: বিরত রাখা, ফিরিয়ে রাখা। ইসলামি পরিভাষায় রোযা হলো সাহরির শেষ সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার, যৌনক্রিয়া ও রোযার পরিপন্থী যাবতীয় কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা।

শরী'আতে, রোযাদারের জন্য অবৈধ বস্তু হতে রোযাদারের নিবৃত থাকা। ইসলামি চরিত্র গঠনে ও ইসলামিক সমাজব্যবস্থা বিনির্মাণে রোযা পালনের যে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে বর্তমানে মুসলিম সমাজ তা হতে যে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রয়েছে তাদের আচরণই সে কথা প্রমাণ করছে।

রোযার হুকুম

সমস্ত উম্মত এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করেন যে, রমযান মাসের রোযা ফরজ। এর ফরযিয়্যাত আল্লাহর কিতাব, নবী করীম সা.-এর সুন্নত ও মুসলিমদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। যদি কোনো ব্যক্তি শরয়ী ওজর ছাড়া রোযা রাখা হতে বিরত থাকে, তাহলে সে কবিরা গুনাহে লিপ্ত হলো। রোযা ফরজ হওয়ার প্রমাণ, মহান আল্লাহ বলেন :

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"কাজেই তোমাদের মাঝে যে লোক মাসটি পাবে, সে যেন রোযা রাখে।"[৫৬৪]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

---

[৫৬৪] আল কুর'আন, সূরা বাক্বারা, ২ : ১৮৫

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, ইসলামের মূল ভিত্তি পাঁচটি। একথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্জ এবং রমযানের রোযা।"[৫৬৫]

মাহে রমযানের ফযিলত

এ মাসে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক রজনিতে অসংখ্য মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। রাসূলুল্লাহু সা. বলেন :

وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ

এ মাসের প্রতি রাতে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে বহু মানুষকে মুক্তি দিয়ে থাকেন।

এ মাসেই আল্লাহ তাআলা জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেন এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেন। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন :

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَأُغْلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ

'যখন রমযান মাসের আগমন ঘটে তখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের আবদ্ধ করা হয়।' (মুসলিম)

এ মাসের মাঝেই রয়েছে কদরের রাত, যে রাতের ইবাদাত হাজার মাসের ইবাদাতের চেয়েও উত্তম। আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ .

"লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।"[৫৬৬]

এ মাসেই আল্লাহ তাআলা মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ .

'রমযান মাস, এতে নাজিল হয়েছে আল-কোরআন।'[৫৬৭]

---

[৫৬৫] বুখারি, হাদীস নং : ৮

[৫৬৬] আল কুর'আন, সূরা ক্বদর, ৯৭ : ৩

রোযার ফযিলত

আল্লাহ অন্যান্য আমলের তুলনায় রোযার আমলকে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং আল্লাহ স্বয়ং রোযার প্রতিদান দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসিতে বলেন :

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.

'মানুষের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্য হয়ে থাকে, কিন্তু সিয়াম শুধু আমার জন্য, আমিই তার প্রতিদান দেব।'[৫৬৮]

রোযা পালনে গুনাহ মাফ হয়। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় যে ব্যক্তি রোযা পালন করে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়।"[৫৬৯]

রোযা কিয়ামতের দিন রোযাদারের জন্য সুপারিশ করবে। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন :

اَلصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ، مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ"، قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ

"রোযা এবং কোরআন কিয়ামত দিবসে বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে রব! আমি তাকে পানাহার ও কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছি। সুতরাং তুমি তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।"[৫৭০]

রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের চেয়েও অধিক পছন্দনীয়। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন :

---

[৫৬৭] আল কুর'আন, সূরা বাক্বারা, ২ : ১৮৫
[৫৬৮] মুসলিম, হাদীস নং : ১৬৩/১১৫১
[৫৬৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৩৮
[৫৭০] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং : ৬৬২৬

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

"ঐ সত্তার কসম! যার হাতে মোহাম্মদের জীবন, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের চেয়েও অধিক পছন্দনীয়।"[৫৭১]

রোযা দোজখের আগুন থেকে বাঁচার জন্য ঢালস্বরূপ।

إِنَّمَا الصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُ بِهِ الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ.

"নিশ্চয় রোযা ঢালস্বরূপ, এর দ্বারা বান্দা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পায়।" (আহমদ)

রোযার উপকারিতা

১. তাক্বওয়া অর্জন।

২. শয়তানের কর্তৃত্ব দুর্বল হয়। কারণ যখনই মানুষ কম খায় তখন তার প্রবৃত্তির চাহিদা দুর্বল হয়ে যায়। ফলে সে গুনাহের কাজ হতে বিরত থাকে।

৩. গুনাহ-পাপাচার থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংরক্ষণ করে।

৪. ধৈর্যের অনুশীলন : কারণ রমযান মাস ধৈর্যের মাস।

৫. রোযা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

৬. রোযা জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য ঢালস্বরূপ।

৭. রোযা গরিব-দুঃখীদের দুঃখ-দুর্দশা অনুধাবন করতে এবং তা লাঘবে এগিয়ে আসতে ধনীদের উৎসাহ জোগায়।

রোযা ভঙের কারণসমূহ

১. ভুলবশত পানাহার করে রোযা নষ্ট হয়েছে মনে করে পুনরায় পানাহার করলে।

২. রোযা অবস্থায় মুখ ভরে বমি হলে বা অল্প বমি মুখে আসার পর তা গিলে ফেললে।

---

[৫৭১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ১৯০৪

৩. নাকের সাহায্যে কোনো নস্য টেনে নিলে। কানের ভেতরে কোনো ওষুধ ঢেলে দিলে ও যৌনাঙ্গের ভেতরে কোনো তরল ওষুধ প্রবেশ করালে।

৪. অচেতন অবস্থায় পানাহার করলে।

৫. ইচ্ছাকৃতভাবে ওষুধ সেবন করলে।

৬. কেউ বলপূর্বক কিছু খাইয়ে দিলে।

৭. অনিচ্ছায় (যেমন ঘুমন্ত অবস্থায়) স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে।

৮. কুলি করার সময় গলার ভেতরে পানি চলে গেলে।

৯. দাঁত থেকে বুট বা তদপেক্ষা বড় কোনো জিনিস বের করে গিলে ফেললে।

১০. কামোত্তেজিত হয়ে স্ত্রীকে চুম্বন করলে অথবা কোলে তুলে নেয়ার পর মণি বের হয়ে গেলে।

১১. সূর্যাস্ত হয়েছে মনে করে বেলা থাকা অবস্থায় ইফতার করলে।

১২. রাত আছে মনে করে প্রভাতে সাহ্‌রী খেলে।

১৩. স্পর্শ, মর্দন এবং চুম্বনে যদি অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনি নির্গত হয়ে যায়।

১৪. গুহ্যদ্বারে পিচকারী নিলে।

মনে রাখতে হবে যে, ওপরে বর্ণিত কারণগুলোর জন্য যদি কারো রোযা ভঙ্গ হয়, তবে শুধু উক্ত রোযার কাযা আদায় করলেই চলবে।

আর কিছু কারণে রোযা ভঙ্গ হলে কাযা ও কাফ্‌ফারা উভয় আদায় করতে হবে। যেমন-

১. ইচ্ছা করে রোযা অবস্থায় পানাহার করলে।

২. বিনা ওযরে রোযা না রাখলে। অর্থাৎ, ইচ্ছা করেই রোযা পরিত্যাগ করলে।

৩. রোযা রাখা অবস্থায় ইচ্ছা করে সহবাস করলে।

৪. ইচ্ছা করে ওষুধ সেবন করলে।

৫. রোযা রাখা অবস্থায় ইচ্ছা করে যেকোনো উপায়ে মনি নির্গত করালে।

উল্লেখ্য যে, রোযা রাখা অবস্থায় যদি কেউ এমন ইনঞ্জেক্‌শন গ্রহণ করে যা দেহে খাবারের কাজ করে না, তবে তাঁর রোযা ভঙ্গ হবে না। তাছাড়া ক্ষতস্থানে মলমজাতীয় দ্রব্য যেমন : নিক্স, মিল্লাত বাম ইত্যাদি লাগালেও রোযা নষ্ট হবে না।

তিনটি শর্তে এসব (সাতটি) কারণে রোযা ভঙ্গ হবে:

ক. রোযা ভঙ্গের হুকুম ও সওমের সময় সম্পর্কে জানা থাকা।

খ. রোযা স্মরণ থাকা।

গ. স্বেচ্ছায় এসব কর্ম সম্পাদন করা। যেমন শিঙ্গার কারণে রোযা ভাঙ্গবে না ভেবে কেউ শিঙ্গা লাগাল, তাহলে তার রোযা বিশুদ্ধ, কারণ সে শিঙ্গার হুকুম সম্পর্কে জানে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"আর এ বিষয়ে তোমরা কোনো ভুল করলে তোমাদের কোনো পাপ নেই; কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে (পাপ হবে)"।[৫৭২]

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

"হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না"।[৫৭৩]

রোযার কাযা কাফফারা

কাযা মানে হলো একটি রোযার পরিবর্তে একটি রোযা রাখা।

রোযার কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই আদায় করা যাদের উপর ওয়াজিব হয়ে যায়, তারা একটি রোযার পরিবর্তে একটি রোযা রাখবে আর কাফফারা স্বরূপ :

ক. দু মাস একাধারে রোযা রাখবে। কোনোক্রমে যদি এ ৬০ দিনের মধ্যে একটি রোযাও ছুটে যায়, তবে আবার প্রথম থেকে ৬০ দিন পূর্ণ করতে হবে। পূর্বের দিনগুলোর রোযা কোনো কাজে আসবে না। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন কাফ্ফারা আদায় করার সময় বছরের হারামের ৫ দিনে না পড়ে। আর স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে যদি কাফ্ফারা আদায় করা অবস্থায় হায়েয উপস্থিত হয়, তবে হায়েযের সময় সীমার মধ্যে রোযা না রেখে পবিত্র হওয়া মাত্রই রোযা রাখা আরম্ভ করবে।

---

[৫৭২] আল কুর'আন, সূরা আল-আহযাব ৩৩ : ৫

[৫৭৩] আল কুর'আন, সূরা বাক্বারা ২ : ২৮৬

খ. রোযা রাখতে সক্ষম না হলে ৬০ জন মিসকীনকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি সহকারে এক বেলা আহার করাবে।

গ. খাবার খাওয়াতে সক্ষম না হলে একটি সুস্থ সবল নিখুঁত গোলামকে মুক্ত করে দেবে।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلىٰ اِمْرَأَتِيْ فِيْ رَمَضَانَ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا؟ قَالَ: لاَ, ثُمَّ جَلَسَ, فَأَتَي النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمَرٌ. فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهٰذَا, فَقَالَ: أَعَلىٰ أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا, فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ:اِذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এর নিকট কোনো একটি লোক এসে বললো, হে রাসূলুল্লাহ সা.! আমি হালাক হয়ে গেছি। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, কোন্ বস্তু তোমাকে হালাক করেছে? সে বললো রমযানের রোযা রেখে স্ত্রীসঙ্গম করে ফেলেছি। মহানবী সা. বললেন, তুমি কি কোনো দাস-দাসীকে মুক্তি দেবার ক্ষমতা রাখ? সে বললো না। রাসূলুল্লাহ সা. বলেলেন, দু'মাস কি একনাগাড়ে রোযা রাখতে পারবে? সে বললো না। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, ৬০ জন দরিদ্রকে খাওয়াতে পারবে? সে বললো না। তাউপর সে বসে রইল। তাউপর নবী করীম সা. এর নিকট একটি খেজুরের ঝুড়ি বা থলে এলো, যাতে কিছু খেজুর ছিল। রাসূলুল্লাহ সা. তাকে বলেছেন, এগুলো তুমি সাদকা করে দিবে। সে বললো আমার থেকে বেশি দরিদ্রকে কি দান করতে হবে?

মদীনার দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকায় আমার থেকে বেশি অভাবী পরিবার আর নেই। মহানবী সা. তার এরূপ কথা শুনে জোরে হেসে ফেললেন, এমনকি তাঁর চোয়ালের দাঁতগুলো পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়লো। তাউপর তিনি বললেন, যাও এটা তোমার পরিবারকে খাওয়াও গিয়ে।"[৫৭৪]

যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না

১. ভুলবশত পানাহার। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ

"যদি কোনো ব্যক্তি রোযা অবস্থায় ভুলবশত পানাহার করে ফেলে সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।"[৫৭৫]

২. অনিচ্ছাকৃত বমি করা। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন:

مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ

"যার অনিচ্ছাকৃত বমি হয়েছে তার রোযা কাযা করার প্রয়োজন নেই।"[৫৭৬]

৩. রোযা অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে।

৪. রোগের কারণে উত্তেজনা ব্যতীত বীর্য নির্গত হলে।

৫. স্ত্রী চুম্বন অথবা আলিঙ্গন করার কারণে রোযা ভঙ্গ হবে না।

আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. রোযা অবস্থায় তাকে চুম্বন করতেন। কিন্তু যে ব্যক্তি চুম্বন বা আলিঙ্গনের কারণে উত্তেজিত হয়ে নিজেকে সংযত রাখতে পারবে না, তার জন্য স্ত্রী চুম্বন ও আলিঙ্গন করা মাকরূহ।

রোযা মাকরূহ হওয়ার কারণসমূহ

নিম্নোক্ত কারণে রোযা মাকরূহ হয় :

১. শিঙ্গা লাগানো।

২. চোখে সুরমা লাগানো।

---

[৫৭৪] 'সাতজনে' শব্দ মুসলিমের। বুখারী ১৯৩৬ মুসলিম ১১১১ আবু দাউদ ২৩৯০ নাসায়ী ২১২-২১৫ তিরমিযী ৭২৪ ইবনে মাজাহ ৬৭১ আহমদ ২০৮।

[৫৭৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৭১/১১৫৫

[৫৭৬] সুনানে আবি দাউদ, হাদীস নং : ২৩৮০

৩. অশ্লীল কথা-বার্তা বলা।
৪. কাউকে গালি দেয়া।
৫. মুখ দিয়ে অযথা কোনো বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করা।
৬. গীবত করা।
৭. গরমের কারণে বারবার কুলি করা।
৮. দাঁত হতে বের করে কোনো কিছু চিবিয়ে খাওয়া।
৯. অধিক গরমের কারণে গায়ে ভেজা কাপড় জড়িয়ে রাখা।

যেসব অবস্থায় রোযা ভঙ্গ করা জায়েয

দুটি পর্যায়ে কোনো ব্যক্তি রোযা ভঙ্গ করতে পারে। যথাঃ ক. স্থায়ীভাবে, খ. সাময়িকভাবে। যেমন-

ক. স্থায়ীভাবেঃ কোনো ব্যক্তি যদি চির উন্মাদ বা পাগল হয়ে যায় তবে সে সর্বদা রোযা ভঙ্গ করতে পারবে। তার উপর কোনো ফিদিয়া বা অন্য কিছু ওয়াজিব হবে না। কারণ সে শরীয়তের বিধানভুক্ত থাকে না।

খ. সাময়িকভাবেঃ নিম্নবর্নিত ব্যক্তিগণ সাময়িকভাবে রোয়া ভঙ্গ করতে পারেন । যেমন -

১. এমন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যে রোযা রাখলে রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে।
২. গর্ভবতী নারী ; যে রোযা রাখলে সন্তানের সমস্য দেখা দিতে পারে।
৩. স্ত্রীলোকের হায়েয নিফাসের সময়।
৪. এমন বৃদ্ধ যে রোযা রাখলে মৃত্যুর আশস্কা রয়েছে।
৫. মুসাফির ব্যক্তি সফরের সময়।

রোযাদারের জন্যে বৈধ কাজসমূহ

একজন রোযাদারের জন্যে রোযা অবস্থায় যেসব কাজ বৈধ তা নিম্নরূপ-

১. গোঁফে তেল ব্যবহার করা।
২. চোখে সুরমা লাগানো।
৩. মিসওয়াক করা।
৪. গোসল করা।
৫. শরীরে ঢুস ব্যবহার করা।
৬. অনিচ্ছাকৃত বমি করা।
৭. এমনভাবে কুলি করা, যাতে পেটে পানি প্রবেশের আশঙ্কা না থাকে।
৮. সতর্ক হয়ে নাকে পানি দেয়া, যাতে ভেতরে পানি চলে না যায়।
৯. স্ত্রীকে চুমা দেওয়া, যদি বীর্যপাতের আশঙ্কা না থাকে।

১০. স্ত্রীর সাথে স্বাভাবিক মেলামেশা করা, যদি বীর্যপাত ঘটার আশঙ্কা না থাকে।

১১. শিঙ্গা লাগানো, যদি এর দ্বারা রোযাদার দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা না থাকে। স্বামীর বকুনী খাওয়ার আশঙ্কা থাকলে তরকারির স্বাদ গ্রহণ করা।

১২. মুসাফির অবস্থায় অসহ্য কষ্ট হলে রোযা ছেড়ে দেওয়া।

১৩. সন্তানকে দুধপান না করালে যদি সন্তানের স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে রোযা ছেড়ে দেওয়া বৈধ, কিন্তু পরবর্তীতে কাযা আদায় করতে হবে।

১৪. প্রয়োজন মনে করলে সন্তানের মুখে খাবার চিবিয়ে দেওয়া।

সাহরীর বর্ণনা

শেষ রাতে রোযার নিয়্যতে কিছু খাওয়াকে সাহরী বলে। সাহরী খাওয়া সুন্নাত। সাহরীর সময় একটি খুরমা বা সামান্য পানি পান করলেও সাহরীর সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

যদি কোনো কারণে রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হতে না পারে, তাহলে সাহরী না খেয়ে রোযা রাখলেও হয়ে যাবে। সাহরী না খাওয়ার অজুহাতে রোযা ভঙ্গ করলে গুনাহ হবে। সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত সাহরী খাওয়া জায়েয। সুবহে সাদিক হয়ে গেলে আর কিছুই খাওয়া জায়েয নয়। খেলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি কেউ সময়মত সাহরী খেতে না পারে এবং রোযা রাখার পর খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে রোযা ভঙ্গ করতে পারবে, তবে পরে কাযা করতে হবে।

দেরী করে সাহরী খাওয়া সুন্নত। সাবধানতার জন্য অধিক রাত অবশিষ্ট থাকতে সাহরী খাওয়া ভালো নয়। আরো স্মরণীয়-

১. সাহরী খাওয়ার সময় ছিল না, কিছু সময় আছে মনে করে সাহরী খেলে সে রোযা হবে না। উহা পরে কাযা করে নেবে।

২. সাহরী খেতে না পারলেও রোযা রাখতে হবে। দুর্বলতার আশঙ্কায় রোযা না রাখা অন্যায়।

৩. সাহরীর সময় আছে কি-না আছে এরূপ সন্দেহ হলে সাহরী খাওয়া যাবে না। না খেয়েই রোযা রাখতে হবে। না খেয়ে রোযা রাখা অসম্ভব হলে পরে কাযা করবে।

ইফতারের বর্ণনা

সারাদিন রোযা রাখার পর সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে যে আহার বা পানাহার করে রোযা ভঙ্গ করা হয়, তাকে ইফতার বলে।

সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথেই ইফতারের সময়। তবে বেশি সময় থাকে না। তাই যথাসম্ভব সাথে সাথেই ইফতার করতে হবে।

ইফতারের ফযিলত

মহান আল্লাহ রোযার মধ্যে যেমন ফযিলত দান করেছেন, রোযার ইফতারের মধ্যেও তেমন ফযিলত দান করছেন।

রোযাদারগণ ইফতারের সামগ্রীসমূহ সামনে নিয়ে যখন ইফতার করার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে একটি দানাও মুখে তুলে নেয় না, তখন মহান আল্লাহ বান্দার এ তাক্বওয়া দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন।

রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা যখন ইফতার কর, তখন খুরমা দ্বারা ইফতার কর। কারণ, এর মধ্যে বরকত আছে। খুরমা না থাকলে যেকোনো ফল অথবা পানি কিংবা দুধ দ্বারা ইফতার করা যায়।

অপরকে ইফতার করানোর ফযিলত সম্পর্কে রাসূল (স) বলেছেন-

مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوْبِهِ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ

'যে ব্যক্তি রমযান মাসে কোনো রোযাদার ব্যক্তিকে ইফতার করায়, সেটা তার গুনাহ মোচন করে এবং দোযখের আগুন থেকে রোযাদারের মুক্তির কারণ হয়।'

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى تَمْرَةٍ اَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ اَوْ مُذَقَّةِ لَبَنٍ كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَاَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَاٰخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ

"যে ব্যক্তি রোযাদারকে কিছু খেজুর বা সামান্য পানির শরবত কিংবা এক ঢোক দুধ দ্বারা ইফতার করায়, তা তার জন্য ক্ষমার কারণ হয়। এ রমযান মাসের প্রথমভাগে আল্লাহর রহমত, মধ্যভাগে গুনাহ মোচন এবং শেষভাগে জাহান্নাম থেকে মুক্তি বিদ্যমান।"[৫৭৭]

---

[৫৭৭] মুসনাদে জামি'আ ৭/৪৮৫৪

ইফতারের দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

'হে আল্লাহ! তোমারই (সন্তুষ্টির) জন্য রোযা রেখেছি এবং তোমারই উপর নির্ভর করেছি এবং এখন তোমারই অনুগ্রহে ইফতার করছি।'[৫৭৮]

সিয়াম বা রোযা পালন সম্পর্কিত সুন্নাতসমূহ

১। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে চাঁদের ৩০ দিন পূর্ণ করা

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا, وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ . وَلِمُسْلِمٍ: فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ ثَلَاثِيْنَ . وَلِلْبُخَارِيِّ: فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ . وَلَهُ فِي حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ .

"ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যখন তোমরা (রমযানের) নতুন চাঁদ দেখবে তখন রোযা রাখবে আর যখন (সাওয়াল মাসের) নতুন চাঁদ দেখবে তখন রোযা রাখা হতে বিরত থাকবে। যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চাঁদ দেখা না যায়, তবে চাঁদের 'পরিমাণ'[৫৭৯] পূরণ করে নাও।" (মুসলিম শরীফে আছে, চাঁদের 'ঊনত্রিশতম দিনে' মেঘাচ্ছন্ন হেতু চাঁদ দেখা না গেলে গণনা পূর্ণ করবে। বুখারীতে আছে, ৩০ দিনের গণনা পূর্ণ করবে।), (বুখারী শরীফে আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত হাদীসে আছে, মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চাঁদ দেখা না গেলে 'শাবান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করে নেবে'।)" [৫৮০]

---

[৫৭৮] সুনানে আবু দাউদ ২/২৩৫৮

[৫৭৯] শাবানের ২৯ তারিখে নতুন চাঁদ দেখা না গেলে শাবান মাসকে ত্রিশ দিনে পূর্ণ করে নিতে হবে। এভাবেই যদি রমযানের ২৯ তারিখে শাওয়ালের চাঁদ দেখা না যায় তবে রমযানের ত্রিশ দিন পূর্ণ করতে হবে। চন্দ্রমাস একত্রিশ দিন হয় না, তাই এরপরে আর চাঁদ দেখার প্রয়োজন নেই।

[৫৮০] বুখারী ১৯০, মুসলিম ১০৮০।

২। চাঁদ দেখে রোযা শুরু করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَرَاءِى النَّاسُ الْهِلَالَ, فَأَخْبَرت رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনগণ আমাকে চাঁদ দেখালো। আমি নবী করীম সা. কে সংবাদ দিলাম চাঁদ দেখেছি। ফলে তিনি নিজে রোযা রাখলেন ও জনগণকে রোযা রাখার আদেশ দিলেন।"[৫৮১]

৩। কোনো মুসলমান কর্তৃক চাঁদ দেখা নিশ্চিত হয়ে রোযা রাখা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ, فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُوْمُوْا غَدًا.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো এক লোক রাসূলুল্লাহ সা. এর সামনে এসে বললো, আমি চাঁদ দেখেছি। রাসূলুল্লাহ সা. একথা শুনে বললেন, তুমি কি এ সত্যের সাক্ষ্য দাও যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই' সে বললো, হ্যাঁ। তাউপর রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, 'মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসূল (প্রেরিত মহাপুরুষ)। লোকটা বললো হ্যাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, হে বিলাল জনগণের মধ্যে আগামী কাল রোযা রাখার নির্দেশটি ঘোষণা করে দাও।"[৫৮২]

---

[৫৮১] আবু দাউদ ২৩৪২, ইবনে হিব্বান ২৪৩৮ ও হাকিম ৪২৩/১ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৫৮২] আবু দাউদ ২৩৪ নাসায়ী ১৩২-৪ তিরমিযী ৬৯ পাঁচজনে, ইবনে খুযায়মা ১৯২৩ ও ইবনে হিব্বান ৮৭০ একে সহীহ বলেছেন। ইমাম নাসায়ী এর মুরসাল হওয়ার অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

৪। রোযার নিয়্যত করা

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ . وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ .

"উম্মুল মুমেনীন হাফসা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের আগে রোযা রাখার নিয়্যত না করবে তার রোযা (সিদ্ধ) নয়।"[৫৮৩]

তবে এক্ষেত্রে মৌখিক নিয়্যত শর্ত নয়।

৫। দেরী করে ইফতার করা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا, أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ .

"সাহল বিন সা'আদ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, লোক যতদিন অবিলম্বে রোযার ইফতার করবে ততদিন তারা কল্যাণের অধিকারী হতেই থাকবে।"[৫৮৪]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. অন্যত্র বলেন

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُّ عِبَادِيْ إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا .

"তিরমিযীতে আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন যে, মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, অবিলম্বে রোযার ইফতারকারী ব্যক্তিগণ আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আমার কাছে প্রিয়।"[৫৮৫]

---

[৫৮৩] পাঁচজনে, তিরমিযী ৭৩০ ও নাসায়ী ১৯৬/২ এর মাওকুফ হওয়াকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, ইবনে খুযায়মা ১৯৩৩ ও ইবনে হিব্বান মারফুরূপে একে সহীহ বলেছেন। (১) দারাকুতনীতে ১৭২/২ আছে, যে রাত্রিতে রোযা রাখা ঠিক না করবে তার রোযা হবে না। (এটা ফরজ রোযার জন্য) (আবু দাউদ ২৪৫৪ ইবনে মাজাহ ১৭০০)।

[৫৮৪] বুখারী ১৭৫৭, মুসলিম ১০৯৮।

[৫৮৫] যারা সূর্যাস্তের পরও বিলম্ব করে ইফতার করাকে ভালো মনে করেন তাঁদের এ ধারণা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও ইসলামের শিক্ষার বিপরীত। (তিরমিযী ৭০০)

৬। রোযা পালনের জন্য সাহরী খাওয়ার সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السُّحُوْرِ بَرَكَةً.

"আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমরা সাহরী খাবে; বস্তুত রোযার জন্য সাহরী খাওয়াতে বরকত (কল্যাণ) রয়েছে।"[৫৮৬]

৭। খেজুর দ্বারা ইফতার শুরু করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ, فَإِنَّهُ طَهُوْرٌ.

"সুলায়মান বিন আমের রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, ইফতারকারী যেন খেজুর দ্বারা ইফতার করে, তা না পেলে পানি দ্বারা ইফতার করবে। কেননা তা পবিত্রকারী।"[৫৮৭] (পাঁচজনে রিওয়ায়েত করেছেন।)

৮। রোযা রেখেও যাদের রোযা হয় না

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ, وَالْجَهْلَ, فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

---

[৫৮৬] বুখারী ১৯২৩, মুসলিম ১০৯৫।

[৫৮৭] ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিব্বান সহীহ বলেছেন। (সহীহ আত তিরমিযী: ৬৯৫)

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে রোযাদার মিথ্যা বলা বা মিথ্যার অনুকূলে কাজ করা এবং অজ্ঞতা ত্যাগ না করবে তার পানাহার ত্যাগের কোনোই প্রয়োজন (মূল্য) আল্লাহর নিকট নেই।"[৫৮৮]

৯। রোযাবস্থায় আত্মনিয়ন্ত্রণ করে স্ত্রীকে চুম্বন করা বৈধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلٰكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ.

"তিনি বলেন, আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. (স্ত্রীকে) রোযার অবস্থায় চুম্বন দিতেন ও আলিঙ্গন করতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের থেকে অধিক আত্মসংযমশীল ছিলেন। (যদি আত্মসংযম না হওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে চুম্বন বা আবেদনময়ী কোনো আচরণ করবে না)।"[৫৮৯]

১০। রোযাবস্থায় শিঙ্গা লাগানোর বিধান

এ প্রসঙ্গে তিনটি বিধান প্রণিধানযোগ্য

ক. সিঙ্গা লাগানো বৈধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইহরামের অবস্থায় ও রোযাদার অবস্থায় শিঙ্গা লাগাতেন (শরীরের দূষিত রক্তক্ষরণ বিশেষ উপায়ে করাতেন।)"[৫৯০]

---

[৫৮৮] বুখারী ৬০৫৭, আবু দাউদ ২৩৬২; শব্দ আবু দাউদের।

[৫৮৯] বুখারী, মুসলিম, শব্দ মুসলিমের; (১) অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, তিনি এরূপ রামযানে করতেন এ হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে, আমাদের জন্য রোযার অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা ও আলিঙ্গন করা নিষিদ্ধ (বুখারী:১৯২৭, মুসলিম: ১১০৬)

[৫৯০] বুখারী ১৯৩৮।

খ. শিঙ্গা লাগানো মাকরূহ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحَجَّامَةُ لِلصَّائِمِ; أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَفْطَرَ هٰذَانِ", ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فِي الْحَجَّامَةِ لِلصَّائِمِ, وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ.

"হযরত আনাস বিন মালেক রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথম দিকে শিঙ্গা লাগানো মাকরূহ হওয়ার কারণ এই ছিল যে, জাফর বিন আবু তালিব রা. রোযার অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন, আর রাসূলুল্লাহ সা. তার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি বললেন, এরা দুজনেই (হাজেম ও মাহজুম) রোযা ভঙ্গ করে ফেলেছে। তাউপর রাসূলুল্লাহ সা. রোযাদারকে (শিঙ্গা) লাগানের ব্যাপারে ছাড় দিয়েছেন। ফলে আনাস রা. রোযা অবস্থায় সিঙ্গা লাগাতেন।"[৫৯১]

গ. শিঙ্গা লাগানো হারাম

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَىٰ رَجُلٍ بِالْبَقِيْعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِيْ رَمَضَانَ. فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ.

"শাদ্দাদ বিন আওস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. 'বাকী নামক স্থানে একটি লোকের কাছে এসেছিলেন, সে তখন রামযান মাসে শিঙ্গা লাগাচ্ছিল। মহানবী সা. বললেন, শিঙ্গা যে লাগালো আর যার শরীরে লাগানো হলো উভয়েই রোযা ভঙ্গ করে ফেলেছে।"[৫৯২]

---

[৫৯১] দারাকুতনী ৭/১৮২/২ এবং তিনি একে মজবুত সনদের হাদীস বলেছেন।

[৫৯২] এটা ইবনে আব্বাসের বর্ণিত হাদীসের দ্বারা রহিত হয়েছে। কারণ শাদ্দাদের বর্ণিত হাদীসে ৮ই হিজরীর মক্কা বিজয়ের ঘটনার কথা বিবৃত হয়েছে আর ইবনে আব্বাসের বর্ণিত হাদীসে ১০ম হিজরীর বিদায় হজ্জের ঘটনার কথা বিবৃত হয়েছে। অতএব এ রক্তক্ষরণে রোযা নষ্ট হবে না। – নাইলুল

বি. দ্র: তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে রোযাবস্থায় সিঙ্গা লাগানো মাকরূহ, এবং এর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না।

১১। রোযাবস্থায় সুরমা লাগানো বৈধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِكْتَحَلَ فِيْ رَمَضَانَ, وَهُوَ صَائِمٌ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ فِيْهِ شَيْءٌ.

"হযরত আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. রোযা রেখে চোখে সুরমা লাগিয়েছেন।"[৫৯৩]

১২। রোযাবস্থায় ভুলক্রমে পান করলে যা করতে হবে

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ.

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, কোনো রোযাদার যদি রোযার অবস্থায় ভুলে খায় বা পানি পান করে, তবে সে যেন তার রোযা পুরো করে। কেননা, তাকে তো আল্লাহ আহার ও পান করিয়েছেন।"[৫৯৪]

১৩। ভুলক্রমে রোযাভঙ্গ হয়ে গেলে যা করতে হবে

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

وَلِلْحَاكِمِ: مَنْ أَفْطَرَ فِيْ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ.

"হাকিমে আছে, যে ব্যক্তির ভুলক্রমে রোযা ভেঙ্গে যায় তার জন্য কোনো কাযা বা কাফফারা নেই।"[৫৯৫]

আওতার। (আবু দাউদ ২৩২৯ নাসায়ী ৩১৪৪ ইবনে মাজাহ ১২৮১ তিরমিযী ব্যতীত পাঁচজনে: আহমাদ ২৮৩, ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিব্বান ২১৮-২১৯ একে সহীহ বলেছেন।)

[৫৯৩] ইবনে মাজাহ ১৬৭৮ দুর্বল সনদে। তিরমিযী বলেছেন –এ ব্যাপারে কোন সহীহ রেওয়ায়্যাত নেই।

[৫৯৪] বুখারী ১৯২৩, মুসলিম ১১৫৫।

[৫৯৫] এ হাদীস সহীহ। হাকেম ৪৩০।

১৪। রোযাবস্থায় বমির বিধান

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءٌ عَلَيْهِ, وَمَنِ اسْتَقَاءُ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যার বমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেরিয়ে আসে তার রোযা কাযা হয় না, (অর্থাৎ ঠিক থাকে) আর যে ইচ্ছাপূর্বক বমি করে তার রোযা কাযা হয়। (অর্থাৎ রোযা ভেঙ্গে যায়)।"[৫৯৬]

১৫। নাপাক অবস্থায় থাকা ব্যক্তির রোযার বিধান

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ, ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ.

"হযরত আয়িশা ও উম্মে সালামা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. স্ত্রীসঙ্গমজনিত জুনুবী (নাপাক) অবস্থায় সকাল করতেন, তাউপর (ফজরের নামাযের আগে) গোসল করতেন ও রোযা রাখতেন।"[৫৯৭]

মুসলিম শরীফে কেবল উম্মে সালামার বর্ণনায় আছে –তিনি ঐরূপ রোযার কাযাও করতেন না।

তারবীর নামায

তারাবীহ শব্দের অর্থ হলো : বসা, বিশ্রাম করা, আরাম করা। রমযানের রাতে জামাআতের সাথে এ নামায আদায় করা হয়। মহানবী সা. রমযানের রাতে ৪ রাকআত নামাযের পর পর বিশ্রাম দিয়ে এ নামায আদায় করতেন বলে ফকিহগণ এর নাম দিয়েছেন তারাবীর নামায। নবী করীম সা. এ সালাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"রমযানে যে ঈমান ও সওয়াবের আশায় কিয়াম করল, আল্লাহ তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন"।[৫৯৮]

---

[৫৯৬] আবু দাউদ ২৩৮০ নাসায়ী ২১৫/২ আহমদ ৪৭৮ তিরমিযী ১২০ ইবনে মাজাহ ১৬৭৬ পাঁচজনে, ইমাম আহমদ একে দুর্বল বলেছেন ও ইমাম দারাকুতনী একে মজবুত সনদের হাদীস বলেছেন।

[৫৯৭] বুখারী ১৬৭১, মুসলিম ১১০৯।

তারাবীর নামায আদায়ের সময়

রমযান মাসে ইশার পর থেকে ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত এ নামায আদায়ের সময়। এশার আদায়ের পর বিতর নামাযের আগে পড়া উত্তম।

তারাবীর নামাযের হুকুম

চার ইমামসহ ফকীহগণ তারাবীহর নামায পড়াকে রোযাদার নারী পুরুষের জন্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বলেছেন। নবীজী সব সময় এ নামায আদায় করতেন। কখনো ছেড়ে দিতেন না, কাজেই এই নামায আদায় করা জরুরি, তবে ফরজের ন্যায় অত্যাবশ্যকীয় নয়।

জামাআতে তারাবীর নামায আদায়

তারাবীর নামাযের ইতিবৃত্ত তিনটি স্তরে আলোচিত।

১. রাসূলুল্লাহ সা.এর যুগে তারাবীহ

রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে তারাবীর নামায সম্মিলিতভাবে জামাআতে আদায় করা হতো না। রাসূলুল্লাহ সা. তার জীবদ্দশায় মাত্র তিনদিন অঘোষিতভাবে জামাআতের সঙ্গে তারাবীর নামায আদায় করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সা.-এর এই আমলের প্রতি সাহাবায়ে কেরাম এত ঝুঁকে পড়েন যে, মসজিদে ভিড় জমে যায়। সাহাবায়ে কেরামের এই প্রবল উৎসাহ দেখে রাসূলুল্লাহ সা. আশঙ্কা করলেন যে, এটি উম্মতের উপর ফরজ করে দেয়া হতে পারে। উম্মতের কষ্টের কথা বিবেচনা করে রাসূলুল্লাহ সা. জামাআতে তারাবী আদায় করা বন্ধ করে দিলেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসের বাণী–

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ، فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ» قَالَ: وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ

---

[৫৯৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৩৭

হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (স) এক রাতে মসজিদে তারাবী পড়লেন। সাহাবীগণও তাঁর সঙ্গে নামাযে শামিল হলেন। দ্বিতীয় রাতে মুকতাদী সংখ্যা আরও বেড়ে গেল। এরপর তৃতীয় বা চতুর্থ রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারাবীর জন্য মসজিদে আসলেন না। সকালে সবাইকে লক্ষ করে বললেন, 'আমি তোমাদের আগ্রহ ও উপস্থিতি লক্ষ করেছি, কিন্তু এ নামায তোমাদের উপর ফরয হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় আমি তোমাদের কাছে আসিনি।'[৫৯৯]

২. সাহাবায়ে কেরামের যুগে তারাবীহ্

রাসূলুল্লাহ সা.-এর তারাবীর নামায বন্ধের কারণ জানতে পেরে সাহাবায়ে কেরাম স্বতন্ত্রভাবেই তারাবী আদায় করে আসছিলেন। হযরত আবু বকর রা. এবং হযরত ওমর ফারুক রা.-এর প্রারম্ভিক যুগ পর্যন্ত তারাবী একই নিয়মে আদায় করা হয়।

৩. জামাআতে তারাবীহ্ নামাযের সূচনা

হযরত ওমর রা. রমযানের এক রাতে মসজিদে গিয়ে দেখতে পেলেন লোকেরা কেউ একাকী বিচ্ছিন্নভাবে, আবার কেউ জামাআতের সঙ্গে তারাবী আদায় করছেন। বিশৃঙ্খল ও অসুন্দর এই অবস্থা হযরত ওমর রা. কে কিছুটা ভাবিয়ে তোলে। তিনি মনে মনে ভাবলেন, এক ইমামের পেছনে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে জামাআতে তারাবী আদায় করলে বিষয়টি দেখতে যেমন সুন্দর দেখা যাবে তেমনি এর গুরুত্বও লোকদের অন্তরে বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া এখন এ আমল ফরজ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তিনি এ নিয়ে বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। সকলের ইতিবাচক মতামতের ভিত্তিতে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামও এ বিষয়ে দ্বিমত না করে সিদ্ধান্তটিকে স্বাগত জানালেন। এর ভিত্তিতে মিষ্টভাষী তিলাওয়াতকারী হযরত উবাই ইবনে কাবকে ইমাম বানিয়ে জামাআতে তারাবী আদায়ের সূচনা হয়। তখন থেকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে বিশ রাকা'আত তারাবীর প্রচলনও শুরু হয়।

তারাবীর নামাযের রাকআত সংখ্যা

তারাবীর নামাযের রাকআত সংখ্যা নিয়ে উলামায়ে কেরামদের দুটি মত রয়েছে।

---

[৫৯৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৭৬১/১৭৭।

১. বিশ রাকাআত : সাহাবায়ে কিরামের যুগে তারাবীর নামাযের রাকআত সংখ্যা ২০ ও জামাআতে পড়ার ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে, এটিই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, তারাবীর নামাযের রাকআত সংখ্যা ২০। কেননা সর্বপ্রথম হযরত ওমর রা. তারাবীর নামায জামাআতে পড়ার প্রচলন করেন এবং তিনি ২০ রাকআত তারাবীর নামায পড়েছেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসের বাণী-

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: " كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً " قَالَ: " وَكَانُوا يَقْرَءُونَ بِالْمِئِينِ، وَكَانُوا يَتَوَكَّئُونَ عَلَى عِصِيِّهِمْ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ شِدَّةِ الْقِيَامِ "

হযরত সায়েব ইবনে ইয়াজিদ থেকে বর্ণিত, 'উমর (রা)-এর যগে সাহাবায়ে কেরাম তারাবীর নামায বিশ রাকাআত পড়তেন এবং শতাধিক আয়াতবিশিষ্ট সূরাসমূহ পড়তেন। উসমান (রা)-এর যুগে দীর্ঘ সময় দণ্ডায়মান থাকার কারণে তারা লাঠিতে ভর দিতেন।[৬০০]

২. আট রাকাআত : কিছু সংখ্যক আলেমের মতে, তারারির নামাযের রাকআত সংখ্যা ৮। এ প্রসঙ্গে হাদীসের বাণী–

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي

---

[৬০০] সুনানে কবির বায়হাকি, হাদীস নং-৪২৮৮।

হযরত আবু সালমা ইবনে আব্দুর রহমান বলেন, তিনি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞাসা করেছেন, রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ (স) আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায কেমন হত? আয়েশা (রা) উত্তরে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ (স) রমযান মাসে এবং অন্য মাসে এগারো রাকাআতের বেশি পড়তেন না। তিনি চার রাকাআত নামায এমনভাবে পড়তেন যে, এর দীর্ঘতা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে কী বলব! এরপর আবার চার রাকাআত এভাবে পড়তেন যে, এর দীর্ঘতা ও সৌন্দর্যের কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এরপর তিনি তিন রাকাআত নামায পড়তেন।' আয়েশা (রা) নবী (স) কে জিজ্ঞাসা করেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি বিতর পড়ার আগে ঘুমাচ্ছেন? নবী (স) উত্তরে বলেছেন, 'আয়েশা! আমার চোখ নিদ্রিত হয়, কিন্তু সজাগ থাকে।'[৬০১]

তারাবীর নামাযে কুরআন খতম দেয়া

রমযান মাসে এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করা রাসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাত। তিনি প্রত্যেক রমযানে জিবরাইল আ.-এর সম্মুখে তা তিলাওয়াত করতেন, তবে তিনি তার ওফাত (মৃত্যু) এর বছরে দুইবার কুর'আন খতম দিয়েছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর উম্মতদেরও এই অভ্যাস করার তাগিদ দিয়েছেন।

মুসলিম উম্মাহর এই অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য তারাবীর নামাযের মাধ্যমে হযরত উমর রা. এই কুর'আন খতম চালু করেছিলেন।

মুসাফিরের রোযার বিধান

এ প্রসঙ্গে দু'টি হাদীস প্রণিধানযোগ্য

ক. মুসাফির অবস্থায় রোযা রাখতে রাসূলুল্লাহ সা. এর নিষেধাজ্ঞা

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلىٰ مَكَّةَ فِيْ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتّٰى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيْلَ لَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: "أُولٰئِكَ الْعُصَاةُ، أُولٰئِكَ الْعُصَاةُ".

---

[৬০১] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৭৩৮/১২৫

“জাবির বিন আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. মক্কা বিজয়কালে রমযান মাসে (মদীনা থেকে মক্কাভিমুখে) যাত্রা করেন। তিনি ও তাঁর সঙ্গীগণ রোযা রেখেছিলেন। যখন তিনি ‘কোরাউল গামীম’ পৌঁছালেন, তখন এক পেয়ালা পানি চাইলেন এবং ঐ পানির পেয়ালা এমন উঁচু করে ধরলেন যাতে লোক তা দেখতে পেলো। তাউপর তিনি তা পান করলেন। এউপরও তাঁকে ‘কিছু লোক রোযার অবস্থাতেই রয়েছে’ বলা হলো। তিনি শুনে বললেন, ওরা নাফরমান (অবাধ্য), ওরা নাফরমান!

وَفِي لَفْظٍ: فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ, وَإِنَّمَا يَنْظُرُوْنَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَشَرِبَ.

আর এক রিওয়ায়েতে এরূপ শব্দ রয়েছে, মহানবী সা. কে বলা হয়, লোকের উপর (আজ) রোযা রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, তারা ভয় করছে আপনি এ অবস্থায় কী করবেন। তাউপর আসরের সময়ের পর তিনি পানির পেয়ালা নিয়ে ডাকলেন ও পানি পান করলেন।”[৬০২]

খ. মুসাফিরের রোযার ব্যাপারে রুখসত প্রদান

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ; أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ, فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ, فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُوْمَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ. وَأَصْلُهُ فِي "الْمُتَّفَقِ" مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ; أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ.

“হামযা বিন আমর আসলামী রা. হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলেছেন, আমি সফরে রোযা রাখার মতো ক্ষমতা রাখি। (রোযা রাখা) আমার জন্য কি কোনো দোষণীয় ব্যাপার হবে? তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, এটা আল্লাহ প্রদত্ত রুখসাত (অনুমতি) যে তা গ্রহণ করবে সে তাতে উত্তম করবে আর যে রোযা রাখা পছন্দ করবে তারও কোনো ক্ষতি নেই তাতে।”

---

[৬০২] মুসলিম ১১১৪।

"আয়িশা রা. এর রিওয়ায়েতটি, এর মূল যা বুখারী ও মুসলিম উভয় কিতাবেই রয়েছে। তাতে আছে, হাজযা বিন আমর জিজ্ঞাসা করেছিলেন।"[৬০৩]

অসুস্থ ও মুমূর্ষু ব্যক্তির রোযা

১। অতি বৃদ্ধের রোযার বিধান

অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি রোযা রাখতে না পারলে এক একটি রোযার বদলে একজন দরিদ্রকে খাওয়াতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ: رَخَّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيْرِ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, অত্যধিক বৃদ্ধলোককে রোযা না রেখে প্রতি রোযার বদলে একজন দরিদ্রকে খাওয়ানোর অনুমতি দেয়া হয়েছে। তার উপর কাযাও নেই।"[৬০৪]

২। মুমূর্ষু ব্যক্তির রোযার বিধান

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

"হযরত আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে মৃত্যুমুখে পতিত হবে আর তার উপর রোযা কাযা থাকবে, তার ঐ কাযা রোযা রাখবে তার উত্তরাধিকারী।"[৬০৫]

৩। গর্ববতী মহিলার রোযার বিধান

গর্ববতী মহিলা যদি গর্ভস্থ সন্তান অথবা নিজের শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা করে, তবে সে রোযা ভঙ্গ করতে পারবে এবং গর্ভমুক্ত হওয়ার পর সুস্থ হয়ে উক্ত রোযার কাযা পালন করবে।

---

[৬০৩] মুসলিম ১১২১।

[৬০৪] দারাকুতনী ২/২০৫/২ ও হাকিম ৪৪০, এরা একে সহীহ বলেছেন।

[৬০৫] মৃতের কাযা রোযার জন্য প্রতি রোযার বদলে একজন মিসকিনকে আহার দেওয়ার প্রমাণটি দুর্বল। (বুখারী; হাদীস নং:১৯৫২, মুসলিম; হাদীস নং:১১৪৭।)

৪। স্তন্যদায়িনী মহিলার রোযার বিধান

স্তন্যদায়িনী মা যদি সন্তানের বা নিজের শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা করে, তবে সে রোযা ভঙ্গ করতে পারবে এবং পরে উক্ত রোযার কাযা পালন করবে।

বিভিন্ন নফল রোযা

মানব চরিত্রের উন্নতি বিধানে রোযার যে বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে তা অনস্বীকার্য। এ চরিত্র গঠনের ভূমিকা একদম শিথিল হয়ে না পড়ে তার ব্যবস্থা হিসেবে রমযান মাস ছাড়াও রোযার বিধান ইসলাম রেখেছে। এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা আমাদের ধর্মীয় চেতনার প্রতীক।

১। আরাফার রোযা ও মহররমের রোযা রাখা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ. قَالَ: " يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ ", وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ. قَالَ: " يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ " وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ, قَالَ: " ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيْهِ, وَبُعِثْتُ فِيْهِ, أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيْهِ ".

"আবু কাতাদা আনসারী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আরাফাতের দিনে (৯ যিলহজ্জ) রোযা রাখা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন, এর দ্বারা বিগত এক বছর ও আগামী এক বছরের গোনাহ (পাপ) দূরীভূত হয়। আশুরা (১০ মুহররম) এর দিনে রোযা রাখা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন, বিগত এক বছরের পাপ ক্ষমা করা হয়। সোমবারের দিনে রোযা রাখা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন, এদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এদিনে আমি (নবী হিসেবে) প্রেরিত হয়েছি। অথবা এ দিনে আমার উপর কুর'আন অবতীর্ণ করা হয়েছিল।"[৬০৬]

---

[৬০৬] আরাফা দিবস হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার পৃথিবীতে প্রথম মিলনের শুভ দিবস। আশুরা পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহত্তম খোদাদ্রোহী ফেরাউনের হাত হতে হযরত মুসা (আ) ও তাঁর অনুগামীদের নাজাত লাভের স্মরণীয় ঐতিহাসিক দিবস। সোমবারে মানুষের আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়, এটাও তার গুরুত্ব লাভের কারণ বলে অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। (মুসলিম ৭৮০/৭৭।)

২। শাওয়াল মাসের ৬টি রোযা রাখা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ, ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّال كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

"আবু আইউব আনসারী রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা পালনের পর শাওয়াল মাসে (ঈদের দিন ছাড়া) ৬টি রোযা রাখবে, তার ঐ রোযার সাওয়াব সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য গণ্য হবে।"[৬০৭]

৩। যুদ্ধরত অবস্থায় রোযা রাখা

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُوْمُ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا بَاعَدَ اللهُ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا.

"আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে কোনো বান্দা আল্লাহর রাহে থেকে (ধর্মযুদ্ধরত অবস্থায়) একটি দিন রোযা রাখবে (এই রোযার বিনিময়ে) আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে সত্তর বছরের পথ পরিমাণ নরকাগ্নি হতে অবশ্য দূরে রাখবেন।"[৬০৮]

৪। প্রতি মাসের নফল রোযা

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

---

[৬০৭] এ ছয়টি রোযা শাওয়াল মাসের যে কোন অংশ বিশেষে এবং বিচ্ছিন্নভাবে রাখা যায়, মাত্র ঈদের দিন ছাড়া। (মিশরীয় টীকা দ্রষ্টব্য)। (মুসলিম ১১৬২।)

[৬০৮] বুখারী ২৮৪, মুসলিম ১১৫৩,শব্দ মুসলিমের।

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصُوْمَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَ عَشَرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشَرَةَ وَخَمْسَ عَشَرَةَ.

"আবু যার রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখার আদেশ দিলেন, চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ।"[৬০৯]

৫। শনিবার ও রোববার রোযা রাখা

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُوْمُ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَيَوْمُ الْأَحَدِ، وَكَانَ يَقُوْلُ: "إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيْدٍ لِلْمُشْرِكِيْنَ، وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ.

"উম্মে সালামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যেসব দিনে রোযা রাখতেন তন্মধ্যে শনি ও রোববারেই বেশি রোযা রাখতেন। আর তিনি বলতেন, এ দুটি দিন মুশরিকদের (অংশীবাদীদের) ঈদ উদযাপন দিবস, আমি তাদের খেলাফ করতে চাই।"[৬১০]

৬। শাবান মাসে অধিক রোযা রাখা

শাবান মাসে অধিক রোযা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে রাসূরুল্লাহ সা. এর হাদীস,

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ....، وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ، أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا.

---

[৬০৯] নাসায়ী ২২১/৪, তিরমিযী ৭৬১। ইবনে হিব্বান ৩৬৪৭ একে সহীহ বলেছেন।

[৬১০] নাসায়ী ১৪৬, এটা ইবনে খুযায়মার ২১৬৭ শব্দ, এবং তিনি একে সহীহ বলেছেন।

"আবু সালামা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা রা. কে রাসুলুল্লাহ সা. এর রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন......আমি তাকে শাবান মাসের চেয়ে অন্য কোন মাসে অধিক রোযা রাখতে দেখিনি। তিনি পুরো শাবান মাসেই রোযা রাখতেন; তবে কয়েকদিন ছাড়া পূর্ণ শাবান মাস রাযা রাখতেন।"[৬১১]

তবে শাবানের শেষ অর্ধেকে রোযা রাখতে হাদীসে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُوْمُوْا.

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, শাবানের অর্ধেক (গত) হতে কোনো নফল রোযা রাখবে না।"[৬১২]

যে যে দিনে রোযা রাখা নিষিদ্ধ

১। বিরতিহীনভাবে রোযা রাখা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ, فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ تَوَاصِل قَالَ: وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِيْ رَبِّيْ وَيَسْقِيْنِيْ. فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوْا عَنِ الْوِصَالِ وَاصِل بِهِمْ يَوْمًا, ثُمَّ يَوْمًا, ثُمَّ رَأَوْا الْهِلَالَ, فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِيْنَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوْا.

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. 'বেসাল' (বিরতিহীন) রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। পরন্তু জনৈক মুসলিম বললেন, হে রাসূলুল্লাহ সা.! আপনি তো বেসাল বা বিরতিহীন রোযা রেখে থাকেন। উত্তরে মহানবী সা. বলেন, আমার মতো তোমাদের কে আছে?

---

[৬১১] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৫৬।

[৬১২] আবু দাউদ ২৩৩৭ মুসলিম ১১৪৪ তিরমিযী ৭৭৮ ইবনে মাজাহ ১৬৫১ আহমদ ৪৪২/২ পাঁচজনে, আহমদ একে মুনকার হাদীস (দুর্বল) বলেছেন।

আমার প্রভু আমাকে রাতে পানাহার করান। (অর্থাৎ তিনি ইশকে ইলাহী ভিত্তিক রিয়াযত ও ইবাদাতলব্ধ রূহানী খাদ্য বা আত্মিক শক্তি দ্বারা বলীয়ান হয়ে থাকেন, যা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। (এত করে বলার পরও) যখন বেসাল রোযা হতে লোক বিরত থাকলো না, তখন রাসূলুল্লাহ সা. তাদের সঙ্গে একদিন বেসাল রোযা রাখলেন এবং তার পরের দিনও রাখলেন, তাউপর শাওয়ালের নতুন চাঁদ দেখা দিল। তিনি বললেন, যদি নতুন চাঁদ উঠতে বিলম্ব করত তবে আমি বেসাল রোযা বাড়াতেই থাকতাম। বেসাল রোযা ত্যাগ করতে তাদের অসম্মত হওয়ার জন্য মহানবী সা. এ কথাটা তাদেরকে ঠেকিয়ে শেখানোর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন।"[৬১৩]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. অন্যত্র বলেন

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ.

"আবদুল্লাহ বিন ওমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি বিরতিহীন রোযা রাখে তার রোযা (মকবুল) রোযা নয়।"[৬১৪]

মুসলিম শরীফের আবু কাতাদা এতে এরূপ বর্ণিত আছে, রোযা ও ইফতার কোনোটিই (মাকবুল) হয় না।[৬১৫]

২। আরাফার ময়দানে অবস্থানকালে রোযা রাখা নিষেধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ.

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আরাফার ময়দানে অবস্থানকালে আরাফার দিবসের রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।"[৬১৬]

---

[৬১৩] বুখারী ১৯৬৫, মুসলিম ১১০৩।

[৬১৪] বুখারী ১৯১৭।

[৬১৫] মুসলিম ১৭৬/১৮৭।

তবে অন্য হাদীসে এ দিনে ঐ সময়ে হজ্জ করছেন না এমন ব্যক্তিগণকে রোযা রাখতে উৎসাহিত করা হয়েছে সুতরাং এ দিন রোযা রাখা উত্তম ও ফযিলতপূর্ণ।

৩। জুমু'আর দিনকে নির্দিষ্ট করে রোযা রাখা নিরুৎসাহিত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَخْتَصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي, وَلَا تَخْتَصُّوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ, إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ فِيْ صَوْمٍ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ.

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, রাত্রির মধ্যে থেকে জুমু'আর রাতকে ইবাদাতের জন্য ও দিনের মধ্যে থেকে জুমু'আর দিনকে রোযা রাখার জন্য খাস করবে না। হ্যাঁ, তবে কেউ কোনো (এক নির্দিষ্ট তারিখে) রোযা রেখে আসছে সেই তারিখটি যদি জুমু'আর দিনে পড়ে যায় তবে কোনো দোষ নেই।"[৬১৭]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. অন্যত্র বলেন

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصُوْمَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ, إِلَّا أَنْ يَصُوْمَ يَوْمًا قَبْلَهُ, أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ.

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন অবশ্য (খাস করে) জুমু'আর দিনে রোযা না রাখে। কিন্তু তার সঙ্গে আগে বা পরের দিনসহ রোযা রাখলে তা পারবে।"[৬১৮]

[৬১৬] তিরমিযী ব্যতীত আবু দাউদ ২৪৪ নাসায়ী ২৫২/২ ইবনে মাজাহ ১৭৩২ আহমদ ৩০৪/৪৪৬ খুযায়মা ২১০ হাকেম ৪৩৪ পাঁচজনে, ইবনে খুযায়মা একে মুনকার বলেছেন।

[৬১৭] মুসলিম ১৪৪।

[৬১৮] বুখারী ১৯৮৫, মুসলিম ১১৪৪।

৪। হাজীদের জন্য হজ্জের দিনগুলোতে রোযা রাখা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ, وَذِكْرٍ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

"নুবায়শাতুল হোযালী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তাশরীকের দিনগুলি (যিলহিজ্জা মাসের ১১ হতে ১৩ তারিখ) আল্লাহ তা'আলার যিকির-আযকার ও পানাহারে কাটার জন্য।"[৬১৯]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. অন্যত্র বলেন

عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَا: لَمْ يُرَخَّصْ فِيْ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ.

"হযরত আয়িশা ও ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, তাশরীকের দিনগুলিতে রোযা রাখার কোনো অনুমতি আমাদের দেয়া হয়নি। তবে যে কুরবানী পায়নি (তার পক্ষে রোযা রাখা দোষণীয় নয়)।"[৬২০]

৫। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা রাখা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, স্বামীর উপস্থিতিতে কোনো স্ত্রীলোকের জন্য স্বামীর বিনা অনুমতিতে কোনো নফল রোযা রাখা জায়েয নয়।"[৬২১]

---

[৬১৯] মুসলিম ১১৪১। অর্থাৎ কুরবানীর দিনসহ তার পরে আরো তিন দিন মতান্তরে দু-দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ।

[৬২০] বুখারী ২৪২/৪।

[৬২১] ফরজ রোযা রাখার জন্য স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন নেই। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ। শব্দ বুখারীর। আবু দাউদে একথাও আছে, 'রমযানের রোযা ছাড়া।)

৬। ঈদের দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ.

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. দুটো দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার (কুরবানীর) দিন।"[৬২২]

৭। রমযান মাস ছাড়া অন্য কোনো মাসে পূর্ণ মাস রোযা রাখা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ حَتَّى نَقُوْلَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ لَا يَصُوْمُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِيْ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِيْ شَعْبَانَ.

"হযরত আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. নফল রোযা রেখেই যেতেন, আমরা ভাবতাম তিনি রোযা রাখা বন্ধ করবেন না! আবার রোযা রাখা বন্ধ রেখেই চলেছেন, আমরা ভাবতাম তিনি আর নফল রোযা রাখবেন না। আমরা এমন দেখিনি যে, রমযান ছাড়া কোনো একটি পূর্ণ মাস তিনি রোযা রাখলেন। আর শাবান মাসের মতো অন্য কোনো মাসে বেশি রোযা তিনি রেখেছেন তাও দেখিনি আমরা।"[৬২৩]

৮। সন্দেহের দিনে রোযা রাখা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقَدِّمُوْا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ.

---

[৬২২] বুখারী ১৫৯৫, মুসলিম ১০২৬।

[৬২৩] বুখারী ১৯৩৯ মুসলিম ১১৫৬। শব্দ মুসলিমের।

"হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, রমযানের রোযার সঙ্গে প্রথমে একদিন বা দু'দিনের (বাড়তি) রোযাকে সংযোগ করবে না। অর্থাৎ (শাবান এর শেষের দু'তারিখে রোযা রাখবে না)। তবে যে ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট দিনে (বারে) রোযা রেখে আসছে সে তা রাখবে।"[৬২৪]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. অন্যত্র বলেন

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِيْ يُشَكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا, وَوَصَلَه الْخَمْسَةَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ .

"হযরত আম্মার বিন ইয়াসার রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে রোযা রাখবে, সে অবশ্যই আবুল কাসেম (নবী করীম) সা. এর প্রতি অবাধ্য আচরণ করবে।"[৬২৫]

ই'তিকাফ ও মাহে রমযানের রাত্রিকালীন ইবাদাত

রমযানের রোযা পালনের চরম ও শেষ পর্যায় শেষের দশ দিন। এই সময়টির প্রতিটি মুহূর্তই হচ্ছে অমূল্য রত্ন। ই'তিকাফের মধ্যদিয়ে এর সৎ ব্যবহার সুনিশ্চিত করা সহজ হয়। তাই মহানবী (স) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম, এমন কি উম্মুল মুমিনীনরাও (রা) এই সুযোগ হাতছাড়া করেননি।

১। ই'তিকাফ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ أَيْ: اَلْعَشْرُ الْأَخِيْرُ مِنْ رَمَضَانَ شَدَّ مِئْزَره, وَأَحْيَا لَيْلَهُ, وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ.

---

[৬২৪] বুখারী ১৯১৪, মুসলিম ১০৮২।

[৬২৫] এ হাদীসকে ইমাম বুখারী (র) মুয়াল্লাক সনদে এবং বুখারী ১১৯/৪ আবু দাউদ ২৩৩৪ নাসায়ী ১৫৩/৪, তিরমিযী ৬৮৬ পাঁচজনে মাওসুলরূপে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে হিব্বান ১২৩৫ ও ইবনে খুযাইমা ১৯১৪ একে সহীহ বলেছেন।

"হযরত আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রামযানের শেষের দশ দিন এসে যেত, তখন রাসূলুল্লাহ সা. তহবন্দ শক্ত করে পরতেন (দৃঢ়সকল্প হতেন) এবং ইবাদাত-বন্দেগীতে মশগুল থেকে রাত কাটাতেন ও পরিবারের লোকদেরও জাগাতেন।"[৬২৬]

২। ই'তিকাফের ফযিলত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের ভিত্তিসমূহ ও রমযানের সৎআমলসমূহ আমলের মাধ্যমে সমন্বয়করে রমযান মাসে নৈশ ইবাদাত করে তার পূর্বকৃত পাপ ক্ষমা করা হয়।"[৬২৭]

৩। ই'তিকাফ করার সময়

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

"হযরত আয়িশা রা. হতে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. রমযানের শেষের দশকে তার ইন্তিকাল পর্যন্ত ই'তিকাফ করেছেন এবং তাউপর তাঁর স্ত্রীগণও উক্ত সময়ে ই'তিকাফ করেছেন।"[৬২৮]

৪। ফজরের নামায পড়ে ই'তিকাফ শুরু করা

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ.

---

[৬২৬] বুখারী ২২০৪, মুসলিম ১১৭৪।

[৬২৭] বুখারী ২০০৪, মুসলিম ৭৫৯।

[৬২৮] বুখারী ২০২৫, মুসলিম ১১১২।

"হযরত আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন ই'তিকাফের ইচ্ছা করতেন, তখন ফজরের নামায পড়ে ই'তিকাফ স্থলে প্রবেশ করতেন।"[৬২৯]

৫। ই'তিকাফকারীর পালনীয় বিধিবিধান

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اَلسُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُوْدَ مَرِيْضًا, وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً, وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً, وَلَا يُبَاشِرُهَا, وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ, إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ, وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِيْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ.

"আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ই'তিকাফকারীর জন্য সুন্নাত বা শরী'আতী ব্যবস্থা হচ্ছে, তিনি কোনো রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাবেন না, জানাযায় শামিল হবেন না, স্ত্রীকে ছোঁবেন না ও আলিঙ্গন করবেন না, প্রয়োজন থাকলেও (মসজিদে হতে) বের হবেন না, তবে যা না হলে মোটেই চলবে না। (যেমন পায়খানা ও প্রস্রাব করার জন্যে); এবং রোযা ছাড়া ই'তিকাফ হয় না এবং জুমু'আ মসজিদ ছাড়াও অন্যত্র ই'তিকাফ হয় না।"[৬৩০]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর অন্য হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ, وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ, إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا.

"হযরত আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ই'তিকাফের অবস্থায় তাঁর মস্তক বাইরে বাড়িয়ে দিতেন; ফলে আমি তাঁর চুলে চিরুণী দিয়ে তা বিন্যাস করে দিতাম। তিনি ই'তিকাফের অবস্থায় বিশেষ কোনো দরকার ব্যতীত ঘরে প্রবেশ করতেন না।"[৬৩১]

---

[৬২৯] বুখারী ২০২৩, মুসলিম ১১১৩।

[৬৩০] দারেকুতনী ৩/১৯৯২/২ হাকেম ৪৩৯। আবু দাউদ, এর রাবীদের মধ্যে কোন ত্রুটি নেয়, তবে এর শেষাংশের (অর্থাৎ রোযা ছাড়া ইতেকাফ নেই হতে শেষাংশ) মাওকুফ (সাহাবীর বাণী) হওয়াটাই অধিক সঙ্গত।

[৬৩১] সহীহদ্বয় (শব্দ বুখারীর ২০২৯ মুসলিম ২৯৭)।

শবে ক্বদর ও এর ফযিলত

১। শবে ক্বদর সম্পর্কিত কুর'আনের বাণী

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ . لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ . تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ . سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ .

"আমি একে নাযিল করেছি শবে-ক্বদরে। আপনি কি জানেন শবে-ক্বদর কী? শবে-ক্বদর হলো এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে ফেরেশতাগণ ও রূহ (হযরত জীবরাঈল আ.) তাঁদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতরণ করেন। শান্তিময় সেরাত ফজরের উদয় অব্যাহত থাকে।"[৬৩২]

২। শবে ক্বদর অনুসন্ধ্যান করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে চারটি হাদীস পাওয়া যায়-

ক. শেষ দশ দিনের বিজোড় রাতসমূহে লাইলাতুল ক্বদর অনুসন্ধ্যান

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ رضى الله عَنْهُ، قَالَ: رَأَى رَجُلٌ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَى رُؤْيَا كُمْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا.

"হযরত সালেম রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদর সম্পর্কে ২৭তম রজনী ধারণা করলে, রাসূলুল্লাহ সা. বললেন তোমরা কী শেষ দশদিনে সম্পর্কে ধারণা করো! অতএব শেষ দশ দিনের বিজোড় রাতসমূহে তা খোঁজ করো।"[৬৩৩]

---

[৬৩২] আল কুর'আন, সূরা কদর ৯৭: ১-৫ ।

[৬৩৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ১১৬৫।

খ. শেষ সাত রাতের মধ্যে লাইলাতুল ক্বদর অনুসন্ধ্যান

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ, فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ, فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ, فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ.

"ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এর কিছুসংখ্যক সাহাবীকে রমযানের শেষের সাত দিনের মধ্যে স্বপ্নযোগে শবে ক্বদর দেখান হয়। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আমার নিকটও তোমাদের স্বপ্ন দৃষ্ট হয়েছে, অবশ্য শেষের সাত দিনের মধ্যে হওয়ার অনুকূলে। ফলে যে ব্যক্তি অনুসন্ধ্যান করবে, সে যেন শেষের সাত দিনের মধ্যেই তার অনুসন্ধ্যানে তৎপর থাকে।"[৬৩৪]

গ. সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত ২৭ রমযানের রাতে লাইলাতুল ক্বদর

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِىْ سُفْيَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ.

"হযরত মুআবিয়া বিন আবু সুফইয়ান রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. লায়লাতুল ক্বদর সম্বন্ধে বলেছেন, উহা ২৭ রমযানের রাত।"[৬৩৫]

[৬৩৪] বুখারী ২০১৫, মুসলিম ১১৬৫।

[৬৩৫] আবু দাউদ ১৩৮৬; হাদীসটির মাওকুফ হওয়ার দিকটাই অধিক প্রবল; শবে ক্বদরের দিনক্ষণ নির্ণয়ের ব্যাপারে ৪০ প্রকার অভিমত প্রকাশ পেয়েছে। যার উল্লেখ আমি ফতহুল বারীতে ২২২-২২৩ (বুখারীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্য পুস্তক) করেছি।

৩। শবে ক্বদরের দু'আ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتَ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ, مَا أَقُوْلُ فِيْهَا قَالَ: "قُوْلِيْ:

"হযরত আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল আমাকে বলুন, আমি যদি শবে ক্বদরের রাতের সন্ধ্যান পাই তবে কী বলবো? তখন মহানবী সা. উত্তরে বললেন, তুমিও (দু'আ) বলবে,

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ".

'হে আল্লাহ! আপনিই তো ক্ষমাকারী, আপনি ক্ষমা করতে পছন্দ করেন, সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন।"[৬৩৬]

রমযান মাসে বিতরের নামায জামা'আতে আদায়

শুধুমাত্র রমযান মাসে বিতরের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করা জায়েয। অন্য কোনো মাসে বিতরের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করা জায়েয নয়। যেমন বলা হয়েছে-

وَلَا يُصَلِّى الْوِتْرَ بِجَمَاعَةٍ فِيْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَيْهَا إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থ : রমযান মাস ছাড়া অন্য মাসে বিতরের জামা'আত নাজায়েয। এতে মুসলিম উম্মাহর ইজমা রয়েছে।[৬৩৭]

যারা একাকী তারাবীহর নামায আদায় করেন তারাও ইচ্ছা করলে জামা'আতে বিতর আদায় করতে পারবেন। তবে যারা জামা'আতে তারাবীহ আদায় করেছেন তারা অবশ্যই জামা'আতের সাথে বিতরের নামায আদায় করবেন।

---

[৬৩৬] আবু দাউদ ছাড়া নাসায়ী ৮৭২ তিরমিযী ৩৫১৩ ইবনে মাজাহ ৩৮৫০ আহমদ ১৭১ পাঁচ জনে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী ও হাকিম একে সহীহ বলেছেন।

[৬৩৭] ফাতওয়ায়ে দারুল উলুম-খণ্ড-৪, পৃ.-১৬৮, আদ-দুররুল মুখতার- খণ্ড-২, পৃ.-১১

অধ্যায়-১৩
দুই ঈদ

ঈদের পরিচয়

'ঈদ' 'আওদুন' عَوْدٌ ধাতু হতে উৎপন্ন, যার অর্থ হলো : বারবার ফিরে আসা। জাহিলী যুগে আরব দেশে যেকোনো বার্ষিক আনন্দমেলাকে 'ঈদ' বলা হতো। অতঃপর ইসলামি পরিভাষায় 'ঈদ' ঐ দু'টি বার্ষিক ধর্মীয় উৎসবকে বলা হয়, যা শরীআত নির্ধারিত পন্থায় উদযাপিত হয়। যেদিন বারবার আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করে তাঁর নামে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারিত হয় এবং যা প্রতি বছর বান্দার উপরে আল্লাহর বিশেষ ক্ষমা ও অনুগ্রহের বারতা নিয়ে ফিরে আসে'।

ঈদের নামায

ঈদের নামায ২য় হিজরী সনে রোযা ফরজ হওয়ার সাথে সাথে চালু হয়। দু'ঈদের নামায কুর'আন, হাদীস ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত। মুক্বীম-মুসাফির সকলের উপর ঈদের দু'রাকআত নামায আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। এটি ইসলামের একটি গুরুতপূর্ণ নিদর্শন। রাসূলুল্লাহ সা. আমৃত্যু নিয়মিতভাবে এটি আদায় করেছেন এবং ছোট-বড় নারী-পুরুষ সকল সক্ষম মুসলমানকে ঈদের জামাআতে শরিক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

ঈদের দিনের সুন্নাত কাজসমূহ

ঈদের দিনের সুন্নাত কাজসমূহ হলো :

১. **ঈদের দিনের সুন্নাত খাবার :** রাসূলুল্লাহ সা. ঈদুল ফিতরের দিন কয়েকটি বেজোড় খেজুর খেয়ে ঈদগাহে বের হতেন এবং ঈদুল আযহার দিন সালাত আদায় না করা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না। তিনি কুরবানির পশুর কলিজা দ্বারা ইফতার করতেন। সুতরাং ঈদুল ফিতরের

দিন মিষ্টান্নদ্রব্য এবং ঈদুল আযহার দিন কুরবানির পশুর গোশত দ্বারা খাবার শুরু করা উত্তম। বর্তমানে ঈদুল আযহাতেও সকাল থেকে সেমাই-জর্দার ধূম পড়ে যায়। অথচ এটা সন্নাত বিরোধী কাজ। মা-বোনদের এ ব্যাপারে কঠোর হওয়া উচিত। ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়িতে মেয়েরাসহ বাড়ির সকলকে নিয়ে তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাকআত নামায আদায় করবে।

২. **সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করা :** রাসূলুল্লাহ সা. এদিন সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করতেন ও স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে ঈদগাহে যেতেন।

৩. এক পথে ঈদগাহে যাওয়া ও অন্য পথে ফেরা।

৪. সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব।

৫. তাকবীর বলতে বলতে ঈদগাহে যাওয়া। তাকবীর হলো : "আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হাম্‌দ।"

৬. দুই ঈদের দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ।

একই দিনে জুমু'আ ও ঈদ এর বিধান

জুমু'আ ও ঈদ একই দিনে হওয়াতে রাসূলুল্লাহ সা. দুটিই পড়েছেন। তবে যারা ঈদের নামায পড়েছেন, তাদের জন্য জুমু'আ অপরিহার্য করেননি। তবে জুমু'আ না পড়লে ঐ দিনের যোহর নামায পড়তে হবে।

ঈদুল ফিতর

ঈদুল ফিতর (আরবি: عِيْدُ الْفِطْرِ ঈদুল ফিতর অর্থাৎ "রোজা ভাঙার দিবস") ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের দুটো সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসবের একটি। দ্বিতীয়টি হলো ঈদুল আযহা। ধর্মীয় পরিভাষায় একে ইয়াউমুল জাযা (অর্থ: পুরস্কারের দিবস) হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে। দীর্ঘ এক মাস রোজা রাখা বা সিয়াম সাধনার পর মুসলমানরা এই দিনটি ধর্মীয় কর্তব্য পালনসহ খুব আনন্দের সাথে পালন করে থাকে।

সাদাকাতুল ফিতর

সাদাকাতুল ফিতর ফরজ। রাসূলুল্লাহ সা. রমযান শেষে ঈদুল ফিতরের সময় তা ফরজ করেছেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসের বাণী,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

"আব্দুল্লাহ ইবন ওমর রা. হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. গোলাম, স্বাধীন, পুরুষ, নারী, ছোট-বড় সকল মুসলিমের উপর সাদাকাতুল ফিতর ফরজ করেছেন"।[৬৩৮]

সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ

সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ এক 'সা', দেশের প্রচলিত খাদ্য থেকে তা পরিশোধ করতে হবে। এক 'সা' এর পরিমাণ হচ্ছে দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম ভালো গম। এটা নবী করীম সা.-এর 'সা', যার দ্বারা তিনি সাদাকাতুল ফিতর নির্ধারণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসের বাণী,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ.

"হযরত আবু সাঈদ খুদরি রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ঈদুল ফিতরের দিন রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে এক 'সা' খাদ্য প্রদান করতাম, আবু সাঈদ খুদরী বলেন, তখন আমাদের খাদ্য ছিল গম, কিশমিশ, পনির ও খেজুর।"[৬৩৯]

সাদাকাতুল ফিতর প্রদানের সময়

ঈদের সালাতের আগে সাদাকাতুল ফিতর প্রদান করা ওয়াজিব। ঈদের একদিন বা দু'দিন পূর্বেও দেয়া বৈধ। তবে সালাতের পরে দিলে আদায় হবে না।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস,

---

[৬৩৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৮৪

[৬৩৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ১৫১০

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "বেহুদা ও অশ্লীলতা থেকে সওমকে পবিত্র করতে মিসকিনদের খাদ্যস্বরূপ সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব করেছেন। যে তা সালাতের পূর্বে আদায় করল, সেটাই গ্রহণযোগ্য সাদাকা, আর যে তা সালাতের পরে আদায় করল, সেটা অন্যান্য সাদাকার ন্যায় সাধারণ সাদাকা।"[৬৪০]

আর যদি কেউ ঈদের সালাত শেষ হয়ে যাওয়ার পর ঈদ সম্পর্কে জানতে পারে, অথবা সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময় মরুভূমিতে থাকে, অথবা এমন জায়গায় থাকে যেখানে সাদাকা গ্রহণ করার কেউ নেই, তাহলে সুযোগ মতো আদায় করলেই হবে।

ঈদুল আযহা

ঈদুল আযহা (আরবীতে : عِيدُ الْأَضْحَى) এর অর্থ হলো ত্যাগের উৎসব। আসলে এটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে ত্যাগ করা। এ দিনটিতে মুসলমানরা তাদের সাধ্যমত ধর্মীয় নিয়মানুযায়ী উট, গরু, দুম্বা কিংবা ছাগল কুরবানি করে। আল্লাহর আদেশে ইবরাহীম আ. আপনপুত্র ইসমাইলকে কুরবানি করার ঘটনাকে স্মরণ করে সারা বিশ্বের মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা এই দিবসটি পালন করে। মূলত ঈদুল আযহা হলো : ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের ঈদ। ঈদুল আযহা দরিদ্র ও অভাবীদের প্রতি করুণা প্রদর্শনের ঈদ। ঈদুল আযহার অনুষ্ঠিত হওয়ার কালেই লক্ষ লক্ষ মুসলমান অবস্থানরত থাকে পবিত্র ভূমিতে হজ্জব্রত পালনাবস্থায়। ঈদুল আযহায় কুরবানি করার মাধ্যমে প্রকাশ পায় দানশীলদের বদান্যতা, অনাথ-দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি।

---

[৬৪০] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং : ১৮২৭

কুরবানির পরিচয়

আরবী ‘কুরবান’ قُرْبَانٌ শব্দটি ফারসী বা উর্দূতে ‘কুরবানি’ রূপে পরিচিত হয়েছে, যার অর্থ ‘নৈকট্য’। পারিভাষিক অর্থে ‘কুরবানি’ ঐ মাধ্যমকে বলা হয়, যার দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল হয়’। প্রচলিত অর্থে, ঈদুল আযহার দিন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শারঈ পন্থায় যে পশু যবেহ করা হয়, তাকে ‘কুরবানি’ বলা হয়’। সকালে রক্তিম সূর্য উপরে ওঠার সময়ে কুরবানি’ করা হয় বলে এই দিনটিকে ‘ইয়াওমুল আযহা’ বলা হয়ে থাকে। যদিও কুরবানি সারাদিন ও পরের দু’দিন করা যায়।

কুরবানির ইতিহাস

হযরত ইব্রাহীম আ. তাঁর পুত্রকে কুরবানি করার যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, সে থেকেই কুরবানির ইতিহাস শুরু হয়। মহান আল্লাহ্র বাণী,

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ . فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ . فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ . قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ . وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ .

‘হে আমার রব! আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন’। অতঃপর তাকে আমি পরম ধৈর্যশীল একজন পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলাম। অতঃপর যখন সে তার সাথে চলাফেরা করার বয়সে পৌঁছল, তখন সে বলল, হে প্রিয় বৎস, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি, অতএব দেখ তোমার কী অভিমত; সে বলল, হে আমার পিতা আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তাই করুন। আমাকে ইনশা আল্লাহ আপনি অবশ্যই ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন। অতঃপর তারা উভয়ে যখন আত্মসমর্পণ করল এবং সে ইসমাঈলকে কাত করে শুইয়ে দিল। তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম, হে ইবরাহীম, তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। নিশ্চয় আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়

এটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আর আমি এক মহান যবেহের বিনিময়ে তাকে মুক্ত করলাম।[৬৪১]

সেই থেকে চালু হয় কুরবানি করার আদর্শ, আল্লাহর জন্য সবকিছু ত্যাগ করার নিদর্শন হিসেবে।

কুরবানির হুকুম

আকল, বালিগ ও মুকীম ব্যক্তি যদি ১০ই যিলহজ্জ ফজর হইতে ১২ই যিলহজ্জ সন্ধ্যা পর্যন্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়, তবে তার উপর কুরবানি করা ওয়াজিব। কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার জন্য যাকাতের ন্যায় নিসাব পরিমাণ সম্পদ এক বছর থাকার প্রয়োজন নেই। মহান আল্লাহর বাণী,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ.

"প্রত্যেক জাতির জন্য আমি কুরবানির নিয়ম করে দিয়েছি; যাতে তারা আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে, যে সমস্ত জন্তু তিনি রিযক হিসেবে দিয়েছেন তার উপর। তোমাদের ইলাহ তো এক, অতএব তারই কাছে আত্মসমর্পণ করো, আর অনুগতদের সুসংবাদ দাও।"[৬৪২]

কী ধরনের পশু দ্বারা কুরবানি করা যাবে

কুরবানির পশু তিন ধরনের ছয়টি :

১. **উট :** কুরবানির জন্য উট পূর্ণ পাঁচ বছর বয়সের হতে হবে।

২. **গরু ও মহিষ :** গরু ও মহিষ পূর্ণ দুই বছর বয়সের হতে হবে।

উট, গরু ও মহিষ এ তিন ধরনের পশু একটিতে সর্বোচ্চ সাত ব্যক্তি পর্যন্ত শরিক হয়ে কুরবানি দিতে পারবে, তবে কারো অংশ যেন এক-সপ্তমাংশের কম না হয়।

৩. **ছাগল, দুম্বা ও ভেড়া :** কুরবানির জন্য ছাগল, দুম্বা ও ভেড়া পূর্ণ এক বছর বয়সের হতে হবে।

কুরবানির পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁত হওয়া চাই। চার ধরনের পশু কুরবানি করা নাজায়েয। যথা: স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণশীর্ণ

---

[৬৪১] আল কুর'আন, সূরা আস সাফ্‌ফাত ৩৭ : ১০০-১০৭

[৬৪২] আল কুর'আন, সূরা হজ্জ, ২২ : ৩৪

এবং অর্ধেক কান কাটা বা ছিদ্র করা ও অর্ধেক শিং ভাঙ্গা। এসবের চাইতে নিম্নস্তরের কোনো দোষ যেমন অর্ধেক লেজ কাটা ইত্যাদি থাকলে তার দ্বারাও কুরবানি হবে না। তবে নিখুঁত পশু ক্রয়ের পর যদি নতুন করে খুঁত দেখা যায় বা পুরনো কোনো দোষ বেরিয়ে আসে, তাহলে ঐ পশু দ্বারাই কুরবানি বৈধ হবে।

কখন ও কীভাবে কুরবানি করতে হয়

১০, ১১, ১২ যিলহাজ্জ তিনদিনের রাত-দিন যেকোনো সময় কুরবানি করা যাবে। তবে অনেক সাহাবী, ইমাম শাফেঈ ও বহু বিদ্বানের মতে ঈদুল আযহার পরের তিনদিন কুরবানি করা যাবে। এবং অনেকে সন্ধ্যার পর কুরবানি করাকে নাজায়েয মনে করেছেন।

উট দাঁড়ানো অবস্থায় এর 'হলকুম' বা কণ্ঠনালীর গোড়ায় কুরবানির নিয়তে 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' বলে অস্ত্রাঘাতের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করে 'নহর' করতে হয় এবং গরু বা ছাগলের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলে 'যবহ' করতে হয়।

কুরবানি দাতা ধারালো ছুরি নিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দু'আ পড়ে নিজ হাতে খুব জলদি যবহের কাজ সমাধা করবেন, যেন পশুর কষ্ট কম হয়।

রাসূলুল্লাহ সা. নিজ হাতে কুরবানি করেছেন। অন্যের দ্বারা যবহ করানো জায়েয আছে। তবে এই গুরুতপূর্ণ ইবাদাতটি নিজ হাতে করা অথবা যবহের সময় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা উত্তম।

ঈদের নামায ও খুৎবা শেষ হওয়ার পূর্বে কুরবানি করা নিষেধ। করলে তাকে তদস্থলে আরেকটি কুরবানি দিতে হবে।

যবেহ করার সময় চারটি রগ কাটা জরুরি : ১. কণ্ঠনালী, ২. খাদ্যনালী, ৩. দুই পাশের দুটি মোটা রগ। এগুলোর মধ্যে যেকোনো তিনটি রগ কাটা হয় তবুও কুরবানি শুদ্ধ হবে।

কুরবানি দাতার বিশেষ আমল

কুরবানি দাতা যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখার পর থেকে চুল-নখ না কাটা মুস্ত াহাব। রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীস,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا، وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا.

"হযরত উম্মে সালামাহ রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানি দেওয়ার ইচ্ছা করে, তারা যেন যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হতে কুরবানি সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হতে বিরত থাকে।"[৬৪৩]

কুরবানির গোশত বন্টন

কুরবানির গোশত নিজে এবং প্রতিবেশীদেরকে খাওয়ানো সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ.

"অতঃপর তোমরা তা থেকে নিজেরা খাও এবং অন্যদের খাওয়াও যারা চায় না ও যারা চায়"[৬৪৪]

কুরবানির গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজ পরিবারের জন্য, এক ভাগ অভাবী প্রতিবেশী, যারা কুরবানি করতে পারেনি তাদের জন্য হাদিয়াস্বরূপ ও একভাগ ফক্বীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে। প্রয়োজনে উক্ত বণ্টনে কমবেশি করায় কিংবা সবটুকু বিতরণ করায় কোনো দোষ নেই। "হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল সা. কুরবানির গোশত তিনভাগ করে একভাগ নিজ পরিবারকে খাওয়াতেন, একভাগ অভাবী প্রতিবেশীদের দিতেন এবং একভাগ ফকির-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করতেন।"

কুরবানির গোশত ও চামড়া বিক্রি

কুরবানির গোশত বিক্রি করা নিষেধ। তবে তার চামড়া বিক্রি করে শরী'আত নির্দেশিত সাদাকার খাতসমূহে ব্যয় করবে (সূরা তওবা: ৬০)। কুরবানির পশু যবহ করা কিংবা কুটা-বাছা বাবদ কুরবানির গোশত বা চামড়ার পয়সা হতে কোনোরূপ মজুরি দেয়া যাবে না। সাহাবীগণ নিজ নিজ পকেট থেকে এই মজুরি দিতেন। অবশ্য ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হলে হাদিয়াস্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই।

---

[৬৪৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৯৭৭

[৬৪৪] আল কুর'আন, সূরা হাজ্জ, ২২ : ৩৬

অধ্যায়-১৪
হজ্জ ও ওমরাহ

হজ্জ কী ও এর হুকুম

হজ্জ শব্দটি আরবি শব্দ, এর বাংলা অর্থ হলো: ইচ্ছা, অভিপ্রায়, সাক্ষাৎ, সংকল্প ইত্যাদি। পরিভাষায় হজ্জ হলো: নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট আমল সম্পাদনসহ আন্তরিক সম্মানবোধ নিয়ে পবিত্র কাবাগৃহ দর্শনের উদ্দেশ্যে গমন করা। সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

"আল্লাহর জন্য বায়তুল্লার হজ্জ করা এমন লোকদের উপর ফরজ যারা এর সামর্থ্য রাখে।"[৬৪৫]

আর হজ্জের ফযিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

"আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি এ ঘরে আগমন করল এবং কোনো অশালীন আচরণ করেনি ও পাপকাজে লিপ্ত হয়নি (হজ্জ শেষ হওয়া পর্যন্ত) সে ঐরূপ হয়ে ফিরে যাবে যে রূপ তার মা তাকে প্রসব করেছিল।"

হজ্জ ও ওমরা ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি

প্রত্যেকটি মুসলিম, বোধশক্তিসম্পন্ন, প্রাপ্ত বয়স্ক, স্বাধীন এবং সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর হজ্জ ও ওমরা ফরজ। মহিলাদের ক্ষেত্রে ৬ষ্ঠ শর্ত যুক্ত হবে: আর তা হচ্ছে, তাদের সাথে মাহরাম পুরুষ থাকতে হবে।

হজ্জের ফরজ

হজ্জের ফরজ তিনটি : ক. ইহরাম বাঁধা, খ. আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা, গ. তাওয়াফ-ই-যিয়ারত করা

---

[৬৪৫] আল কুর'আন, সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৯৭

ক. ইহরাম ও এর বিধি-বিধান

কয়েকটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওমরা বা হজ্জের নিয়ত করাকে ইহরাম বলে। ইহরাম শব্দের অর্থ হারাম করে নেয়া। ইহরাম বাঁধার পর লাব্বায়িক, তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর, তাহমীদ ও দুরূদ পাঠ করতে হয়। ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ সমূহ হচ্ছে:

১. অশ্লীল কথা-বার্তা বা ঝগড়া-বিবাদ করা

২. কোনো পশু-পাখি শিকার করা বা শিকারীকে শিকার দেখিয়ে দেয়া

৩. উকুন বা কোনো পোকা-মাকড় মারা

৪. সুগন্ধি ব্যবহার করা

৫. নখ, চুল ইত্যাদি কাটা

৬. সেলাই করা জামা-কাপড় পরিধান করা

ইহরাম অবস্থায় এ কাজগুলো করলে তাকে দম দিতে হবে।

খ. আরাফাতের ময়দানে অবস্থান ও এর ফযিলত

হজ্জের দ্বিতীয় ফরজ হলো আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা। আরাফাহ দিবস হলো এক মর্যাদাসম্পন্ন দিন। যিলহজ্জ মাসের নবম তারিখকে আরাফাহ দিবস বলা হয়। এ দিনটি ইসলাম ধর্মের পূর্ণতা লাভ, বিশ্ব মুসলিমের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির দিন। হাদিসে এসেছে,

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَتِ اليَهُودُ لِعُمَرَ: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ آيَةً لَوْ نَزَلَتْ فِينَا لاَتَّخَذْنَاهَا عِيدًا، فَقَالَ عُمَرُ: " إِنِّي لَأَعْلَمُ حَيْثُ أُنْزِلَتْ، وَأَيْنَ أُنْزِلَتْ، وَأَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُنْزِلَتْ: يَوْمَ عَرَفَةَ وَإِنَّا وَاللَّهِ بِعَرَفَةَ .... {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}

"হযরত তারিক বিন শিহাব রহ. থেকে বর্ণিত, ইহুদীরা উমর রা.-কে বলল : আপনারা এমন একটি আয়াত তিলাওয়াত করে থাকেন যদি সে আয়াতটি আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হতো তাহলে আমরা সে দিনটিকে ঈদ হিসেবে উদযাপন করতাম। উমর রা. এ কথা শুনে বললেন : আমি অবশ্যই জানি

কখন তা অবতীর্ণ হয়েছে, কোথায় তা অবতীর্ণ হয়েছে, আর অবতীর্ণ হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সা. কোথায় ছিলেন। হ্যাঁ, সে দিনটি হলো আরাফাহ দিবস, আল্লাহর শপথ! আমরা সে দিন আরাফাতের ময়দানে ছিলাম। আয়াতটি হলো : [আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম[৬৪৬]]।"[৬৪৭]

গ. তাওয়াফে যিয়ারত

হজ্জের তৃতীয় ফরজ হলো তাওয়াফে যিয়ারত। তাওয়াফে যিয়ারত আদায়ের আওয়াল ওয়াক্ত শুরু হয় ১০ তারিখ সুবহে সাদেক উদয়ের পর থেকে। জমহুর ফুকাহার নিকট ১৩ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে সম্পন্ন করা ভালো। এর পরে করলেও কোনো সমস্যা নেই। এ সময়ের পরে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করলে ফরজ আদায় আদায় হয়ে যাবে, তবে ওয়াজিব তরক হওয়ার কারণে দম দিয়ে ক্ষতিপূরণ করতে হবে।

হজ্জের ওয়াজিব

হজ্জের ওয়াজিব ৭টি, যথা:

১. **সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করা :** সাফা-মারওয়ার মাঝে যাওয়া-আসা করাকে সাঈ বলে। সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত এক চক্কর হয়, আবার মারওয়া থেকে সাফায় ফিরে এলে আরেক চক্কর।

২. **মাথা মুণ্ডন করা :** হজ্জ ও ওমরা থেকে হালাল হওয়ার সময় মাথা মুণ্ডন করা অথবা চুল ছেঁটে ফেলা। মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধা এবং মাথা মুণ্ডন করা বা সমস্ত মাথার চুল ছেঁটে ফেলা হজ্জ ও ওমরা উভয় ক্ষেত্রেই ওয়াজিব।

৩. **সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান :** যে ব্যক্তি দিনের বেলায় আরাফায় অবস্থান করবে, তার জন্য সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করা।

৪. **মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা :** মহান আল্লাহ বলেন,

فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ .

---

[৬৪৬] সূরা মায়িদাহ : ৩ নং আয়াত

[৬৪৭] বোখারি, নং ৪৬০৬

'অতঃপর যখন আরাফা থেকে ফিরে আসবে, তখন মাশ'আরে হারামের নিকটে আল্লাহর যিক্‌র কর'[৬৪৮]

৫. **জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা :** কুরবানির দিন সূর্য ঢলে যাওয়ার আগে বা পরে জামরাতুল আক্বাবায় এবং তাশরিক্বের দিনগুলিতে অর্থাৎ ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা।

৬. **মিনায় রাতযাপন :** বিলম্বকারীদের জন্য তাশরিক্বের তিন রাত এবং তাড়াহুড়া করে প্রস্থানকারীদের জন্য প্রথম দুই রাত মিনায় যাপন করা।

৭. **বিদায়ী তাওয়াফ করা :** রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা ত্যাগের সময় বিদায়ী তাওয়াফ করেছেন।

ওমরাহ কী ও এর হুকুম

ওমরা (العمرة)-এর শাব্দিক অর্থ : সাক্ষাৎ, সফর, পরিদর্শন ইত্যাদি। পরিভাষায়, কা'বা ঘরের তাওয়াফ এবং ছাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করার উদ্দেশ্যে কা'বা ঘরের সাক্ষাৎকে 'ওমরা' বলে। ওমরাহ করা সুন্নাত।

ওমরা-এর ফরজ

ওমরা-এর ফরজ ২টি,

১. নিয়্যত করা এবং তওবা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে ইহরাম পালন।

২. তাওয়াফ পালন।

ওমরা-এর ওয়াজিব

ওমরা-এর ওয়াজিব ২টি,

১. সাঈ করা।

২. মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করা।

---

[৬৪৮] আল কুর'আন, সূরা বাক্বারা ২ : ১৯৮

অধ্যায়-১৫
যাকাত

যাকাতের পরিচয়

'যাকাত' শব্দের শাব্দিক অর্থ পূত-পবিত্রতা, পরিশুদ্ধি-পরিচ্ছন্নতা, ক্রম-বৃদ্ধি ও বেড়ে যাওয়া। ইসলামি শরী'আতের পরিভাষায়, নিসাব পরিমাণ মাল কোনো মুসলমানের অর্থাৎ নিজের ও পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনীয় বাৎসরিক ব্যয় মেটানোর পর বছর শেষে যদি কমপক্ষে সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা তার সমপরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকে। তবে উক্ত সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ শরী'আতের নির্ধারিত আটটি খাতে প্রদান করাকে যাকাত বলা হয়।

যাকাতের হুকুম

যাকাত ইসলামের পাঁচটি ফরজের একটি। কালিমায়ে শাহাদাত ও সালাতের পর যাকাতের স্থান। কুর'আন, হাদিস ও ইজমা দ্বারা এর ফরজিয়্যাত প্রমাণিত। যাকাতের ফরজিয়্যাত অস্বীকারকারী কাফির ও মুরতাদ। তাকে তওবার জন্য বলা হবে, যদি তওবা করে গ্রহণ করা হবে, অন্যথায় তাকে হত্যা করা। আর যাকাতের ব্যাপারে যে কৃপণতা করল অথবা কম আদায় করল সে যালেমদের অন্তর্ভুক্ত ও আল্লাহর শাস্তির উপযুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَآتُواْ الزَّكَوٰةَ

"তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত প্রদান কর।"[৬৪৯]

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

---

[৬৪৯] আল কুর'আন, সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ : ২০

"আর আল্লাহ যাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে তারা যেন ধারণা না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামত দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে। আর আসমানসমূহ ও যমীনের উত্তরাধিকার আল্লাহরই জন্য। আর তোমরা যা আমল কর সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত।"[৬৫০]

যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলি

প্রত্যেক 'সাহিবে নিসাব' মুসলিমের উপর যাকাত প্রদান করা ফরজ। অনেক কিছুর উপরই যাকাত ফরজ হয় এবং তা দিতে হয়। জমাকৃত স্বর্ণ, রৌপ্য, জমির ফসল, ব্যবসায়ের পণ্য, গৃহপালিত গবাদি পশু, গরু, ছাগল, উট, মহিষ, ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে পৌঁছলে যাকাত দিতে হয়।

শরহে বিকায়া গ্রন্থকার বলেন: "বার্ষিক ভিত্তিতে 'হাওয়ায়েজে আসলিয়া' বা মৌলিক প্রয়োজন বাদে অতিরিক্ত সম্পদ নিসাব পরিমাণ থাকলে যাকাত ফরজ হয়।" কোনো 'সাহিবে নিসাব' মুসলিমের তথা নিজ ও নিজ পরিবার-পরিজনের জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় ব্যয় মেটানোর পর বছরান্তে যদি ন্যূনতম সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য কিংবা তার সমপরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকে, তাকে উক্ত ধন-সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ (২.৫০%) আল্লাহর নির্ধারিত আটটি খাতে যাকাত প্রদান করতে হয়।

যাদের উপর যাকাত ফরজ

যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য ৯টি শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে। শর্তগুলো হলো–

১. **মুসলিম হওয়া :** যাকাত যেহেতু একটি ফরজ ইবাদাত; তাই যাকাত ফরজ হবে মুসলিমের উপর। কোনো অমুসলিমের উপর যাকাত ফরজ নয়।

---

[৬৫০] আল কুর'আন, সূরা আলে-ইমরান ৩ : ১৮০

২. **বালেগ হওয়া :** প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমের উপরই যাকাত ফরজ হয়। না বালেগ শিশুর উপর যাকাত ফরজ নয়। ইয়াতীমের মালে যাকাত ফরজ হলে তা তার ওয়ালী দেবে।

৩. **স্বাধীন হওয়া :** পূর্ণ স্বাধীন হতে হবে। ক্রীতদাস বা মুকাতাব শ্রেণির গোলামের জন্য যাকাত ফরজ নয়।

৪. **জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া :** নির্বোধ, বোকা বা পাগলের উপর যাকাত ফরজ হয় না।

৫. **ঋণগ্রস্ত না হওয়া :** কারো নিকট নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে বটে, কিন্তু ঋণ পরিশোধ করলে নিসাব পরিমাণ মাল থাকে না। তা হলে তার উপর যাকাত ফরজ হবে না।

৬. **সম্পদ নিসাব পরিমাণ হওয়া :** সম্পদের পরিমাণ এমন হতে হবে, যার উপর শরী'আত যাকাত ফরজ করেছে।

৭. **নিসাব পরিপূর্ণ মালিকানায় বা দখলে থাকা :** নিসাব পরিপূর্ণ মালিকানায় বা দখলে থাকলে যাকাত ফরজ হবে। অন্যথা হবে না।

৮. **নিসাব এক বছরকাল স্থায়ী হওয়া :** যাকাত শুধু বর্ধনশীল নিসাবে ফরজ হয়। আর বছর সম্পদ বর্ধনে সামর্থ্য সৃষ্টি করে। এজন্য নিসাব পরিমাণ সম্পদ এক বছরকাল 'সাহিব-ই-নিসাবের মালিকানায় স্থায়ী হতে হবে। অন্যথা যাকাত ফরজ হবে না।

৯. **মালের ব্যবসায়ের নিয়ত :** যদি কোনো পণ্য ব্যবসায়ের নিয়তে কেনা হয় কিন্তু তা পরে নিজের কাজে ব্যবহার করা হয়, তবে তার উপর যাকাত ফরজ হবে না।

যে সকল ক্ষেত্রে যাকাত দিতে হবে না

ক) ঋণস্বরূপ প্রদত্ত অর্থ বা সম্পদ।

খ) অন্যের নিকট হতে যে অর্থ এখনও পাওয়া যায়নি (যেমন: কোনো দোকানদার তার খরিদ্দারের নিকট বাকিতে মাল বিক্রয় করলে)।

গ) বন্ধক রাখা জিনিস।

ঘ) সরকারের নিকট আমানত হিসেবে প্রদত্ত টাকা।

ঙ) বন্ধকের বিনিময়ে দেয়া টাকা।

চ) কারখানা বা কারবারের প্রদত্ত জামানত।

ছ) মহরের টাকা যা স্ত্রী এখনও নগদ পায়নি।

জ) প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমাকৃত অর্থ।

ঝ) অপহৃত বা হারানো মাল বা টাকা।

যাকাত দানের খাতসমূহ

যাদের মধ্যে যাকাত বণ্টন করতে হবে, তারাই যাকাতের হকদার। আল্লাহ তা'আলা নিজে এদের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

"নিশ্চয় সাদাকা হচ্ছে ফকির ও মিসকিনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বণ্টন করা যায়) দাস আযাদ করার ক্ষেত্রে; ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।"[৬৫১]

সুতরাং যাকাতের খাত ৮টি:

১. **ফকির :** যাদের সামান্য অর্থ আছে, যা নিসাব পরিমাণ নয়। এদেরকে যাকাত দেয়া যাবে।

২. **মিসকিন :** যাদের কিছু নেই নিঃস্ব। এদেরকেও যাকাতের সম্পদ দিতে হবে।

৩. **যাকাত আদায়কারী :** সরকারের পক্ষ থেকে নিযুক্ত যাকাত আদায়কারী। এদের পারিশ্রমিক যাকাতের অর্থ থেকে দিতে হবে। অর্থাৎ যাকাতের প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহ করা যাবে।

৪. **মুয়াল্লাফাতুল কুলুব :** এই আয়াতের মধ্যে والمؤلفة قلوبهم অর্থাৎ অমুসলিমদের মন খুশি করার জন্য মহানবী সা. যাকাতের অর্থ দান

[৬৫১] আল কুর'আন, সূরা তাওবা, ৯ :৬০

করতেন। পরে ইসলামি রাষ্ট্র শক্তিশালী হলে তাদেরকে যাকাত দেয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে নও মুসলিমদের পুনর্বাসন খাতে এ অর্থ ব্যয় হবে।

৫. **দাসত্ব মুক্তির জন্য :** দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে। বিশেষ করে মুকাতাব শ্রেণির ক্রীতদাস। যারা অর্থ প্রদানে মুনিবের কাছ থেকে মুক্তি পাবে বলে চুক্তিতে আবদ্ধ। তার দাসত্ব মোচনে অর্থ দরকার। এদেরকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে।

৬. **ঋণী ব্যক্তি :** যার ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা নেই। যাকাত দিয়ে ঋণ শোধ করার অর্থ জোগান দেয়া যাবে।

৭. **ফী সাবীলিল্লাহ :** যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অর্থাভাবে শরিক হতে পারছে না। অর্থাৎ আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংক্রান্ত তথা জিহাদের জন্য খরচ করা যাবে। তাছাড়া ইলম অন্বেষণকারীকে আল্লাহর পথে সাধারণ খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

৮. **মুসাফির/ভ্রমণকারী :** এমন ভ্রমণকারী বা পর্যটক যিনি বিদেশে অর্থ সঙ্কটে পতিত হয়েছেন, তাকে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে। তাছাড়া পথিকদের কল্যাণেও যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

ওশরের পরিচয়

ওশর শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنَ الْعَشَرَةِ বা এক দশমাংশ। পরিভাষায় জমির উৎপন্ন ফসলের শস্যের এক দশমাংশ বা তার অর্ধেক 'ওশর' নামে অভিহিত।

ওশরের হুকুম

ওশর তথা ফসলের যাকাত ফরজ। কুরআনের দলিল :

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ.

"কর্তনের দিবসেই এর হক আদায় করে দাও।"[৬৫২]

---

[৬৫২] আল কুর'আন, সূরা আনআম, ৬ : ১৪১

হাদীসের দলিল :

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ.

"হযরত আবু সালেম বিন আব্দুল্লাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম সা. থেকে বর্ণনা করেন, নবীজী সা. বলেন, আসমানি বা নদী-নালা অথবা অন্যান্য প্রাকৃতিক পানি সিঞ্চনে যা উৎপাদিত হয় তাতে ওশর আসবে। আর যা কৃত্রিম উপায়ের পানি দ্বারা সিঞ্চিত হবে তাতে অর্ধেক ওশর ওয়াজিব হবে।"[৬৫৩]

ওশর বা জমির ফসলের যাকাতের নিসাব

ওশর এর নিসাব এর ব্যাপারে দুটি মত আছে। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে ওশর ফরজ হওয়ার জন্য নির্ধারিত কোনো নিসাব নেই। সাহেবাইন ও আইম্মায়ে সালাসার মতে পাঁচ ওয়াসাক থেকে কম পরিমাণ হলে, তার উপরে ওশর আসবে না। ওশর আদায় করা সরকারের দায়িত্ব।

নদী-নালা অথবা বর্ষার পানি দ্বারা চাষাবাদ হলে ওশরের হার ১০%। যে জমিতে পানি সেচ করে ফসল ফলাতে হয়, সে জমির উৎপন্ন শস্যের যাকাত নেসফে ওশর বা ৫%। পার্বত্য অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত মধু এবং ফলেও ওশর আদায় করতে হবে।

---

[৬৫৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং :১৪৮৩

অধ্যায়-১৬
পারস্পরিক সাক্ষাৎ ও মেলামেশা

লোকদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হলে পালনীয় সুন্নাত

একজন মুসলিমের সাথে সাক্ষাতে পালনীয় সুন্নাতগুলো হলো নিম্নরূপ :

১। মুসলমানদের উপর সালাম প্রদান করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

"হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞেস করেছিলো, ইসলামে কোন কাজ উত্তম? তিনি বললেন, 'লোকদের খাবার খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিতকে সালাম প্রদান করা।'[৬৫৪]

২। সালামে শব্দ বাড়িয়ে বলায় সাওয়াব বেশি

"ওয়ালাইকুমুসসালাম" এর সাথে "ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" বলার মাধ্যমে সালামের উত্তর দিলে ৩০টি নেকী হয়।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَشْرٌ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: عِشْرُونَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: ثَلَاثُونَ.

---

[৬৫৪] আসমাউস ছিফাতুল বাইহাকী;, হাদীস নং: ৮৮৭।

"হযরত ইমরান বিন হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সা. এর নিকটে এক ব্যক্তি এলো এবং বললো 'আস্সালামু আলাইকুম' এবং লোকটি বসলো, রাসূলুল্লাহ সা. বললেন 'দশ'। অতঃপর আরেক ব্যক্তি এলো এবং বললো 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ' এবং লোকটি বসলো, রাসূলুল্লাহ সা. বললেন 'বিশ'। অতঃপর আরেক ব্যক্তি এলো এবং বললো 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওবারাকাতুহু' এবং লোকটি বসলো, রাসূলুল্লাহ সা. বললেন 'ত্রিশ'।"[৬৫৫]

বি. দ্রঃ দেখুন! একজন মুসলমান সালাম পূর্ণাঙ্গভাবে না দেয়ার ফলে কী পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, প্রতি দু'আর জন্য ১০ নেকি, এভাবে সালামে ১০টি পর্যন্ত দু'আ করা যেতে পারে। যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি ১০০ নেকি পর্যন্ত অর্জন করতে পারে। সুতরাং সালামের উত্তর দেওয়ার সময় অবশ্যই বাড়িয়ে বলতে হবে। একজন মুসলিম দিনে রাতে বহুবার সালাম উচ্চারণ করে থাকে। মুসলমানরা মসজিদ ও বাড়িতে প্রবেশ[৬৫৬] এবং বের হওয়ার সময় সালাম দেয়। মনে রাখবেন একজন বিদায় নেয় তখনও পূর্ণ সালাম দেয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ، فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ، فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো মজলিসে আসে (সাক্ষাতে আসে) তখন সালাম দিবে এবং যখন কেউ বিদায় নেয়ার সিদ্ধান্ত নেবে তখনও সালাম দেবে।"[৬৫৭]

৩। প্রস্রাব-পায়খানা অবস্থায় সালাম দেয়া নিষেধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

---

[৬৫৫] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৫১৯৫, আত তিরমিযী, হাদীস নং: ২৬৮৯ ।

[৬৫৬] মসজিদে প্রবেশ ও বের হবার সময় সালাম দেয়ার কোনো দলিল পাওয়া যায়নি। কিন্তু মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়ার বিধান রয়েছে।

[৬৫৭] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৫২০৮, আত তিরমিযী, হাদীস নং: ২৭০৬।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ، فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ.

"হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা. এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে প্রস্রাবরত অবস্থায় সালাম দিলে রাসূলুল্লাহ সা. তাকে ডেকে বললেন: যখন তুমি আমাকে এ অবস্থায় দেখবে, তখন আমাকে সালাম করবে না। কারণ, তুমি আমাকে এ অবস্থায় সালাম করলে আমি তোমার সালামের উত্তর দেব না।"[৬৫৮]

৪। হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ.

"হযরত আবু যার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, কোনো সামান্য ভালো ব্যবহার ছোট করে দেখবে না, যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাতের মতো বিষয়ও হয়।"[৬৫৯]

৫। ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতে মুসাফাহা করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا.

"হযরত বারা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, এমন দুই জন মুসলিম নেই যারা পরস্পর সাক্ষাৎ করে এবং হাত মুসাফাহা করে

---

[৬৫৮] সুনানে ইবনে মাজাহ;, হাদীস নং: ৩৫২।

[৬৫৯] মুসলিম, হাদীস নং: ২৬২৬।

তারা তাদের আলাদা হওয়ার পূর্বেই তাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।"[৬৬০]

(ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতে ও বিদায়ে সালাম দেয়া এক মুসলিমের উপর অন্য মুসলিমের হক, যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।) ইমাম নববী রহ. বলেন, প্রত্যেকের উচিত প্রতিটি সাক্ষাতেই মুসাফাহা করা। তবে অমুসলিমদের সাথে মুসাফাহা করা জায়েয নয়।

৬। মানুষের সঙ্গে উত্তম কথা বলা সুন্নাত

এ বিষয়ে আল কুর'আনের বাণী:

وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا.

"আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে। শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।"[৬৬১]

নবী করীম সা. এর হাদীস

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'কালিমা তাইয়্যিবাহ' উত্তম কথা একটি সাদকাহ।"[৬৬২]

কালিমা তাইয়্যিবার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর স্মরণ, দু'আ, সালাম, ভালো কর্মাবলীর জন্য অন্যদের প্রশংসা করা, উত্তম ব্যবহার, উত্তম আচরণ, উত্তম কর্ম ও মার্জিত মধুময় ভাষায় কথা।

উত্তম কথাবার্তা বলা ব্যক্তির সততা, একনিষ্ঠতা, শান্তিপ্রিয়তা হবার পূর্বশর্ত। উত্তম কথাবার্তা ব্যক্তিকে সৎ ও শান্তির পথে চলতে সাহায্য করে।

---

[৬৬০] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৫২১২। আত তিরমিযী ২৭২৭।

[৬৬১] বনী ইসরাঈল ১৭: ৫৩।

[৬৬২] আল বুখারী, হাদীস নং: ২৯৮৯, মুসলিম, হাদীস নং: ১০০৯।

মনে রাখবেন আমরা সকাল-থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যাদের সাথে দেখা হয়, অর্থাৎ স্বামী, স্ত্রী, সন্তানাদি, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী, সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করি, তাহলে এটি হবে এক একটি সাদাকাহ সমতুল্য সাওয়াবের কাজ।

ঐক্যবদ্ধ বা জামা'আতবদ্ধ থাকা

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَهُمْ حِلَقٌ فَقَالَ: «مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ.

"হযরত জাবির ইবনে সামুরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সা. মসজিদে প্রবেশ করলেন এ অবস্থায় তারা (সাহাবীরা) বৃত্তাকারে বসা ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, আমার কী হলো যে, আমি তোমাদের পৃথক দেখছি?[৬৬৩]

عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا قَالَ: كَأَنَّهُ يُحِبُّ الْجَمَاعَةَ.

"হযরত আ'মাশ থেকে এরূপ বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "মনে হয় তিনি ঐক্যবদ্ধ থাকাকে পছন্দ করতেন।"[৬৬৪]

এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সা. অন্যত্র বলেন

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ.

"হযরত আবু যার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পর্যন্ত পৃথক হয়ে যায়, সে তো তার ঘাড় থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল।"[৬৬৫]

রাসূলুল্লাহ সা. আরো বলেছেন:

---

[৬৬৩] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ৪৮২৩।

[৬৬৪] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ৪৮২৪।

[৬৬৫] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ৪৭৫৮।

عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ، رضى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন: যে ব্যক্তি নেতার মাঝে এমন কিছু (ত্রুটি) দেখে, যা সে অপছন্দ করে, তাহলে সে যেন এ বিষয়ে ধৈর্যধারণ করে। কেননা, যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ পৃথক হয়ে যায় এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার মৃত্যু হলো জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু।"[৬৬৬]

জামা'তের ব্যাপারে কুর'আনী নির্দেশনা

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.

"আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"[৬৬৭]

মজলিস ত্যাগ করার সময় পালনীয় সুন্নাত

যখন মু'মিন মুসলমান বান্দাগণ জাগতিক কর্মকাণ্ডে কোনো স্থানে বা মজলিসে একত্রিত হয়, তখন সেখানে ভুল-ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। সেই ভুল-ত্রুটি মিটিয়ে ফেলার জন্য রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস থেকে প্রাপ্ত দু'আ পাঠ করুন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِي، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: بِأَخَرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ:

"হযরত আবি বারযা আসলামী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, যখন তুমি মজলিস ত্যাগ করার ইচ্ছা করবে তখন বলবে:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

---

[৬৬৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং:৭০৫৪।

[৬৬৭] আল কুর'আন, সূরা আলে ইমরান ৩:১০৩।

"হে আল্লাহ! সমস্ত অসম্পূর্ণতা থেকে আপনি বহু দূরে (আপনি পবিত্র) এবং আমি আপনার প্রশংসা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি ছাড়া আর কোনো ইবাদাতযোগ্য ইলাহ নেই। আমি আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকটই প্রত্যাবর্তন করি।"[৬৬৮]

একজন মুসলিমের দিনে-রাতের বহু মজলিস এর সুন্নাতসমূহ বাস্তবায়নের উপকারিতা

একজন মুসলিম দিনে-রাতে বহু মজলিসে একত্রিত হয়। যেমন:

ক. আপনার খাওয়ার সময় যখন আপনি অন্যদের সাথে কথা বলেন।

খ. যখন আপনি আপনার প্রতিবেশী বা বন্ধুকে দেখেন তখন নিশ্চয়ই আপনি কথা বলেন।

গ. যখন কাজে, স্কুলে, পড়ার স্থানে আপনার সহযোগী-সহপাঠীদের সাথে থাকেন।

ঘ. যখন আপনি আপনার সন্তান এবং স্ত্রীদের সাথে একত্রিত হয়ে কথা বলেন।

ঙ. যখন আপনি ভ্রমণে থাকেন তখন আপনি আপনার সন্তান এবং স্ত্রী এমনকি সহযাত্রীদের সাথে কথা বলেন।

চ. আপনার পাবলিক লেকচার অথবা নিজস্ব পড়াশুনার সময়।

দেখুন! কতবার আপনি দিন-রাতে এই দু'আ উল্লেখ করতে পারেন এবং আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক নিবিড় থেকে নিবিড়তর করতে পারেন। দিন-রাতে আপনি কতবার আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর প্রভুত্ব, তাঁর মহিমা এবং একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য হিসেবে তাঁকে স্বীকার ও ঘোষণা করতে পারছেন। সুতরাং দিনে-রাতে আল্লাহর একত্বতা ঘোষণা ও তাঁর ইবাদাতের মাধ্যমে সকল পাপসমূহ মুছে ফেলা সম্ভব। মজলিস এর সাথে সম্পর্কিত সুন্নাতসমূহ পালনের উপকারিতা হচ্ছে: ঐ বৈঠকে কথা বলার ক্ষেত্রে যে ভুল-ক্রটি হয়েছে এবং গুনাহ হয়েছে তা মিটিয়ে দেয়া হবে।

---

[৬৬৮] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৪৮৫৯, তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৪৩৩।

মজলিস সম্পর্কে ইবনুল ক্বাইয়্যেম রহ. এর বক্তব্য

ইবনুল ক্বাইয়্যেম রহ. বলেন, মুসলিমগণ যে মজলিসে একত্রিত হয়ে তা দু'ধরনের:

ক. সামাজিক মজলিস, যাতে অবসর কাটানোর জন্য বসে থাকে। উপকারিতা সীমাবদ্ধ এবং এটি হৃদয়কে দূষিত করে এবং সময় নষ্ট করে।

খ. ঐ মজলিস যা সফলতার জন্য সাহায্যস্বরূপ এবং সত্যের উপদেশ দানের জন্য হয়ে থাকে। এটি হচ্ছে বিশাল অমূল্যধন এবং সবচেয়ে উপকারী।

মজলিসের সাথে সম্পৃক্ত কিছু নিষিদ্ধ কাজ

১। মজলিস স্থল থেকে অনুমতি ব্যতীত প্রস্থান করা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ قَوْمًا فَلَا يُصَلِّيَنَّ بِهِمْ.

“হযরত মালিক বিন হুয়াইরিস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি: যখন তোমাদের কেউ তার কোনো মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে সেখানে কিছুক্ষণ বসে, তখন সে যেন তার অনুমতি ছাড়া সেখান থেকে না আসে।”[৬৬৯]

২। মজলিসে অন্যের ঘাড় টপকিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ, فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ, فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ.

“হযরত আবু যাহিরিয়্যাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. খুতবা দিচ্ছিলেন, এ অবস্থায় এক ব্যক্তি মানুষের ঘাড় টপকিয়ে অগ্রসর

---

[৬৬৯] সুনানে নাসায়ী শরীফ; হাদীস নং; ৭৮৭।

হচ্ছিল, রাসূলুল্লাহ সা. তাকে বললেন: বসো! তুমি এমনিতেই দেরিতে এসেছো আবার মানুষদেরকে কষ্ট দিচ্ছ।"[৬৭০]

৩। কাউকে উঠিয়ে সে জায়গায় নিজে বসা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا.

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, কেউ যেন অন্যকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে নিজে না বসে। বরং সে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ করে অনুরোধ করবে (আমাকে বসার জন্য একটু জায়গা করে দিন)।"[৬৭১]

৪। কুর'আন সুন্নাহ তথা শরীয়াহ বিরোধী বৈঠকে বসা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا.

"আর কু'রআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রুপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মতো হয়ে যাবে। আল্লাহ্ দোযখের মাঝে মুনাফিক ও কাফিরদের একই জায়গায় সমবেত করবেন।"[৬৭২]

---

[৬৭০] সহীহ ইবনে খুযাইমা; হাদীস নং:১৮১১।

[৬৭১] সহীহ মুসলিম শরীফ;, হাদীস নং: ২১৭৭।

[৬৭২] সূরা নিসা ৪: ১৪০।

বহুমুখী ইবাদাতকে একত্রে পালন করা

যে তাদের সময়কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে জানে, সেই পারে কীভাবে একটি সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অনেক ইবাদাতকে একত্রিত করা যায়।

এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

ক. যেমন আপনি যখন মসজিদে সালাত আদায় করতে যান হেঁটে কিংবা গাড়িতে করে, এই কাজটিই স্বয়ং একটি ইবাদাত। কিন্ত অনুরূপ সময়কেই আল্লাহর যিকর, কুরআন তিলাওয়াতের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। ফলে একটি সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অনেক ইবাদাতকে একত্রিত করা হলো।

খ. আপনি যখন এমন কোনো মজলিসে যান যেখানে মন্দ কোনো কাজ হয় না, এটিও একটি ইবাদাত। কিন্তু অনুরূপ সময়েই আপনি মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে পারেন এবং আল্লাহর স্মরণ করতে পারেন।

গ. একজন মহিলা ঘরে অবস্থান করা, বাড়ির লোকদের কাজ করা একটি ইবাদাত। যখন সে এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য কামনা করে। অনুরূপ সময়েই সে তার সময়কে আল্লাহর যিকর, ইসলামিক লেকচার ইত্যাদি শুনার মাধ্যমে অন্যান্য ইবাদাত করতে পারেন এবং সাওয়াবের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে নিতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ:

"হযরত ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সা. এর সাথে এক বৈঠকে ছিলাম, আমরা গণনা করে দেখেছি তিনি একশতবার বলেছিলেন:

رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমি আপনার নিকট ফিরে আসছি। নিশ্চয়ই আপনি সবচেয়ে ক্ষমাশীল এবং সবচেয়ে দয়াময়'।"[৬৭৩]

চিন্তা করে দেখুন রাসূলুল্লাহ সা. কীভাবে একটি সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দু'টি ইবাদাত করলেন।

১. আল্লাহর স্মরণ এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা।

২. সাহাবীদের সাথে বসা এবং তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়া।

---

[৬৭৩] আবু দাউদ, হাদীস নং: ১৫১৬, আত তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৪৩৪।

অধ্যায়-১৭
খাবার গ্রহণের আদব

খাবার গ্রহণের সময় পালনীয় সুন্নাত

খাবার খাওয়ার ক্ষেত্রে নিচের সুন্নাতগুলো অনুসরণ করা উচিত:

১। বিসমিল্লাহ্ বলে খাবার শুরু করা সুন্নাত

২। ডান হাতে খাওয়া সুন্নাত

৩। নিজের সামনের দিক থেকে খাওয়া সুন্নাত

এ তিনটি সুন্নাহ একই হাদীসে এসেছে

عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي: يَا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ.

"হযরত ওমর বিন সালমা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, হে যুবক! আল্লাহর নাম লও, তোমার ডান (হাতে) খাও এবং খাও যা তোমার সামনের অংশ তা থেকে।"[৬৭৪]

৪। পড়িয়ে যাওয়া খাবার উঠিয়ে খাওয়া সুন্নাত

যদি কোনো খাবার পড়ে যায়, তাহলে তা উঠিয়ে নিয়ে পরিষ্কার করে খাওয়া সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ.

"হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যদি কোনো খাবার পড়ে যায়, তবে তা তুলে খাও। কেননা, শয়তান ব্যতীত কেউ এটা ফেলে রাখে না।"[৬৭৫]

---

[৬৭৪] মুসলিম, হাদীস নং: ২০২২।

[৬৭৫] মুসলিম, হাদীস নং: ২০৩৪।

৫। তিন আঙ্গুলে খাওয়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ مِنَ الطَّعَامِ.

"হযরত কা'ব বিন মালিক রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম সা. কে সাধারণত তিন অঙ্গুলে খেতে দেখতাম।"[৬৭৬]

এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ সা. খাবার গ্রহণের পদ্ধতি এবং এটিই উত্তম, যদি না একান্তই অন্যভাবে প্রয়োজন পড়ে।

৬। খাবার গ্রহণের সময় বসার পদ্ধতি

খাবার গ্রহণের সুন্নাত পদ্ধতি দু'টি:

ক. পায়ের সম্মুখভাগ এবং নলার উপর হাঁটু গেড়ে বসা। অথবা

খ. ডান পা খাড়া করে বাম পায়ের উপর বসা।

এটিই অগ্রাধিকারযোগ্য; যা ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেছেন।

খাবার গ্রহণ শেষে পালনীয় সুন্নাত

১। পাত্র এবং আঙ্গুল চেটে খাওয়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ.

"হযরত জাবের রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. খাবারের সময় পাত্র এবং আঙ্গুল চেটে খেতে বলেছেন।"[৬৭৭]

২। খাবার শেষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আল্লাহর প্রশংসা করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ:

---

[৬৭৬] মুসিলম, হাদীস নং: ২০৩২।

[৬৭৭] মুসলিম, হাদীস নং: ২০৩৩।

"হযরত সাহল বিন মুয়ায বিন আনাস রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি খাবার খাওয়ার সময় বলে:

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ.

'সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে এই পানাহার করালেন এবং এর সামর্থ্য প্রদান করলেন, যাতে ছিল না আমার পক্ষ থেকে উপায়-উদ্যোগ, ছিল না কোনো শক্তি সামর্থ্য।'

غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

তার অতীতের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়।"[৬৭৮]

এই দু'আ পাঠের উপকারিতা ও ফযিলত হচ্ছে যে, এটা করলে তার পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

পানীয় বস্তু পান করার সময় পালনীয় সুন্নাত

কোনো পানীয় বস্তু পান করার ক্ষেত্রে পালনীয় সুন্নাতসমূহ হচ্ছে

১। বিসমিল্লাহ বলে পান করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي: يَا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ..

"হযরত ওমর বিন সালামা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. এর হুজরার ভিতরে ছিলাম, আমার হাতে একটি বড় পানপাত্র ছিলো. রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, হে বৎস! আল্লাহর নাম লও।"[৬৭৯]

২। ডান হাতে পান করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: كُلْ بِيَمِينِكَ.

---

[৬৭৮] আত তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৪৫৮, ইবনে মাজাহ, হাদীস নং: ৩২৮৫।

[৬৭৯] মুসলিম, হাদীস নং: ২০২২।

“হযরত ইয়াস বিন সালামাহ বিন আকওয়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা. এর সামনে বাম হাতে খাচ্ছিল, রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, ডান হাতে খাও।”[৬৮০]

৩। পান করার সময় পান পাত্রে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলা নিষেধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ،.

“হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সা. পানির পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন।”[৬৮১]

৪। এক ঢোকে পান না করে তিন ঢোকে পানি পান করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ: " إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا.

“হযরত আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যখন তোমরা পান করবে, তখন তিনবার নিঃশ্বাস নিয়ে পানি পান করবে।”[৬৮২]

৫। বসে পান করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا.

“হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন দাঁড়িয়ে পানি পান না করে।”[৬৮৩]

---

[৬৮০] মুসলিম, হাদীস নং: ২০২১।
[৬৮১] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৩৭২৮ ।
[৬৮২] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৩৭২৭ ।
[৬৮৩] মুসলিম, হাদীস নং: ২০২৬।

৬। পান করার পর তাহমীদ [আল্লাহর প্রশংসা] করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا.

"হযরত আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, মহান আল্লাহ ঐ বান্দাহর উপর সন্তুষ্ট যে খাবারের পর এবং পান করার পর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে।"[৬৮৪]

৭। পাত্রের ভাঙ্গা স্থান দিয়ে পান করা নিষেধ

পান পাত্রের ভাঙ্গা স্থান দিয়ে পানি পান করার নিষেজ্ঞা সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ، وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ.

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. পান পাত্রের ভাঙ্গা অংশ দিয়ে পানি পান করতে ও পানিতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।"[৬৮৫]

৮। পাত্রের মুখে পানি পান করা নিষেধ

পাত্রের মুখে পানি পান করার নিষেজ্ঞা সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: نَهَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ.

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. পান পাত্র (কলসি, জগ, বোতল) কাত করে উহার মুখে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।"[৬৮৬]

---

[৬৮৪] মুসলিম, হাদীস নং: ২৭৩৪।

[৬৮৫] আবু দাউদ শরীফ;, হাদীস নং: ৩৭২২।

অধ্যায়-১৮
যিকির (আল্লাহকে স্মরণ)

মহান আল্লাহকে সার্বক্ষণিক ও সর্বদা স্মরণ করা

মহান আল্লাহর যিকরের ব্যাপারে অবিস্মরণীয় এবং বিবেচ্য বিষয়সমূহ হচ্ছে:

১। আল্লাহর স্মরণ হচ্ছে ইবাদাতের মূল

আল্লাহর স্মরণ হচ্ছে ইবাদাতের মূল। সকল অবস্থায় এবং সকল সময়ে এটি ইবাদাতকারীদের মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে দেয়।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস প্রণিধানযোগ্য

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

"হযরত আয়িশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. সদা-সর্বদা আল্লাহর স্মরণ করতেন।"[৬৮৭]

আল্লাহর সাথে এই সম্পর্কই হচ্ছে জীবন। তাঁর নৈকট্য হচ্ছে সফলতা এবং সন্তুষ্টি আর পথভ্রষ্টতা এবং বিপর্যয় থেকে বহু দূরে থাকার একমাত্র উপায়।

২। আল্লাহর স্মরণ মু'মিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য নির্ধারণ করে দেয়

আল্লাহর স্মরণ মুনাফিকদের থেকে সত্যিকার মু'মিন-মুসলিম বান্দাকে আলাদা করে। কারণ, মুনাফিকদের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা আল্লাহকে খুবই কম স্মরণ করে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا.

---

[৬৮৬] মুসলিম শরীফ;, হাদীস নং: ২০২৩।

[৬৮৭] মুসলিম, হাদীস নং: ৩৭৩।

"অবশ্যই মুনাফিকরা প্রতারণা করছে আল্লাহ্‌র সাথে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। আসলে তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন একান্ত শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য দাঁড়ায়। আর তারা আল্লাহ্‌কে অল্পই স্মরণ করে।"[৬৮৮]

৩। আল্লাহর স্মরণ শয়তানের উপর বান্দার পক্ষ থেকে ঢালের ন্যায়

শয়তান বান্দাদের উপর বিজয়ী হতে পারে না, যদি না বান্দা আল্লাহর স্মরণ থেকে অমনোযোগী হয়। আল্লাহর স্মরণ হচ্ছে ঢালের ন্যায়।

৪। যিকর হচ্ছে মু'মিন মুসলিম বান্দার পরম সুখ ও প্রশান্তি

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

"যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্তি পায়।"[৬৮৯]

৫। আল্লাহকে স্মরণকালীন সময় দুনিয়ার শ্রেষ্ট সময়

মহান আল্লাহকে সদাসর্বদা ও সার্বক্ষণিক স্মরণ করা। জান্নাতে মু'মিন-মুসলিম বান্দাদের কোনো আফসোস থাকবে না, শুধু দুনিয়ার ঐ সময়ের জন্য যা সে আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত কাটিয়েছে। মহান আল্লাহকে প্রতিনিয়ত এবং সার্বক্ষণিক স্মরণ রাখো, তাহলে আল্লাহর সাথে অটুট ও নিরবচ্ছিন্ন সুদৃঢ় সম্পর্ক সৃষ্টি হবে।

৬। আল্লাহর স্মরণ সম্পর্কে ইমাম নববী রহ. এর বক্তব্য

আল্লাহর স্মরণ সম্পর্কে ইমাম আন নববী রহ. বলেন: ইসলামি চিন্তাবিদগণ বলেন, যিকির অন্তরে এবং মৌখিক হতে পারে এবং সর্বাবস্থায় হতে পারে। আর এ যিকির তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ, তাকবীর, তাহমীদ এবং রাসূলুল্লাহ সা. এর প্রতি দরুদ ইত্যাদির মাধ্যমে হতে পারে। তবে নারীদের হায়েয ও নিফাস চলাকালে যিকির করা নিয়ে মুসলিম চিন্তাবিদগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেন।[৬৯০]

---

[৬৮৮] আন নিসা, ৪:১৪২

[৬৮৯] আর রাদ, ১৩:২৮

[৬৯০] নারীদের প্রাকৃতিক নিয়মে হায়েয ও নিফাসের সময় নামায, রোযা এবং কুর'আন স্পর্শ করে তিলাওয়াত নিষিদ্ধ। আল্লাহর স্মরণ ও যিকির করা নিষিদ্ধ নয়।

৭। আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে স্মরণ করেন যে আল্লাহকে স্মরণ করে।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ.

"সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়ো না।।"[৬৯১]

একজন ব্যক্তি অনেক খুশি হয় যখন তাকে সংবাদ দেয়া হয় যে শাসকরা তাকে নিয়ে আলোচনা করছে, তাদের সমাবেশে এবং তার প্রশংসা করছে। সুতরাং এটা কিরূপ আনন্দ-উচ্ছ্বাসের উপলব্ধি হওয়া উচিত, মহান আল্লাহ, যিনি বিশ্বজগতের রব্ব, তিনি এর চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করছেন?

৮। আল্লাহর স্মরণে অমনোযোগিতা ও উদাসিনতা থাকা নিষেধ

আল্লাহর স্মরণ দ্বারা এমন কিছু বোঝায় না যে দুই একটি শব্দ উচ্চারণ করা, যখন হৃদয় কী বলছে তা থেকে সে উদাসীন থাকে এবং আল্লাহর মমতা, মাহাত্ম্য এবং আনুগত্য থেকে মন উদাসীন থাকে। সুতরাং জিহ্বা দ্বারা স্মরণ করাই যথেষ্ট নয়। বরং তার প্রতি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি, মনোযোগ দেয়া এবং অর্থের দিকে খেয়াল করাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ.

"তোমার রবকে সকাল-সন্ধ্যায় নিজের মধ্যে, বিনীতভাবে এবং ভয় সহকারে এবং উঁচু শব্দ না করে আল্লাহকে স্মরণ কর এবং তাদের মতো হয়ো না যারা উদাসীন।"[৬৯২]

মনে রাখুন: যিকির করার সময় ব্যক্তিকে অবশ্যই বুঝা উচিত যে, সে কী বলছে? সে এগুলো শুধু মুখেই বলবে না বরং অন্তর থেকে বলবে, এতে করে ব্যক্তির আত্মিক ও বাহ্যিক সবই আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত হবে।

---

[৬৯১] সূরা বাক্বারাহ ২:১৫২

[৬৯২] সূরা, আল আ'রাফ ৭:২০৫

মহান আল্লাহ অনুগ্রহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা

১। সর্বদা আল্লাহর অনুগ্রহরাশি ও নিয়ামত নিয়ে চিন্তা করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَفَكَّرُوا فِي آلَاءِ اللَّهِ، وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ.

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আল্লাহর নিয়ামত নিয়ে চিন্তা করো এবং আল্লাহর ব্যাপারে চিন্তা করো না।"[৬৯৩]

২। পছন্দনীয় কিছু দেখলে আল্লাহর প্রশংসা করা

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.

"হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) পছন্দনীয় কিছু দেখলে বলতেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যার নিয়ামতে সৎকর্মসমূহ পূর্ণতা লাভ করেছে।"[৬৯৪]

একজন মু'মিন-মুসলমান বান্দা দিন ও রাতে এমন কী কী কাজ করতে পারে, যা দ্বারা সে আল্লাহর অনুগ্রহের স্বীকৃতি দিতে পারে। এমন কাজগুলো কী কী এবং কোনো কোনো অবস্থায় হতে পারে। দিন ও রাতে এমন কী কী কাজ আছে যা শুনে ও অনুধাবন করে আল্লাহর প্রশংসা ও প্রার্থনা করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে?

---

[৬৯৩] আল তাবারানী, আল আওসাত, হাদীস নং: ৬৩১৯, আল বায়হাক্বী শুওয়াবুল ঈমান, হাদীস নং ১১৯, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন ।

[৬৯৪] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং: ৩৮০৩।

আপনি কি অনুধাবন করতে পারছেন কীভাবে আপনার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হচ্ছে! যেখানে আপনার চারপাশের অনেক লোক আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে মসজিদে আসছে, না সেখানে আপনি মসজিদে আসছেন। বিশেষ করে ফজরের নামাযের সময় যখন সকল মানুষ গভীর ঘুমে মৃতের মতো শুয়ে আছে সেখানে আপনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে মসজিদে আসছেন।

আপনি কি অনুধাবন করতে পারছেন! যখন আপনি রাস্তায় হাঁটছেন তখন কীভাবে আপনার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হচ্ছে! আপনি রাস্তায় হেঁটে বিভিন্ন দৃশ্য দেখে আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষী দিচ্ছেন। অথচ সেখানে একটি বিপদগামী গাড়ি উচ্চৈঃস্বরে গান বাজিয়ে চলমান অবস্থায় দুর্ঘটনা কবলিত হয়েছে, এটি কি শয়তানের প্ররোচনা নয়?

আপনি কি অনুধাবন করেন না যে, যখন আপনি পৃথিবীব্যাপী দুর্ভিক্ষ, ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প, বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব, যুদ্ধ, বিগ্রহের খবর শুনছেন, তখন আপনি শান্তিতে বসবাস করছেন, এটা কি আপনার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ নয়? আর যে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্বীকার করে তাঁর ইবাদাত, প্রার্থনা এবং প্রশংসা করে সর্বাবস্থায় ও সকল প্রতিকূলতায় সার্বক্ষণিকভাবে সেই তো প্রকৃত মু'মিন-মুসলিম বান্দা। একজন প্রকৃত মু'মিন-মুসলিম বান্দা সদা-সর্বদা আল্লাহর প্রশংসা, ইবাদাত এবং তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলে।

মহান আল্লাহ বলেছেন:

أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের বাচনিক উপদেশ এসেছে যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে। তোমরা স্মরণ কর, যখন

আল্লাহ্ তোমাদেরকে কাওমে নূহের পর সর্দার করেছেন এবং তোমাদের দেহের বিস্তৃতি বেশি করেছেন। তোমরা আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহ স্মরণ কর- যাতে তোমাদের মঙ্গল হয়।”[৬৯৫]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَأَى صَاحِبَ بَلَاءٍ، فَقَالَ:

“হযরত ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যদি কেউ কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে অতঃপর বলে:

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا،

‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে ঐ বিপদ থেকে নিরাপদ রেখেছেন, যে বিপদে তোমাকে নিপতিত করেছেন এবং তাঁর সৃষ্টজীবের অনেকের উপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, মর্যাদাবান করেছেন।’

إِلَّا عُوفِيَ مِنْ ذَلِكَ الْبَلَاءِ كَائِنًا مَا كَانَ مَا عَاشَ.

তবে তাকে যেন আজীবন ঐ বিপদ থেকে নিরাপদ রাখা হয় এই প্রার্থনা করছি।”[৬৯৬]

---

[৬৯৫] আল কুর'আন, সূরা আ'রাফ ৭:৬৯

[৬৯৬] তিরমিযী শরীফ,, হাদীস নং: ৩৪৩১

অধ্যায়-১৯

দুরূদ (রাসূলুল্লাহ সা. এর প্রতি সালাম)

রাসূলুল্লাহ সা. এর উপর দুরূদ

নবী করীম সা.-এর উপর দুরূদ হলো– "হে নবী আপনার উপর আল্লাহর রহমত, বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক" বলা। আর এমন সালাম যা সালাতের ভিতর তাশাহহুদের মাঝে পড়া হয়।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন–

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا: السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلاَمُ عَلَى مِيكَائِيلَ، السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ:

"হযরত আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন নবী করীম সা. এর সাথে নামায পড়লাম। তখন আমরা বললাম: আল্লাহ তা'আলার উপর শান্তি বর্ষিত হোক তার বান্দাদের পূর্বে এবং জীবরাঈলের উপর, মিকাঈলের উপর, তার অমুক অমুক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। নবী করীম সা. আমাদেরকে মুখ করে বসলেন এবং বললেন:

"إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،

"আল্লাহ তা'আলা নিজেই সালাম-শান্তিদাতা, সুতরাং তোমাদের কেউ যখন সালাতের মাঝে বসে সে যেন বলে যাবতীয় শ্রদ্ধা, সালাত ও পবিত্রতা, নিষ্কলুষতা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আর হে নবী আপনার উপর আল্লাহর রহমত, বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক। আর প্রশান্তি নিরাপত্তা আমাদের ও নেককার বান্দাদের উপর বর্ষিত হোক। যখন সে এটা বলে তখন আসমান ও যমীনের সকল নেককার বান্দা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।"

ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الْكَلَامِ مَا شَاءَ.

"অতঃপর সে এর পরে যেকোন (দু'আ) কালাম বাছাই করতে পারবে।" তথা সে নিজের জন্য দু'আ করবে এমন দু'আ থেকে যা তাকে মুগ্ধ করে।[৬৯৭]

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : . . فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ؟ قَالَ: "قُولُوا:

"হযরত কা'ব বিন উজরা রা. হতে বর্ণিত,. . . তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সা. আমাদের নিকট বের হয়ে এলে আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সা.! আমরা শিখেছি কীভাবে আপনাকে সালাম দিব। এখন আমাদেরকে শিখিয়ে দিন আপনার উপর আমরা কীভাবে দুরূদ পড়ব? তিনি বললেন, তোমরা বল:

'اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

হে আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মদ সা. ও তাঁর পরিবারের উপর যেমনি আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন। ইব্রাহীম আ.-এর পরিবারের উপর। হে আল্লাহ বরকত দান করুন মুহাম্মদ সা. ও তাঁর পরিবারের উপর; যেমনি বরকত নাযিল করেছেন ইব্রাহীম আ.-এর পরিবারের উপর। আপনিই তো সর্বপ্রশংসিত মহামর্যাদাবান।[৬৯৮]

---

[৬৯৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৬২৩০।

[৬৯৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৩৩৭০।

যে সকল স্থানে রাসূলুল্লাহ সা. এর উপর দুরূদ পড়া সুন্নাত

আর যে সব স্থানে নবী করীম সা. এর উপর দুরূদ পড়া সুন্নাত তা হলো :

১। আযানের পরে মুয়ায্যিনের জবাবের পরে দুরূদ পড়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূল সা. এর হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছেন: "যখন তোমরা আযান শোন তখন তোমরা তার জবাবে তাই বল– যেমনি সে বলে। অতপর আমার উপর দুরূদ পড়, কেননা যে আমার উপর একবার দুরূদ পড়ে, তার উপর আল্লাহ দশবার রহমত বর্ষণ করেন। অতপর আমার জন্য আল্লাহর নিকট অসীলা কামনা কর, কেননা; এটা জান্নাতের এমন এক স্তর যা আল্লাহর বান্দাদের থেকে এক বান্দার জন্যই শোভনীয়। আর আমি আশা করি, সেই ব্যক্তি আমিই হবো। সুতরাং যে আমার অসীলা হওয়াটা আল্লাহর কাছে চাইবে, তাঁর জন্য আমার শাফা'আত হালাল হয়ে যাবে।"[৬৯৯]

২। মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় দরূদ পড়া সুন্নাত

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন–

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لِيَقُلْ:

"হযরত আবু হুমাইদি আস সাঈদী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে সে যেন নবীর

[৬৯৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৩৮৪।

উপর সালাম পেশ করে। অতঃপর যেন বলে হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও। আর যখন কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বলে:

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার দেয়া রিযিক অনুগ্রহ চাই।

وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

"আর যখন বের হয়, তখন যেন বলে: 'হে আল্লাহ, আমি তোমার কছে তোমার অনুগ্রহ কামনা করছি।"[৭০০]

৩। সালাতে সর্বশেষ তাশাহহুদের বৈঠকে দুরূদ পড়া সুন্নাত

عَنْ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، يَقُولُ: سَمِعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجِلَ هَذَا»، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ.

"হযরত ফাদ্বালাহ বিন উবাইদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. শুনেছেন: এক ব্যক্তি সালাতে দু'আ করছে, কিন্তু তাঁর উপর দুরূদ পাঠ করেনি। তখন নবী করীম সা. বললেন, এটা তাড়াহুড়া হয়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা. তাকে ডাকলেন, অতঃপর তাকে বা অন্য কাউকে বললেন– যখন তোমাদের কেউ সালাত পড়ে, সে যেন আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন দিয়ে শুরু করে। অতঃপর নবী করীম সা. এর উপর যেন দুরূদ পড়ে. তাউপর যা খুশি সে যেন প্রার্থনা করে।"[৭০১]

৪। দু'আ কবুল হওয়ার জন্য দুরূদ পড়া সুন্নাত

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ، حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

---

[৭০০] সুনানে ইবনেমাযাহ, হাদীস নং: ৭৭২।

[৭০১] সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৪৭৭।

"হযরত ওমর বিন খাত্তাব রা. বলেছেন– দু'আ আকাশ ও যমীনের মাঝে স্থির থাকে। এর থেকে কিছু উর্ধ্বে পৌঁছে না; যতক্ষণ না নবী করীম (স)-এর উপর দুরূদ পড়া হয়।"[৭০২]

৫। জুমু'আর দিনে নবী করীম সা.-এর উপর দুরূদ পড়া সুন্নাত

যেমন নবী করীম সা.-এর বাণী–

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ. فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ.

"হযরত আউস বিন আউস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: নিশ্চয়ই তোমাদের দিনসমূহের মধ্য থেকে উত্তম দিন হলো জুমু'আর দিন। এদিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এদিনে তাঁকে মৃত্যু দেয়া হয়েছে। এ দিনে শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং তাতেই সংজ্ঞাহীন করা হবে। সুতরাং ঐদিনে আমার উপর বেশি বেশি করে দুরূদ পড়। কেননা, তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"[৭০৩]

৬। জানাযার সালাতে দ্বিতীয় তাকবীরের পর দুরূদ পড়া সুন্নাত

৭। বক্তৃতা, খোৎবা, ভূমিকা ও মজলিসসমূহে দুরূদ পড়া সুন্নাত

৮। নবী সা. এর নাম উল্লেখের সময় দুরূদ পড়া সুন্নাত

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: সেই লোকের নাক ধূলিমলিন হোক, যার নিকট আমার নাম উল্লেখের পরও সে আমার উপর দুরূদ পড়েনি।"[৭০৪]

---

[৭০২] সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং: ৪৮৬।

[৭০৩] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ১০৪৭।

[৭০৪] সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৫৪৫।

তিনি (স) আরও বলেন–

عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

"হযরত হুসাইন বিন আলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: কৃপণ সে, যার নিকট আমার নাম উল্লেখের পর সে আমার উপর দুরূদ পাঠ করে না।"[৭০৫]

রাসূলুল্লাহ সা. এর উপর দুরূদ পড়ার ফযিলত

১। দশবার রহমত বর্ষণ করা হয়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ পড়বে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন।[৭০৬]

২। দশটি মন্দ-পাপ কমিয়ে দেয়া হয়

দশবার রহমত বর্ষণ করা হয় এবং দশটি মন্দ-পাপ কমিয়ে দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ.

"যে আমার উপর একবার দুরূদ পড়বে, আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন। তার দশটি মন্দ-পাপ কমিয়ে দেয়া হবে, বাড়িয়ে দেয়া হবে তার দশটি মর্যাদা।"[৭০৭]

---

[৭০৫] সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৫৪৬।
[৭০৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৪০৮।
[৭০৭] সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং: ১২৯৭।

অধ্যায়-২০
বিবাহ ও মহর

বিবাহ

বিবাহ হচ্ছে শরীআতের একটি বন্ধন, যার দ্বারা স্বামী-স্ত্রী আপসে একে অপরকে সম্ভোগ করা বৈধ হয়।

বিবাহের ফযিলত

বিবাহ হলো সকল নবী-রাসূলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নাত। বিবাহের মাধ্যমেই পৃথিবীতে মানবজাতির ক্রমবিকাশ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

"আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।"[৭০৮]

বিবাহের হুকুম

১. যার যৌন ক্ষুধা রয়েছে এবং যিনায় লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই তার জন্য বিবাহ করা সুন্নাত; কারণ এর মাধ্যমে নর-নারী ও উম্মতের জন্য অনেক উপকার রয়েছে।

২. যে ব্যক্তি বিবাহ না করলে যিনায় লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তার জন্য বিবাহ করা ওয়াজিব।

---

[৭০৮] আল কুর'আন, সূরা আর রূম, ৩০ : ২১

বিবাহ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, বিবাহ হলো আমার সুন্নাত, আর যে আমার সুন্নাতের আমল করবে না সে আমার দলভুক্ত নয়।"[৭০৯]

বিবাহের শর্তসমূহ

বিবাহ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্তগুলো হলো :

১. বর-কনে নির্দিষ্টকরণ।
২. বর-কনের সম্মতি।
৩. অভিভাবক ব্যতীত কোনো নারীর বিবাহ না হওয়া।
৪. মহর দ্বারা বিবাহ হওয়া।

বিবাহের মহর

মহর হলো বিবাহের বন্ধনের জন্য স্বামীর প্রতি ফরজ বিনিময়। ইসলাম নারী জাতিকে অর্থনৈতিক অধিকার দিয়ে বিবাহের সময় স্বামীর পক্ষ থেকে মহর আদায় করাকে ফরজ করে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহর বাণী,

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

"আর তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মহর দিয়ে দাও, অতঃপর যদি তারা তোমাদের জন্য তা থেকে খুশি হয়ে কিছু ছাড় দেয়, তাহলে তোমরা তা সানন্দে তৃপ্তিসহকারে খাও।"[৭১০]

মহরের পরিমাণ

মহরে আদায়যোগ্য পরিমাণ হওয়া উচিত। কেননা মহর পরিশোধ করা না হলে কিয়ামতের দিন ঐ স্বামী যিনাকারী হিসেবে চিহ্নিত হবে। মহরের

---

[৭০৯] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং : ১৮৪৬

[৭১০] আল কুর'আন, সূরা নিসা, ৪ : ৪

পরিমাণ যদি গর্ব-অহংকারের সীমা ও ঋণের বোঝায় স্বামীর ঘাড় ভারী হয়, তবে ঐ মহর হারাম। রাসূলুল্লাহ সা.-এর স্ত্রীগণের মহর ছিল পাঁচশত দিরহাম। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বরের অর্থনৈতিক বিবেচনা করে আদায়যোগ্য পরিমাণ মহর নির্ধারণ করা জরুরি।

যিহারের পরিচয়

স্ত্রীকে মায়ের সাথে অথবা মায়ের কোনো অঙ্গের সাথে তুলনা করাকে 'যিহার' বলে। প্রাচীন আরব সমাজে স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করার মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হতো। ইসলামে এর মাধ্যমে সরাসরি বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। তবে অসঙ্গত কথা বলার কারণে কাফ্ফারা দিতে হয়। যেমন : স্বামী যদি এরূপ বলে যে, তুমি আমার মায়ের মতো।

যিহারের হুকুম

যিহারের হুকুম হলো ৩টি :

১. যিহারের কারণে স্ত্রী তালাক হয়ে যায় না।

২. যিহার করাকে মহান আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

اَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ.

"তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা তো কেবল তারাই যারা তাদেরকে জন্ম দিয়েছে। আর তারা অবশ্যই অসঙ্গত ও অসত্য কথা বলে। আর নিশ্চয় আল্লাহ অধিক পাপ মোচনকারী, বড়ই ক্ষমাশীল।"[৭১১]

৩. কোনো স্বামী তার স্ত্রীর সাথে যিহার করলে যতক্ষণ কাফ্ফারা আদায় না করবে ততক্ষণ তার সাথে সহবাস করা হারাম।

---

[৭১১] আল কুর'আন, সূরা মুযাদালা, ৫৮ : ২

অধ্যায়-২১
কুর'আন তিলাওয়াত ও এর ফযিলত

কুর'আন মাজীদ প্রতি মাসে একবার খতম করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমরা প্রতি মাসে একবার কুর'আন মাজীদ খতম করবে।"[৭১২]

দৃষ্টি আকর্ষণ: প্রতি মাসে কুর'আন মাজীদ তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন করে শেষ করার একটি সহজ উপায় হচ্ছে প্রতি ফরজ সালাতের ১০ মিনিট পূর্বে মসজিদে যাওয়া। এই সময়ে ২ পাতা বা ৪ পৃষ্ঠা পড়ে শেষ করা সম্ভব। সুতরাং পুরো দিনে ১০ পাতা বা একপারা সমাপ্ত হয়ে যাবে। এভাবে সহজেই আপনি পুরো মাসে কুরআন মাজীদ পড়ে শেষ করতে পারেন।

আল কুর'আনের কিছু সূরা ও ফযিলত

১। সূরা ফতিহা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ . إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ . اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ .

---

[৭১২] আবু দাউদ, ১৩৮৮।

"শুরু করছি আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।"

"১. যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। ২. যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। ৩. যিনি বিচার দিনের মালিক। ৪. আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। ৫. আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, ৬. ঐ সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।"[৭১৩]

সূরা ফতিহার ফযিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الفُرْقَانِ مِثْلُهَا. وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ المَثَانِي وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُهُ.

"রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, এ সূরার মতো (মর্যাদাসম্পন্ন) কোনো সূরা তাওরাত, ইনজিল, যাবূর এমনকি কুর'আনেও নাযিল হয়নি। আর এটি বারবার পঠিত সাতটি আয়াত সম্বলিত সূরা এবং মহান কুর'আন যা আমাকে দেয়া হয়েছে।"[৭১৪]

"হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. এক সফরে ছিলেন, পথিমধ্যে একস্থানে তিনি অবতরণ করেন। তাঁর পাশেই একজন লোক অবতরণ করলেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. তার দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমি কী তোমাকে কুর'আনের উত্তম সূরার কথা বলব না? তিনি বললেন, জ্বি হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সা. আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামিন তিলাওয়াত করলেন।"[৭১৫]

---

[৭১৩] আল কুর'আন: ১: ১-৭।

[৭১৪] সুনানে তিরমিযী, ২৮৭৫।

[৭১৫] হাকেম, আত তারগীব ওয়াত তারহীব।

২। সূরা নাস ও সূরা ফালাক্ব

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ . مَلِكِ النَّاسِ . إِلَهِ النَّاسِ . مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ . الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ . مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ .

"শুরু করছি আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।"

"১. বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার, ২. মানুষের অধিপতির, ৩. মানুষের মা'বুদের ৪. তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, ৫. যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে ৬. জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।"[৭১৬]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ . مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ . وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ . وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ . وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ .

"শুরু করছি আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।"

"১. বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, ২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, ৩. অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়, ৪. গ্রন্থিতে ফুৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে ৫. এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।"[৭১৭]

সূরা নাস ও ফালাক্ব এর ফযিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ آيَاتٍ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ}

[৭১৬] আল কুর'আন: ১১৪: ১-৬।

[৭১৭] আল কুর'আন: ১১৩: ১-৫।

"হযরত উকবা বিন আমর জুহান্নি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা এমন দু'টি সূরা নাযিল করেছেন যার কোনো তুলনা নেই। সেগুলো হলো: 'কুল আউযু বিরাব্বিন নাস' ও 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব'।"[৭১৮]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ بِالمُعَوِّذَتَيْنِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ.

"হযরত উকবা বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে প্রত্যেক ফরজ সালাতের শেষে সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়তে আদেশ করেছেন।"[৭১৯]

৩। সূরা ইখলাস

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ .

"শুরু করছি আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।"

"১. বলুন, তিনি আল্লাহ্‌, এক, ২. আল্লাহ্‌ অমুখাপেক্ষী, ৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি, ৪. এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।"

সূরা ইখলাসের ফজিলত

ক. কুর'আনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করার সমান সাওয়াব

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ القُرْآنِ؟ مَنْ قَرَأَ: اللَّهُ الوَاحِدُ الصَّمَدُ فَقَدْ قَرَأَ ثُلُثَ القُرْآنِ."

---

[৭১৮] সুনানে তিরমিযী, ২৯০২।

[৭১৯] সুনানে তিরমিযী, ২৯০৩।

"হযরত আবু আইউব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমাদের কেউ কী একরাতে কুর'আনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতে সক্ষম? যে ব্যক্তি 'আল্লাহু ওয়াহেদ আস সামাদ' অর্থাৎ সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করল, সে যেন কুর'আনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করলো।"[৭২০]

খ. জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَجَبَتْ». قُلْتُ: مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: «الجَنَّةُ»

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. এর সাথে এলাম, রাসূলুল্লাহ সা. এক ব্যক্তিকে 'কুলহু আল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ' পড়তে শুনলেন, এবং রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তার জন্য ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কী ওয়াজিব হয়েছে? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, 'জান্নাত'।"[৭২১]

গ. পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَأَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَتَيْ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مُحِيَ عَنْهُ ذُنُوبُ خَمْسِينَ سَنَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ.

"হযরত আনাস বিন মালিক রা. রাসূলুল্লাহ সা. হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন দু'শত বার 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' পড়বে, তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, কিন্তু তার ঋণের বোঝা থাকলে তা ব্যতীত।"[৭২২]

---

[৭২০] সুনানে তিরমিযী, ২৮৯৬।
[৭২১] সুনানে তিরমিযী, ২৮৯৭।
[৭২২] সুনানে তিরমিযী, ২৮৯৮।

ঘ. ডান দিক দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُّ: يَا عَبْدِيَ ادْخُلْ عَلَى يَمِينِكَ الْجَنَّةَ"

"হযরত আনাস বিন মালিক রা. রাসূলুল্লাহ সা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ঘুমানোর জন্য বিছানায় শুয়ে ডান কাত হয়ে একশ বার 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' পড়বে, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাকে বলবেন, হে আমার বান্দা, তোমার ডান দিক দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর।"[৭২৩]

৪। সূরা নাসর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ . وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا . فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا .

"শুরু করছি আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।"

"১. যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় ২. এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, ৩. তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।"[৭২৪]

সূরা নাসর-এর ফযিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ...«أَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ؟» قَالَ: بَلَى. قَالَ: «رُبُعُ الْقُرْآنِ»

---

[৭২৩] সুনানে তিরমিযী, ২৮৯৮।

[৭২৪] আল কুর'আন: ১১০: ১-৩।

“হযরত আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. (জনৈক ব্যক্তিকে) বলেছেন,...তোমার কাছে কী ‘ইযা যাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাত্হু’ নেই? লোকটি বললো: হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, এটি কুর‘আনের এক চতুর্থাংশ।”[৭২৫]

৫। সূরা কাফিরূন-এর ফযিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর হাদীস

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ...«أَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «رُبُعُ القُرْآنِ»

“হযরত আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. (জনৈক ব্যক্তিকে) বলেছেন,...তোমার কাছে কী ‘কুল ইয়া আইউ হাল কাফিরূন’ নেই? লোকটি বললো: হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন, এটি কুর‘আনের এক চতুর্থাংশ।”[৭২৬]

৬। সূরা যিলযাল

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا . وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا . وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا . يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا . بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا . يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ . فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ .

“শুরু করছি আল্লাহ্র নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।”

“১. যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, ২. যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে। ৩. এবং মানুষ বলবে, এর কী হলো? ৪. সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, ৫. কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ–

[৭২৫] সুনানে তিরমিযী, ২৮৯৫।
[৭২৬] সুনানে তিরমিযী, ২৮৯৫।

করবেন। ৬. সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। ৭. অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে। ৮. এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।"[৭২৭]

সূরা যিলযাল-এর ফযিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ... «أَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «رُبُعُ القُرْآنِ»

"হযরত আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. (জনৈক ব্যক্তিকে) বলেছেন,...তোমার কাছে কী 'ইযা যুলযিলাতিল আরদি' নেই? লোকটি বললোঃ হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, এটি কুর'আনের এক চতুর্থাংশ।"[৭২৮]

অন্য হাদীসে সূরা যিলযাল কে কুর'আনের অর্ধেক বলা হয়েছে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ القُرْآنِ،

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'ইযা যুলযিলাতিল আরদি' অর্ধেক কুর'আনের সাওয়াব।"[৭২৯]

৭। সূরা বাক্বারা- এর ফযিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীস

عَن سهل بن سعد رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن لكل شَيْء سناما وَإِن سَنَام الْقُرْآن سُورَة الْبَقَرَة من قَرَأَهَا فِي بَيته لَيْلًا لم يدْخل الشَّيْطَان بَيته ثَلَاث لَيَال وَمن قَرَأَهَا نَهَارا لم يدْخل الشَّيْطَان بَيته ثَلَاثَة أَيَّام.

[৭২৭] আল কুর'আন: ৯৯: ১-৮।
[৭২৮] সুনানে তিরমিযী, ২৮৯৫।
[৭২৯] সুনানে তিরমিযী, ২৮৯৪।

"হযরত সাহাল বিন সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, নিশ্চয়ই প্রত্যেকটি বস্তুর চূড়া রয়েছে, আল কুর'আনের চূড়া হলো সূরা বাক্বারা। যে ব্যক্তি রাতে তার ঘরে এ সূরা পাঠ করবে, তিন রাত পর্যন্ত তার ঘরে শয়তান প্রবেশ করবে না। আর যে ব্যক্তি দিনে তার ঘরে এ সূরা পাঠ করবে, তিন দিন পর্যন্ত তার ঘরে শয়তান প্রবেশ করবে না।"[৭৩০]

৮। সূরা বাক্বারার শেষ দু'আয়াতের ফযিলত

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ

"হযরত আবি মাসউদ আল আনসারী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা বাক্বারার শেষ দু'আয়াত রাতে পড়বে, এটি তার জন্য যথেষ্ট হবে।"[৭৩১]

৯। আয়াতুল কুরসী-এর ফযিলত

ক. এটি কুর'আনের আয়াতসমূহের প্রধান

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ، وَإِنَّ سَنَامَ القُرْآنِ سُورَةُ البَقَرَةِ وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ القُرْآنِ، هِيَ آيَةُ الكُرْسِيِّ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, নিশ্চয়ই প্রত্যেকটি বস্তুর চূড়া রয়েছে, আল কুর'আনের চূড়া হলো সূরা বাক্বারা। এতে এমন একটি আয়াত রয়েছে যা কুর'আনের আয়াতসমূহের প্রধান, তা হল আয়াতুল কুরসী।"[৭৩২]

---

[৭৩০] সহীহ ইবনে হিব্বান, আত তারগীব ওআত তারহীব, ২২৪৬।

[৭৩১] সুনানে তিরমিযী, ২৮৮১।

[৭৩২] মুসনাদে হারেস, ৭২১, সুনানে তিরমিযী, ২৮৭৮ ।

খ. আয়াতুল কুরসী পাঠকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা পাবে

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِي، لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ বিছানায় যাবার ইচ্ছা করে সে যেন আয়াতুল কুরসী পাঠ করে। যে তা পাঠ করবে সে আল্লাহর নিকট থেকে নিরাপত্তা পাবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তার কাছে আসতে পারবে না।"[৭৩৩]

গ. আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জান্নাত লাভের পথ নিশ্চিত হয়

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ}.

"হযরত আবি উমামা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তার জান্নাতে প্রবেশে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো বাধা থাকবে না।"[৭৩৪]

১০। সূরা কাহাফ-এর ফযিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ، عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

---

[৭৩৩] আল বুখারী, হাদীস নং: ৫০১০।

[৭৩৪] মিশকাতুল মাসাবীহ, ৯৭৪, বায়হাকী, সহীহ ইবনে হিব্বান, নাসায়ী, বায়হাকী,।

"হযরত আবি দারদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে, তাকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্ত রাখা হবে।"[৭৩৫]

১১। সূরা ইয়াসিন-এর ফযিলত

ক. দশবার কুর'আন খতমের সাওয়াব পাওয়া যায়

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ.

"হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, প্রত্যেক বস্তুর একটি হৃদয় আছে। আল কুর'আনের হৃদয় হলো সূরা ইয়াছিন। যে ব্যক্তি একবার সূরা ইয়াছিন তিলাওয়াত করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দশ বার কুর'আন খতমের সাওয়াব দেবেন।"[৭৩৬]

খ. মুমূর্ষু ব্যক্তির উদ্দেশে সূরা ইয়াছিন পড়ার ফযিলত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীস

عَنْ مَعْقِل بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ (يس) ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَاقْرَؤُوهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ.

"হযরত মা'কাল বিন ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সূরা ইয়াছিন তিলাওয়াত করবে, আল্লাহ তার অতীত জীবনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। সুতরাং তোমরা মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে সূরা ইয়াছিন তিলাওয়াত কর।"[৭৩৭]

---

৭৩৫ সুনানে আবু দাউদ, ৪৩২৩, সহীহ মুসলিম ও নাসায়ী।

৭৩৬ সুনানে তিরমিযী , ২৮৮৭।

৭৩৭ সুনানে আবু দাউদ, ৩১২১, বায়হাকী, মিশকাতুল মাসাবীহ, ২১৭৮।

গ. সূরা ইয়াছিন পাঠকারীর গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হয়

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ يس فِي لَيْلَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، غُفِرَ لَهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাতে সূরা ইয়াছিন তিলাওয়াত করবে, আল্লাহ তার ঐ রাতের সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন।"[৭৩৮]

ঘ. সূরা ইয়াছিন পাঠকারীর সকল হাজত পূর্ণ হয়

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ يس فِي صَدْرِ النَّهَارِ، قُضِيَتْ حَوَائِجُهُ.

"হযরত আতা বিন আবি রিবাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনের বেলায় সূরা ইয়াছিন তিলাওয়াত করবে, তার সকল হাজত পূর্ণ করা হবে।"[৭৩৯]

১২। সূরা দুখান-এর ফযিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ فِي لَيْلَةٍ أَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে সূরা হা-মীম আদদুখান তিলাওয়াত করে, ভোর হওয়া পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।"[৭৪০]

---

[৭৩৮] সুনানে দারেমী, ৩৪৬০।
[৭৩৯] সুনানে দারেমী, ৩৪৬১।
[৭৪০] সুনানে তিরমিযী, ২৮৮৮।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর অন্য হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ غُفِرَ لَهُ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর রাতে সূরা হা-মীম আদদুখান তিলাওয়াত করে, তাকে মাফ করা হবে।"[৭৪১]

১৩। সূরা আর রাহমান-এর ফযিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

রাসূল সা. ইরশাদ করেন, প্রত্যেক জিনিসেরই সৌন্দর্য আছে, এ সৌন্দর্যের কারণে সে জিনিসটি দুলহানের ন্যায় হয়। আর কুর'আনের সৌন্দর্য হলো সূরা আর রাহমান।

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الرَّحْمَنِ، رَحِمَ اللَّهُ ضَعْفَهُ.

"যে ব্যক্তি সূরা আর রাহমান তিলাওয়াত করবে, আল্লাহ তার প্রতি অগণিত রহম করবেন।"[৭৪২]

১৪। সূরা ওয়াক্বিয়া-এর ফযিলত

ক. অতীত, বর্তমান, দুনিয়া ও আখিরাত সকল বিষয়ের জ্ঞান অর্জিত হয়

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

قَالَ مَسْرُوقٌ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعِلْمَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَلْيَقْرَأْ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ.

"হযরত মাসরূক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি অতীত, বর্তমান, দুনিয়া ও আখিরাত সকল বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতে চায়, সে যেন সূরা ওয়াক্বিয়া তিলাওয়াত করে।"[৭৪৩]

খ. এ সূরা পাঠকারী কখনো অভাবে পতিত হবে না

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

---

[৭৪১] সুনানে তিরমিযী, ২৮৮৮।

[৭৪২] তারগীব আজ জুরজানী, ৪৭৮।

[৭৪৩] মুসনাদে আবি সায়বা, ৩৪৮৭৩।

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا.

"হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করবে, সে কখনো দারিদ্র্য বা অভাবে পতিত হবে না।"[৭৪৪]

১৫। সূরা মূলক-এর ফযিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: يُؤْتَى الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ فَتُؤْتَى رِجْلَاهُ فَتَقُولُ رِجْلَاهُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ كَانَ يَقُومُ يَقْرَأُ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ صَدْرِهِ أَوْ قَالَ بَطْنِهِ، فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ كَانَ يَقْرَأُ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤْتَى رَأْسُهُ فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ كَانَ يَقْرَأُ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ، قَالَ: فَهِيَ الْمَانِعَةُ تَمْنَعُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَهِيَ فِي التَّوْرَاةِ سُورَةُ الْمُلْكِ، وَمَنْ قَرَأَهَا فِي لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْنَبَ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষকে যখন কবরে রাখা হবে, তখন তার দু'পায়ের দিক থেকে (আযাবের) ফেরেশতা আসবে। সূরা মূলক তখন বলবে, আমার দিক দিয়ে তোমার কোনো পথ নেই। কারণ সে সূরা মূলক পড়ত। তাউপর ফেরেশতা তার বুক অথবা পেটের দিক থেকে আসবে। সে তখন বলবে, আমার এ দিক থেকে তোমার কোনো পথ নেই। অতঃপর তার মাথার দিক দিয়ে আসবে। সূরা মূলক তখন বলবে, আমার এ দিক থেকে তোমার কোনো পথ নেই। কেননা, সে সূরা মূলক পাঠ করত। বস্তুত এ হচ্ছে প্রতিরোধকারী, যে কবরের আযাব প্রতিরোধ করে। তাওরাতেও এটি সূরা মূলক হিসেবে রয়েছে। যে ব্যক্তি রাতে এ সূরা পাঠ করে নিল, সে অনেক কিছু করে ফেলল এবং অনেক পুণ্যময় কাজ করলো।"[৭৪৫]

---

[৭৪৪] মুসনাদে আবি সায়বা, ৩৪৮৭৩।

[৭৪৫] মুসতাদরাক হাকেম, ৩৮৩৯, গ্রন্থকার এটিকে সহীহ বলেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ. وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, কুর'আনে ত্রিশ আয়াতবিশিষ্ট একটি সূরা আছে, যা কোনো ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করলে তাকে মাফ করে দেয়া হয়। এ সূরাটি হলো: 'তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মূলক'।"[৭৪৬]

১৬। সূরা হাশর-এর শেষ তিন আয়াত

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ . هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ . هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

"তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। তিনিই আল্লাহ; তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ্ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা; স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।"[৭৪৭]

---

[৭৪৬] ইবনে হিব্বান, ১৭৬৬, সুনানে তিরমিযী, ২৮৯১।

[৭৪৭] আল কুর'আন: ৫৯: ২২-২৪।

সূরা হাশর-এর শেষ তিন আয়াত এর ফযিলত

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: " مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الحَشْرِ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي كَانَ بِتِلْكَ المَنْزِلَةِ.

"হযরত মাকাল বিন ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে তিনবার 'আউযুবিল্লাহিছ ছামিউল আলিমি মিনাশ শাইত্বনির রাজীম' পড়বে তাউপর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত একবার পাঠ করবে আল্লাহ তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন, যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই ব্যক্তির জন্য ইসতিগফার করতে থাকে, সেদিন যদি তার মৃত্যু হয়, তাহলে সে ব্যক্তি শহীদী মৃত্যু লাভ করবে। এভাবে সন্ধ্যায় একই নিয়মে যিনি পাঠ করবে সে ব্যক্তিও উক্ত মরতবা লাভ করবে। সে যদি রাতের বেলা মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে শহীদী দরজা লাভ করবে।"[৭৪৮]

১৭। সূরা আলে ইমরানের ২৬ ও ২৭ নং আয়াত

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

---

[৭৪৮] সুনানে তিরমিযী, ২৯২২।

"বলুন হে আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও। যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। তুমি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তুমিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আন এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের কর। আর তুমিই যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান কর।"[৭৪৯]

সূরা আলে ইমরানের ২৬ ও ২৭ নং আয়াত এর ফযিলত

এ আয়াত দুটি পড়ার ফলে মহান আল্লাহ বান্দার আর্থিক দারিদ্র দূর করবেন। আলোচ্য আয়াত দুটির শানে নুযুল ও তাফসীর বিশ্লেষণ করে এতটুকু বলা যায়। যেমন তাফসীরে মাআ'নিউল কুর'আন প্রণেতা বলেন:

تُؤْتِي الْمُلْكَ الَّذِي هُوَ الْمَالُ

"আলোচ্য আয়াতে রাজত্ব বলে ধন-সম্পদ বুঝানো হয়েছে।"[৭৫০]

শেষকথা

দিন-রাত ২৪ ঘণ্টায় পালনীয় সুন্নাতের ব্যাপারে আলোচ্য বইটিই যথেষ্ট হবে যদি এর প্রতিটি অধ্যায় যথাযথ বুঝে শুনে আমল করা যায়। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন নবী করীম সা. এর সুন্নাতের উপর জীবনযাপন এবং মৃত্যুবরণ করার তাওফিক দান করেন। মহান আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য ইসলামি বিধি-বিধান দিয়েছেন, নাযিল করেছেন আল কুর'আন। আর ইসলামি বিধি-বিধানসমূহ বাস্তবজীবনে পালনের নির্দেশনা দিয়েছেন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সা.। সুতরাং তার দেখানো সুন্নাত অনুসারে প্রতিটি কাজ করার মাধ্যমে রয়েছে দুনিয়াবি কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি। পরিশেষে সমস্ত প্রশংসা ও শোকরিয়া বিশ্ব জগতের মালিক আল্লাহর জন্য, যিনি রাসূলের অনেকগুলো সুন্নাতকে একত্রিত করার মহৎ কাজটি সমাপ্ত করার তাওফিক দিয়েছেন।

---

[৭৪৯] আল কুর'আন, ৩: ২৬-২৭।

[৭৫০] আজ জুযাজ, তাফসীরে মায়ানিউল কুর'আন ও ইরাবুহু, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৯২।

গ্রন্থপঞ্জি

এ গ্রন্থ রচনায় যে সকল গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, সে সকল গ্রন্থের তালিকা।

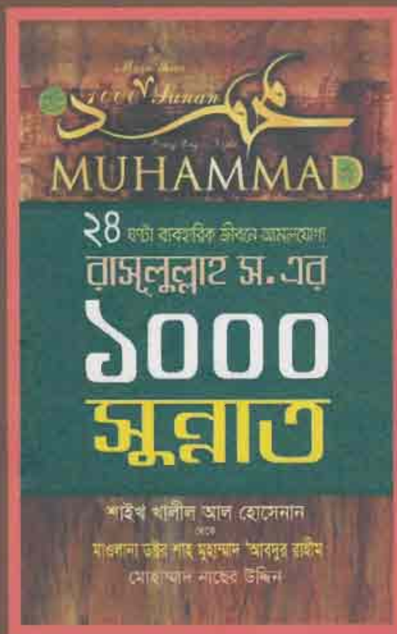
ক্রম	লেখক/অনুবাদক/সংকলক	গ্রন্থের নাম	প্রকাশনী	প্রকাশ স্থান	মুদ্রন সন
০১	-	আল কুর'আন	-	-	-
০২	বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল	আস-সহীহ	দারে তাওকুন নাজাত	দামেশক	১৪২২ হিঃ
০৩	মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ	আস-সহীহ	দারে এহইয়া আত-তুরাস আল আরাবী	বৈরুত	-
০৪	আবু দাউদ, সুলায়মান ইবনে আশ'আস	আস-সুনান	মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ	বৈরুত	-
০৫	তিরমিযী, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা	আস-সুনান	মাকতাবাতু মুসতফা আল বালী আল হালী	মিশর	১৩৯৫ হিঃ
০৬	তিরমিযী, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা	শামায়েল	মাকতাবাতু মুসতফা আল বালী আল হালী	মিশর	১৩৯৫ হিঃ
০৭	নাসায়ী, আহমদ ইবনে শুআইব	আস-সুনান	মাকতাবাতু মাতবুআত আল ইসলামিয়্যা	বৈরুত	১৪০৬ হিঃ
০৮	ইবনে মাজাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ	আস-সুনান	দারে এহইয়া কিতাবুল আরাবীয়্যা	বৈরুত	-
০৯	আবি ইয়ালা আল-মাউসিলী, আহমদ ইবনে আলী	আল-মুসনাদ	দারুল মা'মুর বিত তুরাস	দামেশক	১৪০৪ হিঃ
১০	ইবনে খুযাইমা, আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক	আস-সহীহ	মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যা	বৈরুত	-
১১	ইবনে হিব্বান, আবু হাতিম মুহাম্মদ	আস-সহীহ	মুয়স্যাতুর রিসালা	বৈরুত	১৪০৮ হিঃ
১২	বায়হাকী, আহমদ ইবনে হুসাইন	শু'আবুল ঈমান	মাকতাবাতু রাশেদ বিন নসর	রিয়াদ	১৪২৩ হিঃ
১৩	বায়হাকী, আহমদ ইবনে হুসাইন	আস-সুনানুল কুবরা	দারুল কুতুবুল ইলমীয়্যা	বৈরুত	১৪২৪ হিঃ
১৪	বায়হাকী, আহমদ ইবনে হুসাইন	আস-সুনানুল ছোগরা	জামেআ দেরাসাতুল ইসলামিয়্যা	পাকিস্তান	১৪১০ হিঃ
১৫	বায়হাকী, আহমদ ইবনে হুসাইন	আসমাউস ছিফাত	দারুল কুতুবুল ইলমীয়্যা	বৈরুত	১৪২৪ হিঃ
১৮	আলবানী, মুহাম্মদ নাসিরুদ্দিন	সহীহ জামিয়িস সগীর	মাকতাবাতুল ইসলামি	-	-

ক্রম	লেখক/অনুবাদক/সংকলক	গ্রন্থের নাম	প্রকাশনী	প্রকাশ স্থান	মুদ্রন সন
১৯	সুলায়মান বিন আহমদ বিন আইয়ুব	মু'জামুল আওসাত	মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যা	বৈরুত	১৪০৫ হি:
২০	আবু আব্দুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল বিন হিলাল বিন আসাদ	মুসনাদে আহমদ	মুয়াস্যাতুর রিসালা	বৈরুত	১৪২১ হি:
২১	ইবনে উশাই	শরহে ফিক্হ,	-	-	-
২২	আবু আব্দুল্লাহ ওয়ালিউদ্দিন আত তাবরানী	মিশকাতুল মাসাবীহ	মাকতাবাতুল ইসলামি	বৈরুত	১৯৮৫ খ্রী:
২৩	সাউদি উলামা-কমিটি	ফাতাওয়া ইসলামিয়া	-	-	-
২৪	মুফতি মুহাম্মদ আমিমূল ইহসান	ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	ঢাকা	১৪৩১ হি:
২৫	আবু মুহাম্মদ আব্দুর রহমান বিন ফযল বিন বারহাম	সুনানে দারেমী,	দারু কুতুবুল ইলমিয়্যা	বৈরুত	১৪১১ হি:
২৬	মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন হামদুয়্যা বিন নুয়িম বিন হাকেম	মুসতাদারক আল হাকিম	মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যা	বৈরুত	১৪০৫ হি:
২৭	সুলায়মান বিন আহমদ বিন আইয়ুব	মু'জামুল কাবীর	মাকতাবাতু ইবনে কাইমিয়্যা	মিশর	১৪১০ হি:
২৯	আহমদ বিন মাহদী বিন মাসউদ বিন নু'মান বিন দিনার	দারে কুতনী	মুয়স্যাতুর রিসালা	বৈরুত	১৪২৪ হি:
৩০	ইবনে আবি শাইবাহ	ইরওয়াইল গালীল	দারুল ওতান	রিয়াদ	১৯৯৭ খ্রী:
৩১	ইবনে আবি শাইবাহ	আল-মুসনাদ	দারুল ওতান	রিয়াদ	১৯৯৭ খ্রী:
৩২	আলবানী, মুহাম্মদ নাসিরুদ্দিন	সহীহ তারগীব ওয়াত তাহরীব	মাকতাবাতুল মা'আরেফ	রিয়াদ	১৪১৪ হি:
৩৩	আবু ইসহাক আজ জুযাজ	তাফসীরে মা'নিউল কুর'আন ও ইরাবুহু	ইলমূল কুতুব	বৈরুত	১৪০৮ হি:
৩৪	তকী উদ্দিন আবু আব্বাস আহমদ বিন আব্দুল হালিম	সহীহ কালিমুত তাইয়্যেব	দারুল ফিকর	বৈরুত	১৪০৭ হি:

সোনালী সোপান প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত বইসমূহ

ক্রম.নং	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক	মূল্য
১.	আর-রাহীকুল মাখতূম	আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহ.)	৫০০ টাকা
২.	আল-কুরআনের বিষয়কোষ	ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহীম	প্রকাশিতব্য
৩.	Dictionary of The Holy Quran	আল্লামা হাসানাইন মুহাম্মদ মখলুফ	২২৫ টাকা
৪.	কুরআন বিজ্ঞান মুসলমান	ডক্টর মুহাম্মাদ আসলাম পারভেজ	১৩০ টাকা
৫.	আল-লু'লু' ওয়াল মারজান (মুত্তাফাকুন আলাইহি)	আল্লামা মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী র. অনু: ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহীম	৯২০ টাকা
৬.	বুলূগুল মারাম	হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ.	৪০০ টাকা
৭.	এন্তেখাবে হাদীস (শিক্ষা ও ব্যাখ্যাসহ)	আল্লামা আবদুল গাফ্ফার হাসান নদভী	২২০ টাকা
৮.	রাহে আমল (শব্দার্থ, শিক্ষা ও ব্যাখ্যাসহ) ১,২	আল্লামা জলীল আহসান নদভী	প্রকাশিতব্য
৯.	রিয়াদুস সালেহীন (শব্দার্থ, শিক্ষা ও ব্যাখ্যাসহ) ১-৪	ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী র.	প্রকাশিতব্য
১০.	রাসূলুল্লাহ সা.-এর পছন্দ-অপছন্দ	আল্লামা আদনান আত্তারশাহ	৪৬০ টাকা
১১.	হালাল হারাম ও কবীরা গুনাহ	আল্লামা কারযাভী ও ইমাম আয-যাহাবী রহ. অনু : ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহীম	৩২০ টাকা
১২.	ইসলামে সন্তান লালন-পালন	ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহীম	৩৭০ টাকা
১৩.	বেহেশতের রাজপথ ইসলাম	ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহীম	৩৯০ টাকা
১৪.	প্রশ্নোত্তরে ইসলামের হাজার প্রসঙ্গ	ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহীম	৩২০ টাকা
১৫.	কিতাবুত তাওহীদ ও কালিমা তাইয়্যিবা	আল্লামা আবদুল ওয়াহাব ও আল্লামা সালিহ বিন ফাওযান	১৮০ টাকা
১৬.	১০০০ প্রশ্নোত্তরে ইসলাম	ডক্টর মুহাম্মাদ ইবরাহীম ইলমাস্‌রী ও প্রফেসর ডক্টর জামাল বাদাভী	১৩০ টাকা
১৭.	রাসূলুল্লাহ সা.-এর নামে চালিয়ে দেয়া জাল হাদীস	আল্লামা গোলাম আহমদ মোর্তজা অনু : ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহীম	১২০ টাকা
১৮.	নামায আমরা কেন পড়ি	ডক্টর শোয়ায়েব হাসান	৭০ টাকা
১৯.	আল-কুর'আন আমার বেহেশতের পথ দেখায়	ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহীম	১৩০ টাকা
২০.	কে আল্লাহ কে মুহাম্মাদ সা. একটি সহজ পরিচয়	আলী আরাবী আবু হামযা	৭০ টাকা
২১.	মাতা পিতার জন্য সবটুকু ভালোবাসা	আল্লামা আবদুল মালিক আল-কাসিম	৭৫ টাকা
২২.	ধন্য তুমি নারী (আদর্শ রমণীর গুণাবলী)	আল্লামা আবদুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	১৪০ টাকা
২৩.	মুসলিম নারীর ব্যবহারিক জীবন (২০০০ প্রশ্ন)	আল্লামা ইবরাহীম এম. কোন্না	২৬০ টাকা
২৪.	মাকসূদুল মু'মিনীন (মু'মিনের ব্যবহারিক জীবন)	মাওলানা ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহীম মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ফয়েজুল্লাহ	৫৮০ টাকা
২৫.	আল্লাহ তা'আলার পছন্দ-অপছন্দ	আল্লামা আদনান আত্তারশাহ	প্রকাশিতব্য

ক্রম.নং	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক	মূল্য
২৬.	ইসলাম কায়েম তলোয়ারে নয় উদারতায়	মাওলানা আবদুল জলিল মাযাহেরী	২২০ টাকা
২৭.	আদাবে জিন্দেগী (জীবন-সৌন্দর্য)	আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী	২৬০ টাকা
২৮.	বিশ্বনবী সা.-এর দয়া ও ভালোবাসা	আল্লামা আবু আবদুর রাহমান	২৩০ টাকা
২৯.	মরণের আগে ও পরের জীবন	মাওলানা ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহীম মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম	২৮০ টাকা
৩০.	জীবনের গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা ও আমল	মাওলানা ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহীম মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ফয়েজুল্লাহ	২৩০ টাকা
৩১.	আদর্শ পরিবার ও পারিবারিক জীবন	মাওলানা ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহীম মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম	প্রকাশিতব্য
৩২.	বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস সংকলন ১, ২	সম্পাদনা পরিষদ	প্রকাশিতব্য
৩৩.	মুখতাছার বুখারী	সংকলন	প্রকাশিতব্য
৩৪.	কিয়ামতের আলামত	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	প্রকাশিতব্য
৩৫.	জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনা	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	প্রকাশিতব্য
৩৬.	রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ১০০০ শিক্ষণীয় ঘটনা	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	প্রকাশিতব্য
৩৭.	রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামায	মাওলানা ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহীম মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	প্রকাশিতব্য
৩৮.	বিশ্বনবী (সা.)-এর জীবনী	ড. রুহুল আমীন সরকার জি. এম. মেহেরুল্লাহ	প্রকাশিতব্য
৩৯.	আল-কুরআনের গল্প (সিরিজ)	মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন	প্রকাশিতব্য
৪০.	হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর জীবনী গল্প ও শিক্ষণীয় ঘটনা	মূল: আবদুল আজিজ অনু: মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	প্রকাশিতব্য
৪১.	হযরত উমর (রা)-এর জীবনী গল্প ও শিক্ষণীয় ঘটনা	মূল: আবদুল আজিজ অনু: মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	প্রকাশিতব্য
৪২.	হযরত উসমান (রা)-এর জীবনী গল্প ও শিক্ষণীয় ঘটনা	মূল: আবদুল আজিজ অনু: মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন	প্রকাশিতব্য
৪৩.	হযরত আলী (রা)-এর জীবনী গল্প ও শিক্ষণীয় ঘটনা	মূল: আবদুল আজিজ অনু: মো: আতিয়ার রহমান	প্রকাশিতব্য
৪৪.	তিন ভাষায় আল-কুরআনের অভিধান (উচ্চারণসহ)	মূল: আব্দুল করিম পারেক অনু: মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	প্রকাশিতব্য
৪৫.	দারসুল কুরআন ও হাদীস	সম্পাদনা পরিষদ	প্রকাশিতব্য
৪৬.	শিশুর সুন্দর নাম	মাওলানা ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহীম মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	প্রকাশিতব্য



The Bright Design R. Islam 01715767586



সোনালী সোপান প্রকাশন
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৩৭১৬, ০১৭১৫৮১৯৮৬৯

ISBN 978-984-90188-0-3

